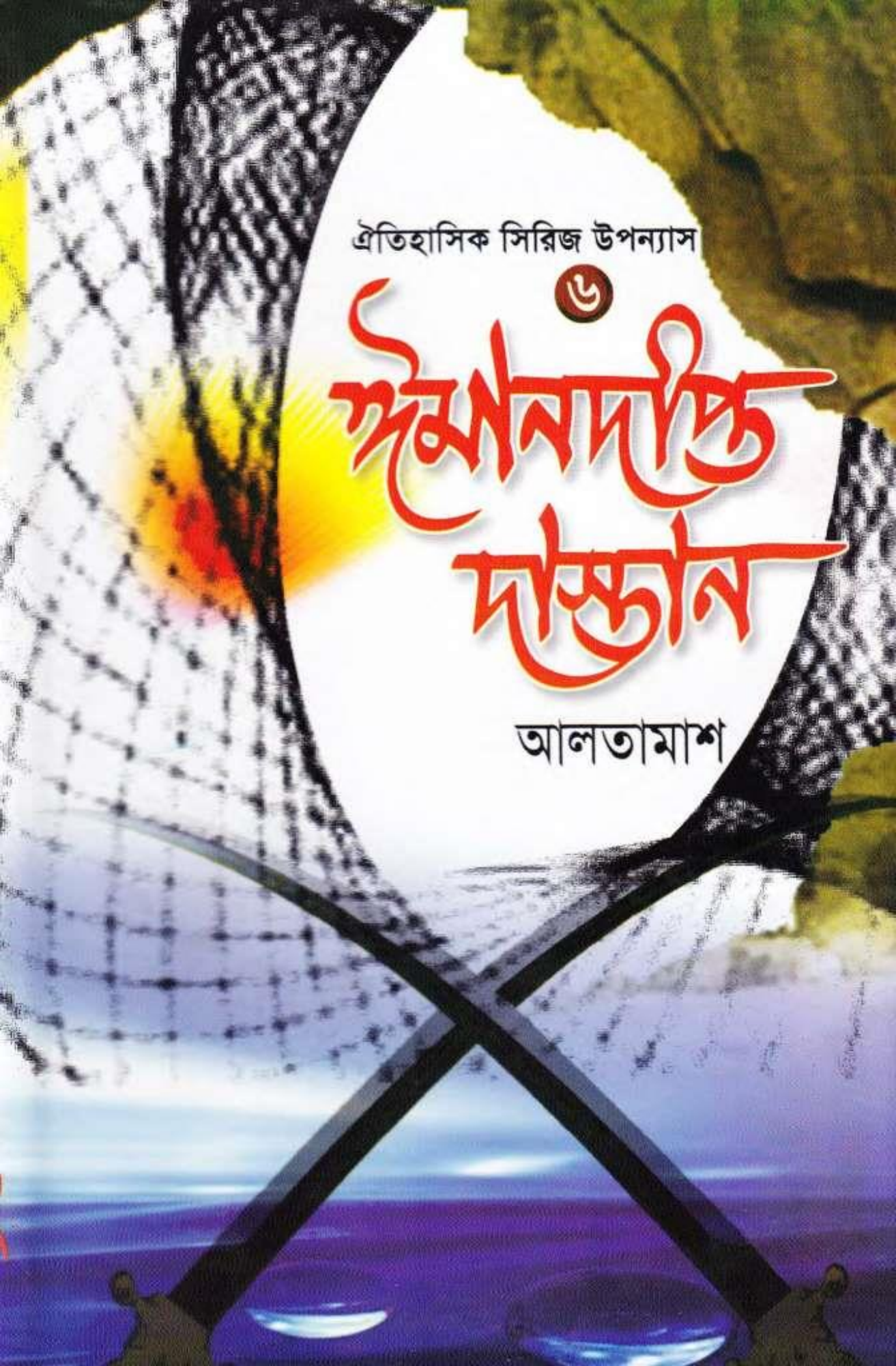
ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস
৬
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাশ

আ গে প ড়ু ন

দ্বাদশ শতাব্দির কাহিনী। ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে মেতে ওঠে খ্রিস্টান দুনিয়া। ইসলামের পতন ঘটিয়ে বিশ্বময় ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেছে নেয় নানা কুটিল পথ। অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী নারীর ফাঁদ পেতে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমির ও শাসকদের। এক দল গাদ্দার তৈরি করে নেয় মুসলমানদের মাঝে। সেইসঙ্গে চালায় বহুমুখী সশস্ত্র অভিযান। মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে দখল করে রাখে ইসলামের মহান স্মৃতিচিহ্ন প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস।

সেই বিজাতীয় ক্রুসেডার ও স্বজাতীয় গাদ্দারদের মোকাবেলায় গোপনে-প্রকাশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যান ইতিহাসের অমর নায়ক বিজয়ী মর্দে-মুমিন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। ১১৬৯ সালে শুরু-হওয়া তাঁর ওই লড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত থামেনি এক মুহূর্তের জন্যও।

একদিকে মনকাড়া রূপসী নারীর ফাঁদ, অন্যদিকে ঈমানের উপর অটল দাঁড়িয়ে থাকার অনুপম উদাহরণ। একদিকে ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য মহড়া, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জানকবুল সংগ্রাম।

সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দচিত্র সিরিজ উপন্যাস **'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'**।

শুরু করার পর শেষ না করে উপায় নেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের নিখুঁত জ্ঞান। উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান-আলোকিত উপাদান।

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৬

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৬

রচনা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

নূরমণি প্রকাশন

দোকান নং ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

www.pathagar.com

পরিমার্জিত ৬ষ্ঠ প্রকাশ : মার্চ ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

পৃষ্ঠা : ২২৪ (ফর্মা ১৪)

পরশমণি প্রকাশনা : ৬

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার

মুদ্রণ : জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস

ডিজাইন : সাজ ক্রিয়েশন

ISBN-984-70063-0009-0

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র / US $ 5

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিজয়ী কমান্ডারদের সম্মুখে শত্রুপক্ষের অসংখ্য লাশ পড়ে আছে। দিশেহারা আহত উট-ঘোড়াগুলো হতাহতদের পিষে চলছে। শত্রুশিবিরের যেসব সৈনিক পালাতে পারেনি, তারা অস্ত্রসমর্পণ করে একস্থানে জড়ো হচ্ছে। বিপুলসংখ্যক ঢাল-তলোয়ার, তির-ধনুক, বর্শা-তাঁবু ও অন্যান্য আসবাবপত্র দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

সুলতান আইউবি সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছেন, যেটা তাঁর শত্রুজোটের প্রধান সেনানায়ক সাইফুদ্দীনের হেডকোয়ার্টার ও বিশ্রামাগার ছিল। গাজী সাইফুদ্দীন তার বাহিনীর পরাজয় ও সুলতান আইউবির জয় নিশ্চিত টের পেয়ে কাউকে কিছু না-বলে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার পলায়ন যেমন ছিল গোপনীয়, তেমনি ছিল লজ্জাকর। হেরেমের বেশ কটা রূপসী মেয়ে তার সঙ্গে ছিল। ছিল নর্তকী ও সোনা-দানা। সৈন্যদের ভাতাপ্রদান ও আইউবির লোকদের ক্রয় করতে তিনি এই স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহামূল্যবান মনোহারী কাপড়ের তাঁবু ও শামিয়ানার তৈরী বিশ্রামাগারটি যেন একটি রাজপ্রাসাদ। সে-যুগের যুদ্ধবাজ শাসকবর্গ এরূপ মহল ও যতসব বিলাস-সামগ্রী সঙ্গে রাখতেন। গাজী সাইফুদ্দীন তেমনই একজন শাসক ছিলেন। তিনি মদের পিপা ও রং-বেরঙের মটকা-পেয়ালাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

সুলতান আইউবি মনকাড়া এই প্রাসাদটার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ সাইফুদ্দীনের পালঙ্কের উপর তাঁর চোখ পড়ল। সাইফুদ্দীনের তলোয়ারটা পালঙ্কের উপর পড়ে আছে। পালাবার সময় তিনি অস্ত্রটাও নিতে ভুলে গেছেন। সুলতান আইউবি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারটা টেনে হাতে তুলে নিলেন। খাপ থেকে অস্ত্রটা আস্তে-আস্তে বের করলেন। অস্ত্রটা ঝিকমিক করছে।

সুলতান তলোয়ারটার প্রতি একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর মুখ ঘুরিয়ে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দুজন সালারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'মুসলমানের তরবারির উপর যখন নারী ও মদের ছায়া পতিত হয়, তখন সেটি অকেজো লৌহখণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। এই তরবারির ফিলিস্তিন জয় করার কথা ছিল। কিন্তু খ্রিস্টানরা একে তাদের পাপ-পঙ্কিলতায় চুবিয়ে অকেজো লাঠিতে পরিণত করে দিয়েছে। যে-তরবারি মদ দ্বারা সিক্ত হয়, সেই তরবারি রক্ত থেকে বঞ্চিত থাকে।'

www.pathagar.com

সাইফুদ্দীনের বিশ্রামাগারের পাশেই আরেকটা প্রশস্ত মনোরম তাঁবু। তাতে কতগুলো অর্ধনগ্না রূপসী মেয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তারা নিজেদের অশুভ পরিণাম-চিন্তায় উৎকণ্ঠিতা। তারা জানে বিজয়ী বাহিনীর হাতে ধরা খেলে মেয়েদের কী দশা হয়! এমন চিত্তাহারিণী মেয়েদের মুঠোয় পেলে কে না পশু হয়। কিন্তু সুলতান আইউবির ঘোষণা শুনে তারা নির্বাক্। আইউবি ঘোষণা দিলেন– 'তোমরা মুক্ত। তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। কোথায় যাবে বলো; তোমাদের যার-যার গন্তব্যে সসম্মানে ও নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।'

সুলতান আইউবির এই অভাবিতপূর্ব ঘোষণায় তারা আরও সন্ত্রস্তা হয়ে উঠল। সুলতানের এই ঘোষণাকে উপহাস মনে করে তারা অধিকতর লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের ভয়ে মুষড়ে পড়ল।

সুলতান আইউবি মেয়েগুলোকে নিজের হেফাজতে নিয়ে নিলেন। রণাঙ্গনে নারীর উপস্থিতিকে সুলতান সহ্য করেন না। তাদের জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা কতজন ছিলে? তারা বলল, এখন যে-কজন আছি, আরও দুজন ছিল। এখন তারা নিখোঁজ। তারা মুসলমান ছিল না। তারাই সাইফুদ্দীনকে কব্জা করে রাখত। হয়তবা সাইফুদ্দীনের সঙ্গে তারাও পালিয়ে গেছে।

সেকালে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিজয়ী বাহিনীর সৈন্যরা পরাজিত বাহিনীর ফেলে-যাওয়া-সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সৈনিকরা পরাজিত বাহিনীর সেনাপতির হেডকোয়ার্টারের উপর লুটিয়ে পড়ত। সেখানে থাকত সম্পদের ভাণ্ডার, মদ আর নারী। এসবের দখল নিয়ে তাদের মাঝে বিবাদ-সংঘাতও বেঁধে যেত।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সুলতান আইউবির নীতি ছিল খুবই কঠোর। কোনো অফিসারের জন্যও – তার পদমর্যাদা যতই উঁচু হোক-না কেন – গনিমতের সম্পদে হাত লাগানোর অনুমতি ছিল না। তিনি কোনো একটি ইউনিটকে গনিমত কুড়িয়ে একজায়গায় সংগ্রহ করার দায়িত্ব দিতেন। তারপর নিজহাতে সেগুলো বণ্টন করতেন। কিন্তু তুর্কমানের যুদ্ধশেষে সুলতান আইউবি মালে-গনিমত সম্পর্কে কোনো নির্দেশ জারি করলেন না। তিনি নিজবাহিনী ও শত্রুপক্ষের আহতদের তুলে সেবা-চিকিৎসা ও যুদ্ধবন্দিদের আলাদা করার নির্দেশ দিলেন।

সুলতান আইউবি অত্যন্ত কঠোরভাবে রণাঙ্গনের শৃঙ্খলা বিধান করতেন। এই যুদ্ধে তাঁর শত্রুপক্ষ পলায়ন করেছে অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে। তাঁর কোনো-কোনো ইউনিট পলায়মান শত্রুসেনাদের ধাওয়াও করেছিল। কিন্তু এই পশ্চাদ্ধাবনেও তারা শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেনি। সুলতান আইউবি ধাওয়াকারীদের ফিরিয়ে আনলেন এবং ডান ও বাম পার্শ্বকে ঠিক যুদ্ধপূর্বের অবস্থার মতো প্রস্তুত রাখলেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরও তিনি পার্শ্ববাহিনীকে প্রত্যাহার করেননি। তা ছাড়া তিনি তাঁর রিজার্ভ বাহিনীটি তলব করে নিজের কমান্ডে নিয়ে নিলেন।

www.pathagar.com

'দুশমনের মালপত্র ও পশুপাল ইত্যাদির ব্যাপারে সুলতানের নির্দেশ কী?' – এক সালার সুলতান আইউবিকে জিজ্ঞেস করলেন – 'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে; আল্লাহ আমাদের জয়ী করেছেন।'

'না; আমি এখনও এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইনি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। আমার পাঠ এত তাড়াতাড়ি ভুলো না। সবে আমরা দুশমনের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছি মাত্র। আমাদের কোনো ইউনিট তাদের পার্শ্ববাহিনীর উপর হামলা করেছে কি? করেনি। আমার সন্দেহ, উভয়টা না হলেও তাদের একটা পার্শ্ব নিরাপদ আছে। তারা তিনটা ফৌজের যৌথ বাহিনী ছিল। তাদের সালার ঈমান-বিক্রেতা হতে পারে; কিন্তু এমন আনাড়ি নয় যে, তার যেসব ইউনিট যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তাদের জবাবি হামলার জন্য ব্যবহার করবে না। তার রিজার্ভ বাহিনীও অক্ষত ও প্রস্তুত আছে।'

'তাদের কেন্দ্র নিঃশেষ হয়ে গেছে মাননীয় সুলতান!' – সালার বললেন – 'তাদের নির্দেশ দেয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট নেই।'

'না থাকুক; খ্রিস্টানদের ভয় তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না' – সুলতান বললেন – 'যদিও আমার কাছে তথ্য নেই যে, খ্রিস্টানরা কাছে-ধারে কোথায় অবস্থান করছে; কিন্তু এই অঞ্চলটা পাহাড়ি। এখানে টিলাও আছে, বিস্তৃত সমতল ভূমিও আছে। কোথাও ঝোঁপ-জঙ্গলও আছে। কিছু এলাকা বালুকাময়; চোখে বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। শত্রু আর সাপের উপর কখনও আস্থা রাখা উচিত নয়। ওরা মরবার সময়ও ছোবল মারে। সাইফুদ্দীনের সালার মুজাফফর উদ্দীনের কোনো সংবাদ আমার জানা নেই। তোমরা জান, মুজাফফর উদ্দীন সহজে পালাবার মতো মানুষ নয়। আমি তার অপেক্ষায় আছি। তোমরা চোখ খোলা রাখো। বাহিনীগুলোকে একত্রিত করো। মুজাফফর উদ্দীন যদি আমার প্রশিক্ষণ না ভুলে থাকে, তা হলে নিঃসন্দেহে সে আমার উপর পালটা আক্রমণ চালাবে।'

♦♦♦

সুলতান আইউবির আশঙ্কা ভিত্তিহীন ছিল না।

প্রিয় পাঠক! হামাত যুদ্ধে সাইফুদ্দীনের জনৈক সালার মুজাফফর উদ্দীন ইবনে যাইনুদ্দীনের আলোচনা পড়েছেন। মুজাফফর উদ্দীন একসময় আইউবি-বাহিনীর সালার ছিলেন। তিনি জানেন, কোন পটভূমিকে সামনে রেখে সুলতান আইউবি যুদ্ধের পরিকল্পনা ঠিক করেন এবং কীভাবে রণাঙ্গনে তাতে রদবদল করেন। মুজাফফর উদ্দীন এক তো জন্মগত যোদ্ধা, তদুপরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সুলতান আইউবি থেকে। সব মিলিয়ে তিনি রণাঙ্গন থেকে পিছপা হওয়ার মতো লোক নন।

মুজাফফর উদ্দীন ছিলেন সাইফুদ্দীনের নিকটাত্মীয় (খুবসম্ভব চাচাত ভাই)। সুলতান আইউবি যখন মিসর থেকে দামেশ্‌ক আগমন করেন এবং মুসলিম

www.pathagar.com

আমীরগণ তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন, তখন মুজাফফর উদ্দীন সুলতানকে কিছুই না বলে তাঁর ফৌজ থেকে বের হয়ে শত্রুশিবিরে চলে গিয়েছিলেন।

তুর্কমানের এই যুদ্ধের আগে হামাত যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন সুলতান আইউবির পার্শ্বর উপর এমন তীব্র আক্রমণ করেছিলেন, যার মোকাবেলার জন্য সুলতান আইউবি পার্শ্ববাহিনীর নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের মতে, সেদিন যদি সুলতান আইউবি নিজে সেনাপতিত্ব না করতেন, তা হলে মুজাফফর উদ্দীন যুদ্ধের গতি পালটে দিতেন। সুলতান আইউবি মুজাফফর উদ্দীনকে যুদ্ধবিদ্যার ওস্তাদ বলে স্বীকার করতেন।

এবার তুর্কমানের গুপ্তচররা তাকে সম্মিলিত শত্রুবাহিনী সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রদান করেছে, তার মধ্যে একটি হলো, মুজাফফর উদ্দীনও এই বাহিনীতে আছেন। কিন্তু তিনি বাহিনীর কোন অংশের সঙ্গে রয়েছেন, সেই তথ্য জানা যায়নি। সুলতান আইউবি কয়েকজন যুদ্ধবন্দিকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু তারা মুজাফফর উদ্দীনের বাহিনীতে উপস্থিত থাকার বিষয়টি সত্যায়ন করলেও কেউ বলতে পারেনি, তিনি বাহিনীর কোন অংশে আছেন।

'হতে পারে, বন্দিরা জানা সত্ত্বেও বিষয়টা গোপন রেখেছে' – সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের বললেন – 'মুজাফফর উদ্দীন যুদ্ধ না করে ফিরে যাবে আমি বিশ্বাস করি না। সে আমার শিষ্য। আমি তার যোগ্যতা জানি। তার স্বভাব-চরিত্রও জানি। সে হামলা করবে। পরাজয় নিশ্চিত জানলেও করবে। তবে আমি চাই সে হামলা করুক। অন্যথায় আমার ইচ্ছা পূরণ হবে না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবি যেন বলতে না পারে, মুজাফফর উদ্দীনও পালিয়ে গেছে' – সাইফুদ্দীনের সালার মুজাফফর উদ্দীনের কণ্ঠ। তুর্কমান থেকে দু-আড়াই মাইল দূরে ধ্বনিত হচ্ছিল – 'আমি যুদ্ধ না করে ফিরে যাব না।'

সুলতান আইউবি যে-সময়টায় সাইফুদ্দীনের প্রাসাদোপম বিশ্রামাগারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক সে-সময় সাইফুদ্দীনের নিকট সংবাদ পৌঁছল – 'সালাহুদ্দীন আইউবি কীভাবে যেন আগেই জেনে ফেলেছেন, তার উপর হামলা আসছে। সে-কারণেই আমরা তার ফাঁদে আটকা পড়েছি। এখন এখানে যুদ্ধ করা অনর্থক। ভালোয় ভালো আপনারাও ফিরে যান এবং কোনো একটা উপযুক্ত জায়গায় যুদ্ধ করানোর জন্য বাহিনীগুলোকে পেছনে সরিয়ে নিন।'

'আপনার যেকোনো আদেশ-নিষেধ মান্য করতে আমাদের কোনোই আপত্তি নেই' – মুজাফফর উদ্দীনের এক নায়েব সালার বলল – 'কিন্তু যেখানে আমাদের বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, অনেকে পালিয়ে গেছে, এমতাবস্থায় এই অল্প কজন সৈন্য দ্বারা পালটা আক্রমণ করা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না।'

'আমার কাছে এখন যে-পরিমাণ সৈন্য আছে, আমি তাদের অপর্যাপ্ত মনে করি না' – মুজাফফর উদ্দীন বললেন – 'আমরা যে-বাহিনী নিয়ে এসেছিলাম,

www.pathagar.com

এরা তার চার ভাগের এক ভাগ। সুলতান আইউবি এর চেয়েও স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা যুদ্ধ করেন এবং সফল হয়ে থাকেন। আমি তার পার্শ্বর উপর আক্রমণ চালাব। এবার আমি তাকে সেই চাল চালতে দেব না, যেটি তিনি হামাতে চেলেছিলেন। তোমরা সবাই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকো।'

'মসুলের শাসনকর্তা মহামান্য গাজী সাইফুদ্দীন তিনটি ফৌজের এত বিপুল সৈন্য সত্ত্বেও হেরে গেছেন' – নায়েব সালার বলল – 'আমি আবারও বলব, এই গুটিকতক সৈন্য দ্বারা আক্রমণ করা আর তাদেরকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া সমান হবে।'

'যারা যুদ্ধের ময়দানে হেরেমের নারী আর মদের মটকা সঙ্গে রাখে, তাদের কাছে তিন নয়, দশটি বাহিনী থাকলেও সেই পরিণতিই বরণ করতে হবে, যা আমাদের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের ভাগ্যে জুটেছে' – মুজাফফর উদ্দীন বললেন – 'আমি মদপান করি বটে; কিন্তু এখানে যদি এক গ্লাস পানিও না জোটে, তবুও পরোয়া করব না। সুলতান আইউবি আমাকে ঈমান নিলামকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেন। আমি তাকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড়ব না। আমার এই লড়াই হবে দুই সেনাপতির লড়াই। এই যুদ্ধ হবে দুই বীরের যুদ্ধ। এটি হবে দুই অসিবিদের সংঘাত। তোমরা তোমাদের নিজ-নিজ বাহিনীকে প্রস্তুত করো। মনে রাখতে হবে, সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দারা মাটির তলেও দেখতে পায়। তোমাদের ইউনিটগুলোকে আজ রাতে আরও গোপনে নিয়ে যাবে এবং চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গুপ্তচর ছড়িয়ে দেবে। তারা সন্দেহজনক অবস্থায় কাউকে পেলে ধরে নিয়ে আসবে।'

মুজাফফর উদ্দীন তার সৈন্যদের লুকিয়ে রাখার জন্য একটা জায়গা ঠিক করে নিলেন। আক্রমণের জন্য তিনি কোনো দিন বা সময় নির্ধারণ করেননি। তিনি তার নায়েব সালারদের বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবি শেয়ালের মতো ধূর্ত এবং খরগোসের ন্যায় গতিশীল। আমি গুপ্তচরমারফত জানতে পেরেছি, তিনি এখনও মালে-গনিমত সংগ্রহ করেননি। তার অর্থ হলো, তিনি সম্মুখে অগ্রসর হবেন না এবং আমাদের জবাবি হামলার আশঙ্কা করছেন। আমি ভালোভাবেই জানি, তিনি কোন ধারায় চিন্তা করেন। আমি তাকে ধোঁকা দেব যে, আমরা সবাই পালিয়ে গেছি এবং এখন আর আক্রমণের কোনো ভয় নেই। এটি হবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার লড়াই। আমি প্রমাণ করব, কার বিচক্ষণতা বেশি – আইউবির, না আমার। আইউবি দু-দিনের বেশি অপেক্ষা করবে না। তার মতো আমিও তার গতিবিধির উপর নজর রাখতে আমার গুপ্তচরদের ব্যবহার করব। যখনই তিনি গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং তার দৃষ্টি ডান-বাম থেকে সরে যাবে, তখন আমরা তার পার্শ্বর উপর আক্রমণ চালাব।'

সুলতান আইউবি এই শঙ্কা-ই অনুভব করছিলেন।

www.pathagar.com

◆◆◆

সুলতান আইউবি তাঁর কিছুসংখ্যক সৈন্যকে সাইফুদ্দীন বাহিনীর ডান-বাম থেকে সরিয়ে পিছনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি কমান্ডোসেনাও রওনা করিয়েছিলেন। এরা তাঁর সেই কমান্ডোফোর্স, যার প্রতিজন কমান্ডার ও প্রত্যেক সৈনিক অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী। এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচরও। এই ফোর্স চার থেকে বারোজন করে এক-একটি দলে বিভক্ত হয়ে দুশমনের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছিল। তার একটি দলের সদস্যসংখ্যা ছিল বারোজন, এখন মাত্র তিনজন সৈনিক আর তার কমান্ডার আন-নাসের জীবিত আছে।

আন-নাসের তার দলের সঙ্গে তুর্কমানের রণাঙ্গন থেকেই সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর পিছনে চলে গিয়েছিল। সাধারণত তার টার্গেট হতো দুশমনের রসদ। এবারও তার কমান্ডোদের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে গেছে। তার সঙ্গে আছে সলিতাওয়ালা তির, সামান্য দাহ্যপদার্থ, বর্শা, তরবারি ও খঞ্জর।

শত্রুর রসদ এখান থেকে অনেক দূরে। আন-নাসেরের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা হলো, এই ভুখণ্ড না উন্মুক্ত ময়দান, না বালুকাময় প্রান্তর। বরং জায়গাটা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পার্বত্য ও টিলাময়, যার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সহজ। দিনের বেলা লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি ঘোড়া লুকিয়ে রাখা যায়। সম্মিলিত বাহিনীর রসদ – যাতে সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য ও পশুপালের জন্য শুকনো ঘাস, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি রয়েছে – পিছনে আসছে। এই মালামালে তির-ধনুক-বর্শাও আছে। আন-নাসের প্রথম রাতেই শত্রুবাহিনীর এই রসদের উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করল এবং বিপুল পরিমাণ রসদ অগ্নিতিরে ভস্ম হয়ে গেল।

আন-নাসের কমান্ডোদেরসহ দিনের বেলা একস্থানে লুকিয়ে থাকল। দেখল, শত্রুবাহিনী খানা-খোঁড়ল ও টিলার আড়ালে তাদের অনুসন্ধান করছে। সে তার কমান্ডোদের এদিক-ওদিক উপযুক্ত উঁচু স্থানে বসিয়ে রাখছে। তারা ধনুকে তির সংযোজন করে ওঁৎ পেতে বসে থাকল। শত্রুসেনারা দূর থেকেই ফেরত চলে গেছে। সূর্যাস্তের পর সে চুপি-চুপি রসদ-বহরের উপর দৃষ্টি রাখতে শুরু করল।

কাফেলা একস্থানে ছাউনি ফেলেছে। কিন্তু এ-রাত আক্রমণ করা সহজ মনে হলো না। দুশমন চারদিকে কঠোর টহলপ্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই প্রহরায় পদাতিকও আছে, অশ্বারোহীও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন-নাসের হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। দুশমনের এখনও বহু রসদ অক্ষত আছে। কমান্ডো হামলার মাধ্যমে রসদ ধ্বংস করা একটি বিশেষ কৌশল। এ-কাজের জন্য সে এমন একটি বাহিনী গঠন করে রেখেছে, যারা চেতনার দিক থেকে উন্মাদ ও প্রকৃতিতে উগ্র। তাদের বীরত্ব অসাধারণ ও বুদ্ধিমত্তা ঈর্ষণীয়। এই জানবাজদের সততা ও ঈমানি চেতনার অবস্থা হলো, তারা এত দূরে গিয়েও দায়িত্ব পালনে জানবাজির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকে, যেখানে তাদের খোঁজ নেয়ার মতো কেউ থাকে না।

www.pathagar.com

আন-নাসের দিনের বেলা যেখানে লুকিয়ে ছিল, রাতে সেখানেই ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখল। তারপর পায়ে হেঁটে দলের সদস্যদের নিয়ে একস্থান দিয়ে দুশমনের রসদ-বহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। মালপত্রের স্তূপে দাহ্যপদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দলের সদস্যদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিল। আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠল। শত্রুসেনারা ছুটোছুটি শুরু করল। আন-নাসেরের কমান্ডোরা ছুটন্ত ও পলায়মান শত্রুসেনাদের উপর তিরবৃষ্টি শুরু করল। শত্রুসেনারা তাদের সন্ধান করতে শুরু করল।

সফল অপারেশনের পর তাদের পক্ষে বেশি সময় লুকিয়ে হামলা করা সম্ভব হলো না। তারা এক-একজন করে ধরা পড়তে ও শহীদ হতে শুরু করল। যে তিনজন কমান্ডো আন-নাসেরের সঙ্গে ছিল, তারা-ই শুধু বেঁচে থাকল। তারা ব্যাপক ধ্বংস সাধন করল। রসদের সঙ্গে যেসব পাহারাদার ছিল, তারা ঘেরাও করে তাদের ধরার চেষ্টা করল।

আন-নাসের এই তিন সঙ্গীকে তার থেকে আলাদা হতে দেয়নি। তারা ধীরে-ধীরে কৌশলে আলো থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারে তাঁবুর আড়ালে-আড়ালে লুকিয়ে শত্রুসেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।

আন-নাসের আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে একটিও তারকা নেই। কমান্ডোসেনাদের তারকা দেখে দিঙ্‌নির্ণয় করার প্রশিক্ষণ থাকে। কিন্তু আজকের আকাশটা মেঘে ছেয়ে আছে। আন-নাসের শত্রুবাহিনীর রসদের অবস্থান থেকে অনেক দূর চলে এসেছে। তবে এখনও দুশমনের প্রজ্বলন্ত রসদ ও আসবাবপত্রের আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। তার অপর ৯ সৈনিক বেঁচে আছে, নাকি শহীদ হয়েছে তা সে জানে না। সে মনে-মনে তাদের নিরাপত্তার জন্য দু'আ করে তিন সঙ্গীকে নিয়ে যে-জায়গায় দলের ঘোড়াগুলো বাঁধা আছে, অনুমান করে সেদিকে এগিয়ে চলল। তারা রাতভর হাঁটতে থাকল। দুশমনের রসদ-পোড়া-অগ্নিশিখা এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

পথ হারিয়ে ফেলেছে আন-নাসের। তারা যে-পথে হাঁটছে, এটি তাদের গন্তব্যের পথ নয়। হাঁটছে দিক-দিশাহীন। এখন তারা যে-মাটিতে হাঁটছে, তার প্রকৃতি অন্যরকম। তারা যে-পথে এসেছিল, তাতে কোনো গাছ-গাছালি ছিল না। পায়ের তলে শক্ত মাটির পরিবর্তে পিচ্ছিল বালি অনুভূত হচ্ছে। পানি ও খাদ্যদ্রব্য তাদের ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা।

আন-নাসের পিপাসা অনুভব করল। তার শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গীরাও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে। চলার গতি ধীর হয়ে আসছে তাদের।

আন-নাসের সেখানেই যাত্রাবিরতি দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করল। কিন্তু তার সঙ্গীরা এই আশায় এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল যে, হয়ত সামনে কোথাও পানি পাওয়া যাবে। তারা আরও কিছুক্ষণ হাঁটল এবং একজায়গায় অসাড় হয়ে বসে পড়ল।

www.pathagar.com

♦♦♦

আন-নাসের চোখ খুলে দেখতে পেল, তার তিন সঙ্গী অচেতন ঘুমিয়ে আছে। সূর্যটা উদয়াচল ত্যাগ করে উপরে উঠে এসেছে। সে অপলক চোখে চারদিকে তাকাল। অনুভব করল, সে বালির সমুদ্রমাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

মনটা ভেঙে গেল আন-নাসেরের। লোকটার লালন-পালন, বড় হওয়া, যুদ্ধ করা সবই মরু-অঞ্চলে হয়েছে। বালির সমুদ্রকে ভয় পাওয়ার মতো লোক নয় সে। কিন্তু এখন ভয় পাওয়ার কারণ হলো, তার ধারণা ছিল না, এখানে মরূদ্যান আছে। আরও একটি কারণ হলো, যতদূর পর্যন্ত চোখ যাচ্ছে পানির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ পিপাসায় কণ্ঠনালিতে জ্বলন অনুভব করছে আন-নাসের। সঙ্গীদের অবস্থাও অনুমিত হচ্ছে তার। এখান থেকে তুর্কমান কোনদিক হতে পারে, সূর্য দেখে ঠিক করে সেদিকে তাকাল। পর্বতমালার বাঁকা একটা রেখা দেখতে পেল। কিন্তু সোজা সেদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, পথে দুশমনের ফৌজ আছে।

আন-নাসের সঙ্গীদের জাগাল। তারা সজাগ হয়ে উঠে বসল। সবার চেহারায় ভীতির ছাপ।

'প্রয়োজন হলে আমরা আরও দুদিন না খেয়ে থাকতে পারব' – আন-নাসের সঙ্গীদের বলল – 'আর এই দু-দিনে গন্তব্যে পৌঁছতে না পারলেও পানি পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছে যাব।'

তিন সৈনিক যার-যার অভিমত ব্যক্ত করল। কিন্তু তারা চলে এসেছে বহু দূর। সঙ্গে ঘোড়া থাকলে সুবিধা হতো। নিদ্রা তাদের পরিশ্রান্ত দেহকে কিছুটা সজীবতা দান করেছে।

'সঙ্গীগণ' – আন-নাসের বলল – 'আল্লাহ আমাদের যে-পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন, তাকে মাথা পেতে বরণ করে নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

'এখানে বসে থাকা তো কোনো প্রতিকার নয়' – একসঙ্গী বলল – 'সূর্য মাথার উপর এসে পোড়াতে শুরু করার আগে-আগেই রওনা হওয়া দরকার। আল্লাহ আমাদের পথের দিশা দেবেন।'

তারা স্রেফ অনুমানের উপর ভিত্তি করে একটা দিক ঠিক করে হাঁটতে শুরু করল। সূর্য মাথার উপর উঠে আসছে। পদতলের বালি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সামান্য দূরের বালিগুলোকে পানি বলে মনে হচ্ছে।

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা মরুভূমির নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অবহিত এবং তার মোকাবেলা করে পথটলায় অভ্যস্ত। তাদের মরিচিকাও চোখে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু মরুভূমির এই প্রতারণা সম্পর্কে অবগত থাকার সুবাদে তারা প্রতিটি মরিচিকাকে উপেক্ষা করে সম্মুখে এগিয়ে চলছে।

'বন্ধুগণ!' – আন-নাসের বলল – 'আমরা দস্যু-তস্কর নই। আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেবেন না। এই অবস্থায় যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তা হলে আমরা শহীদ হব। আল্লাহকে স্মরণ করে হাঁটতে থাকো।'

www.pathagar.com

'যদি এমন একজন পথিক পেয়ে যাই, যার সঙ্গে পানি আছে, তা হলে ছিনতাই করতেও পরোয়া করব না।' এক সৈনিক বলল।

সবাই হেসে উঠল। তবে এই হাসি হাসতে তাদের অনেক শক্তি ব্যয় করতে হলো।

সূর্য তাদের মাথার উপর উঠে এসেছে। উপর থেকে প্রখর সূর্য আর নিচ থেকে উত্তপ্ত বালি তাদের পোড়াতে শুরু করেছে। আন-নাসের গুনগুন করে জিহাদি গান গাইতে শুরু করল। গান গাওয়া শেষ হলে সে ভিন্ন এক সুরেলা কণ্ঠে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদর রাসূলুল্লাহ' জপতে শুরু করল। মৃদুবেগে বাতাস বইছে। চিকচিকে বালিকণা তাদের পদচিহ্নগুলো মুছে দিচ্ছে।

এবার সূর্যটা পশ্চিমাকাশের দিকে নামতে শুরু করেছে। চারটি আদম সন্তানের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ-থেকে-ক্ষীণতর হয়ে চলছে। পাগুলো ভারি হয়ে যাচ্ছে। হাঁটার গতি কমে গেছে। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। রসের অভাবে হা-করা-মুখ বন্ধ হচ্ছে না। একজনের জবান বন্ধ হয়ে গেছে; এখন আর সে কথা বলতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর আরও একজন নীরব হয়ে গেল। আন-নাসের ও তার তৃতীয় সঙ্গী এখনও অস্ফুটস্বরে আল্লাহ নাম জপ করছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তৃতীয় সঙ্গীর কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে গেছে।

'সঙ্গীগণ!' – আন-নাসের দেহের অবশিষ্ট শক্তি ব্যয় করে বলল – 'সাহস হারাবে না। আমরা ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান। আমরা ঈমানের শক্তিতেই বেঁচে থাকব।'

আন-নাসের একজন-একজন করে সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাল। কারও মুখেই যেন রক্ত নেই। সকলের চোখ কোঠরে ঢুকে গেছে।

সূর্য ডুবে গেছে। আঁধারে ছেয়ে গেছে প্রকৃতি। পদতলের উত্তপ্ত বালি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আন-নাসের সঙ্গীদের থামতে দিল না। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পথচলা সহজ। সাধারণ পথচারী হলে লোকগুলো বহু আগেই হারিয়ে যেত। এরা সৈনিক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো। সাধারণ মানুষের তুলনায় এদের দেহ বেশি কষ্টসহিষ্ণু। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আন-নাসের সঙ্গীদের যাত্রাবিরতি দিয়ে শুয়ে পড়তে বলল।

◆◆◆

আন-নাসের ঘুম থেকে জাগল। আকাশে কোনো মেঘ নেই। সে তারকা দেখে অনুমান করল রাত পোহাতে আর কত দেরি। একটা তারকা দেখে দিঙ্‌নির্ণয় করে সঙ্গীদের জাগিয়ে তুলল এবং তাদের নিয়ে রওনা হলো। তাদের হাঁটার গতি ভালো। তবে পিপাসার কারণে মুখে কথা ফুটছে না।

'এই মরুভূমি এত বেশি বিস্তীর্ণ নয়' – আন-নাসের অনেক কষ্টে বলল – 'আজই শেষ হয়ে যাবে। আমরা আজই পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাব।'

www.pathagar.com

সম্মুখে পানি পাওয়া যাবে এই আশায় তারা এগুতে থাকল। রাত পোহায়ে ভোর হলো। পূর্বদিগন্তে সূর্য উদিত হলো। মাইলদশেক দূরে একস্থানে কতগুলো খুঁটি ও মিনার চোখে পড়ল। এগুলো মাটির টিলা ও পর্বতের চূড়া। দূর থেকে খুঁটি ও মিনারের মতো দেখা যাচ্ছে। একটা গাছও চোখে পড়ছে না। পায়ের তলার মাটি এখন ফেটে চৌচির। মনে হচ্ছে, কয়েকশো বছর ধরে এই মাটি এক ফোঁটাও পানির ছোঁয়া পায়নি। পিপাসাকাতর মাটি এখন মানুষের রক্ত পেলে পান করতে কুণ্ঠিত হবে না।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের চেহারা পর্যবেক্ষণ করল। এক সঙ্গীর জিহ্বা কিছুটা বেরিয়ে এসেছে। লক্ষণটা ভয়ানক। মরু সাহারা ট্যাক্স উসুল করতে শুরু করেছে। অপর দুই সঙ্গীর বাহ্যিক অবস্থা অতটা আশঙ্কাজনক না হলেও দশ মাইল পথ অতিক্রম করে মিনারসদৃশ টিলা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

আন-নাসের দলের কমান্ডার। দায়িত্ববোধের কারণেই তার হুঁশ-জ্ঞান এখনও ঠিক আছে। কিন্তু তারও শারীরিক অবস্থা সঙ্গীদের চেয়ে ভালো নয়। সে কথা দ্বারা সঙ্গীদের সাহস বাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

ধীরে-ধীরে সূর্য উপরে উঠছে আর মাটির উত্তাপ বাড়ছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা পা তুলে হাঁটতে পারছে না। তারা পা হেঁচড়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। যে-সিপাইর জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে, তার বর্শাটা হাত থেকে পড়ে গেছে। তারপর সে কটিবন্ধ থেকে তলোয়ারটাও খুলে ফেলে দিয়েছে। নিজের অজ্ঞাতে এসব আচরণ করছে সে। তার হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব কাজ করে যাচ্ছে। এটি মরুভূমির একটি নির্দয় ক্রিয়া যে, মানুষ যেমন ঘুমের ঘোরে অজ্ঞাতে নানা আচরণ করে থাকে, তেমনি পথভোলা পিপাসার্ত পথিকও নিজের অজান্তে দেহের বোঝা ছুড়ে ফেলতে শুরু করে। সে কোথাও থামে না। লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকে আর এক-এক করে নিজের সহায়-সম্বল ও পাথেয় ফেলে দিতে থাকে। মরু মুসাফিররা যখন স্থানে-স্থানে এরূপ বস্তু পড়ে থাকতে দেখে, তখন তারা বুঝে ফেলে, আশ-পাশে কোথাও কোনো হতভাগা আদম সন্তানের লাশ পড়ে আছে।

আন-নাসেরের এক সঙ্গীকে এমনি এক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে মরুভূমি। আন-নাসের তার বর্শা ও তলোয়ারটা তুলে নিয়ে তাকে স্নেহমাখা কণ্ঠে বলল– 'এত তাড়াতাড়ি পরাজয় মেনে নিও না বন্ধু। আল্লাহর সৈনিকরা জীবন দেয় – অস্ত্রত্যাগ করে না। তুমি তোমার মর্যাদাকে বালির মধ্যে ছুড়ে ফেলো না।'

সঙ্গী অসহায় দৃষ্টিতে আন-নাসেরের পানে তাকাল। আন-নাসেরও তার প্রতি তাকিয়ে থাকল। সিপাই হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে সামনের দিকে তাকিয়ে আঙুল উঁচিয়ে ইশারা করল। তারপর নিজের দেহের অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি ব্যয় করে চিৎকার দিয়ে উঠল– 'পানি... ঐ দেখো... বাতাস... পানি পেয়ে গেছি।'

www.pathagar.com

লোকটা সামনের দিকে দৌড় দিল।

সেখানে না পানি ছিল, না মরিচিকা। ভূমি এমন যে, এরূপ ভূমিতে মরিচিকা দেখা যায় না। মরিচিকা সৃষ্টি হয় বালির চমক থেকে। লোকটার উপর সাহারার দ্বিতীয় নিষ্ঠুর আচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সে সম্মুখে পানির ঝিল, বাগান ও অসংখ্য প্রাসাদ দেখতে পেল। আসলে কিছুই নেই। একজন অসহায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নির্মম উপহাস। সে আরও দেখতে পেল, মাইলদুয়েক দূরে একটা শহর। দলে-দলে মানুষ চলাচল করছে। গায়িকা-নর্তকীরা গাইছে ও নাচছে।

জনমানবহীন এই নিষ্ঠুর মরুভূমি আন-নাসেরের এই সঙ্গীকে ধোঁকা দিতে শুরু করেছে। মরুসাহারা লোকটার জীবন নিয়ে খেলা শুরু করেছে। তবে এটা সাহারার দয়াও হতে পারে যে, একজন পথিকের জীবন হরণ করার আগে তাকে সুদর্শন ও চিত্তহারী কল্পনায় ব্যস্ত করে দেয়, যাতে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভূত না হয়।

আন-নাসেরের সঙ্গী হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল। যে-লোকটা এতক্ষণ পা হেঁচড়ে পথ চলচিল, সে কিনা সুস্থ-সবল মানুষের মতো দৌড়াচ্ছে! কিন্তু এই দৌড় সেই প্রদীপের মতো, যা নির্বাপিত হওয়ার আগে দপ করে ওঠে। আন-নাসের পিছনে-পিছনে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

তার অপর দুই সঙ্গীর দম এখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে। তারাও দৌড়ে গিয়ে সঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল। সিপাই সঙ্গীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে আর চিৎকার করছে– 'আমাকে ঝিলের কাছে যেতে দাও। ওই দেখো, কত হরিণ ঝিল থেকে পানি পান করছে।'

সঙ্গীরা তাকে ধরে রাখল। সে ধীরে-ধীরে পা টেনে-টেনে এগিয়ে চলল। আন-নাসের তার মুখের উপর একখানা কাপড় রেখে দিল, যেন সে কিছু দেখতে না পায়।

◆◆◆

সূর্যটা ঠিক মাথার উপর উঠে এসেছে। এবার আরও এক সিপাই উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠল– 'বাগিচায় নর্তকীরা নাচছে। চলো, নাচ দেখি, রূপ দেখি। চলো, বন্ধুগণ! ওখানে পানি পাওয়া যাবে। মানুষ আহার করছে। আমি তাদের চিনি। চলো... চলো...।' বলেই সে দৌড়াতে শুরু করল।

যে-সিপাই প্রথমে অলীক দৃশ্য অবলোকন করেছিল, সে বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরব থাকল। সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন এক সঙ্গীকে দৌড়াতে দেখে সেও তার পিছনে-পিছনে ছুটছে এবং চিৎকার করছে– 'নর্তকীটা খুবই রূপসী। আমি তাকে কায়রোতে দেখেছি। সেও আমাকে চেনে। আমি তার সঙ্গে খাব। তার সঙ্গে শরবত পান করব।'

আন-নাসেরের মাথাটা হেলে পড়েছে। মরুভূমির কষ্ট সহ্য করার মতো শক্তি তার ছিল। কিন্তু সঙ্গীদের এই পরিণতি ও দুর্দশা সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

www.pathagar.com

লোকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা তার সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিজের শারীরিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এখন তার একজনমাত্র সঙ্গীর মস্তিষ্ক ঠিক আছে। দৈহিক শক্তি তারও শেষ হয়ে গেছে।

যে দু-সঙ্গী কল্পনার বাগিচা ও নাচ-গানের পেছনে ছুটে চলছিল, কয়েক পা এগিয়ে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পড়বারই কথা। দেহে তাদের আছেই-বা কী। আন-নাসের ও সঙ্গী তাদের বসিয়ে ধরে রাখল এবং গায়ের উপর কাপড় দিয়ে ছায়াদান করল। তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। মাথা হেলে পড়েছে।

'তোমরা আল্লাহর সৈনিক' – আন-নাসের ক্ষীণকণ্ঠে বলতে শুরু করল – 'তোমরা প্রথম কেবলা মসজিদে আকসা ও কা'বার প্রহরী। তোমরা ইসলামের দুশমনের কোমর ভেঙেছ। কাফেররা তোমাদের ভয়ে ভীত ও কম্পিত। তোমরা মরণজয়ী মর্দে-মুমিন। এই মরুভূমি, পিপাসা ও সূর্যের উত্তাপকে তোমরা কী মনে করছ? তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে। জান্নাতের ফেরেশতারা তোমাদের পাহারা দিচ্ছে। তোমাদের দেহ পিপাসার্ত হলেও আত্মা পিপাসু নয়। মুমিন পানির শীতলতায় নয় – ঈমানের উত্তাপে বেঁচে থাকে।'

উভয়ে একসঙ্গে চোখ খুলে আন-নাসেরের প্রতি তাকাল। আন-নাসের হাসবার চেষ্টা করল। আবেগের আতিশয্যে সে যে-বক্তব্য প্রদান করেছে, তা ক্রিয়া করে বসেছে। উভয় সিপাই কল্পনার জগত থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। তারা উঠে দাঁড়াল এবং ধীরে-ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

সকালে রওনা হওয়ার সময় তারা টিলা-পর্বতের যে-খুঁটি ও মিনার দেখেছিল, সেগুলো নিকটে এসে পড়েছে। এখন সেগুলো তখনকার তুলনায় অনেক বড় দেখাচ্ছে। ওখানে পানি থাকতে পারে আশা করা যায়। থাকতে পারে সমতল ভূমি ও খানা-খোঁড়ল। আন-নাসের তার সঙ্গীদের বলল, আমরা পানির নিকটে এসে পৌঁছেছি এবং আজ সন্ধ্যার আগেই পানি পেয়ে যাব।

তারা টিলা-পর্বতের আরও নিকটে পৌঁছে গেল। হঠাৎ এক সিপাই চিৎকার করে উঠল– 'আমি আমার গ্রামে এসে পড়েছি। আমি গিয়ে সকলের জন্য খাবার রান্না করি। আমার গ্রামের মেয়েরা কূপ থেকে পানি তুলছে।' বলেই সে দৌড়াতে শুরু করল।

তার পিছনে অপর সিপাইও দৌড় দিল। হঠাৎ সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং মুঠি করে মাটি ও বালি তুলে মুখে পুরল।

আন-নাসের ও তার তৃতীয় সঙ্গী দৌড়ে গিয়ে তার মুখ থেকে মাটিগুলো বের করে ফেলল এবং মুখটা পরিষ্কার করে তুলে দাঁড় করাল। কিন্তু তার হাঁটার শক্তি নেই। অপর সিপাইও পড়ে গেল এবং উপুড় হয়ে পড়ে থেকে বলতে থাকল– 'কূপ থেকে পানি পান করে নাও। আমি তোমাদের জন্য খাবার রান্না করব।'

আন-নাসের দু-হাত একত্রিত করে আকাশপানে তুলে ধরে বলতে লাগল–

www.pathagar.com

'মহান আল্লাহ! আমরা তোমার নামে লড়তে ও মরতে এসেছিলাম। আমরা কোনো পাপ করিনি। আমরা দস্যু-তস্কর নই। কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করা যদি পাপের কাজ হয়, তা হলে তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। হে মহান আল্লাহ! আমার জীবনটা তুমি নিয়ে নাও। আমার দেহের রক্তকে পানি বানিয়ে দাও। সেই পানি পান করে আমার সঙ্গীরা বেঁচে থাকুক। তারা তোমার রাসূলের প্রথম কেবলা জবর-দখলকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমার রক্তকে পানি বানিয়ে তুমি তাদের পান করাও।'

আন-নাসেরের সঙ্গীরা ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল এবং অন্ধের মতো সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করে এমনভাবে হাঁটতে শুরু করল, যেন তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন-নাসের ও সঙ্গীদের হাঁটতে দেখে তারাও উঠে পা টেনে-টেনে এগুতে শুরু করল। হঠাৎ আন-নাসেরের চোখও ঝাপসা হয়ে এল। অন্যদের মতো সেও সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে শুরু করল। আন-নাসের বুঝে ফেলল, মরুভূমি তাকেও ধোঁকা দিতে শুরু করেছে।

◆◆◆

আন-নাসের অনেকগুলো টিলার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। এই টিলাগুলো অনেক চওড়া। তবে একটাও তেমন উঁচু নয়। কোথাও বালুকাময় প্রান্তরও চোখে পড়ছে।

আন-নাসের সামনে ও তার সঙ্গী পিছনে-পিছনে হাঁটছে। হাঁটতে-হাঁটতে আন-নাসের হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। তারা দূর থেকে যে-খুঁটি ও মিনার দেখেছিল, এখন সেগুলো সরাসরি তার চোখের সামনে। একস্থানে দুটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তারই সন্নিকটে বসে আছে দুটা মেয়ে। তারা উঠে দাঁড়াল। মেয়েগুলোর গায়ের রং গৌর এবং দেহের রূপ-কাঠামো আকর্ষণীয়।

আন-নাসের খানিক দূরে দাঁড়িয়ে গিয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল– 'তোমরা কি দুটা ঘোড়া আর দুটা মেয়ে দেখতে পাচ্ছ?'

তার যে-দুই সঙ্গী অলীক কল্পনার শিকার হয়েছিল, তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। একজন বলল– 'না, কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।'

আন-নাসেরের যে-সঙ্গীর মানসিক অবস্থা এখনও ঠিক আছে, সে অস্ফুটস্বরে বলল– 'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'আল্লাহ আমাদের দয়া করুন' – আন-নাসের বলল – 'আমাদের দুজনেরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরাও অবাস্তব জিনিস দেখতে শুরু করেছি। জাহান্নামসম এই বিরানভূমিতে এমন রূপসী নারী আসতে পারে না।'

'তাদের পোশাক-আশাক যদি মরু যাযাবরদের মতো হতো, তা হলে বুঝতাম, এটা কল্পনা নয় – বাস্তব' – আন-নাসেরের সঙ্গী বলল – 'চলো, সামনে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসে পড়ি। ওরা মেয়ে নয়। এসব আমাদের মানসিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।'

www.pathagar.com

'কিন্তু আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে' – আন-নাসের বলল – 'আমি তোমাকে চিনতে পারছি। তুমি যা-যা বলেছ, আমি বুঝে ফেলেছি। আমার মস্তিষ্ক এখনও নিয়ন্ত্রণে আছে।'

'আমারও চৈতন্য আছে' – সঙ্গী বলল – 'আমরা কি সত্যিই মানুষ দেখছি, নাকি ওরা জিন-পরী।'

মেয়েগুলো একইভাবে মূর্তির মতো তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে। আন-নাসের সাহসী পুরুষ। সে ধীরে-ধীরে মেয়েগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু মেয়েরা অদৃশ্য হলো না। তারা এখন আন-নাসের থেকে হাতপাঁচেক দূরে। তাদের একজন অপরজনের তুলনায় বয়সে বড়। এমন রূপসী মেয়ে আন-নাসের জীবনে আর দেখেনি। মাথার ওড়নার ফাঁক দিয়ে যে-কটা চুল কাঁধের উপর পড়ে আছে, সেগুলো সরু রেশমের মতো মনে হলো। উভয় মেয়ের চোখের রংও বেশ চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর। চোখগুলো মুক্তার মতো ঝিকমিক করছে।

'তোমরা সৈনিক' – বড় মেয়েটা বলল – 'তোমরা কার সৈনিক?'

'সবই বলব' – আন-নাসের বলল – 'তার আগে বলো, তোমরা মরুভূমির ধাঁধা, নাকি জিন-পরী?'

'আমরা যা-ই হই-না কেন, আগে বলো তোমরা কারা এবং এদিকে কী করতে এসেছ?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল – 'আমরা ধাঁধা নই। তোমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছ, আমরাও তোমাদের দেখছি।'

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবির গেরিলা সৈনিক' – আন-নাসের বলল – 'পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছি। তোমরা যদি জিন-পরী না হয়ে থাক, তা হলে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দোহাই, আমার এই সঙ্গীদের পানি পান করাও এবং তার বিনিময়ে আমার জীবনটা নিয়ে নাও। এটা আমার কর্তব্যের অংশ।'

'অস্ত্রগুলো আমাদের সামনে রেখে দাও' – মেয়েটা বলল – 'হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নামে প্রার্থিত বস্তু আমরা না দিয়ে পারি না। তোমার সঙ্গীদের ছায়ায় নিয়ে আস।'

আপন অস্তিত্বে একটা ঢেউ খেলে গেছে বলে অনুভব করল আন-নাসের। যেন ঢেউটা মাথা দিয়ে প্রবেশ করে পা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধকারী জানবাজ। তার সকল গেরিলা আক্রমণ সঙ্গীদের অবাক্ করে তুলত। কিন্তু এই মেয়েদুটোর সামনে সে কাপুরুষ হয়ে গেল। তার মনে এমন একটা ভীতি চেপে বসেছে, যা পূর্বে কখনও অনুভব করেনি। সে জিন-পরীর গল্প শুনত; কিন্তু কখনও জিনের মুখোমুখি হয়নি। প্রতি মুহূর্তেই তার আশঙ্কা ছিল, মেয়েদুটো ও ঘোড়গুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে কিংবা কায়া বদল করে ফেলবে। তখন সে কিছুই করতে পারবে না। আন-নাসের মেয়েগুলোর সামনে অসহায় হয়ে পড়ল। সে তার সঙ্গীদের বলল– 'তোমরা ছায়ায় চলে আস।'

www.pathagar.com

তাদের একজন অচেতন পড়ে ছিল। তাকে টেনে ছায়ায় নিয়ে আসা হলো।

'বলো, তোমরা কী করতে এসেছ?' –মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'পানি পান করাও' – আন-নাসের অনুনয়ের সুরে বলল – 'শুনেছি, জিনরা যখন-তখন যেকোনো বস্তু উপস্থিত করতে পারে।'

'ঘোড়ার সঙ্গে মশক বাঁধা আছে' – মেয়েটা বলল – 'একটা খুলে নাও।'

আন-নাসের ঘোড়ার যিনের সঙ্গে বাঁধা একটা মশক খুলে হাতে নিল। মশকটা পানিতে পরিপূর্ণ। সে সবার আগে তার অচেতন সঙ্গীর মুখে পানির ছিটা দিল। পানির ছোয়া পেয়ে সে চোখ খুলল এবং ধীরে-ধীরে উঠে বসল।

আন-নাসের মশকের মুখটা তার মুখের সঙ্গে লাগাল। সঙ্গী সামান্য পানি পান করার পর মশকটা সরিয়ে নিল। আন-নাসের তাকে বেশি পানি পান করতে দিল না। তীব্র পিপাসার পর বেশি পানি পান করা ক্ষতিকর।

তারপর একজন-একজন করে প্রত্যেকে পানি পান করল। সবশেষে আন-নাসের নিজে পান করল। তার মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে গেছে। তার মনে ভাবনা জাগল, এই মেয়েগুলো যদি বাস্তব না হতো, তা হলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার হওয়ার পর এখন তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হয়নি। মেয়েগুলো এখনও যথাস্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আগে মেয়েগুলোর মতো মশকভর্তি পানিও দেখেছিল। সেই পানি তার সঙ্গীরা এবং সে নিজে পান করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বিষয়টা যদি অলীক কল্পনা হতো, তা হলে পানি পান করা-ই সম্ভব হতো না।

সব মিলিয়ে আন-নাসের নিশ্চিত, সে যা দেখছে, বাস্তবই দেখছে। সে মেয়েগুলোর প্রতি তাকাল এবং গভীরভাবে নিরীক্ষা করল। এবার তাদের পূর্বের তুলনায় আরও রূপসী মনে হলো, যেন তারা মানুষ নয়।

আন-নাসেরের নিজের উপরই নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে অনুভব করছে, আপন ইচ্ছায় কিছু ভাববার শক্তি তার নেই। তার সঙ্গীদের চেহারায় জীবন ফিরে এসেছে। এটা সেই যৎসামান্য পানির সুফল, যা তাদের দেহে প্রবেশ করেছে। কিন্তু আন-নাসেরের ভীতি তাদের উপরও চেপে বসেছে। মেয়েগুলো চুপচাপ তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে। বাইরের জগত আগুনে পুড়ছে। মাটি এমন অগ্নিশিখা উদগীরণ করছে, যা অনুভব করা যাচ্ছে; কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। তবে আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যে জায়গাটায় বসে আছে, সেটি এই উত্তাপ থেকে নিরাপদ।

বড় মেয়েটা আন-নাসেরের প্রতি তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল এবং মধ্যমা ও অনামিকা আঙুল দ্বারা ঘোড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলল– 'ওই থলেটা খুলে এনে সঙ্গীদের দাও।'

আন-নাসের ঘোড়ার যিনের সঙ্গে বাঁধা চামড়ার থলেটা এমনভাবে খুলে নিয়ে এল, যেন এই কাজটা সে কোনো জাদুর ক্রিয়ায় সম্পন্ন করেছে। থলেটা খুলে

www.pathagar.com

সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। ভেতরে খেজুর ছাড়াও এমনসব খাবার রয়েছে, যা রাজা-বাদশারা খেয়ে থাকেন। সে বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে মেয়েদের প্রতি তাকাল। বড় মেয়েটা বলল– 'খাও'।

আন-নাসের বস্তুগুলো তার সঙ্গীদের মাঝে বণ্টন করে দিল। সকলের পেট আর পিঠ এক হয়ে ছিল। তারা খেতে শুরু করল। মহামূল্যবান হলেও খাবার পরিমাণে কম, যা বড়জোর একজনের উদরপূর্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা চারজনই পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। তাদের দেহ-মনে সজীবতা ফিরে এল। এবার মেয়েগুলোর রূপ-সৌন্দর্য আগের তুলনায় আরও মনোহারী ও রহস্যময় হয়ে উঠল।

'তোমরা আমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে?' – আন-নাসের বড় মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল – 'জিনে-মানুষে তো মোকাবেলা হয় না। তোমরা আগুন আর আমরা মাটি। আল্লাহ আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা। তোমাদেরই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি বিবেচনা করে আমাদের প্রতি দয়া করো। তোমরা আমাদের তুর্কমানের রাস্তায় তুলে দাও। ইচ্ছে করলে তো তোমরা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের তুর্কমান পৌঁছিয়েও দিতে পার।'

'তোমরা কোথাও গেরিলা আক্রমণ করতে গিয়েছিলে, না?' – বড় মেয়েটা জিজ্ঞেস করল – 'সালাহুদ্দীন আইউবির কমান্ডোসেনারাও জিন। বলো, কোথায় গিয়েছিলে? কী করে এসেছ?'

আন-নাসের তার পুরো কার্যক্রমের বিবরণ দিল। তার বাহিনী যে-বীরত্বপূর্ণ গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে এসেছে এবং শত্রুপক্ষের যা-যা ক্ষতিসাধন করেছে, সব বিবৃত করল। তারপর ফেরার সময় কীভাবে পথ ভুলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তারও বিবরণ দিল।

'তোমাদেরকে বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক বলে মনে হচ্ছে' – বড় মেয়েটা বলল – 'তোমাদের সব সৈনিকই কি সেই কাজ করতে পারে, যা তোমরা করেছ?'

'না' – আন-নাসের জবাব দিল – 'আমাদেরকে তোমরা মানুষ মনে করো না। আমাদের ওস্তাদগণ আমাদের যে-প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তা যেকোনো সৈনিক সহ্য করতে পারে না। আমরা হরিণের মতো দৌড়াতে পারি। আমাদের চোখ বাজপাখির মতো বহুদূর পর্যন্ত দেখতে সক্ষম এবং আমরা চিতার মতো আক্রমণ করতে পারঙ্গম। আমরা কেউ চিতা দেখিনি। চিতা কী এবং ওরা কীভাবে আক্রমণ করে, ওস্তাদগণ আমাদের সেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

'এই শারীরিক পারঙ্গমতা ছাড়াও আমাদের মস্তিষ্কও অন্যান্য সৈনিকের তুলনায় বেশি উন্নত ভাবনা ভাবতে পারে। শত্রুর দেশে গিয়ে কীভাবে তাদের সামরিক গোপন তথ্য বের করে আনা যায়, ওস্তাদগণ আমাদের সেই বিদ্যাও শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা বেশ বদল করে ফেলি, কণ্ঠ পরিবর্তন করে ফেলি এবং

www.pathagar.com

অন্ধ হতে পারি। প্রয়োজন হলে আমরা চোখের অশ্রু ঝরাতে পারি এবং ধরা পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলে জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করি এবং বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। আমরা বন্দী হই না – আমরা শহীদ হই।'

'আমরা যদি পরী না হতাম, তা হলে তোমরা আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করতে?' মেয়েটা প্রশ্ন করল।

'তোমরা বিশ্বাস করবে না' – আন-নাসের বলল – 'আমরা সেই পাথর, নারীর রূপ যাকে বিচূর্ণ করতে পারে না। আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি যে, তোমরা মানুষ আর জানতে পারি, তোমরা পথ ভুলে এসেছ, তা হলে তোমাদের দুজনকেই নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেব। তোমাদেরকে আমার ঈমানের মতোই মূল্যবান বিবেচনা করব। কিন্তু তোমরা তো মানুষ নও। তোমাদের ভাব-গতিই বলছে, তোমরা মানুষ নও। তোমাদের মতো মেয়ে এই ধরায় আসতে পারে না। তোমাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আমাদের তোমরা আশ্রয় দাও।'

'আমরা মানুষ নই' – বড় মেয়েটা বলল – 'আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। আমাদের জানা ছিল, তোমরা পথ হারিয়ে ফেলেছ। তোমরা যদি পাপিষ্ঠ হতে, তা হলে যে-বিজন মরু-অঞ্চল অতিক্রম করে এসেছ, সেটি তোমাদের রক্ত চুষে নিত এবং তোমাদের দেহের গোশ্‌তকে বালিতে পরিণত করে তোমাদের কঙ্কর বানিয়ে ছাড়ত। এই মরূদ্যান কখনও পথভোলা পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করেনি। আমরা দুজন তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ছিলাম। তোমাদের যেসব কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা এইজন্য করতে হয়েছে, যাতে তোমরা খোদাকে ভুলে না যাও এবং তোমার অন্তর থেকে পাপের কল্পনাটুকুও বের হয়ে যায়। আমাদের ধারণা ছিল, আমাদের মতো রূপসী মেয়েদের দেখে তোমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে যাবে এবং শয়তানে পরিণত হয়ে যাবে।'

'তোমরা আমাদের সঙ্গ দিলে কেন?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করল।

'আমাদেরকে তিনি প্রেরণ করেছেন, যিনি মরুভূমিতে পথভোলা নেক বান্দাদের পথের দিশা দেন' – বড় মেয়েটা বলল – 'খোদা তোমাদের উপর যে-করুণা বর্ষণ করেছেন, তোমরা তার হিসাব করতে পারবে না। তিনি আমাদের বলেছেন, মানুষ মৃত্যুর সময়ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। শয়তানের এই অপবিত্র কব্জা থেকে মুক্ত করার জন্য খোদা তোমাদের শাস্তি দিয়েছেন। তারপর আমাদের আদেশ করেছেন, এদের সম্মুখে এসে পড়ো এবং এদেরকে আশ্রয় দান করো। আমরা জানতাম, তোমরা দুশমনকে কীভাবে এবং কী পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছ।'

'তা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করলে কেন?' আন-নাসের বলল।

'দেখার জন্য যে, তুমি কতটা মিথ্যা বল আর কতটা সত্য বল' – মেয়েটা বলল – 'তুমি সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছ।'

www.pathagar.com

'আমরা মিথ্যা বলি না' – আন-নাসের বলল – 'মুসলমান আল্লাহকে ভয় করে চলে। আমরা নিজবাহিনী ও সালারদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, আল্লাহ আমাদের দেখছেন। আমরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারি না।' আন-নাসের নীরব হয়ে গেল এবং পরক্ষণেই বলে উঠল– 'আচ্ছা, আমি যে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের সঙ্গে তোমরা কীরূপ আচরণ করবে, তার তো উত্তর দিলে না।'

'আমরা যে-নির্দেশ লাভ করেছি, তার বিপরীত করতে পারি না' – মেয়েটা জবাব দিল – 'তোমাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ মন্দ হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। তোমাদের চোখে ক্লান্তি নেমে এসেছে ঠিক; কিন্তু মনের ভয় তোমাদের ঘুমোতে দিচ্ছে না। অন্তর থেকে সব ভীতি দূর করে ফেলো এবং ঘুমিয়ে পড়ো।'

'তারপর কী হবে?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করল।

'খোদা যা নির্দেশ করেন' – মেয়েটা জবাব দিল – 'আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারব না। যদি পালাবার চেষ্টা কর, তা হলে এই খুঁটিগুলোর মতো স্তম্ভে পরিণত হয়ে যাবে। তোমরা দূর থেকে এই খুঁটিগুলো দেখে থাকবে। এগুলোর উপরে কোনো ছাদ নেই। দেখতে এগুলো মিনারের মতো। কিন্তু আসলে এগুলো মানুষ – মানুষ ছিল। যদি আসল ব্যাপারটা তোমাদের দেখাবার অনুমতি থাকত, তা হলে বলতাম, এর কোনো একটা মিনারের গায়ে তরবারি দ্বারা আঘাত হানো। তখন দেখতে, তার দেহ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে।'

ভয়ে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের চোখ কোঠর থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হলো। তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

'এটা হলো পৃথিবীর নরক' – মেয়েটা বলল – 'এদিকে সে আসে, যে-পথ ভুলে যায়। আর আসে সে, যে পথভোলা পথিককে পথের দিশা দেয়। অন্য কাউকে এপথে দেখা যায় না। তারা হরিণের মতো সুদর্শন প্রাণী কিংবা আমাদের মতো সুন্দরী মেয়ের রূপে এসে পথহারা পথিকদের পথের সন্ধান দিয়ে থাকে এবং এই জাহান্নামের কষ্ট থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু মানুষ এতই অসৎ যে, তির ছুড়ে হরিণ মেরে তার গোশ্‌ত খায় আর আমাদের মতো নারীদের অসহায় মনে করে ভোগের সামগ্রী বানাবার চেষ্টা করে। সে ভুলে যায়, তার জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে; এখন আর তার কোনো অন্যায় করা উচিত নয়। সে মেয়েদের প্রলোভন দেখায়, আমার সঙ্গে আসো; আমি তোমাকে বিয়ে করব আর তুমি আমার হেরেমের রানি হবে।

'এই মিনার ও খুঁটিগুলো এমনই মানুষ ছিল। তবে তোমাদেরকে তাদের পরিণতি বরণ করতে হবে না। তোমরা শুয়ে পড়ো। আমাদের দেখে যদি তোমাদের মনে পাপপ্রবণতা জেগে থাকে, তা হলে সেই কামনাকেও ঘুম

www.pathagar.com

পাড়িয়ে রাখো। অন্যথায় তোমাদেরও সেই পরিণতি বরণ করতে হবে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। মানুষের একটা দুর্বলতা আছে, তারা পিতামাতার যে-আনন্দের মাধ্যমে জন্মলাভ করে, তারই মোহে মোহাবিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের এই দুর্বলতা বহু সম্প্রদায়ের নাম-চিহ্ন মুছে দিয়েছে।'

মেয়েটার বলার ভঙ্গিতে জাদুর ক্রিয়া। তাকে এই জগতের মানুষ বলে মনেই হচ্ছে না। তার বুকে আছে এক পবিত্র বার্তা। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা অভিভূত হয়ে পড়ল। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো মেয়েটার বক্তব্য শুনতে থাকল। কিছুক্ষণ পর তারা ঝিমোতে শুরু করল এবং একজন-একজন করে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়ল। তারা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বড় মেয়েটা ছোট মেয়েটার প্রতি তাকাল। দুজনই মুচকি হাসল। তারা প্রশান্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল।

♦♦♦

আন-নাসের যেভাবে তার মিশনে সাফল্য অর্জন করেছে, তেমনি তার বাহিনীও তাদের অভিযানে এক আক্রমণেই সফল হয়েছে। কিন্তু সেই সংবাদ আন-নাসেরের জানা নেই। সুলতান আইউবি সম্মিলিত বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলেন। বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সাইফুদ্দীন রণাঙ্গন থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছেন। সুলতান আইউবি এখন সালার মুজাফফর উদ্দীনের অপেক্ষা করছেন। তাঁর আশঙ্কা, মুজাফফর উদ্দীন যদি রণাঙ্গনে থেকে থাকে, তা হলে অবশ্যই হামলা চালাবে। বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ তার সঙ্গে রয়েছে। সম্মিলিত বাহিনীর এই অংশটি যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সুযোগই পায়নি। এরা পরাজিত বাহিনীর অক্ষত রিজার্ভ সৈনিক। সুলতান আইউবি তাদের উপস্থিতির সংবাদ নিশ্চিতভাবে জানতেন না। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার আলোকে অনুভব করছিলেন, এখনও সমস্যা রয়ে গেছে। তিনি তাঁর গোয়েন্দাদের রণাঙ্গনের চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে কোথাও কোনো ফৌজের সন্ধান পেলে সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে অবহিত করা হয়।

রণাঙ্গন থেকে দু-আড়াই মাইল দূরে বন ও টিলাবেষ্টিত সমতল ভূমি। সেখানকার তাঁবুতে বসে মুজাফফর উদ্দীন সুলতান আইউবির উপর আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। বেশ কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন তিনি। ইত্যবসরে নায়েব সালার একব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করল।

'নতুন কোনো খবর আছে?' মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করল।

'সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীতে কোনো পরিবর্তন আসেনি' – নায়েব সালার বলল– 'বিস্তারিত এর থেকে শুনুন। এ সবকিছু দেখে এসেছে।'

গুপ্তচর বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনী এখনও আমাদের পালিয়ে-যাওয়া-বাহিনীর পরিত্যক্ত সামানপত্র আহরণ করেননি। শুধু তাদের নিহত ও

www.pathagar.com

আহতদের তুলে নিয়েছেন। তাদের লাশের সঙ্গে আমাদের লাশগুলোও ভিন্ন-ভিন্ন কবরে দাফন করেছেন।'

'মৃতদের নয় – জীবিতদের সংবাদ বলো' – মুজাফফর উদ্দীন বললেন – 'আইউবি কি তার বাহিনীতে কোনো রদবদল করেছেন? তার ডান বাহু সেখানেই আছে, নাকি এদিক-ওদিক সরে গেছে?'

'মহামান্য সালার!' – গুপ্তচর বলল – 'আমি সাধারণ সৈনিক নই। আমি আপনাকে যে-রিপোর্ট দিচ্ছি, তা একটা কিছু বুঝেই দিচ্ছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনার অসন্তোষকে ভয় করি না। আমার উদ্দেশ্য ঠিক আপনারই মতো যে, সুলতান আইউবির বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করতে হবে। আপনি খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে আছেন বলে মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়িই করতে হবে। তবে আপাতত অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকুন। আমি যা বলছিলাম, বলতে দিন। আমি জানি, আপনার দৃষ্টি সুলতান আইউবির ডান পার্শ্বর উপর নিবদ্ধ। আপনার এই টার্গেট সঠিক। কিন্তু এই ডান পার্শ্বর উপর হামলা চালালে আইউবি তার অন্যান্য অংশগুলোকে কীভাবে কাজে লাগাবে, আমি তাও পর্যবেক্ষণ করে দেখে এসেছি।'

'তিনি আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবেন' – মুজাফফর উদ্দীন বললেন – 'ঘেরাও বিস্তৃত রাখবেন। আমাদেরকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে ধীরে-ধীরে ঘেরাও ছোট করে ফেলবেন। আমি তার কৌশল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি।'

সালাহুদ্দীন আইউবি যে-ইউনিটগুলো দ্বারা আমাদের কাল্‌বের উপর আক্রমণ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তাদের গুটিয়ে নিয়ে সম্মুখের বাহিনীর এক ক্রোশ দূরে প্রস্তুত রেখেছেন। আপনি ঠিকই ধরেছেন যে, আইউবি আমাদের আক্রমণকারী বাহিনীকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবেন। সুলতান আইউবির ডান বাহু যে-জায়গায় অবস্থিত, তার থেকে এক-দেড় ক্রোশ পেছনে আমাদের ও আইউবির সৈন্যদের জন্য কবর খনন করা হয়েছে। তার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার হবে – দেড় হাজার গর্ত। আপনি জানেন, কবরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা কতটুকু হয়ে থাকে। আপনি এমন একদিক থেকে হামলা করবেন, যাতে আইউবির বাহিনী পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়। আপনি তাদেরকে কবরগুলোর কাছে নিয়ে যাবেন। হাতাহাতি লড়াই করার পরিবর্তে তাদের কবরের কাছে চলে যেতে বাধ্য করবেন। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, ঘোড়া উন্মুক্ত কবরে কীভাবে নিক্ষিপ্ত হবে।'

'আইউবির ডান বাহুর শক্তি কতটুকু এবং কী প্রকৃতির?' মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'অন্তত এক হাজার অশ্বারোহী এবং দেড় হাজার পদাতিক' – গুপ্তচর উত্তর দিল – 'এই বাহিনী প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। আপনি তাদেরকে তাদের অজান্তে

www.pathagar.com

হামলা করতে পারবেন না।' সে মুজাফফর উদ্দীনের সম্মুখস্থ নকশাটার একস্থানে আঙুল রেখে বলল– 'এই হলো দুশমনের (আইউবির) ডান বাহু। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তা হলে এর বিস্তৃতি আটশো কদম। তার সম্মুখের জমি খানা-খোঁড়লে পরিপূর্ণ। ডানের এলাকা সমতল ও পরিচ্ছন্ন। আক্রমণের জন্য এই পথটা উপযুক্ত মনে হয়। কিন্তু হামলা করতে হবে সম্মুখ থেকে। তা হলে দুশমন পেছনে সরে যেতে বাধ্য হবে।'

'আমার আক্রমণ সামনের পরিত্যক্ত রাস্তা থেকেও হবে, ডান দিকের পরিচ্ছন্ন রাস্তা থেকেও' হবে – মুজাফফর উদ্দীন বললেন – 'আমি কবরের গর্ত ও মাটির স্তূপকেই কাজে লাগাব।' তিনি তার নায়েব সালারদের বললেন– 'কোথাও সন্দেহভাজন কাউকে পেলে ধরে নিয়ে আসবে। এই অঞ্চল এখন যুদ্ধকবলিত। এদিক থেকে কোনো পথিক পথ অতিক্রম করবে না। এই পথে সে-ই পা রাখবে, যে কোনো-না-কোনো পক্ষের গুপ্তচর।'

'দুজন পথিক। বোধহয় তারা জানে না, এই অঞ্চলটা এখন যুদ্ধকবলিত। একজন উটের পিঠে সাওয়ার পাকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ। উটের উপর কিছু মালপত্রও বোঝাইকরা। অপরজনের হাতে উটের লাগাম। দুজনেরই পরনে সাদাসিধে পোশাক। তারা সেই পথে অতিক্রম করছে, যেখান থেকে মুজাফফর উদ্দীনের লুকিয়ে-থাকা-সৈন্যদের দেখা যাচ্ছে। এক সিপাই তাদের ডাক দিল। কিন্তু তারা থামল না। তাদের গতি আরও তীব্র হয়ে গেল। মুজাফফর বাহিনীর এক অশ্বারোহী তাদের পিছু নিলে তারা দাঁড়িয়ে গেল। অশ্বারোহী তাদেরকে তার সঙ্গে যেতে বলল।

'আমরা পথিক' – যুবক বলল – 'আপনাদের তো আমরা কোনো ক্ষতি করছি না। আমাদের যেতে দিন।'

'এই পথে যে-ই যাবে, তাকেই ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে।' অশ্বারোহী বলল এবং তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

ধৃতদের একটা তাঁবুর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁবুতে সংবাদ দেওয়া হলো। এক কমান্ডার বেরিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞেস করল– তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তাদের উত্তরে কমান্ডার নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের বলা হলো, তোমাদেরকে সম্মুখে যেতে দেওয়া হবে না। আমরা তোমাদের বন্দি করব না – সম্মানের সঙ্গে রাখব। কিন্তু কতদিন রাখা হবে এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না।

এরাই প্রথম পথচারী, যাদেরকে মুজাফফর উদ্দীনের নির্দেশে আটক করা হলো। তাদেরকে দুজন সিপাইর হাতে তুলে দেওয়া হলো। তারা ওদের তাঁবুতে অবস্থান করবে।

মধ্যরাত। ধৃত পথিকদের পাহারাদার সিপাইদ্বয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ জেগে আছে। তাঁবুতে কোনো আলো নেই। বৃদ্ধ নাক ডাকার

www.pathagar.com

শব্দ পেয়ে বুঝে ফেলল, সিপাই ঘুমে আছে। সে তার সঙ্গীকে চিমটি কাটল। দুজন শুয়ে-শুয়েই দরজার দিকে অগ্রসর হতে থাকল। দরজার নিকট পৌঁছেই তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং বেরিয়ে পড়ল। বাইরে পিনপতন নীরবতা। তারা পালাতে শুরু করল। তাঁবু থেকে খানিক দূরে পৌঁছে বৃদ্ধ তার সঙ্গীকে বলল– 'তুমি আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং অন্য এক দিক দিয়ে ছাউনি এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও।'

দুজন আলাদা হয়ে গেল। তাদের ধারণা ছিল, সমগ্র ক্যাম্পই ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। প্রহরী জেগে আছে। এক প্রহরী অন্ধকারে ছায়ার নড়াচড়া দেখে কিছু না বলে ছায়ার পিছু ছুটতে শুরু করল।

লোকটা বৃদ্ধ পথিক। প্রহরীকে দেখে সে একস্থানে লুকিয়ে গেল। প্রহরী এগিয়ে এসে তাকে খুঁজতে শুরু করল। সেই জায়গায় কিছু মালামাল ছিল। বৃদ্ধ তারই আড়ালে লুকিয়ে থাকল। পরে অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে পড়ল।

তেমনি অপর এক প্রহরী বৃদ্ধের সঙ্গীকে দেখে ফেলল। গোয়েন্দাদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখার এবং গ্রেফতার করার কড়া নির্দেশ মুজাফফর উদ্দীনের। তিনি জানেন, সুলতান আইউবির গুপ্তচররা অত্যন্ত চৌকস ও ধূর্ত। তাই মুজাফফর উদ্দীনের এই প্রহরীদ্বয় কর্তব্যপালনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। উভয়ে চুপচাপ আপন-আপন শিকার ধরতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধের সঙ্গীও চুপ হয়ে আছে। এদিকে বৃদ্ধ পথিক এক প্রহরীর সঙ্গে কানামাছি খেলে বেড়াচ্ছে। খানিক পর বৃদ্ধ অপর এক জায়গায় লুকিয়ে গেল। প্রহরী তার পিছনে-পিছনে আসছে। বোকা প্রহরী তার বৃদ্ধ শিকারকে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ খঞ্জর হাতে নিল। নিজের মুক্তির জন্য খঞ্জরাঘাতে প্রহরীকে খতম করার পরিকল্পনা করল। সে উঠে দাঁড়াল। আঘাত হেনে পালাবে কোন পথে ভাবছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ একব্যক্তি তার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বৃদ্ধ খঞ্জরটা তারই হৃদপিণ্ডে সেঁধিয়ে দিল। পরক্ষণেই দ্বিতীয় আঘাত হানল। লোকটা ক্ষীণ একটা শব্দ করেই নীরব হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ সেখান থেকে পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু হঠাৎ কে একজন পিছন থেকে তাকে ঝাঁপটে ধরল। বৃদ্ধ নিজেকে ছাড়াতে সজোরে এমন ঝটকা টান মারল যে, লোকটা পড়ে গেল। নিজে দ্রুত পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু দৌড়াতে গিয়ে কী একটা বস্তুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

বৃদ্ধ যাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে এসেছে, সে উঠে দাঁড়াল। সে দ্রুত ছুটে এসে আবারও বৃদ্ধকে ঝাঁপটে ধরল এবং ডাক-চিৎকার শুরু করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটা প্রদীপ জ্বলে উঠল এবং তিন-চারজন প্রহরী ছুটে এল। তারা প্রদীপের

www.pathagar.com

আলোতে দেখতে পেল, তাদের শিকার একজন শশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ। কিন্তু তাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকটা এমন শক্তি প্রদর্শন করছে, যা এই বয়সে তার মধ্যে থাকবার কথা নয়। কিন্তু সে প্রহরীদের কবল থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হলো না। ধস্তাধস্তির ফলে তার মুখের সাদা দাড়ি উপড়ে গেল। সকলে দেখতে পেল, এখন তার মুখমণ্ডলে খোঁচা-খোঁচা কালো দাড়ি এবং লোকটা বলিষ্ঠ এক নওজোয়ান। সাদা দাড়ি কৃত্রিম।

শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ এখন টগবগে যুবক।

এই যুবক যে-স্থানে খঞ্জরের আঘাতে এক প্রহরীকে হত্যা করে এসেছে, ধরে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রদীপের আলোতে সবাই দেখল, নিহত লোকটা মুজাফফর উদ্দীনের প্রহরী নয় – হত্যাকারী যুবকেরই সঙ্গী। মুখোশধারী বৃদ্ধ প্রহরী মনে করে তারই সঙ্গীকে খুন করে ফেলেছে। তারা দুজন আলাদা-আলাদাভাবে ক্যাম্প থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রহরীরা তাদের দেখে ফেলেছে। প্রহরীদের ধাওয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় ঘটনাক্রমে একত্র হয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধ তারই সঙ্গীকে প্রহরী মনে করে খঞ্জর দ্বারা আঘাত হেনেছে। পরপর দুটা আঘাতে যুবক প্রাণ হারিয়েছে।

লাশের অনুসন্ধান নেওয়া হলো। তার পোশাকের ভিতর থেকে খঞ্জর বেরিয়ে এল। তাদের উটের পিঠে যে-বোঝাটি ছিল, সেটি খোলা হলো। তাতে কোনো মালপত্র নেই। বস্তার ভেতরে ঘাস ভরে রাখা আছে।

ধৃত ব্যক্তিকে এক নায়েব সালারের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। নায়েব সালার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে লোকটাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছে না। তার মুখের কৃত্রিম সাদা দাড়িগুলো নায়েব সালারকে দেখানো হলো। এ-ব্যাপারেও সে কোনো তথ্য দিল না। কিন্তু এ তো একটা জ্বলন্ত প্রমাণ, যা সে অস্বীকার করতে পারে না। তাকে বলা হলো, তুমি স্বীকার করো তুমি ও তোমার সঙ্গী সুলতান আইউবির গুপ্তচর। কিন্তু এই অভিযোগ স্বীকার করতে সে অস্বীকৃতি জানাল। তাকে বেদম প্রহার করা হলো এবং অস্থির করে তোলা হলো। তারপরও সে স্বীকার করল না, সে গুপ্তচর।

রাত কেটে গেল। সকালে তাকে মুজাফফর উদ্দীনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাকে রাতের ঘটনা শোনানো হলো। তার কৃত্রিম দাড়ি এবং সামানপত্রও মুজাফফর উদ্দীনের সম্মুখে রাখা হলো।

'কার শিষ্য?' – মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন – 'আলী বিন সুফিয়ানের, না হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর?'

'আমি এদের একজনকেও চিনি না।' ধৃত ব্যক্তি জবাব দিল।

'আমি দুজনকেই জানি' – মুজাফফর উদ্দীন বললেন – 'আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির শিষ্য। ওস্তাদ তার শিষ্যকে ধোঁকা দিতে পারে না।'

www.pathagar.com

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকেও চিনি না, আপনি কে তাও জানি না।' ধৃত ব্যক্তি বলল।

'শোনো হতভাগা বন্ধু!' – মুজাফফর উদ্দীন তার কাঁধে হাত রেখে বললেন – 'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। আমি একথাও বলব না, তুমি অযোগ্য বা অকর্মা। তুমি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছ। ধরা পড়া অপরাধ নয়। তোমার জন্য দুর্ভাগ্য যে, তোমার সঙ্গী তোমারই হাতে খুন হয়েছে। তুমি আমাকে শুধু এটুকু বলো, এপথে তোমার আর কোনো সঙ্গী ছিল কি-না এবং সালাহুদ্দীন আইউবিকে সংবাদ দিয়েছে কি-না যে, এখানে ফৌজ আছে? আর বলো, তোমাদের ফৌজের বিন্যাস কীরূপ এবং বাহিনী কোথায়-কোথায় আছে? তুমি আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। আমি তোমাদের কুরআনের নামে ওয়াদা দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র তোমাকে মুক্তি দিয়ে দেব। আর সেই পর্যন্ত তোমাকে সম্মানের সাথে রাখব।'

'আপনার শপথে আমার কোনো আস্থা নেই' – ধৃত ব্যক্তি জবাব দিল – 'কারণ, আপনি কুরআন থেকে সরে এসেছেন।'

'কেন, আমি কি মুসলমান নই?' মুজাফফর উদ্দীন ঠাণ্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি মুসলমান নিশ্চয়' – ধৃত ব্যক্তি জবাব দিল – 'তবে আপনি কুরআনের পরিবর্তে ক্রুশের অফাদার।'

'তুমি আমাকে অপমান করছ' – মুজাফফর উদ্দীন বললেন – 'কিন্তু একশর্তে আমি এই অপমান সহ্য করে নেব যে, আমি যা জানতে চেয়েছি, তুমি বলে দেবে। তোমার জীবন এখন আমার হাতে।'

'আল্লাহর হাত থেকে আপনি আমার জীবন ছিনিয়ে নিতে পারবেন না' – ধৃত ব্যক্তি বলল – 'আপনি তো জানেন, আমাদের প্রত্যেক সৈন্য নিজেদের জীবন আল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধ করে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর এবং আমার সঙ্গীও গুপ্তচর ছিল। আপনার আর কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। আমি জীবিত আছি। আপনি আমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলুন। তারপরও আমার মুখ থেকে আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নগুলোর উত্তর বেরুবে না। আমি আপনাকে এ-ও বলে রাখছি, পরাজয় আপনারই কপালে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।'

'লোকটার পায়ে রশি বেঁধে ওই গাছটার সঙ্গে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখো।' মুজাফফর উদ্দীন একটা গাছ দেখিয়ে নির্দেশ দিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন।

♦♦♦

'ওরা দুজন তো এখনও এল না' – হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে বলছিলেন – 'ওদের তো ধরা পড়ার কোনো আশঙ্কা ছিল

www.pathagar.com

না। এখানে আমাদের গুপ্তচরদের ধরার মতো কারা আছে। তাদের বেশি দূরেও তো যাওয়ার কথা ছিল না।'

'হয়তবা তারা ধরা পড়ে গেছে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তারা যখন সকালে গিয়ে সন্ধ্যার পরও এসে পৌঁছল না, তো ধরা-ই পড়েছে। তাদের ফিরে না আসা-ই প্রমাণ করে, এখানে ধরার মতো লোক আছে। রাতে আরও কিছু লোক পাঠিয়ে দাও। তারা আরও খানিক দূরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুক।'

সুলতান আইউবি ও হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সেই দুই গুপ্তচরের কথা-ই বলছিলেন। আইউবি সব সময় তাঁর গোয়েন্দাব্যবস্থার উপর নির্ভর করেছেন এবং এই ব্যবস্থারই দিঙ্‌নির্দেশনায় দুশমনকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন। কিন্তু এবার তার সেই ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে চলছে। কারণ, এখানকার যুদ্ধে তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁরই শিষ্য মুজাফফর উদ্দীন। গত রাতে তুর্কমানের কিছু দূরে এক বিজন এলাকায় আইউবির এক গোয়েন্দার লাশ পাওয়া গেছে। তার পাঁজরে তির গাঁথা ছিল। মুজাফফর উদ্দীন তার নায়েব সালারদের বলেছিলেন– 'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পার, তা হলে তিনি অন্ধ ও বধির হয়ে যাবেন। তারপর তোমরা তাকে পরাজিত করার কথা ভাবতে পারবে।'

এখন আবার তার দুজন গোয়েন্দা নিখোঁজ হয়ে গেল। এ-দুইটি ঘটনাকে অবহেলা করতে পারেন না সুলতান। তাঁর নির্দেশে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ছয়জন কমান্ডো গোয়েন্দা রওনা করিয়ে দিলেন।

রাতের শেষ প্রহর। মুয়ায্‌যিনের কণ্ঠে ফজরের আযানের প্রথম ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিত হওয়ামাত্র সুলতান আইউবির চোখ খুলে গেল। তিনি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। খাদেম প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর তাঁবুর সম্মুখে রেখে দিল। ওদিক থেকে এক আরোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে এল। লোকটা সুলতানের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে ঘোড়া থেকে নেমেই বলল– 'সুলতানের মর্যাদা বুলন্দ হোক। আপনার বাহিনীর ডান পার্শ্ব যে-স্থানে অবস্থান করছে, তার সম্মুখে অন্য কোনো বাহিনীর পদচারণা লক্ষ্য করা গেছে। খোঁজখবর নেওয়ার জন্য দুজন লোক এগিয়ে গিয়েছিল। তারা তথ্য নিয়ে এসেছে, বাহিনী আসছে।'

সুলতান আইউবি তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ডের সালারদের নাম উল্লেখ করে-করে বললেন, ওদের ডেকে আনো। তিনি তায়াম্মুম করলেন। তাঁর কাছে অজু করার মতো সময় নেই। তারপর জায়নামায বিছানো ছাড়াই কেবলামুখী হয়ে সেখানেই নামায আদায় করলেন। শেষে সংক্ষিপ্ত দু'আ করে ঘোড়া তলব করলেন।

'এই বাহিনী মুজাফফর উদ্দীন ছাড়া আর কারও হতে পারে না' – সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের বললেন – 'এরা খ্রিস্টান হতে পারে না। এই তথ্য যদি সত্য না হয় যে, দুশমন আমাদের ডান পার্শ্বর সম্মুখ দিক থেকে আসছে, তা হলে হামলাটা হবে দুইতরফা। আমাদের কোনো ইউনিটকে পিছু হটতে দেওয়া

www.pathagar.com

যাবে না। পিছনে দেড় হাজার কবরের গর্ত আছে। এখনও সব লাশ দাফন করা হয়নি। অন্যথায় এসব গর্ত আমাদের অশ্বারোহীদের কবরে পরিণত হবে।'

সুলতান আইউবি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তাঁর রক্ষীবাহিনীর বারোজন সেনা তাঁর সঙ্গ নিয়েছে। তারাও অশ্বারোহী। তিনি আধা ডজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতও সঙ্গে নিয়ে নিলেন। সাথে আছে দুজন সালারও। ঘোড়া হাঁকিয়ে তিনি এমন একটা টিলার উপর আরোহণ করলেন, যেখান থেকে তাঁর বাহিনীর ডান পার্শ্বর সম্মুখের এলাকা এবং তাঁর বাহিনী দেখা যায়।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করলে তিনি টিলার উপর থেকে নেমে ডান পার্শ্বর বাহিনীগুলোর কমান্ডারদের নির্দেশ দিলেন– 'আরোহীদের ঘোড়ায় আরোহণ করাও। পদাতিকদের মধ্যে যারা তিরন্দাজ, তাদেরকে সম্মুখস্থ অঞ্চলের খানা-খোঁড়ল ও উঁচু পাথরের আড়ালে গিয়ে মোর্চা তৈরি করতে বলো।

'এখন থেকে ডান পার্শ্বর সব কটা ইউনিটের সর্বোচ্চ কমান্ড আমার হাতে থাকবে' – সুলতান আইউবি তাঁর কমান্ডার ও নায়েব সালারদের বললেন – 'তোমরা যার-যার দূতকে সঙ্গে রাখো এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলো।'

মুজাফফর উদ্দীনের বাহিনী এখনও এত নিকটে এসে পৌঁছায়নি যে, তারা সুলতান আইউবির বাহিনীর তৎপরতা দেখতে পাবে।

◆◆◆

মুজাফফর উদ্দীনের অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ চালাল। কিন্তু যেইমাত্র তার প্রথম ইউনিটটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীর সম্মুখস্থ এলাকায় এসে পৌঁছল, সঙ্গে-সঙ্গে তার সেনাবিন্যাস লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এলাকাটা অসংখ্য খাদ আর স্তূপের মতো পাথরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এই গর্তগুলোতেই সুলতান আইউবির তিরন্দাজরা ওঁৎ পেতে বসে আছে। তারা তাদের সন্নিকট ও উপর দিয়ে অতিক্রমকারী ধাবমান ঘোড়াগুলোর উপর তির ছুড়তে শুরু করল। তিরের আঘাত খেয়ে-খেয়ে আরোহীরা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে আরম্ভ করল। যখনই যে-ঘোড়ার গায়ে তির বিদ্ধ হচ্ছে, অমনি সেটি বেসামাল হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করছে।

সাধারণত এমনটা যেকোনো যুদ্ধেই হয়ে থাকে। মুজাফফর উদ্দীনের জন্য এই পরিস্থিতি বিস্ময়কর কোনো ঘটনা নয়। তার অস্থিরতার কারণ হচ্ছে, তার আশা ছিল, তিনি সুলতান আইউবির অজান্তে ও অলক্ষ্যে হামলা চালাবেন। কিন্তু তার সেই আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে আইউবির ডান বাহুর সৈন্যরা সচেতন এবং মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।

এই সংঘাতে সুলতান আইউবির অসংখ্য তিরন্দাজ ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। সৈন্যদের এই ত্যাগের বিনিময়ে তাঁর উপকার এই হলো যে,

www.pathagar.com

মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণের তীব্রতা থেমে গেছে। এখন তিনি স্থির হয়ে লড়াই করতে পারবেন। মুজাফফর উদ্দীন যে-আশা নিয়ে ময়দানে এসেছিলেন, তা পূর্ণ হবে না। তার আশা ছিল, তিনি সুলতান আইউবির উপর হঠাৎ হামলা চালাবেন এবং আইউবিকে তার কৌশলের ফাঁদে ফেলে পরাস্ত করবেন।

কিন্তু তিনি যতই কুশলী হোন না কেন, আইউবি তার ওস্তাদ বটে। ওস্তাদের বিদ্যার কাছে ছাত্রের বিদ্যা হার মানতে বাধ্য। সুলতান আইউবির সঙ্গ ত্যাগ করে আসার পর মুজাফফর উদ্দীনের বিদ্যা ও কৌশল প্রথমবারের মতো হার মানতে বাধ্য হলো।

সুলতান আইউবির কিছুসংখ্যক তিরন্দাজ মুজাফফর উদ্দীনের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে জীবন কুরবান করে দিয়েছে। তাদের এই কুরবানিতে সুলতান আইউবি লাভবান হয়েছেন। মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণকারী বাহিনী কিছুসংখ্যক ঘোড়া ও তাদের আরোহীদের মৃত অবস্থায় ফেলে সম্মুখে এগিয়ে গেল। সম্মুখে সুলতান আইউবি স্বয়ং উপস্থিত। আক্রমণকারীদের বিস্তার দেখে সে অনুপাতে তিনি নিজ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন। আক্রমণকারী বাহিনী নিকটে এসে পৌঁছলে সুলতান আইউবির বাম বাহুর অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলোকে বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করল। ডান বাহুর অশ্বারোহী সৈন্যরাও একই পদক্ষেপ গ্রহণ করল। এখন আক্রমণকারীদের সম্মুখে কোনো প্রতিপক্ষ নেই। তাদের প্রতিপক্ষ ডান ও বাঁ-দিকে পালিয়ে গেছে।

আক্রমণকারীদের কিছু ঘোড়া ডানদিকে মোড় নিয়েছে। কিছু বাঁ-দিকে। অধিকাংশ সৈন্য নাক বরাবর চলে এসেছে। এখন আক্রমণকারী বাহিনীর পার্শ্ব আইউবির সৈন্যদের সম্মুখে। তারা প্রবলবেগে ঘোড়া হাঁকাল এবং উভয় দিক থেকে ক্ষিপ্রগতিতে হামলা করে বসল। আক্রমণটা এতই তীব্র ও কার্যকর প্রমাণিত হলো যে, তাদের বর্শার একটা আঘাতও ব্যর্থ যায়নি।

আক্রমণকারীরা তো সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। পার্শ্ববাহিনীকে রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সামনের দিকে চলে যেতে পারলেই তারা নিষ্কৃতি পায়। সামনে দেড় হাজার কবরের গর্ত। আক্রমণকারীদের পিছনে-পিছনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির অশ্বারোহী বাহিনী ধেয়ে আসছে। পেছনের ধাওয়া খেয়ে আক্রমণকারীদের ঘোড়া উন্মুক্ত কবরগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করেছে।

মুজাফফর উদ্দীন ভয় পাওয়ার মতো সেনাপতি নন। প্রথম আক্রমণটা স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা করিয়ে তিনি রণাঙ্গনের ভাবটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতি বুঝে এবার তিনি সৈন্যের স্রোত ছেড়ে দিলেন। সুলতান আইউবির সৈন্যরা খোড়া কবরগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে। তারা সুলতান আইউবির দ্বিতীয় নির্দেশ বাস্তবায়ন শুরু করল বলে, অমনি মুজাফফর

www.pathagar.com

উদ্দীনের দ্বিতীয় ইউনিটটি ধেয়ে তাদের মাথার উপর এসে পড়ল। তারা আত্মসংবরণ করতে-না-করতেই শত্রুবাহিনী পিছন দিক থেকে প্রবলবেগে হামলা করে বসল।

এই আক্রমণে সুলতান আইউবির সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হলো। কয়েকজন অশ্বারোহী সামনের দিকে পালিয়ে গেল এবং তাদের ঘোড়াগুলো কবরের গর্তে পড়ে গেল। পরক্ষণেই মুজাফফর উদ্দীন ডানদিক থেকেও আক্রমণ করে বসল।

এই পরিস্থিতি সুলতান আইউবিকে পেরেশান করে তুলল। তিনি এই নির্দেশসহ দূত প্রেরণ করলেন যে, রিজার্ভ বাহিনী যেন পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। ডান বাহুর বিন্যাস বেকার হয়ে পড়েছে। মুজাফফর উদ্দীন লড়াই করছেন আইউবিরই শেখানো কৌশল অনুপাতে। তবে তার দুর্বলতা হলো, পিছন থেকে তার সাহায্যের কোনো ব্যবস্থা নেই। সুলতান আইউবি দূতদের মাধ্যমে তাঁর কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদেরকে ডান ও বাম দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছেন। যখন তাঁর রিজার্ভ বাহিনী পিছন দিক থেকে আক্রমণ করল, তখন মুজাফফর উদ্দীন বেকায়দায় পড়ে গেলেন। এবার তার হেডকোয়ার্টারই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল। কিন্তু তারপরও তিনি পালাবার কথা ভাবছেন না।

ঐতিহাসিকদের মতে, বিকাল পর্যন্ত উভয় বাহিনীর যে-লড়াই অব্যাহত থাকল, তা ছিল অত্যন্ত তীব্র ও অতিশয় রক্তক্ষয়ী। কমান্ড সুলতান আইউবির হাতে ছিল। অন্যথায় ফলাফল ভিন্ন রকম হতো। এই যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন যে-দক্ষতা ও সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছেন তাতে সুলতান আইউবি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তবে গুরুর কাছে শিষ্য হার মানতে বাধ্য হয়েছে।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সুলতান আইউবি তাঁর একটি বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আক্রমণ করালেন। তাতে মুজাফফর উদ্দীনের অবস্থান অনেক দুর্বল হয়ে পড়ল।-টিকতে না পেরে তিনি পিছনে সরে গেলেন। তার বহু সৈন্য সুলতান আইউবির হাতে বন্দি হলো। মুজাফফর উদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনও বন্দিত্ব বরণ করল।

ফখরুদ্দীন সাইফুদ্দীনের মন্ত্রী ছিল। তুর্কমানের যুদ্ধে সাইফুদ্দীন পালিয়ে গেলে ফখরুদ্দীন মুজাফফর উদ্দীনের নিকট চলে গিয়েছিল এবং সুলতান আইউবির উপর হামলা করার জন্য তাকে প্ররোচিত করেছিল।

ঘটনাটা ৫৭১ হিজরি মোতাবেক ১১৭৪ সালের। এই যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন পরাজিত হলেন এবং সুলতান আইউবি তাঁর মুসলমান শত্রুদের কোমর ভেঙে দিয়েছেন। কিন্তু সুলতান আইউবিরও এত বেশি ক্ষতি হয়েছিল যে, পরবর্তী দুই মাস পর্যন্ত তিনি তুর্কমান থেকে নড়বার শক্তি পাননি। তাঁর ডান বাহু নিঃশেষ

www.pathagar.com

হয়ে গিয়েছিল, যেন তাঁর নিজের বাহু-ই অবশ হয়ে গেছে। তাঁর নিকট নতুন ভর্তি আসছিল। কিন্তু এখনই তাদের নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি সেদিনই দামেশ্‌ক ও মিসর দূত পাঠিয়ে নতুন সৈন্য তলব করলেন। ক্ষতিটা যদি এত বেশি না হতো, তা হলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হাল্‌ব, মসুল ও হাররানের উপর আক্রমণ করে তাঁর যেসব মুসলমান দুশমন ফিলিস্তিনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল, তাদের হয়ত সুপথে ফিরিয়ে আনতে কিংবা খতম করে দিতে সক্ষম হতেন।

'এটা আমার বিজয় নয়' – যুদ্ধের পর সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের উদ্দেশে বললেন – 'এটা খ্রিস্টানদের বিজয়।' তারা আমাকে দুর্বল করতে চাচ্ছিল। এই লক্ষ্যে তারা সফল হয়েছে। তারা আমাদের অগ্রযাত্রার গতি শ্লথ করে ফিলিস্তিনের উপর তাদের কব্জা আরও দীর্ঘায়িত করে নিল। আমাদের এই মুসলমান ভাইয়েরা কবে বুঝবে যে, কাফেররা তাদের বন্ধু হতে পারে না এবং তাদের বন্ধুত্বের আড়ালেও শত্রুতা লুকায়িত থাকে? ইতিহাস লেখকরা আমাদের অনাগত বংশধরকে আমাদের এই পারস্পারিক সংঘাতকে কোন ভাষায় বোঝাবে, কীভাবে মূল্যায়ন করবে আমার তা জানা নেই।'

◆◆◆

আসিয়াত ও তুর্কমানের মধ্যবর্তী সেই নরকসম এলাকায়, যেখানে সুলতান আইউবির চারজন কমান্ডোসেনা পথ ভুলে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, সেখানে এখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। কমান্ডার আন-নাসের দু-চোখের পাতা খুলে শোওয়া থেকে উঠে বসল। মেয়েদুটো আগে থেকেই জেগে আছে। এবার আন-নাসেরের মনে ভয় ধরে গেল। মেয়েরা তাকে অভয়বাণী শুনিয়েছিল। তবু সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

'ওদের তুলে দাও' – বড় মেয়েটা বলল – 'আমাদেরকে অনেক দূরে যেতে হবে।'

'আমাদেরকে পথে তুলে দিয়ে যাবে তো?' আন-নাসের অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে যাবে' – মেয়েটা জবাব দিল – ' আমাদের ছাড়া তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না।'

আন-নাসের তার সঙ্গীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। বড় মেয়েটা ছোট মেয়েটাকে কী যেন বলল। সে উঠে অপর একটা ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা থলে থেকে একটা বস্তু বের করল। তারপর পানির মশক খুলে আনল। মশকের মুখ খুলে থলের বস্তুগুলো মশকের মধ্যে ঢেলে দিল। তারপর নাড়া দিয়ে মশকটা আন-নাসেরের হাতে দিয়ে বলল– 'পানি পান করে নাও; গন্তব্যে পৌঁছার আগে পানি না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

www.pathagar.com

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা পানি পান করল। বড় মেয়েটা তাদের প্রত্যেককে কিছু খাবার খেতে দিল। পরে মেয়েরা মশকটা ঘোড়ার যিনের সঙ্গে বেঁধে রাখল। সূর্য পশ্চিমাকাশে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

'তোমরা এই স্থানটাকে নরক বলেছিলে' – আন-নাসের উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল – 'আমি তো এখানে সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের তোমরা এত তাড়াতাড়ি এখানে কীভাবে নিয়ে এলে?'

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী অবাক্ নয়নে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করছে।

'তোমরাও কি সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে পাচ্ছ?' বড় মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'আমরা সবুজেরই মাঝে বসে আছি।' একজন বলল।

' আমাদের তোমরা মেরে ফেলবে না তো? তোমরা তো পরী!' আরেকজন বলল।

'না' – মেয়েটা মুচকি হেসে বলল – 'আমরা তোমাদের এর চেয়েও সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।'

বড় মেয়েটা আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের নিজের সম্মুখে পাশাপাশি বসিয়ে দু-হাত দুজনের কাঁধের উপর রেখে বলল– 'আমার চোখে তাকাও।'

ছোট মেয়েটাও আন-নাসেরের অপর সঙ্গীদের অনরূপ সামনা-সামনি বসিয়ে নিজের হাতদুটো তাদের কাঁধের উপর রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলল। সুলতান আইউবির চার কমান্ডোর কানে বড় মেয়েটার সুরেলা কণ্ঠ প্রবেশ করতে শুরু করল– 'এটি তোমাদের জান্নাত। এই ফুলগুলোর রং দেখো। এর সৌরভ শুকে দেখো। ফুলের মাঝে উড়ন্ত পাখিগুলোকে দেখো। তোমাদের পায়ের নিচে মখমলের মতো ঘাস। কূপ দেখো। কূপগুলোতে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানি দেখো।'

মেয়েটার কণ্ঠ চার কমান্ডোর বিবেক, চোখ ও সমস্ত অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। আন-নাসের পরে সুলতান আইউবির গোয়েন্দা প্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ কাছে ঘটনার যে-বিবরণ দিয়েছিল, তাতে সে বলেছিল, মেয়েদুটোর চোখগুলোকে পানির স্বচ্ছ কূপ মনে হতে লাগল। সেই সঙ্গে তাদের কাঁধের উপর ছড়ানো রেশমকোমল চুলগুলো চিত্তাকর্ষী ফুলের পাপড়িতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মনে হচ্ছিল, আমরা এমন একটা বাগানে বসে আছি, যার সৌন্দর্য ও ফুলের রঙের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সেখানে বালি ও মাটির লম্বা-লম্বা টিলা ছিল না। ছিল মরু-অঞ্চলও। সর্বত্র গাছ-গাছালি আর সবুজের সমারোহ। পায়ের নিচে মখমলসম ঘাসের ফরাশ আর রং-বেরঙের পাখ-পাখালির কিচিরমিচির শব্দ।

◆◆◆

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যে-ঘাসের উপর দিয়ে অতিক্রম করছে, সেগুলো মূলত বালি। কোথাও-কোথাও শক্ত মাটি। তারা সব কজন গুনগুন করে একটা

www.pathagar.com

গান গাইছে। মেয়েদুটো তাদের কয়েক পা দূরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের গতি তুর্কমান নয়, যেখানে সুলতান আইউবির ফৌজ অবস্থান করছে এবং যেটি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের গন্তব্য। তাদের গতি আসিয়াতের সেই দুর্গ, যেটি হাশিশিদের হোতা শেখ সান্নানের আখড়া। কিন্তু আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা জানে না, তারা কোন দিকে যাচ্ছে। বরং পথ চলছে কি-না, তাদের সেই অনুভূতিটুকুও ভোতা হয়ে গেছে। তাদের পিছনে মেয়েদুটো আপসে কথা বলছে। তার শব্দ কমান্ডোদের কান পর্যন্ত পৌঁছছে না।

সূর্য ডুবে গেছে।

'তুমি বলছ, রাতে কোথাও থামবে না' – ছোট মেয়েটা বড় মেয়েটাকে বলল – 'লোকগুলো কি সারাটা রাত এভাবে একনাগাড়ে হাঁটতে পারবে?'

'তুমি পানিতে মিশিয়ে তাদের যে-পরিমাণ হাশিশ পান করিয়েছ, তার ক্রিয়া আগামী কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বহাল থাকবে' – বড় মেয়েটা বলল – 'আর আমি তাদের যা খাইয়েছি, তা তো তুমি দেখেছ। এ-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আশা করি, সূর্যোদয়ের আগে-আগেই আমরা আসিয়াত পৌঁছে যাব।'

'আমি তো ওদের দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম' – ছোট মেয়েটা বলল – 'তোমার কৃতিত্ব যে, তুমি ওদের আয়ত্ত করে ফেলেছ এবং বোঝাতে সক্ষম হয়েছ, আমরা পরী। মুসলমানরা জিন-পরীতে খুব বিশ্বাস করে তাই না?'

'ওটা ছিল বুদ্ধির খেলা' – বড় মেয়েটা বলল – 'আমি তাদের মানসিক অবস্থাটা আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম। তাদের চেহারা ও চালচলন দেখে আমি বুঝে ফেলেছিলাম, ওরা সালাহুদ্দীন আইউবির পথভোলা সৈনিক। আমি এ-ও বুঝে ফেলেছিলাম যে, আমাদের দেখে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যদি আমরা ভয় পেতাম এবং নারীসুলভ ভীরুতা প্রদর্শন করতাম, তা হলে উলটো তারা আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করত, যা আমরা জীবনেও ভুলতে পারতাম না। এই বিজন অঞ্চলে কোনো পুরুষ যদি আমাদের মতো মেয়েদের হাতে পায়, তা হলে আমাদের তারা বোন-কন্যার চোখে দেখবে এমন আশা করা যায় না।

'আমি তাদের দৈহিক অবস্থা দেখেছি। তারপরও কৌশল ঠিক করেছি, মুসলমানদের মধ্যে তো এই দুর্বলতা আছে যে, জিন-ভূতের ব্যাপারে তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই আমি জিন সেজেছি। এই নরকে আমাদের মতো রূপসী মেয়েদের উপস্থিতিকে তাদের বিবেক মেনে নিতে পারে না। তারা আমাদের হয়ত কাল্পনিক বলে মনে করছে, নয়ত জিন-পরী ভাবছে। আমি তাদের সঙ্গে যে-ধারায় কথা বলেছি, তাতে তারা নিশ্চিতভাবে বুঝে নিয়েছে, আমরা পরী। মুসলমান আবেগপ্রবণ জাতি। এটা তাদের দুর্বলতা। বিষয়টি আমার জানা ছিল। এখনও তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। তাড়াতাড়ি শিখে ফেলো। আমি সাইফুদ্দীনের মতো সুচতুর আমীরকে আঙুলের ইশারায় নাচিয়ে ছেড়েছি। এরা তো সৈনিকমাত্র।'

www.pathagar.com

'জানি না, আমি কেন এই বিদ্যায় সফল হতে পারছি না' – ছোট মেয়েটা বলল – 'আমার মন আমাকে সঙ্গ দেয় না। তোমার মতো কৃতিত্ব দেখানোর চেষ্টা তো কম করছি না। কিন্তু হৃদয় থেকে আওয়াজ আসে, এটা প্রতারণা।'

'তা হলে তুমি পুরুষদের খেলনা-ই হয়ে থাকবে' – বড় মেয়েটা বলল – 'তুমি এই প্রথমবার বাইরে বের হয়েছ। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি সফল হচ্ছ না। এমন হলে তোমাকে পুরুষদের গণিকা হয়েই থাকতে হবে। এভাবে তুমি ক্রুশের কোনো সেবা করতে পারবে না। নিজের শরীরটাকে তুমি সময়ের অনেক আগে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলবে আর এই পুরুষরা তোমাকে নর্দমায় ছুড়ে ফেলবে। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা মুসলিম আমির ও শাসকদের বিনোদনের উপকরণ হয়ে থাকব। একদিন-না-একদিন আমাদেরকে জাদু হয়ে তাদের বিবেকের উপর জয়ী হতেই হবে। এই চার সৈনিকের মাঝে তুমি যে-কুসংস্কার দেখেছ, তা আমাদের খ্রিস্টান গুরু ও ইহুদিরা তাদের মাঝে জন্ম দিয়েছে। তুমি দেখেছ, আমি তাদেরকে কত দ্রুত আমার মুঠোয় নিয়ে এসেছি। আমি তাদেরকে একটি কথা বলেছিলাম। কথাটা আমাকে আমার ওস্তাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তা হলো, মানুষ একটি আনন্দের সৃষ্টি। আর সব সময় তারা সেই আনন্দ উপভোগ করার প্রত্যাশী থাকে। আবার তারা এই কামনাকে দমন করারও চেষ্টা করে। আমাদের মিশন হলো মুসলমানদের মাঝে এই ভোগলিপ্সা জাগিয়ে তোলা। এটাই মানুষের সেই দুর্বলতা, যা তাকে ধ্বংসের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয়। তোমার কি সেই রাতের কথা মনে নেই, যে-রাতে সাইফুদ্দীন আমাদের উপস্থিতিতে তার এক সালারকে বলেছিলেন, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সন্ধি করা যায় কি-না ভাবছি। কিন্তু সেই রাতেই আমি তার মাথা থেকে এই ভাবনা বের করে দিয়েছিলাম।'

'আসিয়াত পৌঁছে আমাকেও এই ওস্তাদি শিখিয়ে দিয়ো' – ছোট মেয়েটা বলল – 'এই কাজগুলো করতে আমার কেমন যেন অনীহা লাগছে। আমি মুসলমান শাসকদের খেলনা হয়ে আছি। তুমি তো চালাকি করে আঁচল বাঁচিয়ে রাখছ; কিন্তু আমি পারছি না। অনেক সময় মনে চিন্তা আসে, পালিয়ে কোথাও চলে যাই। কিন্তু কোনো পথও পাই না। আমার কোনো আশ্রয়ও নেই।'

'সবই শিখতে পারবে' – বড় মেয়েটা বলল – 'তোমাকে আমার সঙ্গে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি তোমার দুর্বলতাগুলো বুঝতে পেরেছি। এসব দূর হয়ে যাবে।'

আন-নাসের তার সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চলছে। মেয়েরা ঘোড়া নিয়ে তাদের সামনে চলে গেল, যাতে তারা পথ হারিয়ে না ফেলে। তারা সমকণ্ঠে গান গেয়ে চলছে। বালি, মাটি ও পাথর তাদের জন্য কোমল ঘাস হয়ে আছে।

'ওদেরকে অন্য কোনো পথে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল' – ছোট মেয়েটা বলল – 'ওদেরকে অসিয়াত নিয়ে কী করবে?'

www.pathagar.com

'আমাদের গুরু শেখ সান্নানের জন্য এর চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছু হতে পারে না' – বড় মেয়েটা জবাব দিল – 'এরা সালাহুদ্দীন আইউবির কমান্ডোসেনা ও গুপ্তচর। আইউবির একজন গুপ্তচরকে ধরে তার মস্তিষ্ক ধোলাই করতে পারলে বুঝতে হবে, তুমি তাঁর বাহিনীর এক হাজার সৈনিককে বেকার করে দিয়েছ। আইউবির একজন গুপ্তচর কিংবা গেরিলা সৈন্য আমাদের উর্ধ্বতন এক-একজন সেনা-অফিসারের সমান, বরং তার চেয়েও মূল্যবান। তারা দৈহিক দিক থেকে অস্বাভাবিক শক্তিশালী ও সহনশীল। আবার মানসিক দিক থেকেও পাহাড়ের মতো অটল। আপন কর্তব্যকে তারা জীবনের চেয়েও মূল্যবান মনে করে। এই চার সৈনিক দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা এবং চরম ক্লান্তির পরও মরু-অঞ্চলে যে-বিপদ ও ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য করেছে, তা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের সৈন্যদের মাঝে এই চেতনা ও ক্ষমতা নেই। সুলতান আইউবির এই চার সৈনিককে আমি শেখ সান্নানের হাতে তুলে দেব। তুমি সম্ভবত জান না, সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার জন্য একাধিকবার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু একটি অভিযানও সফল হয়নি। এই চার ব্যক্তিকে আইউবিকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। এরা আইউবির একান্ত নিজস্ব কমান্ডো। তাই এরা সহজে আইউবি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে।'

'আচ্ছা, আমরা সাইফুদ্দীন, গোমস্তগিন ও অন্যান্যদের যেভাবে কাবু করেছি, আইউবিকে সেই প্রক্রিয়ায় কাবু করা যায় না কি?' ছোট মেয়েটা প্রশ্ন করল।

'না' – বড় মেয়েটা জবাব দিল – 'যে-লোকটি জগতের সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করে একটি পবিত্র লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছে, আমাদের মতো রূপসী মেয়ে আর সোনার স্তূপ কোনো কিছুই তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আইউবি এক স্বামী এক স্ত্রীর প্রবক্তা। নুরুদ্দীন জঙ্গির এই একটা-ই সমস্যা ছিল যে, রাজা হয়েও তিনি ঘরে একজনমাত্র স্ত্রী রেখেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারই অনুরক্ত ছিলেন। এই সমস্যাটা সালাহুদ্দীন আইউবির মাঝেও বিদ্যমান। বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু এই পাথরটা গলানো যায়নি। অথচ আইউবিকে হত্যা না করে ফিলিস্তিনের দখল বজায় রাখা সম্ভব হবে না।'

'সেই পুরুষই আমার কাছে ভালো লাগে, যে একজন স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে' – ছোট মেয়েটা বলল – 'আমি ক্রুশের পুজারি। ক্রুশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানা থাকা সত্ত্বেও আমি মাঝে-মধ্যে ভাবি, আমি এমন একজন পুরুষের হৃদয়ে স্থান করে নিই, যে আমার দেহ ও মনের অংশ হয়ে থাকবে।'

'আবেগ ত্যাগ করো' – বড় মেয়েটা ছোট মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলল – 'ক্রুশের মহান মিশন বাস্তবায়নে নিবেদিত হয়ে কাজ করো। ক্রুশ হাতে নিয়ে যে-শপথ করে এসেছ, সেকথা স্মরণ করো। আমি জানি, তুমি টগবগে এক তরুণী। এই বয়সে আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন কাজ। কিন্তু ক্রুশ আমাদের থেকে এই কুরবানিই দাবি করছে।'

www.pathagar.com

রহস্যপূর্ণ এই কাফেলাটা এগিয়ে চলছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা মেয়েদের ঘোড়ার পিছনে-পিছনে হাঁটছে। তারা কখনও সমস্বরে গান গাইছে, কখনও গুনগুন করছে। আবার কখনওবা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। রাত যত গভীর হচ্ছে, তাদের গন্তব্যও তত কাছে চলে আসছে।

♦♦♦

এরা সেই গোত্রের মেয়ে, যাদের একাধিক কাহিনী আপনারা পেছনে পাঠ করে এসেছেন। ইহুদি-খ্রিস্টানরা সুন্দরী কিশোরী-তরুণীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা বিনষ্ট, চরিত্র ধ্বংস এবং শত্রুকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করার কলা-কৌশল শিক্ষা দিত। শত্রুর চিন্তা-চেতনার উপর কীভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে, সেই প্রশিক্ষণ তাদের কৈশোরেই দেওয়া হতো। তাদের মাঝে চঞ্চলতা ও বেহায়াপনা সৃষ্টি করা হতো। তাদের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা থেকে নীতি-নৈতিকতা, প্রাণবন্ততা ও লাজ-শরম ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া হতো। ইহুদিরা যেহেতু মুসলমানদেরকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করত, তাই আপন কন্যাদের তারা এ-কাজের জন্য খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিত। খ্রিস্টানরা তাদের কন্যাদেরও ব্যবহার করত। তারা তাদের শাসিত অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের কাফেলার উপর আক্রমণ করত এবং কোনো রূপসী কিশোরী কন্যা পেলে তাকে তুলে নিয়ে আসত এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে আপন মিশনের জন্য তাদের প্রস্তুত করত।

এই মেয়েদুটোকে খ্রিস্টানরা কিছুদিন আগে মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিল। সাইফুদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবির দুশমন। খ্রিস্টানরা এদের তিনটা মিশন দিয়ে প্রেরণ করেছিল। প্রথমত, তারা খ্রিস্টানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করা। দ্বিতীয়ত, সাইফুদ্দীন যাতে সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের ভাবনা ভাবতে না পারে, সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখা। তৃতীয় মিশন ছিল, যেসব মুসলিম আমির সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে গিয়েছিল, তাদের মাঝে পরস্পর বিভেদ তৈরি করে রাখা। এ-কাজগুলো শুধু এই দুটো মেয়ের উপরই ন্যস্ত করা হয়নি, সেখানকার গোটা খ্রিস্টান মিশনারীই এ-কাজে নিয়োজিত ছিলো। তারা বেশ কজন মুসলমানের ঈমান ক্রয় করে ফেলেছে। এখন ওরা তাদেরই হয়ে কাজ করছে।

সাইফুদ্দীন যখন সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে তুর্কমানে সুলতান আইউবির উপর আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন, তখন রাজা-বাদশাদের রীতি অনুযায়ী তিনি তার হেরেমের বাছাবাছা মেয়ে ও গায়িকা-নর্তকীদের রণাঙ্গনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই রূপসী মেয়েদুটোও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাইফুদ্দীন এদেরকে নিষ্পাপ মনে করতেন। কিন্তু বড় মেয়েটা প্রেতাত্মার মতো সাইফুদ্দীনের শিরায় মিশে গিয়েছিল। হেরেমের অন্যান্য মেয়েদের সে তার দাসি বানিয়ে রেখেছিল।

www.pathagar.com

সাইফুদ্দীন জঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করে নিয়েছিলেন। একসময় সেখানে মরুঝড় প্রবাহিত হয়েছিল, যার বিবরণ আপনারা উপরে পাঠ করে এসেছেন। এই ঝড়ের মধ্যে ফাওজিয়া নাম্মী এক মেয়ে আপন ভাইয়ের মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠে করে সুলতান আইউবির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিল এবং সংবাদ প্রদান করেছিল, তিনটি বাহিনী একজোট হয়ে তাঁর উপর আক্রমণ করতে এসে পড়েছে। সুলতান আইউবি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সাইফুদ্দীনের বাহিনীর উপর আক্রমণ করেছিলেন। সেই আক্রমণের শিকার হয়ে সাইফুদ্দীনের বহু সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল। সাইফুদ্দীন তার সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ড সামলাতে ব্যর্থ হন। যখন তার ময়দান ছেড়ে পালাবার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন এই মেয়েদুটো তার সঙ্গে ছিল। খ্রিস্টানদের কয়েকজন মুসলমান এজেন্ট সাইফুদ্দীনের ফৌজের উচ্চপদে সমাসীন ছিল। এই মেয়েদুটোর সঙ্গে তাদের ভালো যোগাযোগ ছিল। মেয়েরা তাদের খবরাখবর জানাত আর তারা সেসব তথ্য খ্রিস্টানদের কাছে পৌঁছিয়ে দিত।

তারা যখন দেখল, যুদ্ধপরিস্থিতি এমন এক রূপ ধারণ করেছে যে, সম্মিলিত বাহিনীকে পিছপা হওয়া ব্যতীত কোনো উপায় নেই, তখনই তারা মেয়েদুটোকে ওখান থেকে নিয়ে কেটে পড়ার পরিকল্পনা আঁটল।

তাদের দুটা ঘোড়া দেওয়া হলো। ঘোড়ার যিনের সঙ্গে পানির চারটা মশক ও খাবারের দু-তিনটা থলে বেঁধে দেওয়া হলো। খঞ্জরও দেওয়া হলো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হচ্ছে হাশিশ আর অনুরূপ এমন একটা নেশাকর দ্রব্য, যার কোনো স্বাদ-গন্ধ নেই। এই বস্তুটা কাউকে তার অজান্তে পান করানো হলে সে টেরই পায় না, পানি বা শরবতের সঙ্গে তাকে অন্য কিছু খাওয়ানো হয়েছে। এই নেশাকর বস্তুদুটো সঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে কোনো পুরুষের সঙ্গ ছাড়া সফর করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত যদি পথে কারো হাতে পড়ে যায়, তা হলে অজান্তে এসব পান করিয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে।

রাতের বেলা। রণাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। দুজন লোক মেয়েদুটোকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে ছুটতে শুরু করল। তুর্কমান পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত লোকগুলো তাদের সঙ্গে গেল। তারপর ওদেরকে পথ বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এল।

মেয়েদের গন্তব্য অসিয়াতের দুর্গ। বড় মেয়েটা অত্যন্ত বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও সাহসী। সে ছোট মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। তারা ভোরনাগাদ সবুজ-শ্যামল অঞ্চল ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে গেল এবং উক্ত অঞ্চলের নরক বলে পরিচিত এলাকাটায় এসে পৌঁছল। মেয়েদের জানা আছে, এস্থানে পৌঁছে তরুলতাহীন পাথুরে পথ অতিক্রম করতে হবে। অঞ্চলটা ভীতিকর ও উত্তপ্ত।

সূর্য মাথার উপর উঠে এলে তারা পাবর্ত্য এলাকায় এসে পৌঁছল। তারা একটা টিলার আড়ালে অবস্থান নিয়ে পানাহার করে বিশ্রাম করতে থাকল। ঠিক এই সময় তারা আন-নাসেরকে তার তিন সঙ্গীসহ আসতে দেখল।

www.pathagar.com

তাদেরকে দেখেই বড় মেয়েটা বুঝে ফেলল, লোকগুলোর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা শোচনীয়। মেয়েটা তার বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাতে শুরু করল, যার ফলে আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে কাল্পনিক বস্তু কিংবা পরী বলে বিশ্বাস করে ফেলল। মেয়েটার প্রতিটা কৌশল শতভাগ সফল হলো। প্রথমে সে লোকগুলোকে পানি ও কাবাব খাওয়াল। তারপর হাশিশ ও অপর নেশাকর দ্রব্যটা পান করাল। লোকগুলোকে নেশা পান করিয়ে তারা ফুল, সবুজ-শ্যামলিমা, পাখ-পাখালি ও মখমলসম ঘাসের উল্লেখ করেছিল, যা লোকগুলোর মস্তিষ্কে জান্নাতের কল্পনা জাগ্রত করে তুলল।

হাশিশ পান করিয়ে মানুষের মন-মস্তিষ্কে সুদর্শন কল্পনা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা হাসান ইবনে সাব্বাহর আবিষ্কৃত পদ্ধতি। শত বছর পরে শেখ সান্নান এখন তার স্থলাভিষিক্ত। এই চক্রটাকে এখন হাশিশি কিংবা ফেদায়ি বলা হয়। বড় মেয়েটার এই বিদ্যার ভলো প্রশিক্ষণ আছে।

মেয়েটা আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের আয়ত্তে নিয়ে একটা লক্ষ্য তো এই অর্জন করতে চাচ্ছিল যে, লোকগুলো তাদের প্রতি হাত বাড়াবে না কিংবা অপহরণ করে নিয়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত, যদি প্রমাণিত হয়, এরা সুলতান আইউবির গুপ্তচর কিংবা কমান্ডোসেনা, তা হলে কৌশলে তাদের নিয়ে শেখ সান্নানের হাতে তুলে দেবে। এরা তার কোনো-না-কোনো উপকারে আসতে পারে। সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ-লক্ষ্যে হাররানের স্বাধীন শাসক গোমস্তগিন আসিয়াত দুর্গে শেখ সান্নানের সঙ্গে সাক্ষাতও করে গেছেন।

◆◆◆

তুর্কমানে মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর সালারদের বললেন– 'এবার যুদ্ধ শেষ হলো।'

তিনি মালে-গনীমত সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন। শত্রুবাহিনীর ফেলে-যাওয়া সম্পদ বিপুল। সাইফুদ্দীনের ক্যাম্প থেকে উদ্ধার হলো অনেকগুলো সোনা ও নগদ অর্থ। শত্রুবাহিনীর সৈন্যদের মৃতদেহ থেকেও প্রচুর নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি পাওয়া গেল। অন্যান্য মালপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের কোনো হিসাব ছিল না।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যুদ্ধের কাজে আসতে পারে এমনসব মালপত্র সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। একাংশ দামেশ্‌ক ও সেসব এলাকার গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ দিলেন, যেগুলো মিসর ও সিরিয়ার সাম্রাজ্যের আওতায় এসে গেছে। অপর একটি অংশ নিজামুল মুল্‌ক মাদরাসাকে দান করলেন।

ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ লেন পোলের বর্ণনামতে সালাহুদ্দীন আইউবি উক্ত মাদরাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ইতিহাসে সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

প্রমাণ পাওয়া যায়, তুর্কমানের গনিমত থেকে সালাহুদ্দীন আইউবি নিজে কোনো ভাগ নেননি।

এবার বন্দিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। বন্দিরা সবাই মুসলমান। সালাহুদ্দীন আইউবি তাদের সমবেত করে বললেন– 'তোমরা মুসলমান এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলে। তোমাদের পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, তোমাদের শাসনকর্তা তোমাদেরই ধর্মের ঘৃণ্যতম শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তার হাত শক্ত করছে। তোমাদের দুনিয়াও নষ্ট হলো, আখেরাতও বরবাদ হলো। এখন তোমাদের সামনে পাপ স্খালনের একটিমাত্র পথ খোলা আছে। তা হলো তোমরা ইসলামের সৈনিক হয়ে যাও এবং ইসলামের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করো।'

সালাহুদ্দীন আইউবির এই ভাষণ ছিলও অত্যন্ত তেজস্বী ও আবেগময়। বন্দিদের সমাবেশের মধ্য থেকে শতকণ্ঠে আকাশ-কাঁপানো 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারিত হতে শুরু করল। তারা সমস্বরে সালাহুদ্দীন আইউবির আনুগত্যের ঘোষণা দিতে আরম্ভ করল। এভাবে আইউবির বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক ও কমান্ডারের সংখ্যা বেড়ে গেল।

তথাপি সুলতান অগ্রযাত্রা মুলতবি রাখলেন। বাহিনীর নববিন্যাস আবশ্যক। তিনি দামেশ্ক ও কায়রো থেকেও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। সেখানেই আহতদের চিকিৎসা-সেবা চলছে। যুদ্ধে জয়ী হলেও মুজাফফর উদ্দীনের এই আক্রমণ সালাহুদ্দীন আইউবিকে অনেক বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

আসিয়াত দুর্গের অবস্থান ছিল বর্তমানকার লেবাননের সীমান্ত এলাকায়। মিসরি ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ফরীদ আবু হাদীদের বর্ণনা মোতাবেক আসিয়াত দুর্গ ছিল হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতকচক্র হাশিশিদের কেন্দ্র ও আস্তানা। সেখানে হাসান ইবনে সাব্বাহ'র অনুসারী শেখ সান্নানের রাজত্ব ছিল। দুর্গে তার একটা বাহিনীও রাখা ছিল। দুর্গটা ছিল খুব বড়। তার থেকে দূরে ছোট-ছোট আরও তিন-চারটা দুর্গ ছিল। এই দুর্গগুলোও ছিল শেখ সান্নানের হাশিশিদের দখলে। খ্রিস্টানরা তাদের এই দুর্গগুলো দিয়ে রেখেছিল। এই হাশিশিদের খ্রিস্টানরা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা এবং মুসলিম জাতির চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করত। কিন্তু তাদেরই একটা দল শেষ পর্যন্ত ভাড়াটিয়া খুনীচক্রে পরিণত হয়ে গেল। তারা কতিপয় খ্রিস্টান নেতাকেও হত্যা করেছিল। বিনিময় পেলেই তারা যে-কাউকে খুন করতে প্রস্তুত হয়ে যেত। সালাহুদ্দীন আইউবির আমলে খ্রিস্টানরা তাদের এত বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল যে, কতগুলো দুর্গ পর্যন্ত তাদের দিয়ে দিয়েছিল। তাদের মাধ্যমে খ্রিস্টানরা সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি ও সালাহুদ্দীন আইউবিকে খুন করাবার প্রচেষ্টা চালাতে থাকল।

নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যু সম্পর্কে মেজর জেনারেল আকবর খান কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের সূত্রে লিখেছেন, এটি ছিল হাশিশিদের কর্ম। হাশিশিরা তাকে

www.pathagar.com

গোপনে কী যেন খাইয়েছিল, যার ক্রিয়ায় দিনকয়েক পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এখন তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে আছে। তারা খ্রিস্টানদের হাতে খেলছে।

সকালবেলা। সূর্য এখনও উদিত হয়নি। আন-নাসের ও তার তিন সঙ্গী খ্রিস্টান মেয়েদুটোর সঙ্গে আসিয়াত দুর্গের ফটকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। বড় মেয়েটা একটা সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করল। দুর্গের দরজা খুলে গেল।

শেখ সান্নান সব বিচারেই রাজা। একজন রাজার সব ক্ষমতাই তার আছে। চলন-বলন, ভাব-গতি ও শান-শওকত সবই রাজকীয়। তবে লোকটার এই অনুভূতিটুকুও নেই যে, সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বড় মেয়েটা যখন তাকে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিল এবং সাইফুদ্দীনের শোচনীয় পরাজয়ের বিস্তারিত শোনাচ্ছিল, তখনও তার লোলুপ দৃষ্টি ছোট মেয়েটার উপর নিবদ্ধ ছিল।

'এদিকে আস' – শেখ সান্নান বড় মেয়েটা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে ছোট মেয়েটাকে বলল – 'তুমি প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি রূপসী। তুমি আমার কাছে এসে বসো।'

শেখ সান্নান মেয়েটার বাহু ধরে টেনে নিয়ে নিজের গা-ঘেঁষে বসাল এবং তার মাথায় হাত রেখে আঙুল দ্বারা চুলে বিলি কাটতে শুরু করল। বলল- 'তুমি অনেক ক্লান্ত; আজ আমার কাছে বিশ্রাম নাও।'

মেয়েটা শেখ সান্নানকে এ-ই প্রথমবার দেখেছে। সে লোকটাকে ঘুরে-ফিরে দেখতে থাকল। একবার তার প্রতি, আবার সঙ্গী মেয়েটার প্রতি তাকাতে থাকল। মুখে তার বিরক্তির ছাপ, যেন বৃদ্ধের এই আচরণ তার ভালো লাগছে না। মেয়েটা লাফ দিয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে সরে গেল।

শেখ সান্নান আবারও বাহু ধরে মেয়েটাকে কাছে টেনে নিল, যেন সরে গিয়ে সে তাকে অপমান করেছে। তাই বড় মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বলল– 'মেয়েটাকে বোধহয় আমাদের রীতি-নীতি শেখানো হয়নি। আমাদের অপমান করা কত বড় অপরাধ!'

'আমি আপনার দাসি নই' – ছোট মেয়েটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল – 'এটা আমার কর্তব্য নয় যে, কেউ আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করলেই আমি নিজেকে তার হাতে সঁপে দেব।' মেয়েটার উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল– 'আমি ক্রুশের গোলাম – হাশিশিদের কেনা দাসি নই।'

বড় মেয়েটা তাকে ধমক দিয়ে চুপ হতে বলল। কিন্তু মেয়েটা চুপ হলো না। বলতে লাগল– 'এই লোকটা আমাকে মুসলমানদের হেরেমে দেখেনি। আমি দায়িত্বপালনে ত্রুটি করবার মতো মেয়ে নই। তোমার সঙ্গে থেকে আমি সাইফুদ্দীন ও তার পরামর্শকদের বিবেক-বুদ্ধির উপর পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছি। তাই বলে এটা আমার দায়িত্ব নয় যে, আমি এই বুড়োটার সঙ্গে রাত কাটাব।'

www.pathagar.com

'তুমি যদি অস্বাভাবিক রূপসী না হতে, তা হলে আমি তোমার এই গোস্তাখি ক্ষমা করতাম না' – শেখ সান্নান বলল এবং বড় মেয়েটাকে আদেশের ভঙ্গিতে বলল – 'যাও, একে নিয়ে আসিয়াত দুর্গের আদব-কায়দা শিখিয়ে আনো।'

বড় মেয়েটা ছোট মেয়েটাকে কক্ষের বাইরে দাঁড় করিয়ে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করে শেখ সান্নানকে বলল– 'আপনার অসন্তুষ্টি যথার্থ। কিন্তু আমরা বস্‌দের অনুমতি ছাড়া যে-কারও আদেশ মান্য করতে পারি না। আমি যেহেতু আপনাকে জানি এবং এই দুর্গে আগেও এসেছি, তাই আপনার কাজে আসতে পারে এমন চার ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছি। আপনাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

মেয়েটা শেখ সান্নানকে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের বিস্তারিত বিবরণ দিল।

'আমি এদের দ্বারা যথাযথভাবে কাজ আদায় করব' – শেখ সান্নান বলল – 'কিন্তু ওই মেয়েটাকে আমি অবশ্যই আমার কক্ষে রাখব।'

'এ-বিষয়টা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন' – বড় মেয়েটা বলল – 'ও তো আর পালাতে পারবে না। আমি ওকে বুঝিয়ে আপনার কাছে রেখে যাওয়ারই চেষ্টা করব।'

♦♦♦

শেখ সান্নানের দুজন সহযোগী আন-নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে সাথে করে নিয়ে গেল। লোকগুলো নেশাগ্রস্ত ছিল বটে; কিন্তু সারাটা রাত পায়ে হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেছে। তাদের একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। টলটলায়মান লোকগুলো ধপাস্ করে খাটের উপর পড়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে মেয়েদুটোও রাতে এক মুহূর্ত ঘুমোতে পারেনি। তারাও একটা কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

দুপুরের পর আন-নাসেরের চোখ খুলল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, তার সঙ্গীরা এখনও ঘুমিয়ে আছে। সে আশপাশটা চেনার চেষ্টা করল।

এটা একটা কক্ষ। কক্ষে পালঙ্ক আছে। আন-নাসেরের তিন সঙ্গী পালঙ্কের উপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার সবুজ-শ্যামলিমা, রং-বেরঙের ফুল, পাখ-পাখালি ও সবুজ ঘাসের কথা মনে পড়ল। মেয়েদের কথাও স্মরণে এল।

বিষয়গুলো তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। মরুভূমির সফরের কথা তার বাস্তবের মতো স্মরণ আছে। কিন্তু দুটো মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলি তার কাছে স্বপ্ন কিংবা কল্পনা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু এখন আমি কোথায়? এই প্রশ্ন তাকে বিব্রত ও বিচলিত করতে শুরু করল।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের জাগাল না। নিজে বসা থেকে উঠে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। এটা একটা দুর্গ। সৈনিকরা চলাফেরা করছে দেখতে পেল। এটা কোন বাহিনীর দুর্গ? আন-নাসের বিষয়টা কাউকে জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করল

www.pathagar.com

না। দুর্গটা দুশমনেরও হতে পারে। তা হলে কি আমি সঙ্গীদেরসহ বন্দি হয়েছি? কিন্তু এই কক্ষটা তো কয়েদখানার প্রকোষ্ঠ নয়!

আন-নাসের গুপ্তচর ও গেরিলা সৈনিক। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই সে সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। ধীরে-ধীরে আশঙ্কা অনুভব করতে লাগল। এবার দরজা থেকে সরে পালঙ্কের উপর গিয়ে বসল। বাইরে কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল। অমনি ঘুমের ভান করে নাক ডাকতে শুরু করল।

দুজন লোক কক্ষে প্রবেশ করল।

'এখনও ঘুমিয়ে আছে।' একজন অপরজনকে বলল।

'ঘুমিয়েই থাকতে দাও' – দ্বিতীয়জন বলল – 'মনে হচ্ছে, একটু বেশি খাওয়ানো হয়েছে। আচ্ছা, এদের ব্যাপারে কি কিছু বলা হয়েছে?'

'খ্রিস্টান মেয়েদুটো ফাঁদে ফেলে এদের নিয়ে এসেছে' – প্রথমজন উত্তর দিল – 'এরা সালাহুদ্দীন আইউবির কমান্ডো গুপ্তচর। অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। এদেরকে প্রস্তুত করতে হবে।'

তারা চলে গেল।

আন-নাসের বুঝে ফেলল, তারা প্রতারণার শিকার এবং শত্রুর হাতে বন্দি। এবার তাকে জানতে হবে, এটা কোন দুর্গ, কোন অঞ্চলে অবস্থিত এবং তাদের কী উদ্দেশ্যে এখানে আনা হয়েছে। তার জানা আছে, কোনো দুর্গ থেকে পলায়ন করা শুধু কঠিনই নয় – অসম্ভবও বটে।

ছোট মেয়েটা কিছুক্ষণ ঘুমিয়েই জেগে উঠেছে। কক্ষের জানালাটা খুলে জানালার কাছে বসে বাইরের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকল। সফরের সময় সে বড় মেয়েটার কাছে তার আবেগের কথা প্রকাশ করেছিল। সবে তরুণী। এখনও পাকেনি। সমবয়সী অন্য পাঁচটা মেয়ের মতো এখনও সে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ-ই প্রথমবারের মতো সে ময়দানে এসেছে।

সঙ্গের বড় মেয়েটা অভিজ্ঞ। সে অনুভব করছে, ছোট মেয়েটা সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারছে না। পুরুষদের আঙুলের ইশারায় নাচানোর যোগ্যতা-মানসিকতা কোনোটাই এখনও তার আয়ত্ত হয়নি। বাঘা-বাঘা সালার ও আমির সাইফুদ্দীন তাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছিল। এখন সে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে কঠিন ও কষ্টদায়ক সফর করে এসে এখানে পৌঁছেছে। সারাটা রাত সফর করেছে; অথচ এসে পৌঁছামাত্র শেখ সান্নানের মতো বৃদ্ধের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে এবং তিনি যা বলবেন, তা-ই শুনতে হবে!

একথা সত্য যে, মেয়েটাকে শৈশব থেকেই এই নোংরা জীবনধারার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করার পর যখন তার চোখ ফুটল এবং নিজের চোখে দেখতে ও আপন মাথায় ভাবতে শিখল, তখন তার দীর্ঘ প্রশিক্ষণের ক্রিয়া এলোমেলো হয়ে গেল। যে-খ্রিস্টানদের জালে মানুষকে

www.pathagar.com

ফাঁসিয়ে রাখতে তাকে প্রস্তুত করা হয়েছিল, তাদের প্রতি তার ঘৃণা জন্মে গেল এবং নিজের এই পেশাটাকে হীন ভাবতে শুরু করল।

জানালার কাছে বসে মেয়েটা নানা তিক্ত কল্পনায় ডুবে আছে। তার চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু চোখের সামনে সে না কোনো আশ্রয় দেখতে পাচ্ছে, না পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে।

বড় মেয়েটার ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ খুলে দেখতে পেল, তার সঙ্গিনী মেয়েটা জানালার কাছে বসে আছে। সে-ও উঠে তার পাশে গিয়ে বসল। চোখে অশ্রু দেখে বলল– 'প্রথম-প্রথম এমনটা হয়ে থাকে। আমরা যা কিছু করছি, বিলাসিতার জন্য করছি না – করছি ক্রুশের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের সৈনিকরা তাদের অঙ্গনে লড়াই করছে। আমাদেরকে আমাদের অঙ্গনে লড়তে হবে। মনটাকে প্রশস্ত বানাও। দেহের চিন্তা বাদ দাও, আত্মাটা পবিত্র থাকলেই হলো। তোমার আত্মা পবিত্র।'

'আচ্ছা, আমাদের যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, মুসলিম মেয়েদের সেভাবে ব্যবহার করা হয় না কেন?' – ছোট মেয়েটা জিজ্ঞেস করল – 'আমাদের রাজা ও তাদের সৈন্যরা মুসলমানদের মতো লড়াই করে না কেন? তারা মুসলমানদের চোরের মতো খুন করে কেন? খ্রিস্টান বাহিনী সালাহুদ্দীন আইউবির এই চার কমান্ডোর মতো কমান্ডো তৈরি করে না কেন? তার একটাই কারণ। আমাদের জাতি কাপুরুষ। যারা লুকিয়ে-লুকিয়ে আক্রমণ করে, তারা কাপুরুষই।'

ছোট মেয়েটার বক্তব্য ও প্রশ্নবাণে বড় মেয়েটা চমকে উঠে বলল– 'এমন কথা অন্য কারও সামনে বলো না যেন; অন্যথায় খুন হয়ে যাবে। এ-মুহূর্তে আমরা শেখ সান্নানের কাছে রয়েছি। তার দ্বারা আমাদের অনেক কাজ নিতে হবে। তাকে ক্ষেপানো যাবে না।'

'লোকটার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে' – ছোট মেয়েটা বলল – 'ইনি তো কোনো রাষ্ট্রের সম্রাট নন – ভাড়াটিয়া খুনীদের লিডার মাত্র। আমি তাকে আমার গায়ে হাত দেওয়ার যোগ্য মনে করি না।'

বড় মেয়েটা দীর্ঘ কথোপকথনের পর অনেক কষ্টে ছোট মেয়েটাকে সম্মত করতে সক্ষম হলো, সে শেখ সান্নানের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবে এবং সদ্ব্যবহার করবে।

সে মেয়েটাকে পরামর্শ দিল– 'প্রলোভন দেখিয়ে সময় পার করে দেবে। তুমি তো আমার কৌশল দেখেছ। আমি মুসলিম রাজাদের মুঠোয় নিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করতে জানি। শেখ সান্নানকে আমি কোনো ব্যক্তিত্বই মনে করি না।'

'তুমি কি আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পার?' ছোট মেয়েটা বলল।

www.pathagar.com

'চেষ্টা করব' – বড় মেয়েটা বলল – 'আগে সংবাদ পৌঁছাতে হবে, আমরা এখানে আছি।'

এমন সময় দুজন লোক কক্ষে প্রবেশ করল। তারা মেয়েদেরকে তাদের নিয়ে-আসা-লোকগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। লোকগুলো কারা, কোথা থেকে কীভাবে এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে বড় মেয়েটা তার বিবরণ দিল।

'তারা কী অবস্থায় আছে?' বড় মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'এখনও ঘুমিয়ে আছে।' একজন জবাব দিল।

'তাদের কি কারাগারে আটকে রাখবে?' ছোট মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'কারাগারে নিক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই' – লোকটা জবাব দিল – 'এখান থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়?'

'আমরা কি তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি?' ছোট মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই পারবে' – লোকটা জবাব দিল – 'তারা তোমাদের শিকার। যাও; দেখা করো। তোমরা তাদের কাছে যাও এবং তোমাদের জালে আটকে রাখো।'

কিছুক্ষণ পর ছোট মেয়েটা বড় মেয়েটার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যে-কক্ষে ঘুমিয়ে আছে, সেখানে চলে গেল। আন-নাসের মূলত সজাগ। মেয়েটাকে দেখে সে উঠে বসল এবং জিজ্ঞেস করল– 'তোমরা আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছ? তোমরা কারা? তোমাদের মিশন কী? এটা কোন জায়গা?'

মেয়েটা গভীর দৃষ্টিতে আন-নাসেরের প্রতি তাকাল। মনটা তার আবেগাপ্লুত। আন-নাসেরকে কানে-কানে জিজ্ঞেস করল– 'পালাতে চাও?'

'তোমাকে বলব না আমি কী করতে চাই' – আন-নাসের জবাব দিল – 'আমার যা করণীয়, করে দেখাব।'

মেয়েটা আন-নাসেরের আরও কাছে ঘেঁষে বলল – 'আমি জিন নই। আমি মানুষ। তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পার।'

আন-নাসের রোষকষায়িত লোচনে মেয়েটার প্রতি তাকাল। মেয়েটা তার পাশে পালঙ্কের উপর বসে পড়ল।

www.pathagar.com

সুদর্শন যুবক আন-নাসের সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সেই কমান্ডোদের একজন, যারা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কথা বলে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, সুলতান আইউবির কমান্ডোদেরকে মৃত্যুও ভয় করে। মরুভূমির দুর্গমতা, সমুদ্রের উত্তালতা, পাহাড়ের অগম্যতা কিছুরই পরোয়া করে না তারা। দুশমনের রসদ ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগ করে নিজেরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন কুরবান করা তাদের পক্ষে একটি সাধারণ ব্যাপার।

কিন্তু জিন-পরী আর ভূত-প্রেতে প্রচণ্ড ভীতি সুলতান আইউবির এই অকুতোভয় জানবাজ গেরিলাদের। তারা কখনও জিন-ভূত দেখেনি; শুধু গল্প-কাহিনী শুনেছে মাত্র, যাতে তাদের শতভাগ বিশ্বাস আছে। জিন-পরীর নাম শুনলেই ভয়ে তাদের গা ছমছম করে ওঠে।

আন-নাসের যদি আসিয়াত দুর্গে আপন মর্জিতে এবং সচেতন অবস্থায় এসে পৌঁছত, তা হলে এতটা ভয় পেত না। তাকে যদি কয়েদি বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, তা হলেও সে নির্ভীক থাকত এবং পালাবার বুদ্ধি বের করে নিত।

কিন্তু তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে হাশিশের নেশায় মস্তিষ্কে অবাস্তব কল্পনা সৃষ্টি করে। সেই নেশার ঘোরে সে কাল্পনিক সবুজ-শ্যামলিমা ও বাগ-বাগিচার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু এখন তার নেশা কেটে গেছে। এই ভূখণ্ডে কোথায়-কোথায় সবুজ-শ্যামলিমা থাকতে পারে, তার মনে পড়তে শুরু করেছে। এখন সে বোঝে, মাইলের-পর-মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল এমন স্বর্গীয় হতে পারে না।

আন-নাসের যে-রূপসী মেয়েটাকে পরী মনে করেছিল, এখন সে তার পালঙ্কে উপবিষ্ট। মেয়েটা তার কল্পনার চেয়েও বেশি সুন্দরী। আন-নাসের মেয়েটাকে মানুষ বলে বিশ্বাসই করতে পারছে না। মেয়েটা যখন বলল, 'তুমি আমার উপর আস্থা রাখো', তখন তার ভয় আরও বেড়ে গেল। সে শুনেছে, জিন-পরীরা চিত্তাকর্ষক প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে খুন করে থাকে।

এই দুর্গটা তার কাছে জিন-পরী ও ভূত-প্রেতের আড্ডা বলে মনে হতে শুরু করেছে। তার সঙ্গীরা এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

'আমি তোমার উপর কেন ভরসা রাখব? কেনইবা আমার জন্য তোমার এত মায়া হলো? আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ? এটা কোন জায়গা?' মনে সামান্য সাহস সঞ্চয় করে আন-নাসের জিজ্ঞেস করল।

www.pathagar.com

'তুমি যদি আমার উপর আস্থা স্থাপন না কর, তা হলে তোমার পরিণতি খুবই মন্দ হবে' – মেয়েটা বলল – 'তুমি ভুলে যাবে, তুমি কে ছিলে। তোমার হাত তোমারই ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হবে আর তুমি সেই রক্তকে ফুল মনে করে আনন্দিত হবে। আমি তোমার প্রতি এত স্নেহশীল কেন হলাম, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি এখনই দিতে পারব না। এটা একটা দুর্গ, যার নাম আসিয়াত। এটা ফেদায়িদের দুর্গ। এখানে ফেদায়িদের গুরু শেখ সান্নান অবস্থান করেন। তুমি কি ফেদায়িদের সম্পর্কে জান?'

'হ্যাঁ, জানি'– আন-নাসের জবাব দিল – 'খুব ভালো করে জানি। এবার আমি বুঝে ফেলেছি, তোমরা কারা। তোমরাও ফেদায়ি। আমি জানি, ফেদায়িদের কাছে তোমাদের মতো রূপসী মেয়েরা থাকে!'

'তাদের সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই' – মেয়েটা বলল – 'আমার নাম লিজা।'

'তোমার সঙ্গে আরও একটা মেয়ে ছিল; সে কোথায়?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করল।

'তার নাম থ্রেসা' – লিজা জবাব দিল – 'সে এখানেই আছে। তোমাদেরকে হাশিশের নেশায় আচ্ছন্ন করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

লিজা আর কিছু বলতে পারল না। হঠাৎ থ্রেসা এসে কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে গেল এবং চোখের ইশারায় লিজাকে বেরিয়ে যেতে বলল।

লিজা আন-নাসেরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

'এখানে কী করছ?' – থ্রেসা জিজ্ঞেস করল – 'লোকটার এত কাছাকাছি বসেও তোমার হুঁশ হলো না, মুসলমান ঘৃণ্য মানুষ? তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হতে চাচ্ছ?'

লিজার মাথায় কিছুই ধরছে না। সে কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। মুসলিম আমিরদের চরিত্রহনন পেশাটার প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে তার। এই ঘৃণা-বিতৃষ্ণা এতই প্রবল রূপ ধারণ করেছে যে, নিজেরই কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। এখন তার মাথায় একটা-ই চিন্তা, হয় প্রতিশোধ, নাহয় পলায়ন।

'আমিও একটা যুবতী মেয়ে' – থ্রেসা বলল – 'এই মুসলিম গেরিলা আন-নাসেরকে আমারও ভালো লাগে। ভালো লাগার মতো সুদর্শন যুবক বটে। যদি বল, লোকটা তোমার হৃদয়জগতে আসন তৈরি করে নিয়েছে, তা হলে আমি বিস্মিত হব না। তোমার অন্তরে বৃদ্ধ মুসলমান আমির ও সালারদের প্রতি যে ঘৃণা জন্মে গেছে, তাও আমি জানি। সে-কারণেই তুমি তাদের খেলনা হয়ে থাকতে চাচ্ছ না। কিন্তু কর্তব্যকে তো আর ভুলে গেলে চলবে না। ক্রুশের মর্যাদাকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই মুসলমানরা তোমার শত্রু।'

www.pathagar.com

'না থ্রেসা!' – লিজা আপ্লুত কণ্ঠে বলল – 'তার প্রতি আমার সেই আকর্ষণ নেই, যা তুমি মনে করছ।'

'তা হলে তার পাশে গিয়ে বসলে কেন?'

'বলতে পারব না' – লিজা বলল – 'জানি না, কী ভেবে আমি তার পাশে গিয়ে বসে ছিলাম।'

'তার সঙ্গে তোমার কী-কী কথা হয়েছে?' থ্রেসা জিজ্ঞেস করল।

'বিশেষ কোনো কথা হয়নি।' লিজা বলল।

'তুমি দায়িত্বপালনে ত্রুটি করছ' – থ্রেসা বলল – 'এটি বিশ্বাসঘাতকতা, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

'কিন্তু শুনে রাখো থ্রেসা!' – লিজা বলল – 'আমি ওই বুড়োটার কাছে একা যাব না। তিনি যদি জোর করেন, তা হলে আমি হয় তাকে, নয়ত নিজেকে শেষ করে ফেলব।'

রূপসী কন্যা থ্রেসা তো নিজেকে পাথর বানিয়ে নিয়েছে, যার রং ও চাকচিক্য যে-কারও হৃদয়কে আকর্ষণ করে থাকে এবং যে-কেউ তার মালিক হতে চায়। পাথরের নিজস্ব কোনো পছন্দ-অপছন্দ থাকে না। লিজাও সেই অবস্থান থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। সেখানে একজন নারীর আত্মচেতনা, ভালবাসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ বলতে কিছুই থাকে না।

থ্রেসা বলল– 'আমার একদম ধারণা ছিল না, তুমি এত বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বে। অন্যথায় আমরা এখানে আসতাম না। কিন্তু এটি ছাড়া কাছাকাছি আর কোনো কেল্লাও ছিল না। ত্রিপোলি পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি তোমাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, শেখ সান্নান থেকে তোমাকে রক্ষা করার পুরোপুরি চেষ্টা করব এবং এখান থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়ার পন্থা বের করে নেব। তুমি আবেগ ত্যাগ করো। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব।'

'আমি এই মুসলিম কমান্ডোদের এখান থেকে আমাদের পলায়নের কাজে ব্যবহার করতে চাই' – লিজা বলল – 'তুমি না নিজে এখান থেকে বের হতে পারবে, না আমাকে বের করতে পারবে। এরা গেরিলা সৈনিক। আমি এদের বীরত্বের কাহিনী শুনেছি। সামান্য সুযোগ বের করে দিলেই এরা পালিয়ে যাবে এবং আমাকে ও তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই বোন।'

'আমি তাদের পারঙ্গমতা ও বীরত্ব স্বীকার করি' – থ্রেসা বলল – 'কিন্তু আমরা যদি তাদের সহযোগিতায় পলায়ন করি, তা হলে তারা আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে – আমাদের গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবে না। তুমি শত্রুর সহায়তা থেকে বিরত থাকো। গোসল করে পোশাক বদল করে আসো। শেখ সান্নান

www.pathagar.com

আজ রাতের আহারে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে, আমি তোমাকে বলে দেব। প্রকাশ করতে হবে, তুমি তাকে অপছন্দ করছ না এবং তার থেকে পলায়নেরও কোনো চেষ্টা করছ না। আমি এইমাত্র জানতে পেরেছি, হাররানের স্বাধীন শাসক গোমস্তগিনও এসেছেন। তুমি হয়ত জান না, গোমস্তগিন সালাহুদ্দীন আইউবির সবচেয়ে বড় শত্রু। তুমি তাকে বন্ধুরূপে বরণ করে নেবে। আমি অনেক কষ্টে এই মুসলিম শাসকদের হাতে এনেছি এবং তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছি।'

♦♦♦

লিজার চলে যাওয়ার পর আন-নাসের গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। এখন সে নিশ্চিত, মেয়েদুটো পরী নয়। কিন্তু তার প্রতি লিজার দয়াপরবশ হওয়া তাকে অস্থির করে তুলেছে। মেয়েটা বলেছিল, তাকে ও তার সঙ্গীদের হাশিশের নেশায় আচ্ছন্ন করে এ-পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। তাতেই সে বুঝে ফেলেছে, এই মেয়েগুলো ফেদায়ি চক্রের সদস্য। তার মনে আরও সংশয় জাগল, হাশিশ ছাড়াও রূপসী যুবতীর দ্বারা তাকে হাত করা এবং আপন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চলছে।

আন-নাসের গেরিলা সৈনিক। কর্তব্যপালনে দুশমনের এলাকায় যেতে হবে বিধায় তাকে ফেদায়ি চক্র, তাদের রীতি-নীতি ও হাশিশের ক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা হয়েছিল।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের জাগিয়ে তুলল। জাগ্রত হয়ে তারাও তাদের কমান্ডারের মতো অস্থির হয়ে উঠল। তারা আন-নাসেরের মুখপানে তাকিয়ে রইল।

'বন্ধুগণ!' – আন-নাসের বলল – 'আমরা ফেদায়িদের ফাঁদে এসে পড়েছি। এই দুর্গের নাম আসিয়াত। এটা ফেদায়ি ও তাদের ফৌজের আস্তানা। এই মেয়েগুলো জিন-পরী নয়। তারা আমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে, আমি এখনই বলতে পারব না। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। ফেদায়িরা কী-কী পন্থা অবলম্বন করে, তা তোমাদের জানা আছে। আমি যদি এই কক্ষ থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাই, তা হলে দুর্গ থেকে পালাবার কৌশল ভেবে দেখব। তোমরা নীরব থাকবে। এরা কিছু জিজ্ঞেস করলে সংক্ষেপে উত্তর দেবে। এই শয়তানদের থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে না।'

'এরা কি আমাদের কয়েদখানায় আটকে রাখবে?' আন-নাসেরের একসঙ্গী জিজ্ঞেস করল।

'কারাগারে নিক্ষেপ করলে তো ভালোই হতো' – আন-নাসের জবাব দিল – 'কিন্তু এরা হাশিশ আর নারী দ্বারা আমাদের মন-মস্তিষ্ক এমনভাবে বদলে দেবে, আমাদের মনেই থাকবে না, আমরা কারা ছিলাম এবং আমাদের ধর্ম কী ছিল।'

www.pathagar.com

'পলায়ন ছাড়া মুক্তির আর কোনো উপায় আমি দেখছি না।' আন-নাসেরের একসঙ্গী বলল।

'আমরা মৃত্যুকে বরণ করে নেব; তবু ঈমান বিনষ্ট হতে দেব না।' অপর একজন বলল।

'তোমরা সাবধান থাকো' – আন-নাসের বলল – 'আমরা অত তাড়াতাড়ি তাদের কব্জায় যাব না।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একব্যক্তি এসে কক্ষে দুটা প্রদীপ রেখে গেল। লোকটা কোনো কথা বলল না। এল আর বাতিগুলো রেখে চলে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় তাদের পেট চোঁ-চোঁ করছে।

কক্ষ থেকে বেশ দূরে কেল্লার এক কোণে সান্নানের মহল। সেখানে নারী আর মদের জমজমাট আসর চলছে। সান্নানের খাস কামরায় রকমারি সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে রাখা আছে। আছে মদের পিপা-পেয়ালাও। খাবারের গন্ধে মউ-মউ করছে চারদিক। শেখ সান্নান দস্তরখানে উপবিষ্ট। তার এক পাশে থ্রেসা আর অপর পাশে লিজা। সম্মুখে গোমস্তগিন বসে আহার করছেন।

গোমস্তগিন হাররান নামক একটা দুর্গের অধিপতি। নুরুদ্দীন জঙ্গির ওফাতের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি হাররান দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ছিলেন সুলতান আইউবির মুসলমান শত্রুদের সমন্বয়কারী ব্যক্তি। তিনিও নিজের বাহিনীকে সেই সম্মিলিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যাকে সুলতান আইউবি পরাজিত করেছেন। গোমস্তগিন নিজে বাহিনীর সঙ্গে যাননি। তিন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন সাইফুদ্দীন। জোটের শরীক বাহিনীগুলোর মতো গোমস্তগিনও খ্রিস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। খ্রিস্টানরা এখনও তাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেনি। তবে উপদেষ্টা, গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসী দিয়ে রেখেছে এবং তাদেরকে নিজেদের কব্জায় রাখার জন্য উন্নত মদ, সুন্দরী নারী ও অর্থ সরবরাহ করছে।

গোমস্তগিনের পেটভরা কুটিল বুদ্ধি। ষড়যন্ত্র পাকানোর ওস্তাদ লোকটা। দুশমনের উপর মাটির তল থেকে আক্রমণ করা এবং আপনদের বিরুদ্ধে মনে-মনে শত্রুতা পোষণ করা ছিল তার নীতি। ভালবাসা-বন্ধুত্ব ছিল তার শুধুই ক্ষমতার জন্য। রাজ্যের স্বাধীন সম্রাট হয়ে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। যারা সরল বন্ধুত্বে তাকে অকাতর সাহায্য করত, তাদের প্রতিও তিনি সন্দেহের চোখে তাকাতেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির হত্যামিশনে তার বেশ আগ্রহ-আন্তরিকতা ছিল। তার ভালোভাবেই জানা ছিল, ক্ষমতালোভী শাসকের সিংহাসন কেবল সামরিক শক্তিই উলটাতে পারে। সুলতান আইউবিই একমাত্র সালার, যার হৃদয়সমুদ্রে জাতীয় চেতনা তরঙ্গায়িত ছিল। সামরিক যোগ্যতার পাশাপাশি

www.pathagar.com

ঈমান ছিল তাঁর বিশেষ এক শক্তি। গোমস্তগিন তাঁর এই শক্তিটিকেই বেশি ভয় করতেন। এবার নিজের বাহিনীকে সাইফুদ্দীনের কমান্ডে দিয়ে তুর্কমান রওনা করিয়ে কাউকে না জানিয়ে তিনি শেখ সান্নানের কাছে আসিয়াত দুর্গে এসে পৌঁছলেন। উদ্দেশ্য, সুলতান আইউবিকে হত্যা করার এমন একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যা পূর্বেকার পরিকল্পনাগুলোর মতো ব্যর্থ হবে না।

আসিয়াত দুর্গে তিনি আন-নাসের ও থ্রেসা-লিজার আগমনের একদিন আগে পৌঁছে যান। সাইফুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন তার বাহিনীর সুলতান আইউবির হাতে কী পরিণতি ঘটেছে, এখনও তিনি জানেন না। বাহিনীকে রওনা করিয়েই তিনি আইউবিহত্যার ষড়যন্ত্র-মিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং আসিয়াত এসে পৌঁছান।

◆◆◆

'গোমস্তগিন ভাই!' – শেখ সান্নান বলল – 'তোমার বন্ধু তো তুর্কমান থেকে পালিয়ে গেছে।' তারপর থ্রেসার প্রতি তাকিয়ে বলল – 'তুমি একে যুদ্ধের বিস্তারিত শোনাও।'

পরাজয়ের সংবাদে গোমস্তগিন সহসা এতই ব্যথিত হয়ে উঠলেন যে, অনেক সময় পর্যন্ত তার মুখ থেকে কথা ফুটল না। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি ব্যথিত ও বিস্মিত চোখে থ্রেসার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। সুলতান আইউবি স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর উপর কীভাবে আক্রমণ করেছেন এবং কীভাবে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন, থ্রেসা গোমস্তগিনকে তার বিবরণ দিল। সাইফুদ্দীন সম্পর্কে থ্রেসা জানাল– 'আমি তার ওখান থেকে রওনা হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি রণাঙ্গন থেকে নিখোঁজ ছিলেন।'

গোমস্তগিন চুপচাপ থ্রেসার বক্তব্য শুনতে থাকলেন।

'আমার বন্ধুরা আমাকে অপদস্থ করেছে' – গোমস্তগিন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন – 'আমি সাইফুদ্দীনকে তিন বাহিনীর কমান্ড প্রদানের পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু কেউই আমার কথা শুনল না। জানি না, আমার বাহিনী কী অবস্থায় আছে!'

'খুবই খারাপ অবস্থায়' – থ্রেসা বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবির গেরিলারা আপনার বাহিনীকে শান্তিতে ও নিরাপদে পিছপাও হতে দেয়নি।'

'সান্নান ভাই! তুমি জান, আমি এখানে কেন এসেছি।' গোমস্তগিন বললেন।

'জানি। তুমি আইউবিহত্যার মিশন নিয়ে এসেছ।' সান্নান বলল।

'হ্যাঁ' – গোমস্তগিন বললেন – 'যা চাইবে, সব দেব। আইউবিকে খুন করাও।'

'আমি আমাদের খ্রিস্টান মিত্র ও সাইফুদ্দীনের পরিকল্পনা অনুসারে আইউবিকে খুন করার লক্ষ্যে চারজন ঘাতক পাঠিয়ে রেখেছি' – সান্নান বলল – 'কিন্তু তারা আইউবিকে খুন করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।'

www.pathagar.com

'আমার থেকে আলাদা পুরস্কার নিয়ো' – গোমস্তগিন বললেন – 'আমাকে নতুন লোক দাও। এদের আমাকে দিয়ে দাও। কাজটা আমি নিজে করব।'

'ওরা সর্বশেষ চার ফেদায়ি, যাদের আমি প্রেরণ করেছি' – শেখ সান্নান বলল – 'আমার কাছে ঘাতকের অভাব নেই। কিন্তু আমি আইউবিহত্যার মিশন থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি।'

'কেন?' – গোমস্তগিন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন – 'আইউবি আপনাকে কোনো দুর্গ-টুর্গ দিয়ে দিয়েছে নাকি?'

'না' – সান্নান বলল – 'লোকটাকে খুন করাতে আমি আমার বহু মূল্যবান ফেদায়ী নষ্ট করে ফেলেছি। আমার লোকেরা তার উপর ঘুমন্ত অবস্থায় খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ করেছে। একবার তার গায়ে তিরও ছোড়া হয়েছিল। তাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আমি যা বুঝেছি, তা হলো, আইউবির উপর খোদার হাত আছে। তার মাঝে এমন কোনো শক্তি আছে, যার ফলে তার উপর না খঞ্জর ক্রিয়া করে, না তির-বর্শা। আমার গুপ্তচররা আমাকে বলেছে, আইউবির উপর যখন সংহারী আক্রমণ হয়, তখন তিনি ভীত কিংবা ক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে মিটিমিটি হাসেন এবং মুহূর্তমধ্যে ভুলে যান, একটু আগে কী ঘটেছিল।'

'পারিশ্রমিক কত লাগবে বলো' – গোমস্তগিন গর্জে উঠে বললেন – 'আমি আইউবিকে জীবিত দেখতে চাই না। তুমি আনাড়ি ঘাতক পাঠিয়েছ।'

'তারা সব কজনই ঘাগু ছিল' – শেখ সান্নান বলল – 'তাদের হাত থেকে কখনও কেউ বাঁচতে পারেনি। তারা মৃত্যুকে ভয় করার মতো মানুষ ছিল না। আমার কাছে তাদের চেয়েও দক্ষ লোক আছে। তারা এমনভাবে খুন করে যে, পরে হত্যাকাণ্ডের কোনো ক্লু খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। কিন্তু গোমস্তগিন, আমি আমার এই মূল্যবান লোকগুলোকে এভাবে নষ্ট করব না। তোমরা তিনটি বাহিনী একত্র হয়ে আইউবিকে পরাজিত করতে পারনি। আমার তিন-চারজন লোক কীভাবে তাকে খুন করবে?'

'তুমি আসলে আইউবিকে হত্যা করতে ভয় পেয়ে গেছ' – গোমস্তগিন বললেন – 'এর কারণ অন্যকিছু হবে।'

'আরও একটি কারণ হলো' – সান্নান বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই। হাসান ইবনে সাব্বাহ'র মৃত্যুর পর আমার বাহিনী পেশাদার ঘাতক হয়ে গেছে। আমিও পেশাদার ঘাতক গোমস্তগিন! আইউবি যদি আমাকে তোমাকেও খুন করার জন্য পারিশ্রমিক দেয়, তা হলে তাতেও আমি দ্বিধা করব না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবি কাপুরুষের মতো কাউকে হত্যা করান না' – লিজা বলল – 'এ-কারণেই বোধহয় তিনি কাপুরুষদের হাতে খুন হন না।'

'উহ!' – সান্নান লিজাকে বাহুতে চেপে ধরে স্নেহমাখা কণ্ঠে বলল – 'তুমি এ-বয়সেই জেনে ফেলছে, যারা কাপুরুষ নয়, কাপুরুষরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না!' সে গোমস্তগিনকে উদ্দেশ করে বলল – 'সাইফুদ্দীন, আল-

www.pathagar.com

মালিকুস সালিহ ও খ্রিস্টানরা শুধু এইজন্য পরস্পর বন্ধু হয়েছে যে, তারা সকলে সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রু। অন্যথায় তোমাদের মাঝে কোনো বন্ধুত্ব নেই। তুমি বলো, আইউবিকে হত্যা করে তোমরা কী অর্জন করতে পারবে? তিনি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আপসে লড়াই করবে। মন দিয়ে শোনো গোমস্তগিন! আইউবির নিহত হওয়ার পর সাম্রাজ্যের এক বিঘত ভূমিও তোমার কপালে জুটবে না। তার ভাই ও সালারগণ ঐক্যবদ্ধ। তোমার যদি কাউকে খুন করাতেই হয়, তা হলে সাইফুদ্দীনকে করাও। তাকে তুমি নিজেই হত্যা করতে পারবে। সে তোমাকে নিজের বন্ধু ও সহযোগী মনে করে। তুমি তাকে বিষও খাওয়াতে পার, তার উপর আক্রমণও করাতে পার।'

গোমস্তগিন গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে পরে বললেন, 'হ্যাঁ; সাইফুদ্দীনকে খুন করিয়ে দাও। বলো, তোমাকে কী দিতে হবে?'

'হাররানের দুর্গ।' শেখ সান্নান বলল।

'তোমার মাথাটা কি ঠিক আছে সান্নান?' – গোমস্তগিন বললেন – 'সোনাদানা-অর্থকড়ির কথা বলো।'

'সোনা-দানা নয় – আমি বরং তোমাকে চারজন লোক দেব' – শেখ সান্নান বলল – 'তারা আমার ফেদায়ি নয় – তারা আইউবিরই কমান্ডো। এই মেয়েদুটো তাদের হাশিশের নেশায় আচ্ছন্ন করে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আমি তাদের কারও কাছে হস্তান্তর করতে চাই না। এমন অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে আমি পেয়ে গেছি। হাশিশ আর আমার পরীরা তাদেরকে আপন রঙে রঙিন করে এমন ঘাতকে পরিণত করবে যে, তারা তাদের পিতামাতাকেও খুন করতে দ্বিধা করবে না। আমি তোমাকে নিরাশ করতে চাই না। তুমি তাদের নিয়ে যাও। তোমার জান্নাত দেখিয়ে দাও। তোমার হেরেমের রাজপুত্র বানাও। অজান্তে হাশিশ পান করাও। মদ্যপানের অভ্যাস গড়ে তোলো। তারপর তারা তোমার ইশারায় নাচতে ও উঠ্-বস্ করতে শুরু করবে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবির গেরিলারা অত কাঁচা নয়, যতটা তুমি মনে করছ।' গোমস্তগিন বললেন।

'তুমি তো জান গোমস্তগিন!' – সান্নান বলল – 'আমরা ফেদায়ি। আমরা মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা নিয়ে খেলা করে থাকি। আমরা আমাদের শিকারের মস্তিষ্কে চিত্তাকর্ষক কল্পনা ঢুকিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করি যে, তারা কল্পনাকে বাস্তব ভাবতে শুরু করে। একজন মানুষের মাথায় নারীর সুদর্শন কল্পনা সৃষ্টি করে দাও, সেইসঙ্গে নেশাও পান করাও; দেখবে সে কল্পনার গোলাম হয়ে যাবে। মানুষকে নারীর কল্পনায় হারিয়ে থাকায় অভ্যস্ত করে তোলো; তুমি তার ঈমান ও চরিত্র অনেক সস্তায় কিনতে পারবে। তুমি এই চার ব্যক্তিকে নিয়ে যাও। ভেবো না, তুমি এদের আপন কাজে ব্যবহার করতে পারবে না।'

www.pathagar.com

সান্নান মুচকি হেসে বলল– 'তুমি নিজের প্রতিই তাকিয়ে দেখ, নারী, মদ আর বিলাসপ্রিয়তা তোমাকে কোথা থেকে নামিয়ে কোথায় নিয়ে এসেছে। মুসলমান হয়ে তুমি মুসলমানের শত্রু হয়ে গেছ।'

শেখ সান্নান গোমস্তগিনকে তার মূল্য জানাল। চুক্তি সম্পাদিত হলো, গোমস্তগিন আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের হাররান নিয়ে যাবেন। সান্নান গোমস্তগিনকে পরামর্শ দিল, এদেরকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ না করে রাজপুত্র বানিয়ে রাখো।

গোমস্তগিন দু-দিনের মধ্যে সুলতান আইউবির কমান্ডোদের নিয়ে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে উঠে গেলেন।

◆◆◆

গোমস্তগিন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে শেখ সান্নানের একলোক কক্ষে প্রবেশ করল। সে জিজ্ঞাসা করল, আজ যে-চার ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে নির্দেশ কী?

'হাররানের গভর্নর গোমস্তগিন এসেছেন' – সান্নান বলল – 'তিনি তাদের নিয়ে যাবেন। তাদের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। আমি তাদেরকে রাখতে চাই না। তবে বিষয়টা তাদের বুঝতে দিয়ো না।'

লোকটা চলে গেল। সে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিল। আন-নাসের খেতে অস্বীকার করল। তার সন্দেহ, খাদ্যে হাশিশ মেশানো হয়েছে। সান্নানের লোকেরা বহু কষ্টে তাকে নিশ্চিত করল, খাদ্যে কিছু মেশানো হয়নি। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে আছে। সম্মুখে এমন উন্নত খাবার দেখে তারা আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল। তারা ঝুঁকি মাথায় নিয়ে খেতে শুরু করল।

শেখ সান্নান থ্রেসাকে বলল, লিজাকে আমার কাছে রেখে তুমি চলে যাও। থ্রেসা বলল, মেয়েটা লাগাতার তিন-চার দিন সফরে ছিল। এখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন।

সান্নান হিংস্র প্রকৃতির একটা অমানুষ – একটা পশু। লোকটা লিজার সঙ্গে আগেও অসদাচরণ করেছে, যা থ্রেসার অনুরোধে সে সহ্য করে নিয়েছে। এবারও থ্রেসার অজুহাত উপেক্ষা করে লিজার প্রতি হাত বাড়াতে শুরু করেছে। ঘৃণায় লিজার শরীরটা রি-রি করে উঠল। মেজাজটা চড়ে গিয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে শুরু করল। ইতিমধ্যে হঠাৎ কক্ষের দরজা খুলে গেল। দারোয়ান এক ব্যক্তির আগমনের সংবাদ জানাল। সান্নান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল– 'এখন কেউ ভেতরে আসতে পারবে না।'

কিন্তু আগন্তুক তার অসম্মতির তোয়াক্কা না করে দারোয়ানকে ঠেলে একদিকে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

www.pathagar.com

লোকটা একজন খ্রিস্টান। এইমাত্র দুর্গে এসে পৌঁছেছে। সান্নান তাকে চেনে। তাকে দেখামাত্র সে তার নাম উল্লেখপূর্বক আনন্দ প্রকাশ করল। কিন্তু বলল– 'এখন গিয়ে তুমি বিশ্রাম নাও; সকালে কথা হবে।'

'আপনার সঙ্গে আমার সকালেই সাক্ষাৎ করার কথা ছিল' – খ্রিস্টান বলল – 'কিন্তু এখানে এসেই জানতে পারলাম, এই মেয়েরা এসেছে। এদের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এদের থেকে বহু কিছু জানতে হবে। আমি এদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

সান্নান থ্রেসার কাঁধে হাত রেখে বলল– 'একে নিয়ে যাও'। লিজাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলল– 'একে আমি এখানে রাখব।'

'শেখ সান্নান!' – লোকটা খানিক শ্লেষমাখা কণ্ঠে বলল – 'আমি দুজনকেই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি জান, আমি কী কাজে এসেছি। এই মেয়েগুলোর দায়িত্ব কী, তা-ও তোমার জানা আছে। তোমার বগলের তলে বসে থাকা এদের কর্তব্য নয়।' সে মেয়েদের বলল– 'তোমরা দুজনই আমার সঙ্গে আস।'

উভয় মেয়ে ঝটপট উঠে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'তোমরা কি আমার সঙ্গে শত্রুতার ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছ?' – শেখ সান্নান বলল – 'তোমরা এখন আমার দুর্গে অবস্থান করছ। আমি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অতিথি থেকে বন্দিতে পরিণত করতে পারি।' সে গর্জে উঠে লিজার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল– 'একে আমার কাছে রেখে তোমরা বেরিয়ে যাও।'

'সান্নান!' – খ্রিস্টান লোকটা ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল – 'তোমার কি মনে নেই, এই দুর্গ তোমাকে আমরা দিয়েছি? তুমি কি ভুলে গেছ, আমরা যদি তোমার পিঠে হাত না রাখি, তা হলে তুমি ও তোমার ফেদায়িরা ভাড়াটে খুনী ছাড়া আর কিছুই থাকবে না?'

শেখ সান্নান এই দুর্গের রাজা। তার এই দক্ষতা আছে যে, কোন রাজা-বাদশাহকে যেকোনো সময় এমনভাবে খুন করাতে পারে যে, কারও সন্দেহ করার উপায় থাকে না। বেশ কজন খ্রিস্টান অফিসারকেও সে খুন করিয়েছে। পারস্পরিক শত্রুতার কারণে খ্রিস্টানরাই তাকে দিয়ে এ-কাজ করিয়েছে। প্রয়োজন হলে এ-কাজে তারা সান্নানকে ব্যবহার করত।

লিজা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে রাজি নয় সান্নান। সে খ্রিস্টান লোকটাকে বলল– 'আমি তোমাকে চিন্তা করার সময় দেব। এই দুর্গে খোদার ফেরেশতাদেরও গুম করে ফেলা হয়, যা খোদা নিজেও টের পান না। এই মেয়েটাকে আমি দুর্গ থেকে বের হতে দেব না। বাড়াবাড়ি করলে তুমিও বেরুতে পারবে না।'

'আমার এক সঙ্গী আগে চলে গেছে' – খ্রিস্টান বলল – 'সে বলে দেবে, আমি এখানে আছি। তুমি জান, আমি এখানে দু-তিন দিন থাকতে এসেছি।

www.pathagar.com

তারপর আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। আমার এখানে থাকার অধিকার আছে। তোমাকে দুর্গ দান করার সময় শর্ত দেওয়া হয়েছিল, প্রয়োজন হলে আমরা এখানে এসে থাকতে পারব। এটি আমাদের আশ্রয়স্থল ও অস্থায়ী ক্যাম্প। তুমি আমার হাড়-গোড় গায়েব করে ফেললেও তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমাদের একজন লোক আর মেয়েদুটো কোথায়?'

কী যেন ভেবে সে পুনরায় সে বলল– 'তুমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করতে পার, তা হলে এরূপ এক ডজন মেয়ে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু তুমি আমাদের সোনা আর কড়ি কেবল হজমই করে যাচ্ছ। আইউবিকে তুমি হত্যা করতে পারনি। আমি জানতে পেরেছি, তুমি আইউবিকে হত্যা করতে চারজন ফেদায়ী প্রেরণ করে রেখেছ। কিন্তু আইউবি এখন পর্যন্ত জীবিত ও বিজয়ী। তোমার অভিযানকে আমার কাছে ধাপ্পা বলে মনে হচ্ছে।'

'ধাপ্পা নয়' – সান্নান নেশার ঘোরে ক্ষোভ-কম্পিত কণ্ঠে বলল – 'আমি সত্যি-সত্যিই চার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে রেখেছি। দিনকয়েকের মধ্যেই সংবাদ পাবে, সালাহুদ্দীন আইউবি খুন হয়ে গেছেন।'

'কাজ হোক। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, আমার নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে এর মতো দুটি মেয়ে উপহার দেব।' খ্রিস্টান বলল।

'দেখা যাক' – সান্নান বলল – 'এখন তুমি একে আমার কক্ষের বাইরে নিয়ে যাও। তবে দুর্গের বাইরে নিতে পারবে না। যাও; নিয়ে যাও। খাওয়া-দাওয়া করো, ফুর্তি করো। তারপর ভেবে-চিন্তে জবাব দাও, একে আমার হাতে তুলে দেবে কি-না।'

খ্রিস্টান লোকটা মেয়েদুটোকে সঙ্গে নিয়ে সান্নানের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। লোকটা খ্রিস্টানদের গোয়েন্দা ও নাশকতা বিভাগের অফিসার। মুসলিম এলাকায় ডিউটি পালন করে নিজ-অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার পথে এখানে এসেছে।

আসিয়াত দুর্গে খ্রিস্টানদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার ছিল। খ্রিস্টানদের যখন যার ইচ্ছে সেখানে যেতে পারত। থ্রেসাও এই সুযোগের সুবাদেই লিজা এবং আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের নিয়ে এখানে এসেছে। এই খ্রিস্টান লোকটারও একই লক্ষ্যে এখানে আগমন। দু-একদিন পর তার সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। দুর্গে প্রবেশ করামাত্র কেউ একজন তাকে তথ্য দিয়েছে, দুটি খ্রিস্টান মেয়ে এসেছে, যারা এই মুহূর্তে শেখ সান্নানের কাছে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের দেখতে সে ভেতরে চলে গেল এবং সান্নানের সঙ্গে উচ্চবাচ্যের পর মেয়েদুটোকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খ্রিস্টান লোকটা মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর শেখ সান্নান তার খাস লোকদের ডেকে বলল– 'ওই লোকটি আর মেয়েদুটো আমাদের কয়েদি নয়। তবে আমার অনুমতি ছাড়া তাদের দুর্গ থেকে বের হতে দেবে না। তাদের উপর

www.pathagar.com

কড়া নজর রাখবে। আর গোমস্তগিন যখন ইচ্ছা চার কয়েদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।'

খ্রিস্টান লোকটাকে জানানো হলো, হাররানের গভর্নর গোমস্তগিনও এসেছেন এবং তিনি সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরে ফিরছেন। তাকে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারেও অবহিত করা হলো।

লোকটা থ্রেসা ও লিজাকে খ্রিস্টানদের খাস বিশ্রামাগারে নিয়ে গেল।

◆◆◆

মুজাফফর উদ্দীনকে পরাজিত করে সুলতান আইউবি যাদের পাকড়াও করেছেন, তাদের একজন হলেন সাইফুদ্দীনের উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন, যিনি মসুলে সাইফুদ্দীনের মন্ত্রী ছিলেন।

সুলতান আইউবি ফখরুদ্দীনকে বন্দিদের থেকে আলাদা করে নিজ তাঁবুতে নিয়ে গেলেন এবং যথাযোগ্য সম্মানের সাথে রাখলেন। গনিমতের সম্পদ বণ্টন করে সুলতান আইউবি সর্বপ্রথম সিদ্ধান্তটি এই গ্রহণ করলেন যে, তিনি পলায়মান শত্রুদের ধাওয়া করবেন না। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক আইউবির এই সিদ্ধান্তকে তার সামরিক পদস্খলন বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের এই মর্দে-মুজাহিদ অনেক দূরের চিন্তা করতেন। এটা বাস্তব যে, তিনি যদি শত্রুসেনাদের ধাওয়া করতেন, তা হলে তাঁর বাহিনী চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যেত, যার ফলে দুশমন মোড় ঘুরিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

পরাজিত দুশমনকে ধাওয়া না করার একটি কারণ এই ছিল যে, মুজাফফর উদ্দীনের সঙ্গে তিনি যে-যুদ্ধ লড়েছেন, তাতে বিজয় অর্জন করতে তাঁকে চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। তাঁর ফৌজের ব্যাপক জীবনহানি ঘটেছে। আহতদের সংখ্যাও ছিল বিপুল। সে-কারণে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলও না। অগ্রযাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি তাঁর রিজার্ভ বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। একটি কারণ এও ছিল যে, মুসলমানের হাতে মুসলমানের আরও অধিক রক্ত ঝরুক, তা তাঁর কাম্য ছিল না। তিনি আপন জাতিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্তপাত থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন।

এই মুহূর্তে সুলতান আইউবি সেই স্থানটায় দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে সাইফুদ্দীনের ব্যক্তিগত তাঁবু ছিল। তাঁবুটা ছিল খুবই মূল্যবান। রেশমি কাপড়ের মহল। ভেতরে দাঁড়িয়ে শিশমহলের কল্পনা করা যেত।

সাইফুদ্দীনের এক ভাতিজা ইয্যুদ্দীন ফররুখ শাহ সুলতান আইউবির বাহিনীর সালার ছিলেন। বিস্ময়কর যুদ্ধের বিস্ময়কর এক দৃশ্য – ভাতিজা চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে! তিনি ব্যতীত আরও কয়েকজন সৈনিক ছিল, যারা তাদের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। সুলতান আইউবি সাইফুদ্দিনের

www.pathagar.com

এই তাঁবু পরিদর্শন করে তার ভাতিজা ইয্যুদ্দীনকে কাছে ডেকে মুচকি হেসে বললেন– 'তোমার চাচার সম্পত্তির ওয়ারিশ তুমি। তার তাঁবুটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এই সম্পদ তুমি বুঝে নাও।'

সুলতান আইউবি তো হাসিমুখে এই নজরানা পেশ করেছিলেন। কিন্তু ইয্যুদ্দীনের চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু বেরিয়ে এল। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনাচমায় অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় এই কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, সুলতান আইউবি ইয্যুদ্দীনের চোখে অশ্রু দেখে বলেছিলেন– 'ইয্যুদ্দীন, আমি তোমরা জযবা ভালো করেই বুঝি। কিন্তু আমার নীতি হলো, আমার পুত্রও যদি জিহাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে, আমার তরবারি তাকেও রেহাই দেবে না। এটা ইসলামেরই শিক্ষা। পরাজিত চাচার তাঁবু দেখে তোমার চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। কিন্তু আমি আমার ইসলাম ও জিহাদবিরোধী পুত্রের কর্তিত মাথা দেখেও অশ্রু ঝরাব না।'

সুলতান আইউবি উক্ত এলাকা থেকে খানিক সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে ছাউনি ফেললেন। অঞ্চলটা পাহাড়ি। তার নাম 'সুলতান পর্বত'। ইতিহাসে জায়গাটাকে এ-নামেই অভিহিত করা হয়েছে। সেখান থেকে হাল্বের দূরত্ব পনেরো মাইল। আল-মালিকুস সালিহ'র রাজধানী ও বাসভূমি এই শহর এখন যৌথবাহিনীর হেডকোয়ার্টার। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এত শক্ত এবং এখানকার মানুষ (যারা সকলে মুসলমান) এত সাহসী ও যুদ্ধবাজ ছিল যে, সুলতান আইউবির অবরোধ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি পুনরায় এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি অবরোধ করে দখল করতে চাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি নিজের অবস্থান মজবুত করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন।

পথে দুটি দুর্গ আছে। একটির নাম মাম্বাজ, অপরটি বুযা। কোনো-কোনো ইতিহাস গ্রন্থে মাম্বাজকে মাম্বাস উল্লেখ করা হয়েছে। এ-দুর্গ দুটির অধিপতিদ্বয় ছিলেন স্বাধীন মুসলমান। এরূপ আরও কয়েকটি দুর্গ ও জায়গির ছিল, যেগুলোর্তে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল। এভাবেই সালতানাতে ইসলামিয়া দুর্গ, জায়গির ও প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ছিল। সুলতান আইউবি এই বিক্ষিপ্ত অণুগুলোকে একত্রিত করে একটি সাম্রাজ্য গঠন করে তাকে এক খেলাফতের অধীনে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, এই আমির ও জায়গিরদারগণ আপন-আপন স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অবস্থান অটুট রাখতে চাচ্ছেন। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে খ্রিস্টানদের থেকে পর্যন্ত সাহায্য নিতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না।

সুলতান আইউবি বুযার আমিরের নামে একটি বার্তা লিখলেন। আরেকটি লিখলেন মাম্বাজের আমিরের নামে। বার্তা দিয়ে বুযায় ইয্যুদ্দীনকে এবং মাম্বাজে সাইফুদ্দীনের উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনকে প্রেরণ করলেন। ফখরুদ্দীন সুলতান

www.pathagar.com

আইউবির যুদ্ধবন্দি। কিন্তু তিনি সম্মান প্রদান করে তার মন জয় করে নিয়েছেন এবং ফখরুদ্দীনও তার আনুগত্য বরণ করে নিয়েছেন। সুলতান আইউবি যখন তাকে তাঁর বিশেষ দূত বানিয়ে মাম্বাজ যেতে বললেন এবং তাকে মাম্বাজ দুর্গ জয় করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দিলেন, তখন ফখরুদ্দীন অবাক্ চোখে সুলতানের পানে তাকিয়ে থাকলেন।

'আপনি কি মুসলমান নন?' – সুলতান আইউবি ফখরুদ্দীনকে বললেন – 'আপনি আমার প্রতি এমন বিস্মিত চোখে তাকালেন, যেন আমি একজন কাফেরকে আমার দূত ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করে প্রেরণ করছি। আপনার কি আমার উপর ভরসা নেই? নাকি নিজের ঈমানের প্রতি আস্থা নেই? আমি মাম্বাজ দুর্গ দখল করতে চাই। আপনি তার অধিপতিকে আমার বার্তা পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তার সম্মতি আদায় করবেন, যেন রক্তপাত ছাড়াই তিনি দুর্গটা আমাদের হাতে তুলে দেন এবং তার বাহিনীকে আমাদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে দেন।'

ইয্যুদ্দীন ও ফখরুদ্দীন রওনা হয়ে গেলেন। বুযার অধিপতি ইয্যুদ্দীনকে সাদরে বরণ করে নিলেন এবং সুলতান আইউবির বার্তাটি পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল–

'আমার প্রিয় ভাই! আমরা এক আল্লাহ, এক রাসূল ও এক কুরআনের অনুসারী। কিন্তু আমরা এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি, যেমন একটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ মরুভূমির বালির উপর বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকে। এমন দেহ কি নড়াচড়া করতে পারে? এমন দেহ কি কোনো কাজে আসে? এই সুযোগে খ্রিস্টানরা স্বার্থ হাসিল করছে। তারা আমাদের কর্তিত অঙ্গগুলোকে শকুনের মতো খাবলে খাচ্ছে। আমাদেরকে এক জাতির আকারে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় আমরা কেউ-ই বেঁচে থাকতে পারব না। আমি আপনাকে এক জাতির আকারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি আপনার বর্তমান পদপর্যাদার কথা ভাবুন। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আপনি শত্রুর প্রতিও হাত প্রসারিত করে থাকেন। আমি আপনাকে কুরআন ও ইসলামের পয়গাম পৌঁছালাম। এই পয়গাম বুঝবার ও তদনুযায়ী আমল করবার চেষ্টা করুন। প্রথম আবশ্যক হলো, আপনার দুর্গটা সালতানাতে ইসলামিয়ার কর্তৃত্বে অর্পণ করুন এবং আপনি আমার আনুগত্য মেনে নিন। এই প্রস্তাব মেনে নিলে আপনার বাহিনী আমার বাহিনীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। আপনি দুর্গের অধিপতি থাকবেন এবং দুর্গের উপর সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকা উড্ডীন থাকবে। কিন্তু যদি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তা হলে আমার ফৌজ আপনার দুর্গ অবরোধ করবে। আপনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হোন। আমি আপনাকে হাল্‌ব, মসুল ও হাররানের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ও পিছপা হওয়ার ইতিহাস স্মরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি আমার সদাচরণের আশা রাখুন।

www.pathagar.com

আপনার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আমি যা কিছু করছি, ইসলামের বিধান ও আল্লাহর আইন অনুসারেই করছি।'

বুযার আমির বার্তাটি পাঠ করে ইয্যুদ্দীনের প্রতি তাকালেন। ইয্যুদ্দীন বললেন– 'আপনার দুর্গ মজবুত নয়। তা ছাড়া আপনার সৈন্যও কম। এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে আমাদের হাতে শেষ করে ফেলবেন না।'

বুযার আমির প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং সুলতান আইউবির নামে পত্র লিখলেন, আপনি আসুন এবং দুর্গ নিয়ে নিন।

মাম্বাজের আমিরও সুলতান আইউবির আনুগত্য গ্রহণ করে নিলেন। ফখরুদ্দীন তার লিখিত বার্তা নিয়ে ফিরে গেলেন।

সুলতান আইউবি স্বয়ং উভয় দুর্গে গেলেন। সেখানে যেসব সৈন্য ছিল, তাদেরকে দুর্গ থেকে বের করে নিজের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে নিলেন এবং নিজবাহিনীকে দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি উভয় দুর্গে রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম জমা করলেন। কিন্তু বাহিনীকে দুর্গে আবদ্ধ করে রাখেননি।

হাল্বের সন্নিকটে এজাজ নামে শক্ত একটা দুর্গ ছিল। এই দুর্গের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হাল্বের হাতে ছিল। তার অধিপতি ছিলেন হাল্বের আমির আল-মালিকুস সালিহ'র অফাদার। সুলতান আইউবি হাল্ব অবরোধ করার আগে এই দুর্গটাও বিনাযুদ্ধে দখল করতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর এক সালার আল-হিময়ারিকে লিখিত বার্তাসহ এজাজ রওনা করিয়ে দিলেন।

এজাজের আমির সুলতান আইউবির বার্তাটি পাঠ করে পত্রখানা আল-হিময়ারির দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন– 'তোমার সুলতান আল্লাহ ও রাসূলের নামে সারা পৃথিবীর রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তাকে বলবে, তুমি হাল্ব অবরোধ করে দেখেছ, এবার এজাজ অবরোধ করে দেখো।'

'আপনি কি সুলতানের হাতে মুসলমানের রক্ত ঝরানো পছন্দ করবেন?' – আল-হিময়ারি বললেন – 'আপনি কি চান, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি আর খ্রিস্টানরা আমাদের তামাশা দেখুক?'

'আপনাদের সুলতানকে খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলুন।' এজাজের আমির বললেন।

'তা আপনি কি খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না?' – আল-হিময়ারি জিজ্ঞেস করলেন – 'আপনি কি তাদেরকে আপনার শত্রু মনে করেন না?'

'এই মুহূর্তে আমরা সুলতান আইউবিকে আমাদের শত্রু মনে করি, যিনি আমাদের হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন' – এজাজের আমির বললেন – 'তিনি আমাদের থেকে এই দুর্গ তরবারির জোরে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছেন।'

এজাজের আমির আল-হিময়ারিকে একতিলও মর্যাদা দিলেন না এবং তাকে চলে যেতে বললেন।

www.pathagar.com

◆◆◆

আসিয়াত দুর্গে আগত খ্রিস্টান গোমস্তগিনের কাছে উপবিষ্ট। থ্রেসা-লিজাও তার সঙ্গে বসা। গোমস্তগিন ও এই খ্রিস্টান লোকটা পূর্ব থেকেই পরিচিত। খ্রিস্টান বলল– 'শুনলাম, আপনি নাকি সালাহুদ্দীন আইউবিকে খুন করাতে-করাতে এবার সাইফুদ্দীনকেও হত্যা করার মনস্থ করেছেন?'

'আপনি কি শোনেননি, সাইফুদ্দীন কীরূপ কাপুরুষতা ও সামরিক অদক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন?' – গোমস্তগিন বললেন – 'এই মেয়েরাই বলেছে, সে আমাদের তিন বাহিনীকে এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল যে, আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছি। আমি আমাদের বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করে আইউবিকে হাল্‌ব থেকে দূরে প্রতিহত করতে চাই। সাইফুদ্দীন যদি জীবিত থাকে, তা হলে আক্রোশ মেটানোর জন্য সে পুনরায় বাহিনীর কমান্ড হাতে নেওয়ার জন্য জিদ্ ধরে বসবে এবং আমাদেরকে আরেকটা পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেবে। আমি তো তাকে হত্যা না করে উপায় দেখছি না।'

'সাইফুদ্দীন অত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নয় যতটা আপনি মনে করছেন' – খ্রিস্টান বলল – 'আমরা যা জানি, আপনি তা জানেন না। আমরা আপনার প্রত্যেক বন্ধু ও প্রত্যেক শত্রুকে আপনার চেয়ে ভালো জানি। সে-কারণেই আমরা আপনাকে আমাদের উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছি। আমি আইউবির বিভিন্ন এলাকায় ছদ্মবেশ ধারন করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই যে ঘুরে ফিরছি, তা আপনার অস্তিত্ব ও আপনার রাজ্যের বিস্তৃতির জন্যই। আমি যে-পরিস্থিতি দেখে এসেছি, তার দাবি সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করা। নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুর পর সবাই স্বাধীনতা লাভ করেছে। আপনি কেল্লাদার থেকে স্বাধীন শাসক হয়ে গেছেন। আইউবি মরে গেলে আপনি দশগুণ এলাকার শাসক হবেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের আশঙ্কা আজীবনের জন্য দূর হয়ে যাবে। আমি ত্রিপোলি যাচ্ছি। আপনার বাহিনীর উট-ঘোড়ার যে-ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, আমি অতিশীঘ্র তা পূরণ করে দেব। অস্ত্রও পাঠাব। আপনি সাহস হারাবেন না। আইউবি মারা গেলে আমরা আপনাকে এত অধিক সাহায্য দেব যে, সাইফুদ্দীন, আল-মালিকুস সালিহ ও সকল স্বাধীন মুসলমান শাসকের উপর আপনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে এবং এখন আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন।

ক্ষমতার মোহ ও বিলাসপূজা গোমস্তগিনের বিবেকের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছে। এতটুকু বুঝ তার মাথায় ঢুকল না যে, এই খ্রিস্টান লোকটা আপন জাতির প্রতিনিধি এবং সে যা-কিছু বলছে ও করছে, তারই জাতির স্বার্থে করছে। লোকটা খ্রিস্টানদের একজন পদস্থ গোয়েন্দাকর্মকর্তা ও নাশকতার হোতা। সুলতান আইউবির অগ্রযাত্রা কীভাবে প্রতিহত করা যাবে, ঘুরে-ফিরে তারই একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করছে সে।

www.pathagar.com

প্রতিটি রণাঙ্গনে পরাজিত হয়ে খ্রিস্টানরা সমস্যার সমাধানে একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। তা হলো, সুলতান আইউবিকে হত্যা করে মুসলিম শাসক গোষ্ঠীকে পরস্পর বিরাগভাজন করে তোলা, যাতে আইউবির মৃত্যুর পর তারা আপসে লড়াই করতে-করতে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আরব জগতের রাজত্ব খ্রিস্টানদের হাতে চলে যায়। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তেই তারা মুসলিম আমিরদের মাথায় অর্থ ও রাজত্বের মোহ ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবিকে খুন করা থেকে তো শেখ সান্নানও হাত গুটিয়ে নিয়েছেন' – গোমস্তগিন বললেন – 'তিনি নাকি চারজন ফেদায়ি পাঠিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তিনি আশাবাদী নন।'

'এতগুলো সংহারী আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর আইউবিহত্যা থেকে সান্নানকে হাত গুটিয়ে নেওয়াই উচিত' – খ্রিস্টান বলল – 'সেই আক্রমণগুলো ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ, ফেদায়িরা হাশিশের নেশা নিয়ে অভিযানে যায়। আইউবিকে কেবল সেই ব্যক্তি-ই হত্যা করতে পারবে, যার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে এবং হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করে, জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা থেকেই কাজটা করা উচিত। আপনি বোধহয় মানবীয় স্বভাব বোঝেন না। আইউবির উপর যে-ই সংহারী আক্রমণ করতে যায়, সে-ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। যখনই বিপরীত দিক থেকে মোকাবেলা শুরু হয়, তার নেশা কেটে যায় এবং সে নিজের জীবন রক্ষার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। আপনি বরং সান্নানকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে চেতনায় অন্ধ বানিয়ে এবং অন্তরে আইউবির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে প্রেরণ করুন। তা হলে সে আইউবিকে হত্যা না করে ঘরে ফিরবে না।'

'শেখ সান্নান আমাকে সালাহুদ্দীন আইউবির চারজন গেরিলা দান করেছেন' – গোমস্তগিন বললেন – 'এবং বলেছেন, এদেরকে প্রস্তুত করে আপনি এদের দ্বারা সাফুদ্দীনকে হত্যা করান। এই গেরিলারা সাইফুদ্দীনকে তাদের শত্রু মনে করে। আমি এদের দ্বারা সাইফুদ্দীনকে হত্যা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আপনি তাদেরকে আইউবিকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করছেন না কেন?' – খ্রিস্টান বলল – 'তবে আপনি তাদের হাশিশ কিংবা অন্য কোনো নেশা দেবেন না। তাদের উপর আবেগের নেশা সৃষ্টি করে দিন।'

'এমন নেশা আপনিই সৃষ্টি করতে পারেন।' গোমস্তগিন বললেন।

খ্রিস্টান লোকটা থ্রেসা ও লিজার প্রতি তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল। লিজা বলল– 'আমি গেরিলাদের কমান্ডারকে প্রস্তুত করতে পারি। তার নাম আন-নাসের। অপর তিনজনের দায়িত্ব আপনি নিন।'

'তুমি আন-নাসেরকে প্রস্তুত করো' – খ্রিস্টান বলল – 'অন্যদের আপাতত এমনিতেই রেখে দাও। আমি মানবীয় স্বভাব যতটুকু জানি, আন-নাসের নিজেই তার সঙ্গীদেরকে তৈরি করে নেবে। তাদের এখানে নিয়ে আসো। আন-

www.pathagar.com

নাসেরকে একটা কক্ষে এবং অন্যদের আরেক কক্ষে থাকতে দাও। আর তোমরা সতর্ক থাকো। এই মেয়েটার প্রতি সান্নানের কুদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। এর প্রতি তার আসক্তি প্রবল। একে তার হাতে ফিরিয়ে না দিলে তিনি আমাকে অতিথিশালা থেকে বন্দিশালায় স্থানান্তরিত করবেন। তিনি আমাকে ভাববার সুযোগ দিয়েছেন।'

'আপনি তার ব্যাপারে অস্থির হবেন না' – গোমস্তগিন বললেন – 'আমি এই চার গেরিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি এবং এই মেয়েরাও আমার সঙ্গে যাবেন।'

◆◆◆

আন-নাসের ও তার তিন সঙ্গীকে খ্রিস্টান অফিসারদের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। আন-নাসেরকে আলাদা কক্ষে রাখা হলো। কিন্তু সে আপত্তি জানিয়ে বলল, আমি আমার সঙ্গীদের ছাড়া আলাদা থাকব না।

থ্রেসা ও লিজা তাকে জালে আটকানোর জন্য আলাদা রাখতে চাইছে।

'তুমি তাদের কমান্ডার' – খ্রিস্টান লোকটা আন-নাসেরকে বললো – 'তোমাকে তোমার অধীনদের থেকে আলাদা-ই থাকা উচিত।'

'আমাদের কাছে উচ্চ-নীচুর ভেদাভেদ নেই' – আন-নাসের বলল – 'স্বয়ং আমাদের সুলতান সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে থাকেন। আমি একজন সামান্য কমান্ডারমাত্র। সঙ্গীদের থেকে আলাদা অবস্থান করে অহংকার দেখালে আমার পাপ হবে।'

'আমরা তোমাকে সম্মান দিতে চাই' – খ্রিস্টান বলল – 'নিজ এলাকায় গিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে থেকো। অধীনদের সঙ্গে রেখে আমরা তোমাকে অসম্মান করতে চাই না।'

'না; আমাদের গেরিলা কমান্ডানগণ অধীনদের সঙ্গে একত্র থেকেই বাঁচে এবং তাদেরই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে' – আন-নাসের বলল – 'আমরা মৃত্যুপথের সহযাত্রী। আমরা একে অপর থেকে আলাদা হই না। আমরা যদি আপনার মেহমান হতাম, তা হলে আমি আপনার কথা মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু আমরা আপনার কয়েদি। আমরা একজন আপনাদের থেকে যে কষ্ট-নির্যাতনের শিকার হব, সকলে তার অংশীদার হতে চাই। এক সঙ্গীর জীবন রক্ষার জন্য আমরা অপর তিন সঙ্গীর জীবন কুরবান করে দেব।'

'তোমরা আমাদের বন্দিদশা থেকে পালাবার চেষ্টা করবে নাকি?' – গোমস্তগিন মুচকি হেসে বললেন।

মুক্তি লাভের চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব' – আন-নাসের বলল – 'এটা আমাদের কর্তব্য। আমরা নিজেরা মৃত্যুবরণ করে মুক্ত হব কিংবা আপনাদের সকলকে মেরে। আমাদের যদি কারাগারেই রাখতে হয়, তো শিকল পরিয়ে

www.pathagar.com

দিন। আমাদের ধোঁকা দেবেন না। আমরা ময়দানের পুরুষ। আমরা সাইফুদ্দীন-গোমস্তগিনের মতো ঈমান-বিক্রেতা নই।'

'আমি গোমস্তগিন' – গোমস্তগিন বললেন – 'হাররানের স্বাধীন শাসনকর্তা আমি। তুমি আমাকে ঈমান-বিক্রেতা বলেছ।'

'তাই নাকি! তা হলে আমি আপনাকে পুনরায় ঈমান-বিক্রেতা বলছি?' – আন-নাসের বলল – 'আমি আপনাকে বিশ্বাসঘাতকও বলছি।'

'কিন্তু এখন আমি না ঈমান-বিক্রেতা, না বিশ্বাসঘাতক।' – গোমস্তগিন বললেন। আন-নাসেরকে ধোঁকা দিতে গোমস্তগিন মিথ্যা বললেন – 'দেখছ না, যুদ্ধ হচ্ছে তুর্কমানে আর আমি আছি এখানে! আমি যদি তোমাদের শত্রু হতাম, তা হলে তোমরা এখন যেরূপ মুক্ত আছ, সেরূপ মুক্ত থাকতে পারতে না। আমি সাইফুদ্দীন ও আস-সালিহ থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমি তোমাদেরকে সম্মানের সঙ্গে এই দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি একজন সাধারণ কমান্ডার। কিন্তু তোমার বুকে সালাহুদ্দীন আইউবির মর্যাদা ও চেতনা বিরাজমান।'

'কিন্তু আমি আমার সঙ্গীদের থেকে আলাদা থাকব না' – আন-নাসের বলল – 'আমার দ্বারা আপনারা এই পাপ করাবেন না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে' – খ্রিস্টান বলল – 'তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথে এক কক্ষেই থাকো।'

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী একটা প্রশস্ত ও মনোরম কক্ষে অবস্থান করছে, যেখানে পালঙ্কের উপর নরম গালিচা বিছানো আছে। তাদের সেবার জন্য একজন খাদেম দেওয়া হয়েছে। তারা খাদেমকে জিজ্ঞাসা করল, এটা দুর্গের কোন অংশ এবং এখানে কী হয়? খাদেম বলল, এটা মেহমানদের কক্ষ। এখানে শুধু উচ্চপদস্থ ও মর্যাদাসম্পন্ন মেহমানদেরই রাখা হয়।

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী গভীরভাবে লক্ষ করল, তাদের সঙ্গে বন্দির আচরণ করা হচ্ছে না। তারা ছিল অতিশয় ক্লান্ত। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ামাত্র তাদের চোখের পাতা বুজে গেল। তারা গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেল।

◆◆◆

খ্রিস্টান অফিসার ও গোমস্তগিন আন-নাসেরকে দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে রাখল। তার সঙ্গে এমন সম্মানজনক কথাবার্তা বলল যে, আন-নাসেরের চেতনার প্রখরতা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল। এটা তাদের সাফল্যের প্রথম ধাপ। লিজা উক্ত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আন-নাসের যখন সেই কক্ষ থেকে বের হলো, ততক্ষণে তার সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

আন-নাসের একটা কক্ষের বারান্দায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে, এমন সময় এক নারীকণ্ঠ ফিসফিস শব্দে তাকে ডাক দিল। জায়গাটা অন্ধকার। আন-নাসের দাঁড়িয়ে গেল। একটা কালোপনা ছায়া এগিয়ে এল।

www.pathagar.com

মেয়েটা লিজা। লিজা আন-নাসেরের একটা বাহু ধরে ফেলে বলল– 'এবার নিশ্চিত হয়েছ তো আমি পরী নই – মানুষ?'

'আমার কিছুই বুঝে আসছে না, এ কীসব ঘটছে' – আন-নাসের ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল – 'আমি একজন বন্দি। অথচ আমার সঙ্গে এমন আচরণ করা হচ্ছে, যেন আমি একজন রাজপুত্র!'

'তোমার বিস্ময় যথার্থ' – লিজা বলল – 'একটু বুঝবার চেষ্টা করো। গোমস্তগিন তোমাকে বলে দিয়েছেন, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রুতা পরিত্যাগ করেছেন। এখন তিনি আইউবির কোনো সৈনিককে বন্দি মনে করেন না। তোমার ও তোমার সঙ্গীদের সৌভাগ্য যে, তোমরা যখন এসেছ, তখন গোমস্তগিন এখানে ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ আমার ব্যক্তিসত্তা। তুমি আমার পদমর্যাদা জান না। তোমার দৃষ্টিতে আমি একটা চরিত্রহীনা মেয়ে, যে কিনা রাজা-বাদশাহ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিনোদনের কর্মী। কিন্তু তোমার এই ধারণা ভুল।' লিজা আন-নাসেরের বাহুটা আরও শক্ত করে ধরে বলল – 'এস; আমরা এখান থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বসি। এস; আমি তোমার ভুল শুধরে দিই। তারপরই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর তুমি আমার ব্যাপারে যা খুশি সিদ্ধান্ত নিয়ো।'

দুর্গের এই অংশটা অতিশয় মনোরম ও আকর্ষণীয় উন্মুক্ত ময়দান। মধ্যখানে বড়-বড় টিলা। আশপাশে সবুজের সমারোহ। স্থানে-স্থানে কুলগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষ। দুর্গটা অনেক প্রশস্ত ও চওড়া। লিজা আন-নাসেরকে কথায়-কথায় কক্ষ থেকে দূরে টিলার আড়ালে নিয়ে গেল, যেখানে ফুলের সৌরভ মউ-মউ করছে।

লিজা যখন সেদিকে যাচ্ছিল, তখন খ্রিস্টান লোকটা ও থ্রেসা একটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি দেখছিল।

'লিজা লোকটাকে কাবু করে ফেলবে।' খ্রিস্টান বলল।

'মেয়েটা আবেগপ্রবণ' – থ্রেসা বলল – 'কর্তব্যপালনে ভীতা হয়ে তারই কাছে গিয়ে বসেছিল। তবে অতটা কাঁচা বা আনাড়ি নয়।'

'তুমি জানতে চেয়েছিলে, আমি তোমার প্রতি এত দয়াপরবশ কেন হয়েছি' – লিজা বলল – 'আমাকে শত্রু মনে করে তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে। তখন আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারিনি, শত্রুতা মূলত তোমার ও আমার রাজাদের মাঝে। আমার-তোমার মাঝে শত্রুতার কী কারণ থাকতে পারে?'

'বন্ধুত্বেরইবা কী সূত্র আছে?' আন-নাসের বলল।

লিজা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আন-নাসেরের উভয় কাঁধে হাত রেখে বলল– 'তুমি একটা পাথর। আমি শুনেছি, মুসলমানের হৃদয় রেশমের মতো কোমল হয়ে থাকে। ধর্মকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রাখো। নিজেকে মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান কিছুই ভেবো না। আমরা উভয়ে মানুষ। আমাদের বক্ষে হৃদয় আছে।

www.pathagar.com

তোমার অন্তরে কি কোনো কামনা, কোনো পছন্দ এবং কোনো বস্তুর প্রতি ভালবাসা নেই? আছে – অবশ্যই আছে। তুমি পুরুষ। তুমি তোমার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পার। আমি নারী। আমি পারি না। আমার অন্তর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছ। আমরা যখন তোমাদের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দুর্গে নিয়ে এসেছি, তখন শেখ সান্নান তোমাদের পাতালকক্ষে ফেলে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তার সেই নির্দেশ পালিত হতো, তা হলে তোমরা সেখান থেকে লাশ হয়ে বের হতে। তোমার মতো সুদর্শন একটা যুবকের এই পরিণতি আমি মেনে নিতে পারিনি।

'আমি শেখ সান্নানকে বললাম, এরা তোমার নয় – আমাদের কয়েদি। এরা আমাদেরই হেফাজতে থাকুক। এ-প্রসঙ্গে তার সঙ্গে আমার ও থ্রেসার তর্কাতর্কিও হয়েছে। তিনি একটা শর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, যদি তাদেরকে পাতালকক্ষ থেকে রক্ষা করতেই চাও, তা হলে তোমরা আমার শয়নকক্ষে এসে পড়ো। বুড়োটার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। আমি ইতস্তত করলে তিনি বললেন, ভিন্ন কোনো কথা নেই। হয় তারা পাতালকক্ষে যাবে, নয় তোমরা আমার শয়নকক্ষে আসবে।

'আমার গভীরভাবে অনুভূত হলো, যেন আমি তোমাকে আজ থেকে নয় – শৈশব থেকেই কামনা করছি এবং তোমার খাতিরে আমি নিজের দেহ, জীবন ও ইজ্জত সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।'

'তুমি কি তোমার সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছ?' আন-নাসের হঠাৎ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল।

'না' – লিজা বলল – 'আমি তাকে লোভ দেখিয়ে-দেখিয়ে কালক্ষেপণ করেছি। তিনি আমাকে এই বলে ছেড়ে দিয়েছেন যে, আমরা দুর্গে মুক্ত থাকব; কিন্তু তার কয়েদি হয়ে থাকব।'

'আমি তোমার ইজ্জতের হেফাজত করব।' আন-নাসের বলল।

'তুমি কি আমার ভালবাসা বরণ করে নিয়েছ?' লিজা সহজ-সরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

আন-নাসের কোনো জবাব দিল না। খ্রিস্টান মেয়েরা রূপ-যৌবন ও সুদর্শন প্রতারণার জাল কীভাবে বিছিয়ে থাকে, প্রশিক্ষণে তাকে সে-বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু সেসব মৌখিক নির্দেশনা আর বাস্তবতা এক নয়। তাকে তো সেই জাল থেকে আত্মরক্ষার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়। এখন একটা খ্রিস্টান মেয়ে তেমনি একটা জাল ছড়ালে আন-নাসেরের ব্যক্তিসত্তায় মানবীয় দুর্বলতা জেগে উঠল এবং সেই দুর্বলতা তার বিবেক-বুদ্ধির উপর জয়ী হতে শুরু করল। আন-নাসের পাহাড়-পর্বত ও মরু-বিয়াবানে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করার মতো মানুষ ছিল। লিজার মতো মনকাড়া মেয়ে কখনও

www.pathagar.com

দেখেনি সে। কোনো নারীর রূপ-যৌবন কোনোদিন আকর্ষণও করেনি তাকে। কিন্তু এখন যখন লিজার বিক্ষিপ্ত রেশমকোমল চুলগুলো তার গন্ডদেশ ছুঁয়ে গেল, তখন তার অস্তিত্বে কেমন যেন একটা ঢেউ খেলে গেল এবং দেহে কীরূপ যেন একটা কম্পন অনুভূত হলো।

দুশমনের তির একাধিকবার আন-নাসেরের দেহ স্পর্শ করে অতিক্রম করেছে। বহুবার শত্রুর বর্শার আগা তার গায়ের চামড়া ছিলে দিয়েছে। কিন্তু তবু সে ভয় পায়নি। দেহ স্পর্শ করে চলে যাওয়া তির-বর্শা তার দেহের উপর এক সেকেন্ডের জন্যও কম্পন সৃষ্টি করেনি। মৃত্যু কয়েকবার তার দেহ ছুঁয়ে অতিক্রম করেছিল। কিন্তু তার দেহে সামান্যতম আলোড়নও সৃষ্টি হয়নি। নিজহাতে লাগানো আগুনের মধ্য দিয়েও সে অতিক্রম করেছে। আগুন তার একটা পশমও পোড়াতে পারেনি। অথচ এখন একটা মেয়ের চুলের পরশে তার অস্তিত্বে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। এই পরশ থেকে বাঁচবার জন্য সেরূপ চেষ্টা করছে না, যেমন চেষ্টা করত তির-বর্শা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য।

ভাব জমাতে-জমাতে লিজা যখন তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হলো, তখনও তার মনে হলো, মেয়েটা এখনও তার থেকে দূরে অবস্থান করছে।

একটা শিকারকে কীভাবে কাবু করতে হয়, লিজাকে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আন-নাসেরের ক্ষেত্রে সেই বিদ্যা পুরোপুরি কাজে লাগাল লিজা। আন-নাসেরের এমন এক ধরনের পিপাসা অনুভূত হতে শুরু করল, যা মরুভূমির পিপাসা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পানি এই পিপাসা নিবারণ করতে পারে না।

রাত যতই গভীর হচ্ছে, আন-নাসের তার আসল পরিচয় ততই হারিয়ে ফেলছে। প্রথমে আন-নাসেরের দেহ কেঁপে উঠল। তারপর প্রকম্পিত হলো ঈমান। চেতনার ভিত নড়ে উঠল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গেরিলা কমান্ডার আন-নাসেরের।

'হ্যা' – আন-নাসের টলায়মান কণ্ঠে বলল – 'আমি তোমার ভালবাসা কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু এর পরিণতি কী হবে? তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে বলবে? একথা কি বলবে, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করো? বিয়ে করে তোমাকে বউ বানাতে বলবে কি?'

'এসবের কিছুই আমি ভাবিনি' – লিজা বলল – 'তুমি যদি আজীবনের জন্য আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী বানিয়ে নিতে চাও, তা হলে আমিই বরং আমার ধর্ম পরিত্যাগ করব। তুমি আমার থেকে কুরবানি কামনা করো। বিনিময়ে আমাকে তুমি সেই ভালবাসা দাও, যা অপবিত্র নয়। সাময়িক ভালবাস তো চাইলেই পাওয়া যায়। আমার আত্মা তোমার চিরস্থায়ী ভালবাসার প্রত্যাশী।'

প্রেমের নেশা পেয়ে বসেছে আন-নাসেরকে। রাত অর্ধেকেরও বেশি কেটে গেছে। আন-নাসের জায়গা থেকে উঠতে চাচ্ছে না। লিজা বলল, তুমি তোমার কক্ষে চলে যাও। ধরা পড়লে কারুরই পরিণতি শুভ হবে না।

www.pathagar.com

◆◆◆

আন-নাসের কক্ষে ফিরে এসেছে। তার সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার ঘুম আসছে না। লিজা আপন কক্ষে প্রবেশ করলে থ্রেসার চোখ খুলে গেল।

'এত দেরি?' থ্রেসা জিজ্ঞেস করল।

'পাথর এক ফুৎকারে মোম হয়ে যায় নাকি?' লিজা উত্তর দিল।

'পাথর বেশি শক্ত নয় তো?'

'আমার ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা ছিল না' – লিজা উত্তর দিল – 'তবে তূনীরের শেষ তিরটাও আমাকে ছুড়তে হয়েছে। ও আমার পুরোপুরি গোলাম হয়ে গেছে।'

'নাকি নিজেই মোম হয়ে এসেছ?' থ্রেসা সংশয় ব্যক্ত করল।

'তাও হতে পারে – লিজা হেসে বলল – 'সুদর্শন সুপুরুষ কিনা। আমাকে অত সরল মনে করো না। তবে এ-ধরনের সহজ-সরল পুরুষ আমার খুব ভালো লাগে, যাদের চরিত্রে কোনো ফাঁকিবাজি নেই। হতে পারে, লোকটাকে আমার ভালো লাগার কারণ, আমি সাইফুদ্দীনের মতো বৃদ্ধ ও বিলাসী পুরুষদের থেকে অনীহ হয়ে পড়েছি।'

'আন-নাসের থেকেও অনীহ থাকতে হবে' – থ্রেসা বলল – 'প্রেমের ফাঁদকে আরও বেশি জাদুকরী বানাতে হবে। মনে রাখবে, এর দ্বারা ক্রুশের সবচেয়ে বড় শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করাতে হবে।'

থ্রেসা লিজাকে আরও কিছু নির্দেশনা দিল। নতুন দু-একটা পন্থা শিখিয়ে দিয়ে দুজনে শুয়ে পড়ল।

আন-নাসের এখনও সজাগ। নির্জনে লিজার কথাবার্তা এবং প্রেমনিবেদনের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করছে। তার প্রশিক্ষণের কথা মনে পড়ে গেল, যাতে তাকে খ্রিস্টান মেয়েদের জাদুময় ফাঁদ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। লিজাকে তার কাছে একটা সুদর্শন প্রতারণা বলে মনে হলো। আবার ভাবনা জাগল, না, এটা প্রতারণা নয় – বাস্তব সত্য।

আন-নাসের একজন সুদর্শন সুপুরুষ। নিজের এই গুণ সম্পর্কে সে নিজেও অবহিত। মানবীয় চরিত্রের দুর্বলতাগুলো আন-নাসেরকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত সে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না। তার দুচোখের পাতা বুজে এল। আন-নাসের ঘুমিয়ে পড়ল।

এক ব্যক্তি আন-নাসেরকে জাগিয়ে তুলে বলল, থ্রেসা আপনাকে তার কক্ষে যেতে বলেছেন।

নাসের গেল। কক্ষে থ্রেসা একা।

'বসো নাসের!' – থ্রেসা বলল – 'তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে।'

www.pathagar.com

আন-নাসের থ্রেসার সম্মুখে বসে পড়ল। থ্রেসা বলল– 'আমি তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করব না, রাতে লিজা তোমাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, না-কি তুমি তাকে নিয়ে গিয়েছিলে। আমি বলতে চাচ্ছি, এই মেয়েটা খুব সরলা ও নিষ্পাপ। আমি জানি, সে তোমাকে ভালবাসে। কিন্তু তোমাকে ও তাকে এভাবে রাতভর বাইরে থাকার অনুমতি আমি দিতে পারি না। তুমি লিজাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করো না।'

'আমি এমন কোনো চেষ্টা করিনি' – আন-নাসের বলল – 'আমরা কথা বলতে-বলতে সামান্য দূরে চলে গিয়েছিলাম।'

'আমি লিজাকে নিবৃত্ত করতে পারব না' – থ্রেসা বলল – 'তোমার কাছে আমি এই আশা রাখি যে, তুমি মেয়েটার বয়স, রূপ, যৌবন ও আবেগ থেকে সুযোগ নিতে যেয়ো না।'

'লিজা তোমারই মতো রাজকন্যা' – আন-নাসের বলল – 'আর আমি কয়েদি। আমি একজন সাধারণ মানুষ। লিজার ধর্ম এক, আমার আরেক। রাজকন্যা আর কয়েদির মাঝে প্রেম হতে পারে না।'

'তুমি বোধহয় নারীর সহজাত সম্পর্কে অবহিত নও' – থ্রেসা বলল – 'রাজকন্যা যখন স্বীয় কয়েদিকে মন দিয়ে বসে, তখন তাকে রাজপুত্র মনে করে নিজেকেই তার কয়েদি বানিয়ে ফেলে। প্রেম-ভালবাসা ধর্মের শিকল ছিঁড়ে ফেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। তার একটাই কথা, আমার জীবন-মরণ দু-ই আন-নাসেরের জন্য। সে হয়ত বলবে, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করো, তা হলে আমি আমার গলা থেকে ক্রুশটা খুলে ফেলে দেব। তুমি জান না আন-নাসের, লিজা শুধু তোমার খাতিরে শেখ সান্নানকে রুষ্ট করেছে। তিনি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের কারাগারে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লিজা তার শত্রুতা ক্রয় করে তোমাদের রক্ষা করেছে। সান্নান লিজাকে যে-শর্ত দিয়েছেন, তা মেনে নেওয়া সেই মেয়ের পক্ষেই সম্ভব, যার ভালোবাসা তাকে অন্ধ করে তুলেছে। আমরা যদি এই দুর্গ থেকে দ্রুত বের হতে না পারি, তা হলে লিজা সেই শর্ত পূরণ করতে বাধ্য হবে।'

'আমি তা হতে দেব না' – আন-নাসের বলল – 'লিজার সম্ভ্রমের জন্য আমি মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি।'

'তোমার অন্তরে কি লিজার প্রতি ততটুকু ভালোবাসা আছে, যতটুকু আছে তোমার প্রতি ওর?'

'লিজা নারী হয়ে যদি আমার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে পারে, তা হলে আমি পুরুষ হয়ে তা পারব না কেন? আমি লিজাকে মনে-প্রাণে ভালবাসি।'

'তোমার প্রতি আমার একটিমাত্র নিবেদন, তুমি তাকে ধোঁকা দিয়ো না' – থ্রেসা বলল – 'তুমি আমাদের কয়েদি নও। গোমস্তগিন তোমাকে তাঁর মেহমান মনে করেন।'

www.pathagar.com

লিজার ব্যাপারে আন-নাসেরের মস্তিষ্ক স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তার হৃদয়টা লিজার প্রেমে ভরে উঠেছে। এই মুহূর্তে লিজাকে একনজর দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে আন-নাসের। সে থ্রেসাকে জিজ্ঞাসা করল, লিজা কোথায়? থ্রেসা বলল, সারাটা রাত ঘুমোয়নি। এখন অন্য কক্ষে শুয়ে আছে।

থ্রেসার তির লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে। সে আন-নাসেরের বিবেকের উপর লিজার জাদুময়তা পুরোপুরি প্রয়োগ করে দিয়েছে। এটাই তার লক্ষ্য। মেয়েগুলো সীমাহীন চতুর। এটাই তাদের দীক্ষা। মানবীয় দুর্বলতা নিয়ে খেলতে পারঙ্গম তারা।

আন-নাসের থ্রেসার সম্মুখ থেকে উঠে গেল। এখন যেন সে বাতাসে উড়ছে। কক্ষে ফিরে গেলে সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলেন? আন-নাসের মিথ্যা জবাব দিল এবং তাদের আশ্বস্ত করল, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমাদের কোনো সমস্যা হবে না।

আন-নাসের আপন কর্তব্য থেকে সরে যেতে শুরু করল।

◆◆◆

খ্রিস্টান লোকটা গোমস্তগিনের কাছে উপবিষ্ট। গোমস্তগিন তাকে বলেছিলেন, আমি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের এক-দুদিনের মধ্যে হাররান নিয়ে যেতে চাই।

ইত্যবসরে থ্রেসাও এসে পড়ল। বলল– 'গেরিলাদের কমান্ডার আমাদের জালে আটকে গেছে।'

লিজা কীভাবে আন-নাসেরের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করল এবং নিজে কীভাবে তাতে পূর্ণতা দান করল, তার বিবরণ দিল। থ্রেসা বলল– 'এই লোকটাকে আইউবিহত্যার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন দেখার বিষয় হলো, নিজের আসল পরিচয় ভুলে গিয়ে এ-কাজের জন্য প্রস্তুত হতে তার কত সময়ের প্রয়োজন হবে।'

'আমি লোকগুলোকে এক-দুদিনের মধ্যে হাররান নিয়ে যেতে চাই' – গোমস্তগিন বললেন – 'তোমরা উভয়ে কিংবা শুধু লিজা আমার সঙ্গে যাবে কি? হত্যার জন্য আন-নাসেরকে লিজা-ই প্রস্তুত করতে পারে।'

'ওদের আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব' – খ্রিস্টান বলল – 'আমি বেশি দিন থাকতে পারব না। সম্রাটদের কাছে আমার তাড়াতাড়ি এই সংবাদ পৌঁছাতে হবে যে, হালব, হাররান ও মসুলের ফৌজ সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছে এবং সেসব বাহিনীর সালারগণ পলায়ন ছাড়া আর কিছুই জানে না। পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে আমি তাদের সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করার জন্য অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেব। হতে পারে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা যে-সহায়তা পাচ্ছেন, তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

www.pathagar.com

'একথা বলবেন না' – গোমস্তগিন অনুনয়ের সুরে বললেন – 'আমাকে একটিমাত্র সুযোগ দিন। আমি আইউবিকে হত্যা করিয়ে দেব। তারপর দেখবেন, কীভাবে আমি বিজয়ী বেশে দামেশ্‌ক প্রবেশ করি। এই মেয়েদুটোকে কিংবা শুধু লিজাকে আমাকে দিয়ে দিন। মেয়েটা গেরিলাদের কমান্ডারকে মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে। সে-ই তাকে প্রস্তুত করবে। আন-নাসের সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে বিনা বাঁধায় যেতে পারবে। আইউবিকে অনায়াসে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব। তা ছাড়া চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি লিজাকে নিয়ে যান, তা হলে আন-নাসের আমার কোনো কাজের থাকবে না।'

খানিক তর্ক-বিতর্কের পর খ্রিস্টান বলল– 'হাররান যাওয়ার পরিবর্তে আমরা এখানেই থাকি আর মেয়েদুটো আন-নাসেরকে প্রস্তুত করুক। হতে পারে, তার তিন সঙ্গীকেও প্রস্তুত করে নেওয়া যাবে। তাদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে।'

'আন-নাসের সম্পর্কে আমার অভিমত হলো, লোকটা অপরিপক্ব মানুষ। লিজা তার বিবেক-বুদ্ধিকে কব্জা করে নিয়েছে। দু-তিনটা সাক্ষাতের পরই সে লিজার আঙুলের ইশারায় নাচতে শুরু করবে।'

'আজ তাদের চারজনকে একসঙ্গে বসিয়ে আহার করাও।' খ্রিস্টান বলল।

খাওয়ার সময় হলে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের খাওয়ার কক্ষে ডেকে নেওয়া হলো। তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলা হলো। এখনও খাবার এনে রাখা হয়নি। এমন সময় শেখ সান্নানের এক ভৃত্য এসে খ্রিস্টান লোকটাকে বলল, শেখ সান্নান আপনাকে যেতে বলেছেন।

খ্রিস্টান চলে গেল।

'লিজার ব্যাপারে আপনি কী চিন্তা করেছেন?' শেখ সান্নান জিজ্ঞেস করল।

'আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' খ্রিস্টান জবাব দিল।

'তোমার যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে আমার কাছে থাকবে।' সান্নান বলল।

'আমি আজই চলে যাব।'

'যাও' – শেখ সান্নান বলল – 'আর মেয়েটাকে এখানে রেখে যাও। তুমি তাকে দুর্গ থেকে বের করতে পারবে না।'

'সান্নান!' – খ্রিস্টান বলল – 'এই দুর্গের প্রতিটা ইট বালিকণা হয়ে যাবে। আমাকে হুমকি দেওয়ার দুঃসাহস তুমি দেখিও না।'

'মনে হচ্ছে, তোমার মাথাটা এখনও ঠিক হয়নি' – সান্নান বলল – 'আজ রাত তুমি নিজে লিজাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তারপর ইচ্ছে হয় তুমি থাক, ইচ্ছে হয় যাও। এর অন্যথা হলে তুমি যাবে আমার পাতালকক্ষে আর লিজা আসবে আমার শয়নকঘরে। যাও; ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো।'

www.pathagar.com

♦♦♦

খ্রিস্টান লোকটা খাওয়ার রুমে প্রবেশ করল। সবাই অস্থির চিত্তে তার অপেক্ষা করছিল। কক্ষে প্রবেশ করেই লোকটা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলতে শুরু করল– 'বন্ধুগণ, শেখ সান্নান আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, আজ রাত লিজা তার কাছে থাকবে। তিনি এ-ও বলেছেন, মেয়েটাকে আমি নিজে তার কক্ষে দিয়ে আসব। অন্যথায় আমাকে পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করে লিজাকে ছিনিয়ে নেবেন!'

'আপনাকে পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করা হবে আর আমরা বুঝি মরে যাব!' – হঠাৎ জ্বলে উঠে আন-নাসের বলল – 'লিজাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

'মেয়েটা তোমার আবার কী লাগে নাসের ?' আন-নাসেরের এক সঙ্গী বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা নিজেদেরকে আমাদের কয়েদি ভেবো না' – গোমস্তগিন বললেন – 'বিপদটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য আসছে।'

'তোমরা আমাদের নয় – শেখ সান্নারের কয়েদি' – খ্রিস্টান বলল – 'তোমরা আমাদের সঙ্গ দাও। বাইরে গিয়ে আমরা তোমাদের ছেড়ে দেব। এখন এখান থেকে বের হওয়ার পন্থা খুঁজে বের করো।'

'শেখ সান্নান আমাকে এই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন' – গোমস্তগিন বললেন – 'আমি এদের আজই নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমাদের সন্ধ্যার অনেক আগেই রওনা হতে হবে।'

গোমস্তগিনের মেজাজটা বেশ চড়া। খাওয়ার মাঝে তিনি সবাইকে তার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন। আহার শেষে তিনি তার খাদেম ও দেহরক্ষীদের ডেকে বললেন, আমি এক্ষুনি দুর্গ থেকে রওনা হচ্ছি; তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র বেঁধে নাও।

কাফেলা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুতি শুরু করে দিল। গোমস্তগিনের নিজের ঘোড়া ছাড়াও দেহক্ষীদের চারটা ঘোড়া আছে। চারটা উটও আছে, যেগুলোতে খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও তাঁবু বোঝাইকরা। সফর দীর্ঘ। তাই সঙ্গে তাঁবু রাখা আছে।

গোমস্তগিন শেখ সান্নানের নিকট গিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি এবং চার গেরিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

সুলতান আইউবির চার গেরিলার ব্যাপারে গোমস্তগিনের লেনদেন চূড়ান্ত হয়ে আছে। মূল্য তিনি পরিশোধ করে দিয়েছেন।

'আমার আশা, আমি যে-চার ব্যক্তিকে প্রেরণ করে রেখেছি, তারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করেই তবে ফিরবে' – শেখ সান্নান বলল – 'তুমি এদের দ্বারা সাইফুদ্দীনকে খুন করাও। তোমরা লড়াই করতে জান না। তাই শত্রুকে গোপনে হত্যা করা ছাড়া তোমাদের উপায় নেই। ও আচ্ছা, তোমার খ্রিস্টান বন্ধু আর পরী দুটা কোথায়?'

www.pathagar.com

'তাদের কক্ষে।' গোমস্তগিন উত্তর দিলেন।

খ্রিস্টান অতিথি ছোট মেয়েটা সম্পর্কে কিছু বলেছেন কি?'

'হ্যা; শুনলাম তাকে বলছে, আজ রাত তুমি শেখ সান্নানের কাছে থাকো – গোমস্তগিন বললেন – 'লোকটাকে আপনার ভয়ে বেশ ভীত মনে হয়েছে।'

'এখানে বড়-বড় প্রতাপশালী লোকও ভয় পেয়ে থাকে' – শেখ সান্নান বলল – 'লোকটা মেয়েটাকে আমার থেকে এমনভাবে লুকোচ্ছিল, যেন ও তার কন্যা।'

গোমস্তগিন শেখ সান্নান থেকে বিদায় নিলেন। কাফেলা প্রস্তুত দণ্ডায়মান। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তার দেহরক্ষীরাও ঘোড়ায় চড়ে বসল। দুজন গোমস্তগিনের সম্মুখে চলে গেল, দুজন পিছনে। তাদের হাতে বর্শা। ঘোড়ার পিছনে আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা আর তাদের পিছনে মালবোঝাই উটের পাল। দুর্গের ফটক খুলে গেল। কাফেলা দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেল এবং ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

◆◆◆

শেখ সান্নানের আসিয়াত দুর্গ আর গোমস্তগিনের কাফেলার মাঝে দূরত্ব বাড়ছে। আকাশের সূর্যটা দিগন্তের পিছনে চলে যাচ্ছে। একসময় সূর্য অস্তমিত হয়ে কাফেলা ও দুর্গকে লুকিয়ে ফেলল। দুর্গে প্রদীপ জ্বলে উঠল। পুরোপুরি রাত নেমে এলে শেখ সান্নান দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করল– 'আচ্ছা খ্রিস্টান লোকটা কি মেয়েটাকে নিয়ে আসেনি?' দারোয়ান 'নাসূচক' জবাব দিল। পরপর তিন-চারবার জিজ্ঞেস করার পরও একই উত্তর মিলল। অবশেষে খাস খাদেমকে ডেকে বলল– 'তুমি গিয়ে খ্রিস্টান মেহমানকে বলো, যেন সে ছোট মেয়েটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আসে।'

খাদেম খ্রিস্টানদের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলোতে প্রবেশ করল। সেখানে কেউ নেই। মেয়েদুটোও নেই। সবগুলো কক্ষই শূন্য। সে এদিক-ওদিক তাকাল। দুর্গের বাগিচায় ঘুরে-ফিরে দেখল। টিলার আশপাশে ঘুরে দেখল। কোথাও কেউ নেই।

ফিরে এসে শেখ সান্নানকে জানাল, কাউকে পাওয়া যায়নি – খ্রিস্টান মেহমান এবং দুই মেয়ে কাউকেই নয়।

সান্নান আকাশটা মাথায় তুলে নিল। বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দিল, দুর্গের কোনায়-কোনায় তল্লাশি চালাও। খ্রিস্টান লোকটাকে খুঁজে বের করো।

বাহিনীতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। দুর্গের প্রতি ইঞ্চি জায়গায় অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল। সর্বত্র প্রদীপ ও মশালের আলো ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কোনোখান থেকে খ্রিস্টান লোকটাকে বের করা গেল না।

শেখ সান্নান ফটকের প্রহরীদের তলব করল। তাদের জিজ্ঞেস করল, গোমস্তগিনের কাফেলা ছাড়া আর কার জন্য ফটক খোলা হয়েছে?

www.pathagar.com

তারা জানাল, আপনার আদেশ ব্যতীত কারও জন্য ফটক খোলা হয়নি এবং গোমস্তগিন ও তার কাফেলা ব্যতীত আর কেউ বেরও হয়নি।

তারা গোমস্তগিনের কাফেলার হিসাব দিল। রেকর্ডে খ্রিস্টান লোকটা ও মেয়েদুটো নেই।

শেখ সান্নান নিজকক্ষে আহত সাপের মতো ফোঁসফোঁস করছে।

রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গোমস্তগিনের কাফেলা এগিয়ে চলছে। তিনি একস্থানে ঘোড়া থামিয়ে উষ্ট্রচালকদের বললেন– 'উটগুলোকে বসাও। ওদের বের করো, আবার মরে যায় না যেন।'

কাফেলার উটগুলোকে বসিয়ে পিঠ থেকে তাঁবুগুলো নামানো হলো। পুটুলিবাঁধা তাঁবু খোলা হলে সেগুলোর মধ্য থেকে খ্রিস্টান লোকটা, থ্রেসা ও লিজা বেরিয়ে এল। ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে তারা। গোমস্তগিন তাদেরকে তাঁবুর মধ্য প্যাঁচিয়ে পুটুলির মতো বেঁধে আসিয়াত দুর্গ থেকে বের করে এনেছেন।

তারা এখন দুর্গ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। ফেদায়িদের কোনো আশঙ্কা নেই। তারা মুখোমুখি যুদ্ধের ঝুঁকি বরণ করে না। তথাপি গোমস্তগিন কাফেলাকে বিরতি দেওয়ার সুযোগ দেননি। মেয়েদুটোকে উটের পিঠে বসিয়ে দেওয়া হলো। খ্রিস্টান লোকটা গেরিলাদের সঙ্গে পায়ে হাঁটছে। তার ও মেয়েদের ঘোড়া দুর্গে রয়ে গেছে। লোকটা এই অঞ্চলের ভাষা অনর্গল বলতে পারে। সে আন-নাসেরের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ কথা বলতে শুরু করেছে।

আন-নাসেরের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেছে। লিজাকে কাছে পাওয়া-ই এখন তার একমাত্র কাম্য।

মধ্যরাতের পর অবস্থানের জন্য কাফেলা একস্থানে থেমে গেলে এই সুযোগটা হাতে এল। গোমস্তগিনের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হলো। অন্য সকলের জন্য আলাদা-আলাদা তাঁবু দাঁড় করানো হলো। চার গেরিলা, গোমস্তগিনের দেহরক্ষী ও অন্যান্যরা খোলা আকাশের তলে শুয়ে পড়ল।

তারা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের চোখে ঘুম এসে পড়ল।

আন-নাসেরের চোখে ঘুম আসছে না। সে ভাবছে, লিজাকে তাঁবু থেকে ডেকে আনতে হবে, না-কি সে নিজেই এসে পড়বে। আন-নাসের ভুলে গেছে, সে সুলতান আইউবির গেরিলা সৈনিক এবং তার বাহিনী কোনো একস্থানে যুদ্ধ করছে। তার মাথায় এই ভাবনাটাও জাগল না, তাকে ফৌজে ফিরে যেতে হবে এবং পলায়নের এটাই মোক্ষম সুযোগ। এখন সবাই অচেতনের মতো ঘুমিয়ে আছে। অস্ত্রও আছে। খাদ্য-পানীয়ও আছে। তার সঙ্গীরা তারই উপর নির্ভর করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা তো তাদের কমান্ডারের নির্দেশনা মান্য করতে বাধ্য। কিন্তু তাদের জানা নেই, তাদের কমান্ডার আপন বিবেক, ঈমান ও চেতনা

www.pathagar.com

একটা যুবতীর হাতে তুলে দিয়েছে। এক নারী চরম বিধ্বংসী এক পরিকল্পনা নিয়ে তার বিবেক-বুদ্ধি কব্জা করে ফেলেছে।

আন-নাসের একটা ছায়া এগিয়ে আসছে দেখতে পেল। ছায়াটা তারই দিকে আসছে। খানিক পর দুটা ছায়া পরস্পর একাকার হয়ে গেল।

লিজা আন-নাসেরকে ঘুমন্ত কাফেলার মধ্য থেকে তুলে সামান্য দূরে একটা টিলার আড়ালে নিয়ে গেল। মেয়েটা আজ পূর্বাপেক্ষা বেশি প্রাণবন্ত ও উচ্ছ্বসিত। আন-নাসের পাগলপারা হয়ে গেছে – প্রেমপাগল। লিজা তার আবেগের প্রকাশ উচ্চারণের চেয়ে আচরণ দ্বারা করছে বেশি। হঠাৎ সে সামান্য দূরে গিয়ে বলে উঠল– 'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো নাসের! তোমার জীবনগৃহে কখনও কোনো নারী প্রবেশ করেছে কি?'

'আমি মা আর বোন ছাড়া আর কোনো নারীর ছোঁয়া পাইনি' – আন-নাসের উত্তর দিল – 'যৌবনের শুরুতেই আমি নুরুদ্দীন জঙ্গির ফৌজে ঢুকে গিয়েছিলাম। অতীতের উপর চোখ বোলালে আমি নিজেকে যুদ্ধের মাঠে, বালুকাময় প্রান্তরে, সঙ্গীদের থেকে দূরে শত্রু-এলাকায় রক্ত ঝরাতে এবং সিংহের মতো শিকারের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি দেখতে পাই। আমি যখন যেখানে ছিলাম, কখনও কর্তব্যপালনে ত্রুটি করিনি। কর্তব্যবোধ আমার ঈমানের অংশ।'

আন-নাসেরের দেহটা হঠাৎ প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল– 'লিজা, তুমি বোধহয় আমার ঈমানের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছ। বলো, তো আমাকে ও আমার সঙ্গীদের তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'তার আগে বলো, তোমার হৃদয়ে আমার ভালবাসা আছে, না-কি আমাকে দেখে তুমি পশু হয়ে যাও?' লিজা এমন এক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, যাতে ভালবাসা কিংবা রসিকতার কোনো লেশ নেই। তার বলার ধরন গত রাতের তুলনায় এখন ভিন্ন।

'তুমি বলেছিলে, আমি ভালবাসাকে যেন অপবিত্র না করি' – আন-নাসের বলল – 'আমি প্রমাণ দেব, আমি পশু নই। তুমি আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক সুশ্রী, বীর যোদ্ধা, সুঠামদেহী ও মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ আছে। তুমি কোনো রাজার দরবারে ঢুকে পড়লে তিনি সিংহাসন থেকে নেমে এসে তোমাকে স্বাগত জানাবেন। তারপরও আমার মাঝে তুমি কী দেখেছ?'

লিজার মুখে কোনো উত্তর নেই।

আন-নাসের মেয়েটার কাঁধে হাতে রেখে বলল– 'উত্তর দাও লিজা!'

লিজা মাথাটা হাঁটুর উপর রেখে দিল। আন-নাসের তার হেঁচকি শুনতে পেল। সে অস্থির হয়ে উঠল। বারবার জিজ্ঞেস করল, কাঁদছ কেন লিজা! কিন্তু লিজা কাঁদছেই। আন-নাসের সস্নেহে তাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরল। লিজা তার মাথাটা আন-নাসেরের বুকের উপর রেখে দিল। আন-নাসের বুঝতে পারেনি,

www.pathagar.com

যেভাবে তার ব্যক্তিসত্তা থেকে মানবীয় দুর্বলতা জেগে উঠে তার বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, তেমিন লিজাও একটা দুর্বলতার কবলে পড়ে গেছে। এ সেই দুর্বলতা, যা একজন রানিকে তার ক্রীতদাসের সম্মুখে অবনত করে তোলে এবং যার কারণে সম্পদের প্রাচুর্যকে পাথরের স্তূপ জ্ঞান করে হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য মানুষ কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

লিজা ভালবাসার পিয়াসী – সেই ভালবাসা, যা আত্মাকে প্রশান্ত করে দেবে। লিজা দৈহিক ভালবাসা পেয়েছে। কিন্তু পেয়েছে সেই পুরুষদের থেকে, যাদের প্রতি তার ঘৃণা ছিল। আসিয়াত দুর্গে যাওয়ার সময় এবং দুর্গে পৌঁছেও সে থ্রেসার কাছে তার এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। তখন কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে আন-নাসেরের কাছে গিয়ে বসেছিল এবং বলেছিল– 'আমার উপর ভরসা রাখো।'

সে-সময় তার মনে কোনো প্রতারণার পরিকল্পনা ছিল না। সেটা ছিল তার হৃদয়ের আওয়াজ। তখন সে তার আত্মার নির্দেশনায় আন-নাসেরের কাছে চলে গিয়েছিল। থ্রেসা যদি তাকে সেখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যেত, তা হলে না জানি মেয়েটা আরও কত কথা বলত। পরে তাকে আন-নাসেরকে জালে আটকানোর দায়িত্ব দেওয়া হলো। এ-কাজে পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করেছে সে। কিন্তু মন তার সঙ্গ দিচ্ছিল না। এখন কর্তব্য আর হৃদয়ের মাঝে ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে লিজা।

আন-নাসের জানে না, কাফেলা অবতরণ করে এখানে তাঁবু স্থাপনের সময় গোমস্তগিন লিজাকে কানে-কানে বলেছিলেন– 'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার তাঁবুতে চলে এসো। আমি তোমাকে তোমারই জাতির প্রেরিত উন্নত মদ পান করাব। আমি বড় কৌশলে তোমাকে সাল্লানের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছি।'

লিজা গোমস্তগিনকে কোনো উত্তর দেয়নি। তার নিকট থেকে সরে এলে খ্রিস্টান লোকটা বলল– 'খোদা তোমাকে ওই বৃদ্ধ হায়েনাটার পাঞ্জা থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন। থ্রেসা ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার তাঁবুতে চলে আসবে; দুজনে মিলে ফুর্তি করব।'

আপন রূপ-যৌবন আর দেহটার প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করেছে লিজার। সে নিজের তাঁবুতে চলে গেল। থ্রেসা ঘুমিয়ে পড়ল। লিজার দু-চোখের পাতা একত্র হয় না। সে শয্যা থেকে উঠে পা টিপে-টিপে আন-নাসেরের দিকে হাঁটা দিল। আন-নাসেরও তারই অপেক্ষায় জেগে ছিল।

লিজা আন-নাসেরের পার্শ্বে উপবিষ্ট। হঠাৎ আন-নাসের চমকে উঠে বলল– 'দেখো তো কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ নাকি? ঘোড়া আসছে, না!'

'হ্যাঁ; শুনতে পাচ্ছি' – লিজা বলল– 'সবাইকে জাগিয়ে দাও। আমাদের ধরতেশেখ সাল্লান সৈন্য পাঠাতে পারে!'

www.pathagar.com

আন-নাসের দৌড়ে টিলার উপর উঠে গেল। সে অনেকগুলো প্রদীপ দেখতে পেল। বাতিগুলো ধাবমান অশ্বের চলনের সঙ্গে-সঙ্গে উপর-নিচ হচ্ছে। ঘোড়ার পদশব্দ স্পষ্ট-থেকে-স্পষ্টতর হচ্ছে। আন-নাসের দৌড়ে নিচে নেমে এল। লিজাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমন্ত কাফেলার দিকে ছুটে গেল এবং সবাইকে জাগিয়ে তুলল। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে টিলার নিকটে চলে গেল। লিজাকে সঙ্গে রাখল। সকলের হাতে বর্শা ও তরবারি আছে। গোমস্তগিনের দেহরক্ষী এবং উষ্ট্রচালকরাও বর্শা-তরবারি হাতে প্রস্তুত হয়ে গেছে।

◆◆◆

তারা পনেরো-ষোলোজন অশ্বারোহী। ছয়-সাতজনের হাতে প্রদীপ। এসেই তারা গোমস্তগিনের কাফেলাটা ঘিরে ফেলল। একজন হুঙ্কার ছেড়ে বলল– 'মেয়েদুটোকে আমাদের হাতে তুলে দাও। শেখ সান্নান বলেছেন, ওদের দিয়ে দিলে তোমরা নিরাপদে চলে যেতে পারবে।'

আন-নাসের অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। সে তার সঙ্গীদের আগেই সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। তিন সঙ্গীকে নিয়ে সে হামলাকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা পিছন দিক থেকে সম্মুখের আরোহীদের উপর বর্শার আঘাত হানল। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আরোহীরা মাটিতে পড়ে গেল। আন-নাসের চিৎকার করে তার সঙ্গীদের বলল– এদের ঘোড়াগুলের পিঠে চড়ে বসো। নিজে একটা ঘোড়া ধরে তাতে চড়ে বসল এবং লিজাকে পিছনে বসিয়ে নিল। লিজা আন-নাসেরের কোমরটা শক্ত করে ধরে বসল।

সান্নানের ফেদায়িরা এলোপাতাড়ি আক্রমণ শুরু করল। তারা হাতের প্রদীপগুলো ছুড়ে ফেলে দিল। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যথাসাধ্য মোকাবেলা করল। একটা ঘোড়ার ছুটে চলার শব্দ কানে এল, যা দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। ঘোড়ার আরোহী গোমস্তগিন, যিনি নিজের জীবন রক্ষা করে পালিয়ে যাচ্ছেন। ফেদায়িরা আন-নাসেরের ঘোড়ার পিঠে লিজাকে দেখে ফেলেছে। তারা মেয়েটাকে জীবিত ধরার চেষ্টা করছে। তিন-চারটা ঘোড়া তাকে ঘিরে ফেলেছে এবং আন-নাসেরের ঘোড়াটাকে আহত করার জন্য বর্শা দ্বারা আঘাত হানছে। আন-নাসের অভিজ্ঞ যোদ্ধা। সে ঘোড়াটাকে বাঁচিয়ে রাখল এবং দুজন ফেদায়িকে ফেলে দিল।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ঘোড়ার মোড় ঘোরানোর কারণে লিজা পা রেকাবে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। হঠাৎ করে আন-নাসের ঘোড়ার মোড় ঘোরালে লিজা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

ফেদায়িরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল। লিজা উঠে আন-নাসেরের দিকে দৌড় দিল। কিন্তু দুজন ফেদায়ি তাকে ধরে ফেলল। আন-নাসের ঘোড়া হাঁকাল এবং বর্শা দ্বারা আঘাত হানতে উদ্যত হলো। ফেদায়িরা ঢাল বানিয়ে লিজাকে সম্মুখে এনে ধরল।

www.pathagar.com

আন-নাসের তার সঙ্গীদের কোনো খোঁজ জানে না। ধাবমান ও পলায়নপর ঘোড়া এবং তরবারি ও বর্শার সংঘর্ষের শব্দ কানে আসছে তার। তিন-চারজন ফেদায়ির মোকাবেলায় আন-নাসের একা। তার প্রতিটা আঘাতই ব্যর্থ যাচ্ছে। কারণ, সে আঘাত হানলেই ফেদায়িরা লিজাকে ঢাল হিসেবে সম্মুখে এগিয়ে ধরছে। অবশেষে সেও ঘোড়া থেকে নেমে প্রাণপণ লড়াই করল। নিজে আহত হলো এবং দুই ফেদায়িকে আহত করে ফেলে দিল।

এমনি অবস্থায় লিজা চিৎকার দিয়ে বলে উঠল– 'নাসের! তুমি বেরিয়ে যাও; তুমি একা।' কিন্তু আন-নাসের দিক-দিশা হারিয়ে ফেলেছে যেন। সেও চিৎকার করে বলে উঠল– 'চুপ থাকো লিজা! এরা তোমাকে নিতে পারবে না।'

আন-নাসের তাঁর ঘোষণা সত্যে প্রমাণিত করে দেখাল যে, ফেদায়িরা লিজাকে নিতে পারেনি। সে ফেদায়িদের গুরুতর জখম করে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলল।

এই যুদ্ধ লড়তে গিয়ে আন-নাসের কাফেলার অবস্থান থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। সে একটা ঘোড়া ধরে লিজাকে তার উপর বসিয়ে ঘোড়া হাঁকাল। কিন্তু পালাল না। রণাঙ্গন এখন নীরব। আন-নাসের নিকটে গিয়ে দেখল। ওখানে কয়েকটা লাশ পড়ে আছে এবং দু-তিনজন ফেদায়ি আহত হয়ে ছটফট করছে। তার সঙ্গী তিনজন মারা গেছে। খ্রিস্টান লোকটারও লাশ পড়ে আছে। থ্রেসা নিখোঁজ।

আন-নাসের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করল না। সে আকাশের দিকে তাকাল। ধ্রুবতারা দেখে দিঙ্‌নির্ণয় করে ঘোড়া হাঁকাল। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এবার সে ঘোড়ার গতি কমাল।

'এবার বলো তুমি কোথায় যেতে চাও?' – আন-নাসের লিজাকে জিজ্ঞেস করল – 'একটা অসহায় মেয়ে বিবেচনা করে আমি তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই না। যদি বল, তা হলে আমি তোমাকে তোমার এলাকায় পৌঁছিয়ে দেব। তাতে যদি আমি বন্দিও হই, পরোয়া করব না। তুমি আমার আমানত।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও' – লিজা বলল – 'আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে যাও আন-নাসের!'

ঘোড়া রাতভর চলতে থাকল। রাত পোহাবার পর আন-নাসের এলাকা চিনতে পারল। এ-অঞ্চলেরই কোনো একস্থানে সে নিজ বাহিনীর সঙ্গে গেরিলা হামলা করেছিল। এখানে মাটির টিলা ও বড়-বড় পাথর আছে।

চলতে-চলতে সে একটা কূপের নিকট গিয়ে উপনীত হলো। কূপটা একটা টিলার পাদদেশে অবস্থিত। আন-নাসের নিজের জখম দেখল। কোনো জখমই গুরুতর নয়। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় রক্ষক্ষরণ শুরু হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে জখম ধুইল না। এই ফাঁকে লিজা হাঁটতে-হাঁটতে এক দিকে চলে গেল। আন-নাসের তাকে টিলার অপর প্রান্ত থেকে খুঁজে বের করল। সেখানে

www.pathagar.com

গিয়ে লিজা বসে পড়েছে। তার পিঠটা আন-নাসেরের দিকে। সেখানে অনেকগুলো হাড়-গোড় ছড়িয়ে আছে, যেগুলো মানুষের বলে মনে হলো। আছে অনেকগুলো খুলিও। আছে কঙ্কাল, হাত-পা ও বাহুর হাড়। সেগুলোর মাঝে ইতস্তত পড়ে আছে তরবারি ও বর্শা।

লিজা একটা খুলি সামনে নিয়ে বসে আছে। কোনো এক নারীর খুলি বলে মনে হচ্ছে। মুখমণ্ডলে কোথাও-কোথাও চামড়া আছে। মাথার দীঘল চুলগুলোর কিছু এখনও মাথার সঙ্গে আঁটা। অবশিষ্টগুলো এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে। বুকের খাঁচায় চামড়া নেই। পাঁজরে একটা খঞ্জর গেঁথে আছে। গলার হাড়ে একটা সোনার হার । লিজা খুলিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আন-নাসের ধীর পায়ে লিজার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ লিজা তার উভয় হাত কানের উপর রেখে সজোরে একটা চিৎকার দিল। সঙ্গে-সঙ্গে দ্রুতবেগে উঠে মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়াল। আন-নাসের তাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিল। লিজা তার মুখটা আন-নাসেরের বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। শরীরটা তার থরথর করে কাঁপছে। আন-নাসের তাকে কূপের কাছে নিয়ে গেল।

◆◆◆

লিজা চৈতন্য ফিরে পাওয়ার পর আন-নাসের জিজ্ঞেস করল, তুমি চিৎকার দিলে কেন?

'স্বচক্ষে নিজের পরিণতি দেখে' – লিজা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল – 'তুমি নিশ্চয় সেই শুকিয়ে-যাওয়া-লাশটা দেখে থাকবে – কোনো এক নারীর লাশ। আমার মতো কেউ হবে। সে-ও আমার মতো রূপের জাদু প্রয়োগ করেছিল। যেকোনো পুরুষের প্রতারণার একটা ফাঁদ ছিল। বিশ্বাস ছিল, তার এই রূপ কখনও নিঃশেষ হবে না – এই তরতাজা যৌবনটা আজীবন টাটকা-ই থাকবে। তার পাঁজরের খাঁচায় একটা খঞ্জর গেঁথে আছে; দেখেছ? গলায় সোনার হার দেখেছ? এই হার ও খঞ্জর যে-কাহিনী বর্ণনা করছে, তা আমারই কাহিনী। অন্য যেসব খুলি আর তাদের সঙ্গে পড়ে-থাকা তরবারি-বর্শা পড়ে আছে, সেসব আমাকে শতবার-শোনা-কাহিনী ব্যক্ত করছে। সেসব কাহিনী আমি কখনও মনোযোগসহকারে শুনিনি। আজ এই নারীর মাথার খুলি দেখে আমার মনে হলো, যেন এটি আমারই খুলি। শুষ্ক এই খুলিটায় গোশত চড়ানো হলে তা আমারই চেহারার রূপ লাভ করবে। আমি একটা শকুন দেখেছি, ও আমার চোখদুটো খুলে ফেলছে। একটা সিংহ দেখেছি, যে আমার গোলাপি গণ্ডদেশ খাবলে খাচ্ছে। ওই হায়েনাগুলো আমার মুখমণ্ডলটা খেয়ে ফেলেছে। এখন শুধু খুলিটা পড়ে আছে। আমি দেখতে পেলাম, আমার চোয়াল আর ভয়ানক দাঁতগুলো নড়ছে। আমার কানে শব্দ ভেসে এল– "এই হলো তোমার পরিণতি।" তারপর আমার হৃদয়টাকে ভয়ংকর একটা হিংস্র প্রাণী দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরেছে।'

www.pathagar.com

'ফেদায়িরা যেখানে আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল, কয়েকদিন পর সেখানে গিয়ে দেখো' – আন-নাসের বলল – 'সেখানেও তুমি এ-দৃশ্যই দেখতে পাবে। লাশের কঙ্কাল, মাথার খুলি, তরবারি ও বর্শা এবং সম্ভবত তাদের থেকে খানিক দূরে থ্রেসার খুলিও পড়ে আছে দেখবে। তার বুকেও খঞ্জর বিদ্ধ থাকবে। তারা সকলে নারীর জন্য জীবন দিয়েছে। এরাও নারীর জন্যই মরেছে।'

'আমি যদি আমার নীতি পরিবর্তন না করি, তা হলে নিজের যে-দেহটা নিয়ে আমি আজ গৌরব করছি, যার প্রাপ্তির জন্য কেউ জীবনের নজরানা পেশ করছে, কেউ সম্পদ পেশ করছে, শৃগাল-শকুনরা একদিন মরুভূমিতে ঠিক এমনি সেই দেহের গোশতও খাবলে খাবে' – লিজা বলল – কিন্তু মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না, নিজেদের ধ্বংস চোখে দেখে না। আমি নিজেকে চিনে ফেলেছি। আমি লিজার আসল পরিচয় পেয়ে গেছি। তুমিও শুনে নাও আন-নাসের! খোদা তোমাকে পুরুষের শক্তি ও পুরুষোচিত সৌন্দর্য দান করেছেন। যে-নারীই দেখবে, সে-ই তোমার কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করবে। যাও, দেখে আসো, তুমিও তোমার পরিণতি দেখো আসো।'

লিজা এমন ভঙ্গিতে বলছিল, যেন তার উপর প্রেতাত্মা ভর করেছে। তার সব চতুরতা ও প্রতারণা-ষড়যন্ত্র শেষ হয়ে গেছে। লিজা এখন একজন দুনিয়াত্যাগী সুফী-দরবেশের মতো কথা বলছে।

'আমি কি তোমাকে আমার আসল পরিচয় বলে দেব?' – লিজা আন – নাসেরকে জিজ্ঞেস করল – 'আমি কি তোমাকে দেখিয়ে দেব, আমার পাঁজরের খাঁচায় কী আছে?'

মেয়েটা তার বুকে চাপড় মেরে চুপ হয়ে গেল। হাতটা তার সোনার হারের উপর গিয়ে পড়ল, যাতে হিরার মিশ্রণও আছে। সে হারটা মুঠি করে ধরে সজোরে টান দিল। ছিঁড়ে হারটা হাতে চলে এল। লিজা হারটা কূপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল। হাতের আঙুল থেকে হিরার আংটিগুলোও খুলে ফেলল। এগুলোও কূপে ছুড়ে ফেলল। তারপর বলতে শুরু করল–

'আমি একটা প্রতারণা ছিলাম আন-নাসের! আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসাও জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু তার উপর আমার কর্তব্যের প্রেতাত্মারও প্রভাব ছিল। ফেদায়িরা আমাদের উপর হামলা করে খুবই ভালো করেছে। তার চেয়েও ভালো হয়েছে, আমি জীবদ্দশায়ই নিজের মাথার খুলি দেখে নিয়েছি। অন্যথায় আমি বলতে পারতাম না, আমরা তোমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে তোমাদের পরিণতি কী ঘটত! আমার ভালবাসার শেষ ফল কী দাঁড়াত! তুমি ভয়াবহ এক প্রতারণার শিকার হতে যাচ্ছিলে। আজ আমি মিথ্যা বলব না। তোমাদের নিয়ে পরিকল্পনা ছিল, আমি আমার রূপ ও প্রেমের ফাঁদে ফেলে তোমার বিবেককে কব্জা করে নেব এবং তোমাদের হাতে তোমাদেরই রাজা সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করাব।

www.pathagar.com

'গোমস্তগিন আসিয়াত দুর্গে এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, যেন সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার জন্য শেখ সান্নান তাকে কয়েকজন ঘাতক প্রদান করেন। সান্নান বলেছেন, তিনি চারজন ফেদায়ি প্রেরণ করে রেখেছেন। তারাও যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে ভবিষ্যতে এ-কাজের জন্য আর তিনি লোক পাঠাবেন না। কেননা, এই মিশনে তিনি তার অনেক দক্ষ ও মূল্যবান ফেদায়ি খুইয়েছেন। শেষে লেনদেনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হলো, গোমস্তগিন তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের নিয়ে যাবেন এবং সাইফুদ্দীনকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের অফিসার এসে পড়লেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করাই বেশি জরুরি।'

আমার পক্ষে এটুকুও সম্ভব হবে না যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির ছায়াটিকে বাঁকা চোখে দেখব – আন-নাসের বলল – 'পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাকে এমন নির্বোধ বানাতে পারবে না।'

লিজা হেসে উঠল। বলতে শুরু করল– 'আমি যে-দায়িত্ব পালন করছিলাম, তার প্রতি আমার মন ছিল না। অন্যথায় আমি সিসাকেও পানি বানাতে জানি।'

লিজা আন-নাসেরকে অবহিত করল তার কর্তব্য আর চেতনার মাঝে কতখানি পার্থক্য। সে তথ্য দিল, আমি সাইফুদ্দীনের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি। তারপর জিজ্ঞেস করল, আমার মতো একটা অপবিত্র মেয়েকে তুমি বরণ করে নেবে কি? আমি সত্যমনে ইসলাম গ্রহণ করব।

'তুমি যদি সত্যমনে ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তা হলে তোমাকে বরণ না করা আমার জন্য পাপ হবে' – আন-নাসের বলল – 'কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির অনুমতি ছাড়া আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তুমি শান্ত হও। মন থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা ফেলে দাও। তুমি যদি পবিত্র জীবন অর্জন করতে চাও, তা হলে এমন জীবন একমাত্র আমাদের ধর্মেই পাবে।'

আন-নাসের জিজ্ঞেস করল– 'তোমার কি জানা আছে, যে-চারজন ফেদায়ী সুলতান আইউবিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গেছে, তারা কোন বেশে গেছে এবং সংহারী আক্রমণ কোন পন্থায় করবে?'

'না; তা জানি না' – লিজা উত্তর দিল – 'আমার উপস্থিতিতে শুধু এটুকু কথা হয়েছে যে, চার ফেদায়িকে পাঠানো হয়েছে।'

আমাদেরকে উড়ে তুর্কমান পৌঁছতে হবে' – আন-নাসের বলল – 'সুলতান ও তাঁর দেহরক্ষীদের সতর্ক করতে হবে।'

আন-নাসের লিজাকে পিছনে বসিয়ে ঘোড়া হাঁকাল। একটা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে তার বুকের সঙ্গে লেগে আছে। মেয়েটার রেশমকোমল চুলগুলো তার গণ্ডদেশ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে উড়ছে। কিন্তু মস্তিষ্কে তার শুধুই সুলতান আইউবি। কর্তব্যবোধ লোকটির আবেগ–স্পৃহাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। পবিত্র একটি লক্ষ্য তাকে রণাঙ্গনের পুরুষ ও পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করেছে। একটা অসহায়

www.pathagar.com

সুন্দরী যুবতী হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও তার এই অনুভূতিটুকুও যেন নেই যে, সে পুরুষ এবং তার মধ্যে যৌনতা আছে। একজন খ্যাতিমান বক্তা যদি কয়েক বছরও ওয়াজ করে শোনাতেন, তবু তা লিজার উপর ক্রিয়া করত না। কিন্তু আন-নাসের ছোট্ট একটি বাক্যে তার হৃদয়ে এই বাস্তবতাকে প্রোথিত করে দিয়েছে যে, পবিত্র জীবন পেতে চাইলে তাকে ইসলামেরই ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে।

◆◆◆

এজাজ দুর্গের অধিপতির জবাব সুলতান আইউবিকে অগ্নিশর্মা করে তুলেছে। এই দুর্গটা তাঁকে জয় করতেই হবে এবং এক্ষুনি হাল্‌ব অবরোধ করে নগরীটা দখল করে নিতে হবে। তিনি মাম্বাজ ও বুযার দুর্গদুটি যুদ্ধ ছাড়াই পেয়ে গেছেন। সেগুলোতে যেসব সৈন্য ছিল, তাদেরকে নিজ বাহিনীতে যুক্ত করে তাদের স্থলে আপন বাহিনী মোতায়েন করেছেন। এখন তিনি এজাজ ও হাল্‌বের উদ্দেশ্যে অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। যে-স্থান দুটো অবরোধ করবেন, তথ্য সংগ্রহ করতে সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে রেখেছেন। গোয়েন্দারা তাঁকে হাল্‌ব ও এজাজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছে।

সুলতান আইউবি নিজেও ঘুরে-ফিরে এবং সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে স্বচক্ষে পরিস্থিতি অবলোকন করতেন। এ-জাতীয় ভ্রমণের সময় তিনি সঙ্গে পতাক রাখতেন না এবং দেহরক্ষীদেরও সঙ্গে নিতেন না, যাতে দুশমন চিনতে না পারে ইনি সালাহুদ্দীন আইউবি। এ-সময় তিনি অন্যের ঘোড়া ব্যবহার করতেন। দুশমনের প্রধান সেনাপতি তাঁর ঘোড়াটা চেনে।

দেহরক্ষী ছাড়া এভাবে দূরে যেতে তাঁকে বারণ করা হতো। কিন্তু তাঁর নিজের নিরাপত্তার কোনোই পরোয়া ছিল না। এখনও তিনি পুরোপরি ক্ষিপ্ত। তিনি তাঁর মুসলমান দুশমনকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন। তাদের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠোকার কাজ বাকি আছে শুধু। এলাকাটা এমন যে, কোথাও টিলা-পর্বত, কোথাও ঝোপালো গাছ-গাছালি। কোথাওবা গভীর গর্ত। এমন একটা অঞ্চলে রক্ষীবাহিনীর পাহারা ব্যতীত ঘোরা-ফেরা করা সুলতান আইউবির পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

'সুলতানে মুহতারাম!' – আইউবির গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ একদিন তাঁকে বললেন – 'আল্লাহ না করুন আপনার উপর পরিচালিত কোনো সংহারী আক্রমণ যদি সফলই হয়ে যায়, তা হলে সালতানাতে ইসলামিয়া আপনার মতো আর কোনো মর্দে-মুমিন জন্ম দিতে সক্ষম হবে না। আমরা জাতিকে মুখ দেখাতে পারব না। অনাগত প্রজন্ম আমাদের কবরের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে যে, আমরা আপনাকে রক্ষা করতে পারিনি।'

'আল্লাহর এটাই যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, কোনো ফেদায়ী কিংবা ক্রুসেডারের হাতে আমার মৃত্যু হবে, তা হলে এমন মৃত্যুকে আমি কীভাবে প্রতিহত করব' –

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি বললেন – 'রাজা যখন আপন জীবনের সুরক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন আর তিনি দেশ ও জাতির মর্যাদার সংরক্ষণের যোগ্য থাকেন না। আমি যদি খুনই হতে হয়, তা হলে আমাকে তাড়াতাড়ি দায়িত্ব পালন করে ফেলতে দাও। তোমরা আমাকে রক্ষীদের কয়েদিতে পরিণত করো না। আমার উপর রাজত্বের নেশা সৃষ্টি করো না। তুমি তো জান, আমার উপর কতবার সংহারী আক্রমণ হয়েছে। প্রতিবারই আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। এখনও তিনিই রক্ষা করবেন।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ব্যক্তিগত আমলারা সর্বদা তাঁর নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকত। তাঁর উপর পরিচালিত প্রতিটি হামলার সময়ই তিনি একাকি ছিলেন। কিন্তু তাঁর রক্ষীসেনারা নিকটেই ছিল। প্রতিবারই তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল।

এখন তিনি পন্থা অবলম্বন করেছেন, ব্যক্তিগত আমলা ও রক্ষীদের কোনো একস্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে টিলা ও পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তারপরও হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ব্যবস্থাপনায় রক্ষীবাহিনীর কতক সদস্য দূরে-দূরে থেকে সুলতানের উপর দৃষ্টি রাখছে। তবে কেউ জানে না, দীর্ঘদিন যাবত চারজন লোক এই বিজন ভূমিতে ঘোরাফেরা করছে এবং সুলতান আইউবির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

এরাই সেই চার ফেদায়ি, যাদের সম্পর্কে আসিয়াত দুর্গে শেখ সান্নান গোমস্তগিনকে বলেছিল, সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার জন্য আমি চারজন ফেদায়ি পাঠিয়ে রেখেছি।

শেখ সান্নানের এই চার ঘাতক সদস্য জেনে ফেলেছে, সুলতান আইউবি রক্ষীবাহিনী ছাড়া ঘোরাফেরা করে থাকেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল, তারা যুদ্ধকবলিত অঞ্চলের উদ্বাস্তুর বেশে সুলতান আইউবির কাছে যাবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু আইউবির নিরাপত্তাবিহীন চলাফেলার তথ্য জেনে তারা পূর্বেকার এই পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে।

সুলতান আইউবি ঘাতকদের বড় মোক্ষম সুযোগ দিয়ে চলছেন। চার ঘাতকের পরিকল্পনা যথাযথ। কিন্তু তারা তির-ধনুক সঙ্গে নিয়ে আসেনি। থাকলে তাদের ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল। যদি একটা তির আর ধনুক থাকত, তা হলে কোনো একস্থানে বসেই তারা সুলতান আইউবিকে নিশানা বানাতে পারত। এলাকাটায় লুকিয়ে থাকার জায়গা অনেক। কাজ সমাপ্ত করে অনায়াসে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগও আছে। তাদের সঙ্গে আছে লম্বা খঞ্জর।

ওদিক থেকে আন-নাসের লিজাকে নিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। লিজা আন-নাসেরকে বলে দিয়েছিল, চারজন ফেদায়ি সুলতান আইউবিকে হত্যা করতে গেছে। আন-নাসের অতি দ্রুত সুলতান আইউবির নিকট পৌঁছাতে এবং তাঁকে সতর্ক করতে চাচ্ছে। কিন্তু সফর অনেক দীর্ঘ। ঘোড়ার পিঠে দুজন

www.pathagar.com

আরোহীর বোঝা। এত দ্রুত পথ অতিক্রম করা ঘোড়ার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথে তিনি ঘোড়াকে বিশ্রাম দিলেন এবং পানি পান করিয়ে আবার ছুটতে শুরু করলেন।

সুলতান আইউবি নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। চার ঘাতক লুকিয়ে-লুকিয়ে তাঁকে দেখছে। এই অঞ্চলে কোনো বাহিনী নেই। নেই কোনো বসতিও। ফেদায়িরা বনের হিংস্র পশুর মতো দিনভর শিকারের সন্ধান করে ফিরছে আর রাতে সেখানেই কোথাও লুকিয়ে থাকছে।

সূর্য অস্ত গেছে। আন-নাসের ও লিজার ঘোড়া এগিয়ে চলছে। কিন্তু গতি তার কমে গেছে এবং ক্রমান্বয়েই কমছে। আন-নাসের ওজন কমানোর জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে।

রাত কেটে যাচ্ছে। লিজা কয়েকবারই বলেছে, আমি আর চড়তে পারছি না। মেয়েটা এখন হাড়েও ব্যথা পাচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাচ্ছে সে।

কিন্তু আন-নাসের নিজে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে বেহাল হয়ে পড়লেও থামল না। লিজাকে বলল– 'তোমার-আমার জীবন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবি অনেক বেশি মূল্যবান। আমি যদি বিশ্রামের জন্য এখানে থেমে যাই আর সুলতান আইউবি শত্রুর ঘাতকদের দ্বারা খুন হয়ে যান, তা হলে মনে করব, আমিই সুলতান আইউবির খুনী।'

◆◆◆

পরদিন ভোরবেলা। আন-নাসের এখন পা টেনে-টেনে হাঁটছে। লিজা ঘোড়ার পিঠে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। ঘোড়া ধীরগতিতে চলছে। একস্থানে ঘাস-পানি দেখে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেল। লিজা হঠাৎ সজাগ হয়ে চকিত কণ্ঠে বলল– 'আল্লাহর দোহাই, পশুটাকে টেনে নিও না; একে একটু খেতে দাও।'

ঘোড়ার পানাহার শেষ হলে আন-নাসের তার লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করল। ছুটে চলার মতো অবস্থা নেই ঘোড়াটার। আন-নাসেরও পরিশ্রান্ত দেহে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। লিজার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার মুখ থেকে এখন কথা সরছে না।

আন-নাসের জানে না, সুলতান আইউবি কোথায় আছেন। তিনি তুর্কমানের দিকে এগিয়ে চলছেন। তিনি আরও সম্মুখে চলে গিয়েছিলেন। পরে সেই জায়গাটার 'কোহে সুলতান' তথা 'সুলতান পর্বত' নামকরণ হয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি সেখানেও নেই। তারও আগে চলে গেছেন তিনি। আন-নাসেরের তুর্কমান ও কোহে সুলতানের টিলা চোখে পড়তে শুরু করেছে। সূর্য অনেক উপরে উঠে এসেছে।

এই মুহূর্তে সুলতান আইউবি টিলাময় একটা বিজন অঞ্চলে কর্মকর্তাদের নিয়ে এলাকাটার পরিসংখ্যান ঠিক করছেন। তিনি আমলাদের একস্থানে দাঁড়

www.pathagar.com

করিয়ে রেখে একাকি একদিকে চলে গেলেন। তাঁর মাথায় সম্ভবত বাহিনীর অগ্রযাত্রার কোনো পরিকল্পনা ছিল। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটা টিলার উপর আরোহণ করলেন। চার ফেদায়ি সেখান থেকে সামান্য দূরে একস্থানে চুপি-চুপি তাঁকে দেখছে। তিনি অনেক সময় পর্যন্ত টিলার উপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকেন।

'নিচে নামতে দাও।' এক ফেদায়ি তার সঙ্গীদের বলল।

'দেহরক্ষীরা কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে হয়ত।' আরেকজন বলল।

'বেটা আজ রক্ষা পাবে না।' অপর একজন বলল।

'শুধু একজন এগিয়ে যাবে' – চতুর্থজন বলল – 'আক্রমণ পেছন থেকে করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরে অন্যরা এগিয়ে যাব।'

সুলতান আইউবি টিলার উপর থেকে নেমে এলেন এবং ঘোড়ায় চড়ে অন্য একদিকে চলে গেলেন। ঘাতকদল তাঁর পিছনে-পিছনে এগিয়ে গেল। আক্রমণের জন্য এই জায়গাটা উপযোগী নয়।

আন-নাসের এখনও অনেক দূরে। সুলতান আইউবি পুনরায় ঘোড়া থেকে নামলেন এবং আরেকটা টিলায় আরোহণ করলেন। খানিক পর সেখান থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন।

ফেদায়িরা তার থেকে সামান্য দূরে লুকিয়ে আছে। একস্থানে এসে সুলতান ডান দিকে মোড় নিলেন। সম্মুখে খোলা মাঠ। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় তিনি ধাবমান পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। এক ফেদায়ি এক ফুট লম্বা একটা খঞ্জর হাতে নিয়ে তাঁর থেকে দু-তিন পা দূরে এসে উপনীত হলো। সুলতান তাকে দেখে ফেললেন।

সুলতান আইউবি নিজের খঞ্জরটা বের করে হাতে নিলেন। দেখতে-না-দেখতে ফেদায়ি তাঁর উপর আক্রমণ করে বসল। সুলতান নিজের খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করলেন।

আক্রমণকারী ফেদায়ি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। আঘাতটা সে শক্তির সাথেই করেছে। সুলতানের আক্রমণ ব্যর্থ হলো। টিলার আড়াল থেকে আরেক ফেদায়ি বেরিয়ে এল। সে-ও আক্রমণ চালাল। সুলতান নিজেকে তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেন বটে; কিন্তু আঘাতে তাঁর গায়ের চামড়া কেটে গেল। তিনি টিলার আড়ালে চলে গেলেন। এক ফেদায়ি তাঁর দিকে এগিয়ে এলে তিনি বাঁ হাতে তার মুখে ঘুষি মারলেন। লোকটা ধাক্কা খেয়ে পিছনে গিয়ে পড়ে যেতে উদ্যত হলো। সুলতান তার বুকে খঞ্জরের আঘাত হেনে ঠেলা দিয়ে তাকে একদিকে ফেলে দিলেন। এই ফেদায়ি খতম হয়ে গেল।

অপরজন পিছন দিক থেকে সুলতানের উপর হামলা করে বসল। কিন্তু তিনি যথাসময়ে নিজেকে সামলে নিলেন। সুলতান আইউবির এক বাহুতে ফেদায়ির খঞ্জরের আগার খোঁচা লাগল।

www.pathagar.com

অপর দুই ফেদায়িও বেরিয়ে এগিয়ে এল। অপর দিকে ধাবমান কতগুলো ঘোড়ার পদশব্দ কানে এল, যা মুহূর্তের মধ্যে সুলতান আইউবির নিকটে এসে পৌঁছে গেল। ফেদায়ীরা পালিয়ে গেল। একজন ধাবমান ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা গেল। একজনকে অশ্বারোহীরা ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলল। সর্বশেষ ফেদায়িকে জীবিত ধরে ফেলা হলো।

আল্লাহ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে এই আক্রমণ থেকেও রক্ষা করলেন। ফেদায়িরা যে-সময় তাঁর উপর আক্রমণ চালাল, তখন তাঁর আমলারা তাঁর থেকে সাত-আটশো গজ দূরে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। সুলতানই তাদের সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে তাদের একজন আক্রমণটা দেখে ফেলল। অন্যথায় এই আক্রমণ ব্যর্থ যাওয়ার মতো ছিল না।

এটি ১১৭৬ সালের মে মোতাবেক ৫৭১ হিজরির যিলকদ মাসের ঘটনা। ইতিহাসে এই ঘটনার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন-ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর ডাইরিতে শুধু লিখেছেন– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এজাজ দুর্গ অবরোধ করতে যাওয়ার পথে চার ফেদায়ি তার উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছিল। মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন।'

মেজর জেনারেল আকবর খান বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ্য করে লিখেছেন–

'এজাজ দুর্গ অবরোধ করার সময় সুলতান আইউবি দিনের বেলা তাঁর এক সালার জাদুল আসাদির তাঁবুতে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন এক ফেদায়ি তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁর উপর খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ চালিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে সময়ে তাঁর মাথায় সেই বিশেষ পাগড়িটি ছিল, যেটি তিনি রণাঙ্গনে ব্যবহার করতেন। পাগড়িটির নাম ছিল তারবুশ। আক্রমণকারীর খঞ্জর তারবুশে আঘাত হানল এবং সুলতান আইউবি সজাগ হয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চার-পাঁচজন ফেদায়ি ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ সুলতানের দেহরক্ষীরাও এসে পড়ল। তারা আক্রমণ করে ঘাতকদের মেরে ফেলল।'

জনাব আকবর খান লিখেছেন, কিছুদিন আগে এই ফেদায়িরা প্রতারণার মাধ্যমে সুলতান আইউবির রক্ষীবাহিনীতে ঢুকে গিয়েছিল।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, আক্রমণকারীরা আইউবিরই দেহরক্ষী ছিল। এই ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে, নিজ বাহিনীতে তিনি মোটেও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। এমনকি তাঁর দেহরক্ষীরা পর্যন্ত তাঁর অনুগত ছিল না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, ঘাতকরা না তার নিজস্ব লোক ছিল, না কারও প্রতারণার শিকার হয়ে আক্রমণ করেছিল। তারা ছিলো কাপুরুষ ক্রুসেডারদের মদদপুষ্ট ভাড়াটে খুনীচক্র।

ধৃত ফেদায়ী স্বীকারোক্তি দিল, তারা চার ব্যক্তি আসিয়াত দুর্গ থেকে এসেছে। তাকে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেওয়া হলো। হাসান

www.pathagar.com

ইবনে আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাবাদ করে তার থেকে আসিয়াত দুর্গের সকল তথ্য জেনে নিলেন। ভিতরে কতজন সৈন্য আছে, তাদের লড়াই করার যোগ্যতা ও শক্তি কতখানি, সেই তথ্যও তিনি সংগ্রহ করলেন। প্রাপ্ত তথ্যাদি সুলতান আইউবিকে অবহিত করা হলো।

'আগামী কাল রাতের শেষ প্রহরে আমরা আসিয়াতের উদ্দেশ্যে রওনা হব' – সুলতান আইউবি বললেন। তিনি তাঁর হাইকমান্ডের সালারদের তলব করে বললেন – 'ফেদায়িদের এই আস্তানাটা গুড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। দুর্গটা এক্ষুনি দখল করতে হবে। ফৌজের এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। সৈন্য কতজন যাবে এবং তাদের বিন্যাস কীরূপ হবে, সুলতান তা-ও বলে দিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা। সুলতান আইউবি সংবাদ পেলেন, আন-নাসের নামক এক গেরিলা কমান্ডার ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ তার থেকে পূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে ফেলেছেন। তাকে সুলতান আইউবির সম্মুখে হাজির করা জরুরি।

আন-নাসেরকে অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় সুলতান আইউবির সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। বিরামহীন সফর ও ক্ষুৎপিপাসা তাকে আধমরা করে তুলেছে। লিজা তার সঙ্গে আছে। মেয়েটারও শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

আন-নাসের সুলতান আইউবিকে বিস্তারিত কাহিনী শোনাল। কোনো কথা-ই গোপন রাখল না সে। লিজা সম্পর্কেও খোলামেলা তথ্য দিল। সুলতান লিজাকে বললেন, নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। মেয়েটা সম্ভবত নিজেকে বন্দি মনে করছিল এবং অসদাচরণের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিল। কিন্তু এখন দেখছে তার উলটোটা। সে আন-নাসেরের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তাকে বলা হলো, তোমাকে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে তুমি নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবার হেফাজতে থাকবে এবং কিছুদিন পর আন-নাসের গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

আবেগময় বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে সুলতান আইউবি এরূপ মেয়েদের বিশ্বাস করতেন না। তাদের সম্মান ও শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করতেন এবং গোপনে তাদের উপর নজর রাখতেন।

জখমের চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য আন-নাসেরকে পেছনের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

◆◆◆

শেখ সান্নানের চড়া মেজাজ এখনও ঠান্ডা হয়নি। গোমস্তগিন তাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছেন। গোমস্তগিনের কাফেলাকে ধাওয়া করতে যাদের প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মাত্র দুজন ফেরত এসেছে। তারা থ্রেসাকে তুলে নিয়ে এসেছে। লিজাকে আন-নাসের রক্ষা করে নিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

থ্রেসা সান্নানের কোপানলে পড়ে গেল। মেয়েটাকে সে কারাগারে নিক্ষেপ করল। থ্রেসাও রূপসী। কিন্তু সান্নানের কামনার চোখ লিজার উপর নিবদ্ধ।

দিবসের শেষ প্রহর। আসিয়াত দুর্গের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে সান্ত্রীরা দূর-দিগন্তে ধূলি-মেঘ দেখতে পেল। মেঘমালা এদিকেই এগিয়ে আসছে। সান্ত্রীরা তাকিয়ে থাকল। পরক্ষণে মেঘের অভ্যন্তরে হাজার-হাজার ঘোড়া চোখে পড়তে শুরু করল। সান্ত্রীরা ডংকা বাজাল। কমান্ডাররা উপরে গিয়ে দেখে শেখ সান্নানকে সংবাদ জানাল। এসে সে-ও সম্মুখের দেওয়ালের উপর উঠে গেল।

এতক্ষণে ফৌজ দুর্গের কাছাকাছি এসে অবরোধের বিন্যাসে বিন্যস্ত হতে শুরু করেছে। শেখ সান্নান মোকাবেলার আদেশ জারি করল। তিরন্দাজ বাহিনী দুর্গের পাঁচিলের উপর পৌঁছে গেল। কিন্তু তারা তির ছুড়ছে না। তারা বাইরের বাহিনীর গতিবিধি অনুধাবন করতে চাচ্ছে।

সুলতান আইউবি দুর্গের ভিতরকার সব তথ্য আগেই সংগ্রহ করেছেন। আন-নাসের তাঁর সঙ্গে আছে। দুটা মিনজানিক স্থাপন করা হয়েছে। শেখ সান্নানের মহল কোথায় এবং কত দূর আন-নাসের তা জানিয়ে দিয়েছে। তার নির্দেশনা অনুসারে প্রথমে বড় পাথর ছোড়া হলো, যা লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানল। শেখ সান্নানের শক্ত দেওয়াল ফেটে গেল।

দুর্গ থেকে তিরবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সুলতান আইউবির নির্দেশে মিনজানিকের সাহায্যে দাহ্যপদার্থভর্তি পাতিল ভিতরে নিক্ষেপ করা হলো। পাতিলগুলো শেখ সান্নানের মহলের সন্নিকটে গিয়ে ভেঙে গেল। তরল পদার্থগুলো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তাতে আগুন ধরানোর জন্য সলিতাওয়ালা তির ছোড়া হলো। কিন্তু তির দাহ্যপদার্থের উপর গিয়ে পড়ছে না। এখান থেকে তির ছুড়ে লক্ষ্যে আঘাত হানা সহজ নয়। দুর্গের দেওয়াল টপকে ভিতরে না ঢুকে সুবিধা করা যাবে না।

ঘটনাক্রমে একস্থানে আগুন জ্বলছিল। একটা পাতিল তার এত কাছে গিয়ে ফেটে গেল যে, দাহ্যপদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়ামাত্র দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। দেখতে-না-দেখতে শেখ সান্নানের মহলে আগুন ধরে গেল।

সুলতান আইউবির সফল অভিযান শেখ সান্নানের মনে কাঁপন ধরিয়ে দিল। তার বাহিনী খ্রিস্টান-মুনাফিক সৈন্যদের মতো দক্ষ যোদ্ধা নয়। মদ্যপ আর চরম অলস সৈনিক তারা।

শেখ সান্নান বাস্তবতাকে মেনে নিল। সে দুর্গের উপর সাদা পতাকা উড়িয়ে দিল। সুলতান আইউবি যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়ে বললেন, শেখ সান্নানকে বাইরে আসতে বলো। সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে গেল।

খানিক পর দুর্গের ফটক খুলে গেল। শেখ সান্নান দু-তিনজন সালারের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। সুলতান আইউবি তাকে স্বাগত (!) জানাতে এগিয়ে এলেন। তাঁর দৃষ্টিতে সান্নান অপরাধী।

www.pathagar.com

সান্নান সুলতান আইউবির সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

'সান্নান!' – সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন – তুমি কী চাও?'

'জীবনের নিরাপত্তা।' শেখ সান্নান পরাজিত কণ্ঠে বলল।

'আর দুর্গ?' সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেব।'

'এক্ষুনি বাহিনীসহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাও' – সুলতান আইউবি সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন – 'সঙ্গে কোনো মাল-সরঞ্জাম নিতে পারবে না। যাও, প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কোনো কমান্ডার, কোনো সৈনিকের সঙ্গে যেন কোনো অস্ত্র না থাকে। এখান থেকে শূন্যহাতে বেরিয়ে যাও। পাতাল কক্ষে যেসব কয়েদি আছে, তাদের সেখানেই থাকতে দাও। সালতানাতে ইসলামিয়ার কোথাও থাকবে না। সোজা খ্রিস্টানদের নিকট পৌঁছে শ্বাস ফেলবে। আমাকে হত্যা করতে সর্বশেষ যে-চারজন ঘাতক পাঠিয়েছিলে, তারাও মারা পড়েছে। তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তোমার সাদা পতাকার আমি লাজ রাখলাম। আমি কুরআনের অনুসারী। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন কি-না, আমি বলতে পারব না। নিজেকে মুসলমান দাবি করা পরিত্যাগ করো। অন্যথায় আমি তোমাকে ও তোমার চক্রকে রোমসাগরে ডুবিয়ে মারব।'

দিনের শেষ বেলা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দূর-দিগন্তে মানুষের দীর্ঘ একটা সারি অবনত মস্তকে পথ চলছে। শেখ সান্নান এই মানবসারির প্রধান পুরুষ। আছে তার সালার, কমান্ডার ও সিপাইরা। আছে পেশাদার খুনীরাও। সবাই নিঃস্ব। কারও সঙ্গে কোনো সামান-সম্পদ নেই। বাহন উট-ঘোড়াগুলোও দুর্গে রেখে এসেছে।

সূর্য অস্ত যাওয়ানাগাদ সুলতান আইউবির বাহিনী দুর্গের দখল সম্পন্ন করে ফেলেছে। পাতালকক্ষের কয়েদিদের বের করে আনা হয়েছে। উদ্ধারকৃত সোনা-জহরত, মণি-মাণিক্য, অর্থ ও মালপত্রের কোনো হিসাব নেই।

◆◆◆

সুলতান আইউবি দুর্গটা এক সালারের হাতে তুলে দিয়ে রাতারাতি কোহে-সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি এখন আর বেশি অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন না। দিনকয়েকের মধ্যেই অগ্রযাত্রা শুরু করলেন এবং এজাজ দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন।

হাল্‌ববাসীরা নিরাপত্তার দিক থেকে এই দুর্গটাকে অতিশয় দুর্ভেদ্যরূপে গড়ে তুলেছে। এটি মূলত হাল্‌বেরই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। তাতে যে-বাহিনী ছিল, তারা একেবারেই নবীন। তারা কখনও ময়দানে যায়নি। সুলতান আইউবির এমন আত্মবিশ্বাস নেই যে, তিনি অনায়াসে দুর্গটা কব্জা করে ফেলবেন। পিছন থেকে হাল্‌বের ফৌজ আক্রমণ করে বসতে পারে এই আশঙ্কাও তাঁর মাথায় আছে।

www.pathagar.com

তবে এই আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। আশার কথা হলো, হাল্‌বের বাহিনী এই কিছুদিন আগে তুর্কমানের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে। তাদের যুদ্ধ করার স্পৃহা ও মনোবল ভেঙে পড়েছে।

এজাজ দুর্গের প্রতিরক্ষায় সৈন্যরা প্রাণপণ লড়াই করল। তারা সারাটা দিন ও সারাটা রাত সুলতান আইউবির বাহিনীকে দুর্গের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কোনো দিক থেকে নিকটে গিয়ে দেওয়াল ভাঙা যায় কি-না চেষ্টা করা হলো। কিন্তু দুর্গের তিরন্দাজ সৈন্যরা তাদের এক পা-ও এগুতে দেয়নি।

পরদিন বড় মিনজানিকের সাহায্যে দুর্গের ফটকের উপর ভারী পাথর ছোড়া হলো। দাহ্যপদার্থভর্তি পাতিল নিক্ষেপ করে অগ্নিতিরও ছোড়া হলো। আগুনের লেলিহান জিহ্বা ফটক চাটতে শুরু করল। উপর থেকে দুর্গের তিরন্দাজরা মিনজানিক নিক্ষেপকারীদের উপর বৃষ্টির মতো তির নিক্ষেপ করল। বড় ধনুক দ্বারা ছোড়া এই তিরগুলো অনেক দূরে এসে আঘাত হানল। তাতে মিনজানিকের দায়িত্বে নিয়োজিত আইউবির কয়েকজন সৈন্য আহত ও শহীদ হলো। কিন্তু এই কুরবানি ছাড়া দুর্গ জয় করাও সম্ভব নয়। একজন শহীদ হচ্ছে তো অপর একজন এসে তার স্থান পূরণ করছে।

দুর্গের ফটক জ্বলছে। তার উপর অবিরাম পাথর এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ পর ফটক ভেদ করে পাথর ভিতরে গিয়ে আঘাত হানতে শুরু করল। আগুনে ফটকের কাঠ জ্বলে গেছে। লোহার পেরেকগুলো পাথরের আঘাতে বাঁকা হয়ে গেছে।

রাতে আগুন নিভে গেল। ফটকের লোহার কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে শুধু। পুড়ে-যাওয়া-ফটকের মধ্য দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারলেও ঘোড়া ঢুকতে পারবে না। দুর্গ জয় করতে হলে জীবনবাজির খেলা খেলতে হবে। পদাতিক বাহিনীকে পোড়া ক্ষতিগ্রস্ত ফটকের কাঠামোর মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকার নির্দেশ দেওয়া হলো। এটা সুলতান আইউবির পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ। আদেশ পাওয়ামাত্র সৈন্যরা হুড়হুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু তাদেরকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হলো। এজাজের সৈন্যরা তাদের সম্মুখের অংশটাকে সেখানেই খতম করে ফেলল আর পিছনের অংশ সঙ্গীদের লাশের উপর দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে গেল।

অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে। জীবিত পদাতিক সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রাণপণ লড়াই করল। তারপর অশ্বারোহী বাহিনী ভিতরে ঢোকার নির্দেশ পেল। সুলতান আইউবি দুর্গের ভিতরে অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দিলেন। এক-একটি ইউনিট এক-একস্থানে আগুন লাগাতে শুরু করল। কিন্তু তাতেও এজাজের সৈন্যদের অস্ত্রসমর্পণের কোনো লক্ষণ চোখে পড়ছে না।

দুর্গটা হাল্‌ব থেকে দেখা যায়। রাতের বেলা হাল্‌বের মানুষ দেখতে পেল, দুর্গের স্থানে আকাশটা জ্বলছে। আগুনের শিখা ধীরে-ধীরে উপরের দিকে

www.pathagar.com

উঠছে। তারা সুলতান আইউবির এজাজ দুর্গ অবরোধের সংবাদ পেয়ে গেছে। হাল্‌বের হাইকমান্ড পিছন থেকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা এঁটেছে। কিন্তু সালারগণ জানাল, ফৌজ যুদ্ধের সমর্থ নয়।

এ-সময়ে সাইফুদ্দীন হাল্‌বেই অবস্থান করছিলেন। গোমস্তগিনও সেখানে চলে গেছেন। দুজনের মাঝে এজাজ ও হাল্‌বের প্রতিরক্ষার বিষয়ে উত্তপ্ত বিতণ্ডা হলো। একপর্যায়ে গোমস্তগিন সাইফুদ্দীনকে হত্যার হুমকি দিলেন। সাইফুদ্দীন ঐক্য ভেঙে দিলেন এবং নিজের অবশিষ্ট যৎসামান্য সৈন্যকে হাল্‌ব থেকে বের করে নিয়ে গেলেন। তারা মূলত একে অপরের শত্রু ছিল। আল-মালিকুস সালিহ'র বয়স এখন তেরো অতিক্রম করেছে। কিছু বুঝ-বুদ্ধি হয়েছে তার। গোমস্তগিনের বক্তব্য ও আচরণে তিনি বুঝে ফেললেন, তার এই বন্ধুটা কুচক্রী। তিনি গোমস্তগিনকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করলেন।

ইতিহাসে লিখিত আছে, হাল্‌ব-এজাজের অবরোধ অবস্থায় গোমস্তগিন আল-মালিকুস সালিহ'র বিরুদ্ধে নতুন একটা ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, যা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। আল-মালিকুস সালিহ তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে দু-তিনদিন পর হত্যা করে ফেললেন।

শেষ পর্যন্ত এজাজের রক্ষীরা অস্ত্রত্যাগ করল। এর জন্য সুলতান আইউবিকে অনেক মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল। তাঁর সৈন্যসংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। এজাজবাসীরা প্রমাণ করেছে, তারা কাপুরুষ নয়। সুলতান আইউবি তৎক্ষণাৎ হাল্‌ব অবরোধ করে ফেললেন। হাল্‌বের অবস্থান এজাজের নিকটেই। এজাজের অগ্নিশিখা হাল্‌বাসীদের রাতেই আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তাদের জানা ছিল, নগরী রক্ষা করার মতো শক্তি তাদের নেই। এই নগরবাসীরাই তাঁকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল, যার ফলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই নগরীটা যেন একটা মৃত্যুপুরী।

অবরোধের দ্বিতীয় দিন আল-মালিকুস সালিহ'র এক দূত সুলতান আইউবির নিকট এল। সে যে-বার্তাটি নিয়ে এসেছে, সেটি সন্ধির প্রস্তাব নয়। সেটি ছিল একটি আবেগময় পয়গাম, যা সুলতান আইউবিকে নাড়িয়ে তুলল। বার্তাটি হলো, নুরুদ্দীন জঙ্গির কিশোরী কন্যা সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেয়েটার নাম শামসুন্নিসা। শামসুন্নিসা আল-মালিকুস সালিহ'র ছোট বোন। বয়স দশ-এগারো বছর। আল-মালিকুস সালিহ যখন হাল্‌ব চলে গিয়েছিলেন, তখন এই বোনটাও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাদের মা রজী' খাতুন বিনতে মুঈনুদ্দীন দামেশ্‌কেই থেকে গিয়েছিলেন। তিনি সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির সমর্থক ছিলেন।

সুলতান আইউবি দূতকে জবাব দিলেন, মেয়েটাকে নিয়ে আসো।

শামসুন্নিসা সুলতান আইউবির দরবারে এসে উপস্থিত হলো। তার সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহ'র দুজন সালার। সুলতান আইউবি নুরুদ্দীন জঙ্গির এতিম

www.pathagar.com

মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত অঝোরে কাঁদলেন। মেয়েটার হাতে আল-মালিকুস সালিহ'র লিখিত একটি বার্তা।

সুলতান আইউবি পত্রখানা হাতে নিয়ে খুলে পড়লেন। আল-মালিকুস সালিহ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি আইউবিকে 'সুলতান' মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যও বরণ করে নিয়েছেন। পত্রে তিনি এ-ও লিখেছেন, আমি গোমস্তগিনকে হত্যা করে ফেলেছি। তাই আপনি হাররানকেও নিজের রাজ্য ভাবতে পারেন।

'তোমরা মেয়েটাকে কেন সঙ্গে এনেছ?' – সুলতান আইউবি সালারদের জিজ্ঞেস করলেন – 'এই বার্তা তো তোমরা নিজেরাই নিয়ে আসতে পারতে?'

উত্তর সালারদেরই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা নিজেরা কিছু না বলে মেয়েটার দিকে তাকাল। জঙ্গীকন্যা সুলতান আইউবিকে বললেন– 'মামুজান, আমাদেরকে এজাজ দুর্গটা দিয়ে দিন এবং আমাদের হাল্‌বে থাকতে দিন। ভবিষ্যতে আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।'

সুলতান আইউবি ক্রুদ্ধ চোখে সালারদের প্রতি তাকালেন। তারা দাবি আদায়ের কৌশল হিসেবে জঙ্গির মেয়েটাকে সঙ্গে এনেছে!

'আমি এজাজ দুর্গ ও হাল্‌ব তোমাদের দিয়ে দিলাম শামসুন্নিসা!' – সুলতান আইউবি মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে আদেশ জারি করলেন, এজাজ দুর্গ থেকে আমাদের সৈন্যদের বের করে হাল্‌বের অবরোধ তুলে নেওয়া হোক। তিনি হাল্‌বের সালারদের বললেন– 'আমি এজাজ ও হাল্‌ব এই মেয়েটাকে দান করেছি। তোমরা কাপুরুষ, আত্মমর্যাদাহীন, বিশ্বাসঘাতক। তোমরা আমার বাহিনীতে থাকার উপযুক্ত নও।'

১১৭৬ সালের ২৪ জুন মোতাবেক ৫৭১ হিজরির ১৪ যিলহজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। সুলতান আইউবি এজাজ ও হাল্‌বকে সালতানাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং আল-মালিকুস সালিহকে স্বায়ত্বশাসন দান করলেন।

তার অব্যবহিত পর সাইফুদ্দীনও সুলতান আইউবির আনুগত্য মেনে নিলেন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

কিন্তু জাতির অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতক ও ঈমান নিলাকারীদের তৎপরতা যথারীতি অব্যাহত থাকল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশাল বিস্তৃত একটা কবরস্তান। সবগুলো কবর এখনও তরতাজা। উপরে মাটির স্তূপগুলো অগোছালো ও বিক্ষিপ্ত। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। কোনো-কোনো কবর একটা অপরটার সঙ্গে লাগোয়া। যুদ্ধক্ষেত্রের কবর এরূপই হয়। হামাত থেকে হাল্‌ব পর্যন্ত এরূপ তিনটা কবরস্তান গড়ে উঠেছে। এই সেদিনের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলটা এখন নির্জন-নিস্তব্ধ। এখানকার বাতাসে এখন শুধুই রক্তের গন্ধ। পাখিরা কিচিরমিচির করছে, শুকুনরা উড়ছে।

এমনি একটা কবরস্তান হাল্‌ব শহরতলির এজাজ দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত। কবরগুলোর মাটি এখনও আর্দ্র। সুলতান আইউবির ফৌজের শ্রদ্ধেয় ইমাম জনাকয়েক সৈন্যসহ সেখানে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পড়ছেন। দু'আশেষে যখন তিনি মুখমণ্ডলে হাত বোলাতে গেলেন, ততক্ষণে তাঁর দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেছে।

'এই ভূখণ্ড এখন বন্ধ্যা হয়ে যাবে। এখন আর এখানে সবুজ পাতা গজাবে না' – ইমাম বললেন – 'এখানে এক কুরআনের অনুসারীরা একে অপরের ঘাতক হয়ে গিয়েছিল। যে-মাটিতে ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত ঝরে, সেই মাটি শুকিয়ে যায়। এখানে আল্লাহু আকবার ধ্বনি আল্লাহু আকবর ধ্বনির মোকাবেলা করেছে। তারা সবাই মুসলমান ছিল। তারা একজন অপরজনের হাতে নিহত হয়েছে। হাশরের দিন তারা প্রত্যেকে একসঙ্গে উত্থিত হবে। মহান আল্লাহ তাদের বলবেন, তোমরা এক ভাই অপর ভাইয়ের যে-পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছ, সেই পরিমাণ রক্ত যদি তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের শত্রুদের ঝরাতে, তা হলে শুধু ফিলিস্তিন নয় – স্পেনও পুনরায় তোমাদের হাতে চলে আসত।'

ইতিমধ্যে কতগুলো ঘোড়ার পদশব্দ কানে আসতে শুরু করেছে। ইমামের সঙ্গে দণ্ডায়মান এক সৈনিক বলল– 'সুলতান আসছেন'। ইমাম মোড় ঘুরিয়ে তাকালেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি আসছেন। তাঁর সঙ্গে সালার ও রক্ষীবাহিনীর ছয়জন আরোহী।

কবরস্তানের কাছাকাছি এসে সুলতান আইউবি ঘোড়া থামালেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ইমামের কাছে এসে ফাতেহা পাঠ করে ইমামের সঙ্গে মোসাফাহা করলেন।

'মহামান্য সুলতান!' – ইমাম সুলতান আইউবিকে বললেন – 'এটা তো ঠিক যে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারাও মুসলমান ছিল। কিন্তু তাদের

www.pathagar.com

কবরে ফাতেহা পাঠ করা হবে, আমি তাদেরকে এর যোগ্য মনে করি না। তাদেরকে শহীদদের সঙ্গে দাফন না করা উচিত ছিল। আমাদের মুজাহিদগণ সত্যের পক্ষে লড়াই করেছে। কিন্তু আপনি তাদেরকে দুশমনের নিহতদের সঙ্গে দাফন করিয়েছেন।'

'যারা মিথ্যার পক্ষে লড়াই করেছে, আমি তাদেরকেও শহীদ মনে করি – সুলতান আইউবি বললেন – 'তারা তাদের শাসকদের প্রতারণার শহীদ। আমরা আমাদের সৈন্যদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছি। আর যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তাদের সম্রাটগণ আবেগময় স্লোগান ও মিথ্যা বার্তা শুনিয়ে তাদের অন্তরে মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাদের ইমামগণ পুরস্কার-উপঢৌকন নিয়ে সৈন্যদের বিভ্রান্ত করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়েছে। আমাদের মুসলমান শত্রুদের যারা পরে বুঝতে পেরেছিল, তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে, এখন তারা আমাদের সঙ্গে আছে। আর এই যারা মৃত্যুবরণ করেছে, আলো তাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি। রাজত্বের নেশায় বুঁদ-হওয়া-শাসকরা তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দিয়েছিল।

মুসলমান আমিরগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির দুশমন হয়ে গিয়েছিলেন। তারা খেলাফত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন শাসক হতে চেয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন নুরুদ্দীন জঙ্গির বালকপুত্র আল-মালিকুস সালিহ। দ্বিতীয়জন মসুলের আমির সাইফুদ্দীন গাজী। তৃতীয়জন হাররান দুর্গের অধিপতি গোমস্তগিন। শেষোক্তজন তো স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই ফেলেছিলেন। এই তিন নেতা প্রত্যেকের সৈন্যদের দ্বারা একটি বাহিনী গঠন করে নিয়েছিলেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে এসেছিলেন। খ্রিস্টানরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। তাদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের সুসম্পর্কের সূত্র কেবল এটুকু যে, এই প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা আপসে লড়াই করে-করে শেষ হয়ে যাবে কিংবা দুর্বল হয়ে পড়বে, যার ফলে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। রাজত্বের নেশা, খ্রিস্টানদের দেওয়া সম্পদ, সামরিক সাহায্য, মদ আর ইহুদিদের রূপসী মেয়েরা এই আমিরদের এমন অন্ধ করে তুলেছিল যে, তারা এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, যখন নুরুদ্দীন জঙ্গি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং সুলতান আইউবি এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে মিসর থেকে এসেছেন যে, তিনি খ্রিস্টানদের ইসলামি দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করে প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত না করে ফিরবেন না।

দেড় মাস যাবত হামাত থেকে হাল্‌ব পর্যন্ত এই বিশাল সবুজ ভূখণ্ডে মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাতে থাকল। শেষে বিজয় সত্যেরই হয়েছে। সুলতান আইউবি জয়লাভ করেছেন। দুশমনরা তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু সুলতানের চেহারায় আনন্দের সামান্যতম দ্যোতিও চোখে পড়ল না। জাতির সামরিক শক্তির বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এই হিসেবে এটা খ্রিস্টানদেরই জয় আর মুসলমানদের পরাজয়। খ্রিস্টানরা তাদের লক্ষ অর্জনে সফল হয়েছে। সুলতান আইউবি কয়েক বছরের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

১১৭৬ সালের জুন মাসের সেই দিনটিতে সুলতান আইউবি যখন এজাজ দুর্গের সন্নিকটস্থ বিশাল কবরস্তানে ইমামের সঙ্গে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন তার চেহারাটা ছিল বিমর্ষ। তিনি ইমামকে বললেন– 'প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর দু'আ করবেন, যেন আল্লাহ সেই লোকগুলোকে ক্ষমা করে দেন, যাদের চোখে পট্টি বেঁধে তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানো হয়েছে।'

সুলতান ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন এবং বিস্তৃত কবরস্তানটার প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'আল্লাহকে এত রক্তের হিসাব কে দেবে? এই পাপ আমার আমলনামায় লেখা না হয় যেন।'

সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'আমাদের জাতি আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করেছে। কাফেররা রাসূলের উম্মতের শক্তি ও চেতনায় এত বেশি ভীত যে, এই শক্তিকে নানা চিত্তাকর্ষী অস্ত্রের মাধ্যমে দুর্বল করে তুলতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই একটা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। তাদের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। মুসলমানদের দুর্বলতা-ই তাদের শক্তি। আমাদের কোনো-কোনো ভাই তাদের এই মাধ্যমটাকে বরণ করে নিয়েছে এবং গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

'আমরা যদি সেই পথ এখনই এবং এখানেই রুদ্ধ না করে দিই, তা হলে আমি ভবিষ্যৎকে যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, উম্মতে-রাসূলকে গৃহযুদ্ধ দ্বারা আত্মহত্যা করতে দেখতে পাচ্ছি। কাফেররা এখনকার মতো অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে-দিয়ে উম্মতকে আপসে লড়াতে থাকবে। গুটিকতক মানুষের উপর যখন উন্মত্ততা সওয়ার হয়, তখন তারা জাতিকে ক্রীড়নকে পরিণত করে তাদেরসহ ডুবে মরে। ক্ষমতা ও রাজত্বের মোহে মাতাল এই মানুষগুলো জাতির রক্ত এভাবেই ঝরাতে থাকবে। এই বিস্তৃত কবরস্তানটা দেখো। কবরগুলো গণনা করো। গুণে শেষ করতে পারবে না। আমরা পেছনে যেসব লাশ দাফন করে এসেছি, তাদেরও কোনো সংখ্যা নেই। এত রক্তের হিসাব আমি কার থেকে নেব? আল্লাহকে আমি এর কী জবাব দেব?'

'গৃহযুদ্ধের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে মাননীয় সুলতান!' – এক সালার বললেন – 'এখন সামনের চিন্তা করুন। বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদের ডাকছে। প্রথম কেবলা আমাদের পথপানে তাকিয়ে আছে।'

'কিন্তু আমাকে ডাকছে মিসর' – সুলতান আইউবি ঘোড়া হাঁকাতে-হাঁকাতে বললেন – 'ওদিক থেকে বড় উদ্বেগজনক খবরাখবর আসছে। ওখানে আমার

www.pathagar.com

স্থলাভিষিক্ত আমার ভাই। আমাকে অস্থিরতা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আমার থেকে গোপন রাখছে। আলী বিন সুফিয়ান ও নগরপ্রধান গিয়াস বিলবিসও আমাকে বিস্তারিত কিছু জানাচ্ছে না। শুধু এতটুকু সংবাদ পাঠাচ্ছে যে, দুশমনের গোপন নাশকতামূলক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে, আমরা যা প্রতিহত করার চেষ্টা করছি। পরশু দিনের দূত আমাকে জানিয়েছে, কায়রোতে নাশকতা দিন-দিন জোরদার হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমরা যে-শেখ সান্নানকে আসিয়াত দুর্গ থেকে উৎখাত করেছি, তার কোনো ঘাতকচক্র কায়রোতে নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে। দুজন কমান্ডার এমনভাবে খুন হয়েছে, তাদের শরীরে জখম বা আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না। মৃত্যুর পর লাশের সুরতহাল থেকে এই প্রমাণও পাওয়া যায়নি যে, তাদেরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এটা হাশিশিদের খুনের বিশেষ একটা পদ্ধতি।'

'তা আপনি বাহিনীকে কি এখানেই রেখে যাবেন, না-কি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?' এক সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'এ-বিষয়ে আমি এখনও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'কিছু সৈন্য নিয়ে যেতে পারি। ফৌজের প্রয়োজন এখানে বেশি। খ্রিস্টানরা মিসরে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা এজন্য জোরদার করেছে, যেন আমি ফিলিস্তিন-অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে মিসর ফিরে যাই। তাদের এই আকাঙ্ক্ষা আমি পূরণ হতে দেব না। তবে আমার মিসর যাওয়া খুবই জরুরি।'

◆◆◆

সুলতান আইউবির আশঙ্কা অমূলক ছিল না। ক্রুসেডারদের চিন্তাধারা ও প্রত্যয়-পরিকল্পনা তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ বোঝে না। যে-সময়ে তিনি ফাতেহা পাঠ করে কবরস্তান ত্যাগ করে নিজের সামরিক হেডকোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিলেন, ততক্ষণে শেখ সান্নান ত্রিপোলি পৌঁছে গেছে।

সঙ্গে তার ফেদায়িচক্র ও সেনাবাহিনী। কারও সঙ্গে কোনো অস্ত্র ছিল না। সুলতান আইউবি তাদের নিরস্ত্র করে বিদায় করে দিয়েছিলেন। ত্রিপোলি ও তার আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলটা এক খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ডের দখলে ছিল। শেখ সান্নান তার নিকট গিয়ে আশ্রয় নিল।

দুদিন পর রেমন্ড সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এদিক-ওদিক থেকে অন্যান্য খ্রিস্টান সম্রাটদের সভা আহ্বান করলেন। তারা যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলেন। খ্রিস্টান গোয়েন্দাপ্রধান হারমানও এসে হাজির হলেন। সভা শুরু হয়ে গেল।

'আপনারা আমাকে এই সূত্রে তিরস্কার করতে পারেন না যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে পরাজিত হয়ে এসেছি' – শেখ সান্নান বলল –

www.pathagar.com

'আপনারা জানেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর মতো লড়াই করতে জানি না। সুলতান আইউবির মোকাবেলা তো আপনাদের বাহিনীও করতে পারবে না। এমতাবস্থায় আমার ফেদায়িরা কীভাবে পারবে? এখন প্রয়োজন হচ্ছে, আপনারা আইউবির দুশমন মুসলমান আমিরদের সৈন্য দিন। কিন্তু তারা সকলে মিলেও তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

'শেখ সান্নান!' – রেমন্ড বললেন – 'আইউবির বিরুদ্ধে আমরা কী করব, সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে দিন। আপনার এ-ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। আপনি সর্বশেষ যে-চারজন লোক প্রেরণ করেছিলেন, তারাও ব্যর্থ হয়েছে। তারা ধরা পড়েছে এবং মারা গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবির উপর একটিও সংহারী আক্রমণ সফল হয়নি। তাতেই প্রমাণিত হয়েছে, আপনি শুধু অকেজো ও অকর্মা লোকদেরই প্রেরণ করেছেন, যাদের মারা যাওয়া কিংবা ধরা পড়ায় আপনার কোনোই ক্ষতি হতো না। আমরা আপনাকে যেসব সুবিধাদি প্রদান করেছি, সব বিফলে গেছে।

'কেবল একজন সালাহুদ্দীন আইউবির খুন না-হওয়ায় আপনাদের অর্থ বিনষ্ট হয়নি' – শেখ সান্নান বলল – 'আমি মিসরে সালাহুদ্দীন আইউবির যে-দুজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে হত্যা করিয়েছি, তাদেরও এই বিনিয়োগের হিসাবে রাখুন। সুদানে আপনাদের তিনজন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল, আমি তাদেরও কবরে পাঠিয়ে আপনাদের পথ পরিষ্কার করেছি। হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহ'র দুই সহযোগী সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। আপনাদের ইঙ্গিতে আমি তাদেরও খুন করিয়েছি। সর্বোপরি বর্তমানে মিসরে গোপন হত্যাকাণ্ডের যে-ধারা চলছে, সেটি কে চালু করেছিল? আপনারা একেও কি ব্যর্থতা বলবেন?'

'আইউবি কবে খুন হবে?' – ফরাসি ক্রুসেডার গাই অফ লুজিনান টেবিলে চাপড় মেরে বললেন – 'সালাহুদ্দীন আইউবির হত্যার আলোচনা করুন। আপনি নুরুদ্দীন জঙ্গিকে যে-বিষ প্রয়োগ করেছিলেন, সেই বিষ আইউবিকে কবে গেলাবেন?'

'সেই দিন, যেদিন সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যেমনটি হয়েছিল নুরুদ্দীন জঙ্গির সময়' – শেখ সান্নান বলল – 'জঙ্গি ভূমিকম্প-কবলিত লোকদের সাহায্যের জন্য একাকি ছুটে চলছিলেন। না তার নিজের কোনো চৈতন্য ছিল, না তার কোনো আমলার। তার জন্য খাবার কে রান্না করছিল, সেই খবর তাদের কারও ছিল না। এই সুযোগে আমি আপনার কথামতো তাকে হত্যার করার লক্ষ্যে যাদের প্রেরণ করে রেখেছিলাম, তারা তার খাদ্যে এই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। সেই বিষের ক্রিয়ায় জঙ্গির গলায় রোগ জন্ম নিয়েছিল। তিন-চারদিন পর তিনি মারা গেলেন। জঙ্গির ডাক্তার আজও বলছে, নুরুদ্দীন জঙ্গি গলার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবির খাবার পর্যন্ত পৌঁছা তো সম্ভব নয়।'

www.pathagar.com

'যে-পাচক আইউবির জন্য খাবার রান্না করে, আপনি কি তাকে ক্রয় করতে পারেন না?' – এক উর্দ্ধতন কমান্ডার জিজ্ঞেস করল।

'এর উত্তর আমার বন্ধু হারমান ভালো দিতে পারবেন।' শেখ সান্নান বলল এবং হারমানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

বিগত কাহিনীগুলোতে বহুবার হারমানের উল্লেখ এসেছে। লোকটা জার্মানির বাসিন্দা। আলী বিন সুফিয়ানের মতো একজন চৌকস গোয়েন্দা। নাশকতা ও চরিত্র বিধ্বংসের ওস্তাদ। মিসরে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল, সেসব এই হারমানেরই অপকর্ম। এই হারমানই চক্রান্তের মাধ্যমে সুলতান আইউবির কয়েকজন উর্দ্ধতন আস্থাভাজন কর্মকর্তাতে তাঁর প্রতিপক্ষ বানিয়েছিলেন। লোকটি মুসলিম শাসক ও জনগণের মনস্তত্ত্ব ও দুর্বলতাগুলো বেশ ভালো করে বুঝতেন এবং তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার কৌশল জানতেন। এক খ্রিস্টান সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সুদান, মিসর ও আরবের যেকোনো অঞ্চলের ভাষা হুবহু আঞ্চলিক ভঙ্গিতে বলতে পারতেন।

'শেখ সান্নান ঠিকই বলছেন' – হারমান বললেন – 'সালাহুদ্দীন আইউবির বাবুর্চিকে কেন ক্রয় করা যাবে না, সেই প্রশ্নের জবাব আমাকেই দিতে হবে। আইউবি মৃত্যুকে পরোয়া করেন না। অন্যথায় এত দিনে বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা ব্যাপার ছিল না। তিনি বিশ্বাসের জোরে বেঁচে আছেন। তাঁর খাদ্য-খাবারের কেউ তত্ত্বাবধান করল কি-না, তিনি তার কোনোই তোয়াক্কা করেন না। নিজের জীবনটাকে তিনি আল্লাহর উপর সোপর্দ করে রেখেছেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, তার মৃত্যু যে-দিনটিতে হবে বলে স্থির হয়ে আছে, ঠিক সেদিনই হবে এবং সেদিন কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবে না। তার রক্ষী ইউনিটের কমান্ডার, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা ও একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রীতিমত তার খাবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখে। মাঝে-মধ্যে ডাক্তারও এসে খাদ্য পরীক্ষা করে। এতসব কঠোর তত্ত্বাবধানের পরও আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, আইউবির বাবুর্চিসহ সকল কর্মচারী তার শিষ্য ও অনুরক্ত। তাদের অন্তরে রয়েছে তার অন্ধভক্তি ও অপার শ্রদ্ধা। আইউবি তাদেরকে নিজের চাকর মনে করেন না। তাদের সঙ্গে তিনি বন্ধু ও ভাইয়ের মতো আচরণ করেন। আমি পুরোপুরি একটা পরিসংখ্যান নিয়ে রেখেছি। আইউবির ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের কাউকে ক্রয় করা কিংবা সেই পরিমণ্ডলে কাউকে ঢোকানো সম্ভব নয়। তার লোকেরা সর্বক্ষণ তার চারপাশে মানবপ্রাচীর দাঁড় করিয়ে রাখে। এরা হলো আলী বিন সুফিয়ান, গিয়াস বিলবিস, হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ও যাহেদান। এরা এতই সুদক্ষ গোয়েন্দা যে, এদের চোখ মানুষের কলিজা পর্যন্ত দেখে ফেলে।'

'ইসলামের পতন' – ফিলিপ অগাস্টাস বললেন – 'আমি শতবার বলেছি, আমাদেরকে ইসলামের পতন ঘটাতে হবে। এটি এমন একটি ধর্ম, যে মানুষের আত্মকে কব্জা করে নেয়। কেউ ইসলামকে নিজের আদর্শ হিসেবে বরণ করে

www.pathagar.com

নিলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে পরাজিত করতে পারে না। সালাহুদ্দীন আইউবির চারপাশে মুসলমানদের যে-বেষ্টনিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ধর্ম-কর্মে তারা এতই পরিপক্ব যে, সোনা-দানা, হিরা-জহরত ও রূপসী নারী দ্বারা আপনারা এই বেষ্টনি ভেদ করতে পারবেন না। আপনারা যাদের ক্রয় করেছেন, তারা কাঁচা ঈমানের মুসলমান ছিল। দেখেছেন তো, সালাহুদ্দীন আইউবির কেমন ছোট-ছোট বাহিনী আমাদের বিশাল-বিশাল শক্তিশালী বাহিনীকে কীভাবে তছনছ করেছে! যেখানে আমাদের ঘোড়া ক্লান্তি ও পিপাসায় নির্জীব হয়ে পড়ে, সেখানে আইউবির সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়, যেন তাদের কোনো ক্লান্তি নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই।

'এই শক্তিকেই মুসলমানরা ঈমান বলে থাকে। আমাদেরকে তাদের ঈমান দুর্বল করতে হবে। তাদের এক দুজন আমির কিংবা উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে হাতে আনা নিঃসন্দেহে একটা সাফল্য হারমান! এ থেকে আপনি অনেক স্বার্থ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এমন একটা পন্থা আবিষ্কার করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে এই জাতিটার অন্তরে আপন ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রবীণ লোকদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করা সহজ হয় না। তাদের বংশধরকে শৈশব ও কৈশোরেই টার্গেট করে নাও। কাঁচা মস্তিষ্ককে তুমি নিজের ছাঁচে ঢেলে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পার। তাদের পশুবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করে তোলো।'

'ইহুদিরা এই কাজটা করে যাচ্ছে' – হারমান বললেন – 'আমি এই ময়দানে যা-কিছু করছি, তার ফলাফল ধীরে-ধীরে সামনে আসছে। আপনি এক-দুদিনে কারও বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারবেন না। এ-কাজে সময়ের প্রয়োজন।'

'এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকা উচিত' – ফিলিপ অগাস্টাস বললেন – 'আমি এই কামনা করব না যে, ফল আমাদের জীবদ্দশাতেই ফলতে হবে। আমি পূর্ণ আশাবাদী, আমরা যদি চরিত্র-ধ্বংসের এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখি, তা হলে এমন একটা সময় আসবে, যখন মুসলমান শুধুই নামের থাকবে। তাদের ধর্ম-কর্ম শুধুই একটা রেওয়াজে পরিণত হবে। চিন্তা-চেতনায় তারা হবে আমাদেরই লোক। আমাদের কাজ তারাই আঞ্জাম দেবে। তাদের চিন্তা-চেতনার উপর ক্রুশ জয়লাভ করবে।'

'শেখ সান্নান!' – রেমন্ড বললেন – 'আপনি যদি আসিয়াত দুর্গের পরিবর্তে আমাদের কাছে আরেকটা দুর্গ প্রার্থনা করেন, তা হলে এই মুহূর্তে আমরা তা দিতে পারব না। আপনার সঙ্গে আমাদের চুক্তি অটুট থাকবে। দুর্গ ছাড়া অন্য সকল সুযোগ-সুবিধা আপনি পেতে থাকবেন। আপনি যদি এসব সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখতে চান, তা হলে সমগ্র মিসরে বিশেষত কায়রোতে সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যা অব্যাহত রাখুন এবং সালাহুদ্দীন আইউবিরও হত্যাচেষ্টা চালু রাখুন।'

www.pathagar.com

'সালাহুদ্দীন আইউবির হত্যা সম্পর্কে আমি আপনাকে স্পষ্ট বলে দিতে চাই, এ-কাজে আমি আর একটি লোকও নষ্ট করব না' – শেখ সান্নান বলল – 'আইউবিকে হত্যা করা সম্ভব হবে না। আমি আমার দামি-দামি অনেক ফেদায়ি বিনষ্ট করেছি। আপনারা আমাকে বলার অনুমতি দিন যে, সুলতান আইউবি আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। আমি যখন তার হাতে অস্ত্রসমর্পণ করি, তখন আমার আশঙ্কা ছিল, আমি তার উপর একাধিকবার যে-সংহারী আক্রমণ করিয়েছি, তার প্রতিশোধে তিনি আমাকে এবং আমার গুরুত্বপূর্ণ ফেদায়িদের খুন করে ফেলবেন। কিন্তু তিনি আমাকে ও আমার লোকদেরকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। তারপরও আমার ধারণা ছিল, তিনি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছেন – যেইমাত্র আমরা পিঠ ফেরাব, অমনি আমাদের উপর তিরবৃষ্টি চালাবেন কিংবা আমাদের উপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকাবেন। এখন আপনারা আমাকে জীবিত দেখতে পাচ্ছেন। আমি আমার সকল কর্মী ও সমগ্র বাহিনীসহ আপনাদের সম্মুখে জীবিত উপস্থিত আছি। আপনারা আমার সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিন। আমি আইউবিহত্যার মিশন থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি। তবে কায়রোতে আমাদের লোকদের কর্মতৎপরতা আপনাদের হতাশ করবে না।'

'কায়রোতে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যা সালাহুদ্দীন আইউবিকে মিসর ফিরে যেতে বাধ্য করবে' – হারমান বললেন – 'আমি অতি তাড়াতাড়ি সুদানীয় মিসরের সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর আক্রমণের ধারা শুরু করে দেব। মিসরের উপর বড় কোনো আক্রমণ পরিচালনা করা যাবে না। তবে আক্রমণের ধোঁকা দিতে হবে, যেন আইউবি মিসর ফিরে যেতে বাধ্য হন।'

হারমান গুপ্তচরবৃত্তিতে অভিজ্ঞ। কিন্তু তার জানা নেই, আজকের এই সভায় যে-কর্মচারীরা মদ ও খাদ্যদ্রব্য আনা-নেওয়া ও পরিবেশন করছে, তাদের একজন সুলতান আইউবির গুপ্তচর। ফরাসি বংশোদ্ভূত এই লোকটির নাম ভিক্টর। তা ছাড়া তাদের মধ্যে রাশেদ চেঙ্গিস নামক একজন তুর্কি মুসলমানও আছে, যে নিজেকে গ্রীক খ্রিস্টান দাবি করে এই চাকরিতে নিয়োগ লাভ করেছে। এই লোকটিও সুলতান আইউবির গোয়েন্দা। এই যেসব বিশেষ কর্মচারী সভা-সমাবেশ ও ভোজ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মদ-খাবার পরিবেশন করছে, খ্রিস্টানদের অতিশয় বিচক্ষণ গোয়েন্দাপ্রধান হারমান গভীর যাচাই-বাছাই করে তাদের নিয়োগ দিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, সুলতান আইউবি সর্বত্র গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে রেখেছিলেন। খ্রিস্টানদের ভিতরকার গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো তথ্য সময়ের আগেই তিনি পেয়ে যেতেন। এবার শেখ সান্নানের এই কনফারেন্সের সব কথোপকথন তাঁর দুজন গুপ্তচর শুনে ফেলেছে। এখন দিনকয়েকের মধ্যেই এসব তথ্য নিয়ে তাদেরকে সুলতান আইউবির কাছে পৌঁছে যেতে হবে।

www.pathagar.com

♦♦♦

মিসরে নাশকতামূলক তৎপরতা বেড়ে গেছে। সেনাবাহিনীর নায়েব সালারের এক স্তর নিচের এক কমান্ডারকে নগরীর বাইরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি সন্ধ্যার পর বাসা থেকে বেরিয়ে রাতে আর ঘরে ফেরেননি। সকালে তার লাশ পাওয়া গেল। তার শরীরে কোনো জখম ছিল না, কোনো আঘাতও নয়। তদন্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে নিহতের পায়ের ছাপ ছাড়া অন্য আরও দুটা ছাপ দেখতে পেলেন। চাল-চলনে এই কমান্ডার সকলের প্রশংসনীয় ছিলেন। তার গতিবিধি ভুল কিংবা সন্দেহভাজন লোকদের মতো ছিল না। তার একজনই স্ত্রী ছিল, যে তার ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ছিল। তার এই মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো ক্লু বের করা সম্ভব হয়নি।

তিন-চারদিন পর একই পদমর্যাদার অপর এক সেনাকমান্ডারকে ঠিক একইভাবে ভোরে নিজকক্ষে মৃত পাওয়া গেল। তিনি ব্যারাকের একটা কক্ষে থাকতেন। পুরোপুরি ভালো মানুষ ছিলেন। তার বন্ধুমহলে তারই ইউনিটের কিছু লোক ছিল। তাদের কারও সঙ্গেই তার কোনো দ্বন্দ্ব-বিবাদ ছিল না। হত্যাকাণ্ডের বাহ্যিক কোনো কারণ ছিল না। ঘটনাটাকে হত্যাকাণ্ড বলাও যায় না। শরীরে জখম কিংবা আঘাতের সামান্যতম চিহ্নও নেই।

সরকারি ডাক্তার লাশটা দেখেছেন। লাশের ঠোঁটের এককোণে একটুখানি লালা ছিল। ডাক্তার লালাটুকু বাটিতে নিয়ে এক টুকরো গোশতের সঙ্গে মিশিয়ে একটা কুকুরকে খেতে দিলেন। তারপর কুকুরটা নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখলেন এবং পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। কিন্তু কুকুর অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করল না। ডাক্তার সারাটা রাত জেগে কুকুরটার প্রতি দৃষ্টি রাখলেন। মধ্য রাতের পর কুকুরটা রশির সীমানা পর্যন্ত চারদিক আরামের সঙ্গে পায়চারি করতে শুরু করল। অনেকক্ষণ পায়চারি করার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল এবং লুটিয়ে পড়ে গেল। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, কুকুরটা মরে গেছে। ডাক্তার রিপোর্ট করলেন, কমান্ডার দুজনকে এমন এক প্রকার বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে, যাতে কোনো তিক্ততা থাকে না, যা খেলে মানুষ অতিশয় আরামের সঙ্গে মারা যায়।

গোয়েন্দারা উভয় কমান্ডার সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান চালাল। জানবার চেষ্টা করা হলো, জীবনের শেষ দিনটিতে তারা কার-কার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, কোথায়-কোথায় গেছেন এবং কার সঙ্গে আহার করেছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো তথ্যই পাওয়া গেল না। কমান্ডারের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু তাকেও সন্দেহের চোখে দেখবার কোনো কারণ ছিল না। উভয় কমান্ডারই খাঁটি মুসলমান ছিলেন। সুলতান আইউবি স্বয়ং একযুদ্ধে তাদের কমান্ড ও বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন। তারা ছিলেন সীমান্ত-বাহিনীর কমান্ডার। কয়েকজন সুদানিকে তারা সীমান্তের ওপার থেকে গ্রেফতারও করেছিলেন।

www.pathagar.com

সুদানিরা তাদের মোটা অংকের ঘুষের অফার দিয়েছিল। কিন্তু তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অল্প কদিন পরই তাদের নায়েব সালার পদে উন্নীত হওয়ার কথা ছিল।

আলী বিন সুফিয়ান সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, এই দুটি হত্যাকাণ্ড খ্রিস্টান নাশকতাকারীদেরই কাজ এবং ঘাতকরা ফেদায়িচক্রের সদস্য। তিনি বললেন, দুশমন এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যার ধারা শুরু করে দিয়েছে। সকল কমান্ডার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, যেন তারা অপরিচিত কিংবা সন্দেহভাজন কারও হাত থেকে কিছু না খায় এবং কেউ অযাচিতভাবে বন্ধুত্ব গড়তে চাইলে বা কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করলে যেন তাকে ধরিয়ে দেয়।

মিসরের গোয়েন্দা বিভাগ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় কমান্ডারের হত্যাকাণ্ডের সাত দিন পর একরাতে হঠাৎ সেনাছাউনিতে আগুন ধরে গেল। হাজার-হাজার তাঁবু একস্থানে স্তূপ করে রাখা ছিল। প্রহরাও ছিল। কিন্তু তারপরও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গেল। এটিও নাশকতামূলক কাজ। সেখানে আকস্মিকভাবে আগুন ধরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই এলাকায় আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ ছিল এবং এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে পালিত হতো।

এসব ঘটনা ছাড়াও আরও রহস্যজনক বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল। সীমান্ত-বাহিনীগুলোকে অধিকতর সতর্ক করে দেওয়া হলো। সুদানের দিকে সীমান্তের ভিতরে গোপনে লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল। তাদের বেশ কজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

আলী বিন সুফিয়ান তার ইন্টেলিজেন্সকে আরও বেশি ছড়িয়ে দিলেন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক সতর্ক করে দিলেন।

◆◆◆

কায়রো থেকে সামান্য দূরে নীলনদের কূলে একটা পাহাড়ি এলাকা। এই অঞ্চলেরই কোনো একস্থানে ফেরাউনি আমলের একটা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। ইতিপূর্বে একাধিক ঘটনায় খ্রিস্টান ও সুদানি সন্ত্রাসীরা এই পতিত প্রাসাদগুলোকে তাদের গোপন আস্তানারূপে ব্যবহার করেছিল। মিসরে এরূপ পরিত্যক্ত পুরোনো জীর্ণ প্রাসাদের সংখ্যা অনেক। পাহাড়ি এলাকাটাকে নজরে রাখার জন্য বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে আলী বিন সুফিয়ান তাঁর গোয়েন্দাদের নিয়োজিত করেছিলেন। এখানকার খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা দু-তিন মাসে আলী বিন সুফিয়ানের ছয়-সাতজন দক্ষ গোয়েন্দাকে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় গুম করে ফেলেছে।

এরা মিসরের সেইসব গুপ্তচর, যারা খ্রিস্টান গুপ্তচরদের পাকড়াও করার যোগ্যতা রাখত। কিন্তু এখন তাঁরা নিজেরাই ধরা কিংবা মারা পড়ছে। আশঙ্কার

www.pathagar.com

ব্যাপার হলো, যদি তারা ধরা-ই পড়ে থাকে, তা হলে খ্রিস্টানরা তাদেরকে ফেদায়িদের হাতে তুলে দিয়ে মিসরেরই সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করবে। তার চেয়েও বড় শঙ্কাটা হলো, দুশমনের গোয়েন্দারা কায়রোর গোয়েন্দাদের চিনে ফেলেছে। গুপ্তচরবৃত্তির এই যুদ্ধে দুশমন জয়লাভ করছে। আলী বিন সুফিয়ান এখন উচ্চপর্যায়ের গোয়েন্দা-কর্মকর্তাদের ব্যবহার শুরু করেছেন। তাদের একজন হলেন মাহ্‌দি আল-হাসান, যিনি ফিলিস্তিন ও ত্রিপোলিতে গুপ্তচরবৃত্তি করে এসেছেন। ইনি দুর্দান্ত সাহসী ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা। আলী বিন সুফিয়ান উপকূলীয় এই পাহাড়ি এলাকাটার দেখা-শোনার দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত করলেন।

এলাকাটার ভিতরে একটিমাত্র পথ আছে। পিছনে নদী। অন্য তিনদিকে পাহাড় আর টিলা। অভ্যন্তর সবুজ গাছপালায় ঠাসা। কোথাও-কোথাও পানির ঝিলও আছে।

রিপোর্ট আছে, পাহাড়ের ভিতরে সন্দেহভাজন কিছু মানুষ যাওয়া-আসা করছে। কেউ ফেরাউনদের কোনো ভবন বা তার ধ্বংসাবশেষ দেখেনি। কিন্তু মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, ভিতরে কোথাও-না-কোথাও এমন কিছু অবশ্যই আছে। ফেরাউনরা এখানে কিছু-না-কিছু অবশ্যই নির্মাণ করে থাকবে, যা আজও বর্তমান আছে। মোটকথা, এলাকাটা সন্ত্রাসী আস্তানার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা বটে।

মাহ্‌দি আল-হাসান এক-দুটা উট আর কয়েকটা ভেড়া-বকরি নিয়ে মরু যাযাবর কিংবা রাখালের বেশে সেখানে যাওয়া-আসা করতেন। পশুগুলো এদিক-ওদিক চরে বেড়াত আর তিনি ঘোরাফেরা করতেন। তিনি কিছুদূর পর্যন্ত ভিতরকার এলাকা দেখেছেন। সে পর্যন্ত তিনি কিছুই দেখতে পাননি। অনেকখানি ভিতরে একটা পর্বত এমন আছে, যার পাদদেশে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরে একটা কুদরতি সুড়ঙপথের মুখ আছে। মাহ্‌দি আল-হাসান এই সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। সুড়ঙ্গটা এত উঁচু ও প্রশস্ত যে, তার মধ্য দিয়ে উট চলাচল করতে পারে। সুড়ঙ্গটা সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। মাহ্‌দি আল-হাসান সুড়ঙ্গের অপর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে সংকীর্ণ একটা উপত্যকা, যেখানে কোনো আস্তানা তৈরি হতে পারে না। সুড়ঙ্গটা অনেক লম্বা। ভিতরে ডানে-বাঁয়ে দেওয়ালের গায়ে গুহার মতো তৈরি হয়ে আছে। এমন বড়-বড় পাথরও আছে, যেগুলোর আড়ালে মানুষ অনায়াসে লুকোতে পারে।

মিসরি গোয়েন্দা মাহ্‌দি আল-হাসান, আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট করেছেন, আমি যতদূর পর্যন্ত গিয়েছি, কোনো সন্দেহজনক স্থান চোখে পড়েনি এবং যতবার গিয়েছি, একজন মানুষও ভেতরে যেতে কিংবা ভেতর থেকে বের হতে দেখিনি। আলী বিন সুফিয়ান তাকে বলে দিলেন, যেন তিনি সারা দিন সেখানে অতিবাহিত করেন এবং বেশি ভেতরে না যান। কারণ, তাতে ক্ষতির

www.pathagar.com

আশঙ্কা বিদ্যমান। আলী বিন সুফিয়ান তাকে এও বলে দিলেন, মাঝে-মধ্যে উটে সওয়ার হয়ে রাতেও চলে যাবেন। যদি কোনো মানুষের মুখোমুখি হয়ে পড়েন, তা হলে বলবেন, আমি কায়রো যাচ্ছি। নিজেকে কৃষাণ বলে দাবি করবেন।

আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশনা অনুসারে মাহ্‌দি আল-হাসান রাতেও সেখানে গিয়েছেন। একরাতে তিনি কারও পলায়নপর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। কোনো বন্য পশুও হতে পারে কিংবা মানুষও হতে পারে। মাহ্‌দি আল-হাসান আর সম্মুখে অগ্রসর হননি। কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই মাহ্‌দি আল-হাসান দু-তিনটা উট ও গোটা কতক ভেড়া-বকরি নিয়ে সেখানে চলে যান। পশুগুলোকে উন্মুক্ত ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকেন। জায়গাটা সবুজ-শ্যামল। ঝোপ-ঝাড়, ঘাস ও বন্য ফল-বীচি সবই আছে। খানিক সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর তার একজন মানুষ চোখে পড়ল। লোকটা একস্থানে মাথানত করে বসে আছে। পরনে মূল্যবান চোগা। মুখে লম্বা দাড়ি। মাথায় দামি পাগড়ি। মাহ্‌দি আল-হাসান ধীরে-ধীরে লোকআর দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন। কারও আগমন আঁচ করে লোকটা মাথা তুলে তাকালেন।

বেশ-ভুষা ও চলন-বলনে মাহ্‌দি আল-হাসান একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো। তিনি ধীর পায়ে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

লোকটার হাতে একটা থলে। থলেটা কাঁচা সবুজ পাতায় ভর্তি। অপর হাতে একটা গাছের তাজা ডাল।

'কী তালাশ করছেন চাচা?' – মাহ্‌দি আল-হাসান বোকার মতো হেসে গেঁয়ো মানুষের ঢংয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'কিছু হারিয়েছেন কি? বলুন; আমিও খুঁজি।'

'আমি হাকীম' – লোকটা বলল – 'গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, গোটা-দানা এসব খুঁজে ফিরছি। এসব ঔষধ তৈরিতে লাগে।'

চেহারা দেখে মাহ্‌দি আল-হাসান লোকটাকে চিনে ফেললেন। কায়রোর বিখ্যাত হাকীম। তিনি সঠিক উত্তরই দিয়েছেন যে, লতা-পাতা তালাশ করছেন। এসব দিয়েই হাকীমরা ঔষধ বানায়।

'তা তুমি এখানে কী করছ?' – হাকীম জিজ্ঞেস করলেন – 'কোথায় থাকো?'

'ওই তো সামান্য দূরে' – মাহ্‌দি আল-হাসান জবাব দিলেন – 'পরিবারের সঙ্গে থাকি। এখানে পশু চরাতে এসেছি।'

'দানাগুলো দিয়ে কী রোগের ঔষধ বানাবেন?' মাহ্‌দি আল-হাসান জিজ্ঞেস করলেন।

'কোনো-কোনো রোগ এমন হয়ে থাকে যে, রোগী নিজেও জানে না, তার অসুখ হয়েছে।'

ইনি দেশের বিখ্যাত হাকীম। দূর-দূরান্ত থেকে রোগী আসে তার কাছে। এখানে তার দেখা পাওয়া মাহ্‌দি আল-হাসানের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

www.pathagar.com

মানুষের একটা দুর্বলতা হলো, অনেক সময় মানুষ রোগাক্রান্ত না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রোগী মনে করে। সব মানুষই দীর্ঘ আয়ু, সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তির প্রত্যাশা রাখে। কোনো মানুষই নিজেকে শক্তিহীন ভাবতে চায় না। মাহ্‌দি আল-হাসানও তেমনি একজন মানুষ। শরীরে হয়ত সাধারণ কোনো সমস্যা ছিল, যা থাকে সব মানুষেরই। এত বড় একজন হাকীমের সঙ্গে দেখা। সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

মাহ্‌দি আল-হাসান হাকীমকে রোগের কথা জানালেন। হাকীম তাঁর শিরায় হাত রাখলেন। তারপর নিরীক্ষার সঙ্গে চোখদুটো দেখলেন। এমনভাবে তাকালেন, যেন তার চোখে বিস্ময়কর কিছু দেখেছেন। তারপর লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করলেন।

হাকীমের চেহারায় বিস্ময়ের লক্ষণ।

'তুমি কি আমার দাওয়াখানায় আসতে পার?' – হাকীম জিজ্ঞেস করলেন – 'শহরে আসো।'

'আমি খুবই গরির মানুষ' – মাহ্‌দি আল-হাসান বললেন – 'আপনাকে পয়সা দেব কোত্থেকে?'

'তুমি এখনই আমার সঙ্গে চলো' – হাকীম বললেন – 'আমার উট ওদিকে চরে বেড়াচ্ছে। তোমারও উট আছে। আমাকে তোমার পয়সা দিতে হবে না। ধনীদের থেকে অনেক টাকা নিয়ে থাকি। গরিবের চিকিৎসা বিনামূল্যে করি। তোমার রোগ এখনও সাধারণ। কিন্তু বেড়ে যেতে পারে। আমার অন্য একটা সন্দেহও হচ্ছে।'

মাহ্‌দি আল-হাসান এখন ডিউটিতে আছেন। বৃদ্ধের কাছে আসা এবং তার সঙ্গে কথা বলাও তার কর্তব্যেরই অংশ। সাধারণ একটা রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি ডিউটি ত্যাগ করতে পারেন না। তিনি হাকীমকে বললেন– 'আমি সন্ধ্যায় আপনার দাওয়াখানায় আসব। হাকীম মাহ্‌দি আল-হাসানকে নিজের দাওয়াখানার ঠিকানা বলে দিলেন। মাহ্‌দি আল-হাসান পূর্ব থেকেই দাওয়াখানাটা চেনেন। তবু না জানার ভানই দেখালেন।

◆◆◆

সন্ধ্যার পর মাহ্‌দি আল-হাসান এই বেশেই হাকীমের দাওয়াখানায় চলে গেলেন। উটটা সঙ্গে রাখলেন, যাতে হাকীম চিনতে পারেন। হাকীমের প্রতি তার কোনো সংশয় নেই। হাকীমরা গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা তালাশ করে ফেরেন তা তার জানা আছে। সেই সুবাধে এই হাকীমেরও উক্ত পার্বত্য এলাকায় যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া বাস্তবিকই তার বিশ্বাস জন্মে গেছে, তার এই সাধারণ রোগটা একসময় গুরুতর কোনো ব্যাধিতে পরিণত হতে পারে। হাকীম তাকে আবারও দেখলেন এবং খুব ভালো করে দেখলেন এবং

www.pathagar.com

বললেন– 'আমি তোমাকে ঔষধ দিচ্ছি। যদি এতে ভালো না হও, তা হলে অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমার ব্যাপারে আমার আরেকটা সন্দেহ আছে।'

মাহ্‌দি আল-হাসান জিজ্ঞেস করলেন– 'কী সন্দেহ?'

'কামনা করি, আমার সন্দেহ সঠিক না হোক' – হাকীম বললেন – 'তুমি সুদর্শন যুবক। পাহাড়-উপত্যকায় ঘুরে বেড়াও। যেখানে আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, জায়গাটা ভালো নয়। ওখানে প্রেতাত্মারা বাস করে। তাদের কতিপয় ফেরাউনি আমলের রূপসী মেয়েদের প্রেতাত্মা। ফেরাউনরা তাদের জোরপূর্বক নিজেদের কাছে রেখেছিল এবং ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ বানিয়েছিল। পরে তাদের স্থলে অন্য মেয়েদের পেয়ে তাদের মেরে ফেলেছিল। আত্মা বৃদ্ধ হয় না – সব সময় যুবকই থাকে। তাদেরই আত্মারা এই সবুজ ভূখণ্ডে ঘুরে বেড়ায়। আমার সন্দেহটা হচ্ছে, তোমার আকার-গঠন ফেরাউনদের আমলের এক যুবকের সঙ্গে মিল খায়, যাকে সেকালের এক সুন্দরী যুবতী ভালবাসত। কিন্তু মেয়েটা কোনো এক ফেরাউনের হাতে পড়ে গিয়েছিল। তুমি ওখানে যাওয়া-আসা করছ। ওই মেয়েটার প্রেতাত্মা তোমাকে দেখে ফেলেছে। সে তোমাকে কামনা করছে।'

'ও আমার কোনো ক্ষতি করবে না তো?' – মাহ্‌দি আল-হাসান হাকীমের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে খানিকটা ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'প্রেতাত্মদের বন্ধুত্ব তো ভালো হয় না। তা আপনি কি আমাকে তার থেকে বাঁচাতে পারবেন?'

'আমার সন্দেহ অমূলকও হতে পারে' – হাকীম বললেন – 'আগে ঔষধ দেব। তাতে সুস্থ্য না হলে তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেব। প্রেতাত্মা থেকে মুক্তি লাভের এ-ও একটা পন্থা। তখন আর সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

মাহ্‌দি আল-হাসান যোগ্য ও বিচক্ষণ গুপ্তচর বটে; কিন্তু আলেম নন। সাধারণ মানুষের মতো তারও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস আছে। এ-জাতীয় শোনা ঘটনাবলিতে তার বিশ্বাস আছে। হাকীমের এক-একটা শব্দ তার মনের মাঝে গেঁথে গেছে। প্রেতাত্মার ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

মাহ্‌দি আল-হাসান হাকীমের কাছে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নয় – চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। হাকীম তাকে সান্ত্বনা দিলেন, যেন তিনি চিন্তা না করেন। কিন্তু চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। হাকীম তাকে এক ডোজ ঔষধ দিয়ে বলে দিলেন, এই ঔষধটুকু রাতে শোওয়ার আগে খাবে।

মাহ্‌দি আল-হাসান ঔষধ সেবন করে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখে ঘুম এসে পড়ল। তিনি গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেলেন। এর আগে কখনও তার এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসেনি।

সকালে চোখ খোলার পর অনুভব করলেন, মনটা তাঁর অস্বাভাবিক উৎফুল্ল। তিনি সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ানের কাছে গেলেন; কিন্তু হাকীমের ঘটনা কিছুই

www.pathagar.com

বললেন না। এটা বলার মতো কোনো বিষয় নয়। কেননা, হাকীম সন্দেহভাজন কেউ নন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত একজন চিকিৎসক। ফৌজ ও প্রশাসনের বড়-বড় অফিসাররাও তাঁর থেকে চিকিৎসা নেন। তিনি তাবিজ-কবচও দিয়ে থাকেন এবং জিন-ভূতও তাড়ান। আলী বিন সুফিয়ান মাহ্‌দি আল-হাসানকে বললেন, আপনি সেখানে যান। কোন সন্দেহভাজন মানুষ অবশ্যই পেয়ে যাবেন। তিনি মূলত নাশকতাকারীদের আস্তানা খুঁজে ফিরছেন।

মাহ্‌দি আল-হাসান ডিউটিতে চলে গেলেন। পথে হাকীমের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। সেই রাখালের বেশ, রাখালের পোশাক। হাকীমকে বললেন, এই সাতসকালে আপনাকে জানাতে এসেছি, আজ রাত আমার গভীর ঘুম হয়েছে এবং ঔষধ খাওয়ার পর থেকে মনটা এত উৎফুল্ল ও তরতাজা যে, পূর্বে কখনও এমনটি হয়নি।

'যদি বিকাল পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে, তা হলে তোমার অন্য কোনো সমস্যা নেই' – হাকীম বললেন – 'সন্ধ্যায় আবার এসো।'

মাহ্‌দি আল-হাসান উঠে ডিউটিতে চলে গেলেন।

মাহ্‌দি আল-হাসান এই সবুজ-শ্যামল এলাকায় বহুদিন যাবৎ যাওয়া-আসা করছেন এবং গোটা দিন অবস্থান করছেন। বহুবার রাতেও গিয়েছেন। কিন্তু এবার হাকীমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার জায়গাটার নামে ভয় অনুভূত হতে শুরু করেছে।

হাকীম তাকে বলেছিলেন, প্রেতাত্মা তার কোনো ক্ষতি করবে না। কারণ, প্রেমের টানে সে তার আত্মার কাছে আসা-যাওয়া করছে। তবু অদেখা রহস্যময় সৃষ্টির প্রতি মানুষের ভীতি সহজাত। মাহ্‌দি আল-হাসানের মনে হতে লাগল, প্রেআত্মরা তার চারপাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। মাহ্‌দি আল-হাসান সাহসী সুপুরুষ। তিনি মন থেকে ভয় দূর করে ফেলার চেষ্টা শুরু করলেন এবং হাকীম তাকে যে-প্রেতাত্মার উল্লেখ করেছিলেন, তাকে কল্পনায় স্থান দিতে শুরু করলেন। এই কল্পনায় তিনি শান্তি পেলেন এবং এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করলেন।

হঠাৎ মাহ্‌দি আল-হাসান অনুভব করলেন, তার মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দ নির্জীব হয়ে যাচ্ছে এবং মনটা ভীতিতে ছেয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজেকে সামলে নেওয়ার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভয় বাড়তেই থাকল এবং হাকীমকে যে-সমস্যার কথা বলেছিলেন, তা আগের তুলনায় বেড়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ হাকীমের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডিউটি ত্যাগ করে যাওয়া সম্ভব তো নয়।

মাহ্‌দি আল-হাসান সহ্য করতে থাকলেন। বহু সময় পর তার মনের ভয় দূর হতে শুরু করল এবং ধীরে-ধীরে গত কাল ওষুধ সেবনের আগে যে-অবস্থাটা

www.pathagar.com

ছিল, সেই অবস্থায় ফিরে এলেন। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করল, এটা প্রেতাত্মারই আছর।

দিন কেটে গেছে। মাহ্‌দি আল-হাসান উট ও ভেড়া-বকরিগুলোকে জড়ো করে সেইস্থানে নিয়ে গেলেন, যেখানে প্রতিদিন নিয়ে রাখেন। তারপর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে শহরে হাকীমের কাছে চলে গেলেন। হাকীমকে নিজের মনের এই পরিবর্তনের কথা জানালেন। হাকীম প্রেতাত্মার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু আরও একদিন ওষুধ সেবন করে দেখার পরামর্শ দিয়ে গতকালের ওষুধটাই আরেক ডোজ দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

মাহ্‌দি আল-হাসান রাতে শোওয়ার আগে ওষুধটা সেবন করলেন। গত রাতের মতো আজও তার গভীর ঘুম হলো এবং সকালে ঝরঝরা শরীর-মন নিয়ে জাগ্রত হলেন। নিত্যদিনের মতো তিনি আলী বিন সুফিয়ানের নিকট গমন করলেন এবং সেখান থেকে ডিউটিতে চলে গেলেন।

মাহ্‌দি আল-হাসানের শরীরটা এখন ভালো। মন-মানসিকতায় প্রেতাত্মার কল্পনা প্রবল। কিন্তু আধা দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রফুল্লতা হ্রাস পেতে শুরু করল এবং ধীরে-ধীরে সবটুকু নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তদস্থলে ভীতি ও নির্জীবতা এসে ভর করল। তিনি ভাবনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং পায়চারি শুরু করলেন। কিন্তু পরে আবার ধীরে-ধীরে সব ঠিক হতে লাগল। তার কানে এমন একটা শব্দ ভেসে এল, যেন দূরে কোথাও এক নারী কাঁদছে। কান্নার শব্দ প্রথমে উঁচু হয়ে পরে আবার ক্ষীণ হতে-হতে স্তিমিত হয়ে গেল।

মাহ্‌দি আল-হাসান যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি ভাবলেন, এটা কোনো এক প্রেতাত্মার কান্না হবে। হতে পারে এটা সেই প্রেতাত্মা, যার কথা হাকীম বলেছিলেন।

তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলবেন বলে মনস্থ করলেন। কিন্তু হাকীম তো বলেননি, প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলা উচিত কি উচিত নয়। তিনি যদি অন্য কোথাও কোনো নারীর কান্নার শব্দ শুনতেন, তা হলে পরিস্থিতি যেমনই হোক তার সাহায্যে ছুটে যেতেন। কিন্তু এখানে তো জীবন্ত কোনো নারীর অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। এটা যে ফেরাউনি আমলের প্রেতাত্মার ক্রন্দন!

সন্ধ্যায় মাহ্‌দি আল-হাসান আগের দিনের মতো হাকীমের কাছে চলে গেলেন এবং তাকে অবস্থা জানালেন। নারীকণ্ঠের ক্রন্দন শোনার ঘটনাও অবহিত করলেন। হাকীম কিছুক্ষণের জন্য গভীর চিন্তায় হারিয়ে গেলেন। পরে মাথা তুলে বললেন– 'আমার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে। এটা প্রেতাত্মা। তবে তুমি ভয় পেও না। আমি এখনই তোমাকে একটা তাবিজ দেব। তারপর প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞেস করব, সে কী চায়? তারপর যা করার

www.pathagar.com

করব। তবে তোমাকে ভয় পাওয়া চলবে না। এই প্রেতাত্মাটা তোমাকে ভালবাসে। তাই সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তুমি ওখানে যেতে থাকো। তবে তার থেকে পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু সে তোমার ক্ষতি করবে।'

হাকীম মাহ্‌দি আল-হাসানকে একটা তাবিজ দিলেন। তিনি তাবিজটা বাহুতে বেঁধে নিলেন।

'অবশিষ্ট কাজ রাতে করব' – হাকীম বললেন – 'কাল সকালে আমার কাছে চলে এসো। তখন আমি তোমাকে প্রেতাত্মা সম্পর্কে ধারণা দেব। তুমি যে-কান্নার আওয়াজ শুনেছ, তা সেই প্রেতাত্মারই কান্না। এই প্রেতাত্মা শয়তান নয়। তারপরও আমি চেষ্টা করব, তোমাকে তার থেকে রক্ষা করা যায় কি-না।'

মাহ্‌দি আল-হাসান হৃদয়ে অস্থিরতা ও উত্তেজনা নিয়ে ফিরে গেলেন।

পরদিন মাহ্‌দি আল-হাসান আলী বিন সুফিয়ানের পক্ষ থেকে আরও কিছু নির্দেশনা লাভ করলেন। তিনি পালিয়ে-পালিয়ে হাকীমের নিকট চলে গেলেন। হাকীম যেন তারই অপেক্ষায় বসে আছেন। মাহ্‌দি আল-হাসানকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

'সে তোমার সঙ্গে একটিবারের জন্য সাক্ষাৎ করতে চায়' – হাকীম মাহ্‌দি আল-হাসানকে বললেন – 'সে তোমার সম্মুখে আসবে এবং নিজের আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবে। হতে পারে, প্রথম দিন সামনে এসেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। অন্য জগতের সৃষ্টি বলে হয়ত এ-জগতের মানুষের কাছে আসতে ইতস্তত করবে। তা-ই যদি করে, তা হলে পরদিন তোমাকে আবার যেতে হবে।'

'কোথায়?' মাহ্‌দি আল-হাসান জিজ্ঞেস করলেন।

'সেখানে, যেখানে তুমি প্রত্যহ গিয়ে থাক' – হাকীম বললেন – 'যেখানে তুমি আমাকে প্রথম দেখেছিলে। সেখানে তুমি রাতে যাবে।'

'আপনিও কি সঙ্গে থাকবেন?' মাহ্‌দি আল-হাসান খানিকটা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'না' – হাকীম উত্তর দিলেন – 'পরজগতে চলে-যাওয়া আত্মাকে সে-ই দেখতে পায়, যাকে সে কামনা করে। কোনো পাপিষ্ঠ প্রেতাত্মা যদি কোনো মানুষের উপর দৃষ্টিপাত করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এই যে-প্রেতাত্মা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে, সে কাউকে কষ্ট দেয় না। তার কান্না বুঝতে চেষ্টা করো। সে মজলুম এবং ভালবাসার পিয়াসী। আমি রাতে যখন তাকে হাজির করেছি, তখন সে অঝোরে কাঁদছিল এবং অনুনয়-বিনয় করে বলছিল, ওই লোকটাকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তারপর আমি আজীবনের জন্য চলে যাব।'

কথাগুলো যদি অন্য কেউ বলত, তা হলে মাহ্‌দি আল-হাসান অতটা প্রভাবিত হতেন না, যতটা এখন হয়েছেন। সর্বজনমান্য ও দেশের বিখ্যাত

www.pathagar.com

হাকীম সাহেবের বক্তব্য অমূলক হতে পারে না। তা ছাড়া তিনি বড় মাপের একজন আলেমও বটে। তার বলার ধরনটাই এমন যে, বক্তব্য শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে যায়। তিনি মাহ্‌দি আল-হাসানকে নিশ্চয়তা দিলেন, এই প্রেতাত্মার দর্শনে তোমার উপর কোনো ভীতির সঞ্চার হবে না এবং তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। উলটো তোমার বিরাট উপকার হতে পারে।

'তবে সাবধানতা অবলম্বন করাও আবশ্যক' – হাকীম বললেন – 'এই প্রেতাত্মা কিংবা তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না। এই ভেদ যদি ফাঁস করে দাও, তা হলে তোমার ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তুমি এই দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পার; কিন্তু অদৃশ্য জগতে চলে-যাওয়া-আত্মার ভেদ ফাঁস করে দিলে আমি বলতে পারব না তোমার শরীরের কোন দুটা অঙ্গ চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে – দুই পা শুকিয়ে যাবে, না দুই বাহু, নাকি চোখদুটো দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে আমি তা বলতে পারব না।

'আমি তোমাকে আরও একটা গোপন কথা বলব, যাতে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। দেশের সেনাবাহিনীর দুজন ঊর্ধ্বতন কমান্ডার রাতে মারা গেছে। কেউ জানে না, তারা কীভাবে মারা গেছে। দু-তিনটি প্রেতাত্মা আমাকে বলেছে, তাদেরকে প্রেতাত্মারা মেরে ফেলেছে। তারা হত্যাকারী প্রেতাত্মাদের গোমর ফাঁস করে দিয়েছে।'

'তা তারা কমান্ডারদের কীভাবে খুন করল?' মাহ্‌দি আল-হাসান জিজ্ঞেস করলেন। তিনি রাখালের বেশ ধারণ করে আছেন বটে; কিন্তু মূলত তিনি গুপ্তচর। তিনি কমান্ডারদ্বয়ের মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাচ্ছেন। তিনি হাকীমের নিকট বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

'এই রহস্য কাউকে বলা যাবে না' – হাকীম বললেন – 'যতটুকু অনুমতি ছিল বলেছি। তুমি একদম চুপ থাকবে। যা-যা বলছি স্মরণ রেখো। ভেবো না কোনো স্বার্থ ছাড়া তোমার প্রতি আমার এই হৃদ্যতা কেন। আমি এই আত্মা ও প্রেতাত্মাদের কামনার কাছে দায়বদ্ধ। আমি যদি তাদের নারাজ করি, তা হলে আমার সব বিদ্যা বেকার হয়ে যাবে এবং প্রেতাত্মারা আমারও সেই দশা ঘটাবে, যেমনটা তাদের শত্রুদের ঘটিয়ে থাকে। এই যে-আত্মা তোমাকে দেখে কাঁদে, সে আমাকে বলেছে, সামান্য সময়ের জন্য হলেও যেন আমি তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিই। এখন তার বাসনা পূর্ণ করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আচ্ছা, আমি যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করি, তা হলে কী হবে?' মাহ্‌দি আল-হাসান জিজ্ঞেস করলেন।

'তা হলে সে প্রেতাত্মার রূপ ধারণ করে তোমার আত্মার উপর নিজের ছায়া ফেলবে' – হাকীম জবাব দিলেন – 'তুমি আমাকে যে-সমস্যার কথা বলেছিলে, সেটা কোনো শারীরিক সমস্যা ছিল না। এটা তোমার আত্মিক ব্যাধি। তবে তা

www.pathagar.com

এখনও তোমার উপর পূর্ণ ক্রিয়া করেনি। তুমি একজন ভালো মানুষ। তোমার নেকি তোমার কাজে এসেছে। সমস্যার কথা ব্যক্ত করে তুমি ভালোই করেছ। আল্লাহ যাকে দয়া করেন, তার জন্য কোনো মানুষকে তিনি ওসিলা বানিয়ে দেন।

'এটা আল্লাহর লীলা যে, তুমি আমাকে এখানে দেখেছ এবং আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। আল্লাহর এই দয়াকে ভয় করো না। তুমি যদি ওই প্রেতাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কামনা কর, তা হলে সে এ-জগতে তোমার অনেক উপকার করবে। একটি উপকার এই হতে পারে যে, সে অতিশয় সুন্দরী নারীর রূপে গোশত-চামড়ার জীবন্ত মানুষ হয়ে যখন খুশি তোমার সঙ্গে মিলিত হবে। তুমি তাকে স্ত্রী বানিয়ে ঘরে রাখতে পারবে। আর যদি সে তোমার প্রতি বেশি দয়াপরবশ হয়, তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তোমাকে কোনো-না-কোনো ফেরাউনের গোপন ধনভাণ্ডারের সন্ধানও বলে দেবে এবং এমন উপায় সৃষ্টি করে দেবে যে, তুমি সেই ধনভাণ্ডার বের করে এই প্রেতাত্মাকে সঙ্গে করে মিসর থেকে দূরে কোথাও চলে যাবে এবং কোনো একটা ভূখণ্ডের রাজা হয়ে যাবে।'

'সাক্ষাৎ কবে হবে?' মাহ্‌দি আল-হাসান জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ রাতেই চলে যাও।' হাকীম বললেন।

হাকীম মাহ্‌দি আল-হাসানকে আরও একটা তাবিজ দিলেন এবং অত্যন্ত জরুরি কিছু নির্দেশনা প্রদান করলেন। আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং উৎসাহিত করে জোরালো ভাষায় বললেন, ভয় পেয়ো না।

তিনি সাক্ষাতের স্থানে পৌঁছার সময়ও বলে দিলেন যে, রাত অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়ার খানিক পরে যাবে।

মাহ্‌দি আল-হাসান বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব এক প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং নিত্যদিনকার ডিউটিতে চলে গেলেন। দিনটা সেখানে অতিবাহিত করলেন এবং সূর্যাস্তের আগে-আগে ফিরে গেলেন।

◆◆◆

রাতের আঁধার নেমে এলে মাহ্‌দি আল-হাসান পুনরায় সেখানে চলে যান। এবার ডিউটির জন্য নয় – প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। একাকি এমন ঘোর অন্ধকারে ও সুনসান পরিবেশে তাকে চরম ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হাকীমের বক্তব্য তাকে সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে। বাহুতে তার দুটা তাবিজ বাঁধা। নিজের থেকে দু'আ-কালামও পাঠ করছেন।

মাহ্‌দি আল-হাসান হাকীমের বলা স্থানে গিয়ে পৌঁছান। পর্বতমালার ভিতরকার একটা জায়গা। গাছপালাগুলো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পরিবেশটা এত নিস্তব্ধ যে, মাহ্‌দি আল-হাসান নিজের বুকের ধড়ফড়ানিও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন।

www.pathagar.com

মাহ্‌দি আল-হাসান দিনে যে-ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন, এখনও সেই কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি শব্দের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরবতা বজায় থাকল। তিনি সামান্য অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবার ধ্বনিটা পেছন দিক থেকে আসছে। তবে দূর থেকে। তিনি মোড় ঘুরিয়ে সেদিকে হাঁটা দিলেন। জায়গাটা সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাই অনায়াসে চলতে পারছেন। এই শব্দও থেমে গেল।

মাহ্‌দি আল হাসান উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন– 'দেখা দেবে, নাকি এভাবেই ভয় দেখাতে থাকবে?'

কিন্তু তিনি নিজের উচ্চারিত শব্দগুলোই স্পষ্ট শুনতে পেলেন। যদি তার জানা না থাকত, এটা তারই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি, তা হলে ভয়ে পালিয়ে আসতেন। পাহাড়গুলো দেওয়ালের মতো খাড়া। খাড়া দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে মাহ্‌দি আল-হাসানের চিৎকারটা তিন-চারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে তারই কানে এসে বাজল। তার কণ্ঠটা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাতাসে সাঁতার কাটতে থাকল।

মাহ্‌দি আল-হাসানের শব্দের গুঞ্জরণ অন্ধকার পরিবেশে মিলিয়ে গেলে তিনি একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেলেন– 'আমাকে ভয় করো না; এগিয়ে আসো।'

শব্দটা দূর থেকে এসেছে। তিনি শব্দটা কয়েকবার শুনতে পেলেন। পরে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল।

আবারও আওয়াজ এল– 'বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আমি দুই হাজার বছর যাবত তোমার পথপানে তাকিয়ে আছি।'

মাহ্‌দি আল-হাসান এই আওয়াজও একাধিকবার শুনতে পেলেন। পরক্ষণে মাহ্‌দি আল-হাসানের কথা গুঞ্জরিত হলো এবং প্রতিধ্বনিত হয়ে কয়েকবার কানে বাজার পর থেমে গেল।

এভাবে উভয় দিক থেকে শব্দ উঠতে ও গুঞ্জরিত হতে থাকল। প্রেতাত্মার আওয়াজে আবেদন-অনুনয় বিদ্যমান, যার ফলে মাহ্‌দি আল-হাসানের ভীতি দূর হয়ে গেছে। তিনি পর্বতমালার একেবারে ভিতরে চলে গেলেন। সম্মুখে আলোর ঝলকানি দেখতে পেলেন, যা কিনা আকাশের বিজলির মতো চমকে উঠেই নিভে গেল। এই বিজলির চমকে তিনি নিজের অবস্থানটা দেখে নিলেন। এই চমকে তিনি সেই সুড়ঙ্গের মুখটা দেখতে পেলেন, যার মধ্য দিয়ে একবার অপর প্রান্তে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই থেমে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর আলোটা আবার চমকাল এবং তার মাধ্যমে মাহ্‌দি আল-হাসান সুড়ঙ্গের মুখে একজন মানুষ দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। আলোটা কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। লোকটা মাহ্‌দি আল-হাসান থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ পা দূরে। তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। মুখাবয়বটা অতিশয় রূপসী একটা মেয়ের। শুধু মুখমণ্ডলই দেখা যাচ্ছে। দেহের বাকি অংশ সাদা কাফনে ঢাকা।

www.pathagar.com

মাহ্‌দি আল-হাসানের গা ছমছম করে উঠল। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। এবার নারীকণ্ঠ ভেসে এল– 'আমাকে ভয় করো না। দুই হাজার বছর যাবত আমি তোমার পথপানে তাকিয়ে আছি।'

মাহ্‌দি আল-হাসান সম্মুখে এগিয়ে গেলেন। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পর কাফনের মধ্য থেকে একটা হাত বেরিয়ে তার প্রতি এগিয়ে এল। হাতের তালুটা এমনভাবে বাড়িয়ে দিল, যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে, অগ্রসর হয়ো না।

মাহ্‌দি আল-হাসান সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আলো নিভে গেল। তিনি এই আশায় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, পুনরায় আলো জ্বলে উঠবে এবং তিনি কাফনের মধ্যকার মেয়েটাকে দেখবেন। কিন্তু তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন– 'তোমাকে আমি কীভাবে বিশ্বাস করব? তুমি চলে যাও। চলে যাও।'

'আমার উপর আস্থা রাখো' – মাহ্‌দি আল-হাসান বললেন এবং সম্মুখপানে এগিয়ে গেলেন। তিনি চিৎকার করে বলছেন– 'আমি তোমারই জন্য এসেছি। তুমি আমার কাছে চলে আস।'

মাহ্‌দি আল-হাসান সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে আওয়াজ এল– 'কাল এসো; আজ চলে যাও। তুমি ধ্বংসশীল জগতের মানুষ। তোমার প্রতিশ্রুতিও ধ্বংসশীল।'

মাহ্‌দি আল-হাসান সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন এবং সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি সুড়ঙ্গের অপর মুখটাও দেখতে পেলেন।

সুড়ঙ্গের ভিতরের তুলনায় বাইরে অন্ধকার কম। তাই সুড়ঙ্গের মুখটা দেখা যাচ্ছে। সুরমা বর্ণের এই আলোতে লম্বামতো একটা ছায়া দেখা গেল, যা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, যা কিনা দেখতে কাফনে-প্যাঁচানো-মেয়েটারই মতো। মাহ্‌দি আল-হাসান সামনের দিকে দৌড় দিলেন। কিন্তু কীসের সঙ্গে যেন একটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। উঠে আবার দৌড় দিলেন। সুড়ঙ্গের অপর মুখের কাছে গিয়ে হাঁক দিলেন। কিন্তু নিজের ধ্বনির প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনো উত্তর পেলেন না। কান্নার শব্দও শুনতে পেলেন না। তিনি হতাশ মনে ফেরত রওনা হলেন।

এখনও তিনি সুড়ঙ্গের অর্ধেক পথ অতিক্রম করেননি, এমন সময় সুড়ঙ্গের সম্মুখপানে আলো ঝলসে উঠল। কিন্তু এই আলোতে কাফন-জড়ানো-লাশ নেই।

আলো নিভে গেছে। মাহ্‌দি আল-হাসান সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্মুখে ও খানিক বাঁয়ে উঁচুতে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু সেটা অন্য কোনো দিকের আলো, যেন কেউ কোনো গর্তে কিংবা টিলার পিছনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। মাহ্‌দি আল-হাসান কী যেন ভাবলেন এবং যেদিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকে হাঁটা দিলেন।

www.pathagar.com

তিনি এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে গেলেন। উটটা বাইরে বাঁধা ছিল। তিনি উটের পিঠে চড়ে বসে কায়রো-অভিমুখে রওনা দিলেন। মনে তার কোনো ভীতি নেই। তবে কেমন যেন অস্থিরতা ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। তিনি পাহাড়ের অভ্যন্তরে দেখে-আসা-আলোর ব্যাপারে ভাবছেন।

মাহ্‌দি আল-হাসান গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন। এখন গভীর রাত। তবু তার ঘুম আসছে না। বারবার কাফন-জড়ানো-লাশটা চোখের উপর ভেসে উঠছে।

◆◆◆

অভ্যাসমতো মাহ্‌দি আল-হাসান ভোর-ভোর উঠে পড়লেন। যন্ত্রের মতো নিত্যদিনের কাজগুলো সেরে নিলেন। আলী বিন সুফিয়ানের কাছে গিয়ে নতুন নির্দেশনা লাভ করলেন যে, এই এলাকায় তার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে এবং তাকে শহরের বাইরে অন্য কোথাও যেতে হবে।

'না' – মাহ্‌দি আল-হাসান বললেন – 'আমাকে এখানে আরও কটা দিন কাজ করতে দিন। আমি আশা করি, এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে কিছু একটা পেয়ে যাব। দু-তিন দিন পর আপনাকে বলতে পারব, অঞ্চলটা নিরাপদ কি-না।'

আলী বিন সুফিয়ান মাহ্‌দি আল-হাসানের পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন না। মাহ্‌দি সাধারণ কোনো গুপ্তচর নন। একটা অঞ্চলের দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

খানিক আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর আলী বিন সুফিয়ান মাহ্‌দি আল-হাসানকে উক্ত এলাকায় ফিরে যাওয়ার অনুমিত দিলেন। মাহ্‌দি আল-হাসান পেতাত্মার মিলন লাভ না করে এলাকা ত্যাগ করতে রাজি নন। এ-ই বোধহয় প্রথম ঘটনা, যেখানে তিনি ব্যক্তিগত বাসনাকে কর্তব্যের উপর প্রধান্য দিলেন। আলী বিন সুফিয়ান যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতেন, মাহ্‌দি আল-হাসান অন্য কোনো মতলবে ডিউটি পরিবর্তন করতে নারাজ, তা হলে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে এই ডিউটিতে বহাল রাখতেন না। একজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিজেকে এমন একটা ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করছেন, যাতে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে!

মাহ্‌দি আল-হাসান হাকীমের নিকট চলে গেলেন। তাকে রাতের ঘটনা শোনালেন। হাকীম চোখ বন্ধ করে মাথাটা নত করে মনে-মনে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে মাথা তুলে মাহ্‌দি আল-হাসানের চোখের মধ্যে তাকালেন।

'আজ রাত আবার যাও' – হাকীম বললেন – 'পাক জগতের একটি প্রাণী এই নাপাক দুনিয়ার মানুষের কাছে ঘেঁষতে ভয় পাচ্ছে। তুমি সরলতা প্রদর্শন করবে। হয়তবা আজও কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তুমি অধৈর্য হবে না। সে তোমার সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে আছে। অবশ্যই মিলিত

www.pathagar.com

হবে। এই মিলনে যদি তোমার কোনো উপকার না থাকত, তা হলে আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতাম না। তোমার জীবনেরও কোনো আশঙ্কা নেই।'

মাহ্‌দি আল-হাসান চলে গেলেন। কিছু সময় ডিউটির এলাকায় ঘোরাফেরা করে সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তিনি সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে চলে গেলেন এবং সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে নিচে নামলেন। মাটিতে এক টুকরো কাপড় পড়ে আছে দেখতে পেলেন। তিনি কাপড়টা তুলে নিলেন। আধা ইঞ্চি চওড়া এবং আধা গজ লম্বা একখণ্ড কাপড়। মাহ্‌দি আল-হাসান কাপড়টা নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করলেন। তারপর কাপড়টুকু হাতে করেই পুনরায় সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তিনি উপরের দিকে তাকালেন, যেখানে গত রাতে আগুন দেখেছিলেন। ওদিকটা ঢালু। সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলেন। এবার তিনি একটা পুরুষালি কণ্ঠ শুনতে পেলেন– 'উপরে এস না; তুমি যার জন্য এসেছ, তার সঙ্গে তোমার রাতে সাক্ষাৎ হবে।'

শব্দটা গুঞ্জরিত হয়ে বারবার কানে বাজতে থাকল।

'আমাদের জগতে এসে এভাবে খুঁজে ফিরো না।' কণ্ঠটা পুনরায় ভেসে এল।

মাহ্‌দি আল-হাসান থেমে গেলেন। তার মনে হচ্ছে, শব্দটা তার চারপাশে ঘুরে ফিরছে। তিনি উপরে উঠে বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকলেন। তিনি সতর্ক থাকার চেষ্টা করছেন, যেন তার দ্বারা এমন কোনো আচরণ না ঘটে, যার ফলে এখানকার প্রেতাত্মা তার কোনো ক্ষতি করে বসে।

মাহ্‌দি আল-হাসান জায়গাটা ত্যাগ করে পিছনে ফিরে এলেন। একস্থানে বসে ভাবতে শুরু করলেন, জায়গাটার আসল রহস্য কী? এই ভাবনার মধ্য দিয়ে দিনটা কেটে গেল। রাতে আবার আসবেন স্থির করে ফিরে গেলেন।

◆◆◆

সূর্যাস্তের পর।

মাহ্‌দি আল-হাসান রাখালের বেশ পরিবর্তন করে নতুন বেশ ধারণ করলেন। দিনের বেলা ডিউটির সময় তার কাছে লম্বা একটা খঞ্জর থাকে। হাকীম তাকে জোরালোভাবে বলে দিয়েছেন, রাতে প্রেতাত্মার সাক্ষাতে যাওয়ার সময় সঙ্গে খঞ্জর বা অন্য কোনো অস্ত্র রাখা যাবে না। গত রাতেও খঞ্জর নেননি। এখন তিনি রওনা হবেন। খঞ্জরটা দেওয়ালে ঝুলছে। মাহ্‌দি আল-হাসান খঞ্জরটার প্রতি তাকালেন এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। হাকীমের নির্দেশনা মান্য করলে খঞ্জরটা নেওয়া যায় না। কিন্তু ভাবনার জগত থেকে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নিলেন, যা হয় হবে, আজ খঞ্জর নিয়েই যাব। তিনি খঞ্জরটা দেওয়াল থেকে হাতে তুলে নিলেন। পোশাকের ভিতরে কোমরের সঙ্গে অস্ত্রটা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

উটটা গত কালের জায়গায় বসিয়ে রেখে মাহ্‌দি আল-হাসান পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন এবং পায়ে হেঁটে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখান থেকে সুড়ঙ্গের মুখটা দেখা যায়। তিনি পিছনে কারও পায়ের শব্দ শুনতে

www.pathagar.com

পেলেন, যা তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে গেল। পরক্ষণেই উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ কানে এল, যা অতটা উচ্চ নয়। কিন্তু এমন সুনসান নীরবতার মধ্যে গড়িয়ে-পড়া-পাথরটা স্থির হওয়ার পরও শব্দটা কানে বাজতে থাকল। তারপর গুঞ্জরণে পরিণত হয়ে শব্দটা শূন্যে সাঁতার কাটতে শুরু করল, যেন কোনো মানুষ কান্নার পর ফোঁপাচ্ছে। এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এবার মাহ্‌দি আল-হাসান কারো কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন।

'আমার সম্মুখে এসে পড়ো' – মাহ্‌দি আল-হাসান উচ্চৈঃস্বরে বললেন – 'আমার জগত অপবিত্র – আমি অপবিত্র নই।'

'তুমি আমাকে আবারও ছেড়ে চলে যাবে' – নিকটের কোনো একটা জায়গা থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল।

মাহ্‌দি আল-হাসানের আওয়াজ আর উক্ত নারীকণ্ঠের আওয়াজ বারবার কানে আসতে থাকল, যেন একে অপরের পিছনে ছুটে চলছে। হঠাৎ একস্থানে আলো ঝলসে উঠল এবং নিভে গেল। মাহ্‌দি আল-হাসান এই আলোতে সুড়ঙ্গের মুখটা দেখতে পেলেন। তিনি লম্বা পায়ে সম্মুখে এগিয়ে গেলেন এবং সুড়ঙ্গের মুখের সামান্য নিচে বড় একটা পাথরের পিছনে লুকিয়ে পড়লেন। তিনি গত রাতে উপরে যে-স্থানটিতে আগুন দেখেছিলেন, তার প্রতি তাকালেন। আগুন তো নয় – ছিল প্রবঞ্চনা। সেই প্রচঞ্চনা আজও বিদ্যমান।

সুড়ঙ্গের মুখটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। মাহ্‌দি আল-হাসান উপুড় হয়ে পেটে ভর করে ধীরে-ধীরে উপরে উঠে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরই তিনি সুড়ঙ্গের মুখে ঢুকে পড়লেন। সেখান থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে উপরে যেদিক থেকে আগুনের প্রবঞ্চনাটা আসছিল, সেদিকে তাকালেন। তিনি আগুনের এমন একটা আলো দেখতে পেলেন, যার শিখা কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

মাহ্‌দি আল-হাসান সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেলেন– 'দুই হাজার বছর যাবত আমি তোমার পথপানে চেয়ে আছি।'

মাহ্‌দি আল-হাসান সুড়ঙ্গের দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষে আরও ভিতরে চলে গেলেন। তার মনে পড়ে গেল, হাকীম তাকে বলেছিলেন, সঙ্গে অস্ত্র নেবে না। অন্যথায় মেয়েটির আত্মা তোমার সম্মুখে আসবে না। এখন তার সঙ্গে দেড়ফুট লম্বা একটা খঞ্জর আছে। তথাপি প্রেতাত্মা তার সঙ্গে কথা বলছে।

তিনি আরও এগিয়ে গেলেন এবং সুড়ঙ্গের মধ্যস্থলে পৌঁছে গেলেন। সুড়ঙ্গটা বেশ প্রশস্ত। তিনি কারও আগমন অনুভব করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি দেওয়ালের কোল ঘেঁষে বসে পড়লেন। কে একজন তার গা ঘেঁষে অতিক্রম করতে শুরু করল। এত ঘোর অন্ধকারেও তিনি অনুমান করতে সক্ষম হলেন, লোকটা সেই মেয়ে এবং কাফনের কাপড়ে জড়ানো।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে গেল এবং কান্নার ভান ধরল। মাহ্‌দি আল-হাসান এই শব্দ পূর্বেও কয়েকবার শুনেছেন। তার বুকটা ধড়ফড় করতে শুরু করল। কাফন-

www.pathagar.com

জড়ানো-মেয়েটা মাথাটা মাহ্‌দি আল-হাসানের দিকে এগিয়ে দিল। ঠিক তখন সুড়ঙ্গের মুখে আলো জ্বলে উঠে নিভে গেল। মাহ্‌দি আল-হাসান বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বিদ্যুদ্গতিতে পিছন থেকে মেয়েটাকে ঝাঁপটে ধরলেন। মেয়েটা বলে উঠল– 'ওরে হতভাগা! এটা রসিকতার সময় নয়। আমাকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় বিপদে পড়বে।'

মাহ্‌দি আল-হাসান যে-সন্দেহে জীবনের বাজি লাগিয়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলেছেন, তা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বুঝে ফেলেছেন, এটা যদি প্রেতাত্মা হতো, তা হলে তাকে ধরতে পারতেন না। আর সত্যিই যদি এটা প্রতারণা হয়ে থাকে, তা হলে তিনি বিরাট কিছু অর্জন করে ফেলেছেন।

কাফন-জড়ানো-নারীর কণ্ঠ শোনামাত্র মাহ্‌দি আল-হাসান তার কানে-কানে বললেন– 'শব্দ করে কথা বললে খঞ্জরটা পাঁজরের এক পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য পাশ দিয়ে বের করব।'

'আর আমি তোমার হৃদপিণ্ড ও কলিজাটা মুখের পথে বের করে চিবিয়ে খাব' – মেয়েটা বলল – 'আমি আত্মা।'

মাহ্‌দি আল-হাসান এক হাতে মেয়েটার বাহু ধরে রেখে অপর হাতে খঞ্জর বের করে তার আগাটা তার পাঁজরে ঠেকিয়ে ধরলেন। সুড়ঙ্গের সম্মুখের মুখে আরেকবার আলো জ্বলে উঠল। ওদিকে যাওয়া মাহ্‌দি আল-হাসানের পক্ষে বিপজ্জনক।

'আমি এ-কারণেই তোমাকে আমার কাছে আসতে দিচ্ছিলাম না যে, তুমি প্রতারক এবং ধ্বংসশীল জগতের মানুষ' – মেয়েটা ক্ষীণ অথচ ক্রিয়াশীল ভঙ্গিতে বলল – 'দু-হাজার বছর যাবত আমি তোমার পথপানে তাকিয়ে আছি।'

'তোমার অপেক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে' – মাহ্‌দি আল-হাসান বললেন – 'এখন আর তুমি পাক জগতে ফিরে যেতে পারবে না। তুমি এখন আমাদের অপবিত্র জগতের নারী।'

'আমি নারী নই' – মেয়েটা বলল – 'আমি তরুণী। আমি রূপসী মেয়ে। আমি উচ্চশব্দে কথা বলব না। আমার বক্তব্য গভীরভাবে শোনো। আমি জানি, তুমি কে এবং এখানে কেন এসেছ। তোমাকে আমার এত ভালো লাগে যে, আমি তোমাকে পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই পন্থাটা অবলম্বন করেছি।'

'তা হলে আমার সঙ্গে চলো।' মাহ্‌দি আল-হাসান বললেন।

'না' – মেয়েটা বলল – 'তোমার সঙ্গে গেলে আমরা না খেয়ে মারা যাব। বরং তুমি আমার সঙ্গে চলো। তা হলে ফেরাউনদের সব ধনভাণ্ডার আমাদের হবে। তখন আর তোমাকে মরু-বিয়াবান, পাহাড়-বনে ঘুরে ফিরতে হবে না এবং সামান্য বেতন-ভাতার বিনিময়ে কারও গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়ানোর প্রয়োজন হবে না।'

'এখানে তুমি কী করছ?'

www.pathagar.com

'ধনভাণ্ডার উত্তোলন করছি' – মেয়েটা বলল – 'আমার সঙ্গে অনেক লোক আছে।'

'তারা কোথায়?'

'আমার সঙ্গে চলো' – মেয়েটা বলল – 'সবাই তোমাকে স্বাগত জানাবে। আমাকে আলোতে দেখলে তুমি যতসব ধনভাণ্ডার আর আপন জগতের কথা ভুলে যাবে।'

মেয়েটার সুরভিত দেহ অন্ধকারের মধ্যে মাহ্‌দি আল-হাসানকে বিমোহিত করে তুলছে। তার দেহের সৌরভ মাতাল করে তুলছে সুলতান আইউবির এই পরিপক্ব ঈমানদার গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে। তিনি প্রথম যখন মেয়েটাকে ঝাঁপটে ধরেছিলেন, তখনই আঁচ করে নিয়েছেন, এই দেহ ঈমান ক্রয়ের ক্ষমতা রাখে। কণ্ঠটাও তার সুরেলা। মাদকতা ধীরে-ধীরে আচ্ছন্ন করে তুলছে মাহ্‌দি আল-হাসানকে।

ঠিক সে সময়ে সুড়ঙ্গের মুখে আবারও আলো জ্বলে উঠল। মাহ্‌দি আল-হাসান চৈতন্য ফিরে পেলেন। তিনি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করলেন না, সুড়ঙ্গের পেছনেও তার লোকেরা আছে কি-না। সম্মুখের মুখে বের হতে চাচ্ছেন না তিনি। কারণ, তিনি নিশ্চিত, ওদিকে মানুষ আছে এবং তারা-ই আলো জ্বালাচ্ছে ও নেভাচ্ছে।

'উঠো' – মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটাকে তুলে দাঁড় করালেন এবং বললেন – 'কাফনটা খুলে ফেলো।'

মেয়েটা দেহ থেকে কাফনটা খুলে ফেলল। মাহ্‌দি আল-হাসান কাপড়টা ছিঁড়ে তিনটা টুকরা বের করলেন। একটা দ্বারা মেয়েটার দুই হাত পিঠমোড়া করে বাঁধলেন। একটা দ্বারা টাখনুর কাছে দিয়ে পাদুটো এবং অপর খণ্ড দ্বারা মুখটা বেঁধে তাকে কাঁধের উপর তুলে নিলেন। খঞ্জরটা হাতে আছে। তিনি সুড়ঙ্গের পিছন মুখের দিকে হাঁটা দিলেন। এখান থেকে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

মাহ্‌দি আল-হাসান গত রাতে যখন এখানে এসেছিলেন, তখন প্রেতাত্মার সঙ্গেই মিলিত হতে এসেছিলেন। তখন সুড়ঙ্গের মুখে আলোর ঝলকের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত আত্মাটি একনজর দেখেছিলেন। আজ দিনের বেলা এসে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়েছিলেন। সেখানে তিনি মাটিতে পড়ে-থাকা পাতলা এক চিলতে কাপড় দেখতে পেয়েছিলেন। কাপড়টা দেখামাত্র তার মনে পড়ে গেল, এরূপ কাপড় দ্বারা মৃত মানুষকে কাফন পরানো হয়।

মাহ্‌দি আল-হাসান আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষিত ও দীক্ষাপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। সামান্য বিষয় এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে তিনি অনেক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে থাকেন। আজ রাতে যখন প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন,

www.pathagar.com

তখন হাকীমের বারণ সত্ত্বেও তিনি খঞ্জরটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এটা পরীক্ষার একটা পদ্ধতি। সঙ্গে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও প্রেতাত্মা তাকে ধরা দিয়েছে।

হাকীমের তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

মাহ্‌দি আল-হাসান সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। তিনি সুড়ঙ্গের মুখে আলোর ঝিলিক দেখামাত্র সেখানে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সেখানেই আগুনের শিখা লুকায়িত ছিল। সুড়ঙ্গের মুখের আলোটা সেখান থেকেই আসছিল।

মাহ্‌দি আল-হাসানের এ-জাতীয় অন্য দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সেই ঘটনায় বেশ কজন খ্রিস্টান এজেন্ট পাকড়াও হয়েছিল এবং তাদের প্রতারণার কৌশল ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। অন্যথায় সরল মানুষেরা এ-জাতীয় আলোকে গায়েবের জ্যোতি বলেই বিশ্বাস করত। উক্ত ঘটনাদুটোতে অভিযান পরিচালনাকারীদের মধ্যে মাহ্‌দি আল-হাসানও ছিলেন। তিনি বুঝে ফেললেন, সুড়ঙ্গের ঠিক বিপরীতে পাহাড়ের উঁচুতে যে-অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে, সুড়ঙ্গের মুখে তারই আলো এসে পড়ছে।

মাহ্‌দি আল-হাসান প্রশিক্ষণের সময় জানতে পেরেছিলেন, মৃত্যুবরণ করার পর ইহ-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তার আত্মাকে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেন না যে, সে মানুষের পিছনে-পিছনে ছুটে বেড়াবে। যে মৃত্যুবরণ করে, সে না দৈহিকভাবে ফিরে আসে, না আত্মা কিংবা প্রেতাত্মার আকৃতিতে। প্রশিক্ষণের সময় মাহ্‌দি আল-হাসানের মনে দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিশ্বাস জন্মানো হয়েছিল, আল্লাহ মানুষকে এত বেশি দৈহিক ও আত্মিক শক্তি দান করেছেন যে, সে পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। ঈমান যত শক্ত হবে, এই শক্তি তত বেশি হবে। ভূত-প্রেতের বিশ্বাস মানবমস্তিষ্কের সৃষ্টি। খ্রিস্টানরা আমাদের ঈমানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে অলীক ধ্যান-ধারণা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে।

এই শিক্ষাটা জাতির প্রতিজন মানুষেরই পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না। সুলতান আইউবি যে-লড়াকু গোয়েন্দা তৈরি করেছেন, বহু কষ্টে তাদের ঈমানি শক্তির ধরণ ও প্রকৃতি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। তাদেরকে অলীক ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তাদেরকে বাস্তব দীক্ষাও প্রদান করা হয়েছে।

'খ্রিস্টানরা তোমাদের সম্মুখে হযরত ঈসাকে ধরায় নামিয়ে এনেছিল – মাহ্‌দি আল-হাসানের আলী বিন সুফিয়ানের একটি পাঠ মনে পড়ে গেল – 'তোমাদের সম্মুখে খোদাকেও নামিয়ে এনেছিল। এখন ধরে এনেছে প্রেতাত্মাদের। এই প্রতারণা তুমি নিজচোখে দেখেছ। এ-ও দেখেছ, এই প্রতারণার জালকে তারা কীরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে বিছিয়ে থাকে। তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছ, ওসব ভেলকিবাজি ছিল। সেসব তৎপরতা ছিল ইসলামি চিন্তা-

www.pathagar.com

চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য, যা তোমরা ব্যর্থ করে দিয়েছ। আল্লাহ পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে আছেন। তিনি আমাদের নূর দান করেছেন। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের হৃদয়জগত থেকে সেই নূরকে নিভিয়ে ফেলতে তৎপর।'

সুলতান আইউবি তাঁর ফৌজ, বিশেষত তার জানবাজ সৈন্যদের অন্তরে এই নীতি প্রোথিত করে দিয়েছেন– 'তোমরা আল্লাহর নামে যত ঝুঁকি বরণ করে নেবে, তা ঝুঁকি থাকবে না। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাহায্য লাভ করবে। আজ যদি তোমরা কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়, তা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান এত দুর্বল হবে যে, তারা কুফরের সম্মুখে অস্ত্রসমর্পণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না।'

এমনি আরও কিছু পাঠ মাহ্‌দি আল-হাসানের মনে পড়ে গেল। নিজে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সেই অনুভূতিও তার হৃদয়ে জেগে উঠল।

◆◆◆

মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটার হাত-পা বেঁধে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সুড়ঙ্গের অপর মুখের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রশিক্ষণের সব পাঠ তার মনে পড়ে গেল। এখন তার চারপাশে সুলতান আইউবির কণ্ঠ গুঞ্জরিত হচ্ছে– 'একজন বিশ্বাসঘাতক যেমন সমগ্র জাতিকে অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে, তেমনি একজন স্বাধীনতাকামী ঈমানদার জানবাজও গোটা জাতিকে বড়-বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।'

মাহ্‌দি আল-হাসানের হৃদয়ে এই অনুভূতিটা এক শক্তিশালী চেতনার রূপ ধারণ করে জেগে উঠল যে, তাঁর জাতি – দেশবাসী যে-গভীর ঘুম ঘুমায়, তা তারই উপর ভরসা করে ঘুমায়। তিনি গোয়েন্দাদের পাতাল যুদ্ধের জানবাজ সৈনিক। তার জানা আছে, দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিশাল-বিশাল বাহিনী ও অশ্বারোহী সৈন্যদের ঝড় এবং তিরবৃষ্টির মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু দুশমনের গুপ্তচর ও নাশকতাকারীদের মোকাবেলা স্রেফ এক-দুজন গোয়েন্দাই করতে পারে। মাহ্‌দি আল-হাসান জাতির প্রহরী ও নিরাপত্তার জিম্মাদার। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাকে অস্থির করে ফিরছে– 'হাকীম সাহেবও কি তা হলে শত্রুর নাশকতাকারী চক্রের সদস্য?'

এত বড় একজন আলেম, দেশের এমন নামকরা একজন ডাক্তার – প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা পর্যন্ত যাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন – দুশমনের সঙ্গী হতে পারেন, মাহ্‌দি আল-হাসানের মন মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল, প্রশিক্ষণের সময় বলা হয়েছিল এবং তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও যে, কোনো পদমর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি ঈমান বিক্রয়ের পথে প্রতিবন্ধক নয়। যার আছে, ঈমান সে-ই বিক্রি করে। আর বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ঈমান উচ্চপদের লোকেরাই বেশি বিক্রয় করে থাকেন। তাদের ঈমানের মূল্য অধিক।

www.pathagar.com

এখন মাহ্‌দি আল-হাসানের সম্মুখে সমস্যা, মেয়েটাকে নিয়ে তিনি কোন পথে বের হবেন এবং উট পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছবেন। মেয়েটা থেকে তিনি পথনির্দেশ নিতে চাচ্ছেন না। কারণ, ভুল নির্দেশনা দিয়ে সে তাকে নতুন কোনো ফাঁদে আটকাতে পারে। যে-পথে বের হওয়া প্রয়োজন, সে পথ বন্ধ। সুড়ঙ্গের অপর মুখে বের হয়ে তারপর কোন পথে যেতে হবে, তার জানা নেই।

মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে কিছুদূর নিয়ে একস্থানে তাকে মাটিতে বসিয়ে রাখলেন এবং তার মুখ থেকে কাপড়টা খুলে দিয়ে বললেন– 'বলবে কি আমি কোন পথে যাব, যে পথে তোমার কোনো লোক নেই?'

'বলব, যদি একা যাও।'

'তুমিও আমার সঙ্গে যাবে' – মাহ্‌দি আল-হাসান বললেন – 'আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করলে তোমাকে বেঁচে থাকতে দেব না। প্রয়োজন হলে নিজেও জীবন দেব।'

'তুমি যেসব ভেদ জানতে চাচ্ছ, আমি সব বলে দেব। তবু তুমি একা যাও।'

'সব ভেদই আমার জানা হয়ে গেছে' – মাহ্‌দি আল-হাসান বললেন – 'তুমি আমাকে পথ দেখাও।'

'মাত্র একটিবারের জন্য আমাকে আলোতে দেখে নাও' –মেয়েটা বলল – 'তারপর আমাকে নিজের মনে করো। একটিবারের জন্য আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে ধোঁকা দেব না।'

মেয়েটা মাহ্‌দি আল-হাসানের পৌরুষে সুড়সুড়ি জাগানোর চেষ্টা চালাল, সোনা-জহরতের প্রলোভন দেখাল; কিন্তু পথ দেখাচ্ছে না।

মাহ্‌দি আল-হাসান পুনরায় কাপড় দ্বারা তার মুখটা বেঁধে ফেললেন এবং আপনা থেকে একটা নিরাপদ রাস্তা আবিষ্কার করে নিলেন। এই পথটা পর্বতমালার উপর দিয়ে। তিনি হাত-পা-বাঁধা মেয়েটাকে সেখানেই বসিয়ে রেখে নিজে উপরে উঠতে শুরু করলেন। কিন্তু নিচে কারও শব্দ শুনে সেখানেই থমকে দাঁড়ালেন। এক পুরুষ মেয়েটাকে ডাকছে। মাহ্‌দি আল-হাসান ধীরে-ধীরে নিচে নেমে এলেন এবং মেয়েটার সন্নিকটে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লেন। লোকটা বোধহয় মেয়েটাকে দেখে ফেলেছে।

'তুমি কথা বলছ না কেন?' – লোকটা জিজ্ঞেস করল এবং উপরে উঠে আসতে শুরু করল। মেয়েটার মুখ বন্ধ। লোকটা তার একেবারে কাছে চলে এসে বলল– 'কী হয়েছে তোমার? ওদিকে যাওনি কেন?'

মাহ্‌দি আল-হাসান তার পাশেই বসা। ব্যবধান দু-চার পায়ের মাত্র। তিনি উঠে সর্বশক্তি ব্যয় করে লোকটার পিঠে খঞ্জরের আঘাত হানলেন। পরক্ষণেই আরেকটা আঘাত। দুটা আঘাতই সফল হলো। লোকটা কোনো শব্দ করারও সুযোগ পেল না। মাহ্‌দি আল-হাসান তাকে টেনে নিয়ে সেই পাথরটার নিচে

www.pathagar.com

ফেলে দিলেন, যার তলে তিনি নিজে লুকিয়ে ছিলেন। তিনি মেয়েটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেন। পাহাড়টা তেমন উঁচু নয়। তবে উপরটা চওড়া।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন।

মাহ্‌দি আল-হাসানের জন্য সহজ উপায় এটা-ই ছিল যে, তিনি রাতটা কোথাও লুকিয়ে থাকবেন এবং দিনের আলোতে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো পৌঁছে যেতে হবে, যাতে রাত পোহাবার আগে-আগেই হাকীমের গ্রেফতারি এবং এই অঞ্চলটাকে অবরোধ করে ফেলার আয়োজন সম্পন্ন করা যায়।

এই পার্বত্য ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে – যে পর্যন্ত কোনো পথচারী কিংবা রাখাল পৌঁছে না – এক পাহাড়ের পাদদেশে একটা গুহার মুখ আছে। মুখটা অপ্রশস্ত। তারই পিছনে এত প্রশস্ত একটা গুহা, যেন ওটা গুহা নয় – সুপরিসর একটা কক্ষ। তার মধ্যে বসে আছে বেশ কজন মানুষ। দুটা মেয়েও আছে ওখানে।

'এ-যাবত তো তার ফিরে আসবার কথা ছিল।'একজন বলল।

'এসে পড়বে' – অপর একজন বলল – 'এখানে কোনো বিপদ নেই। আজ সে তাকে নিয়েই আসবে।'

'লোকটা কাজের' – একজন বলল – 'বেটা অনেক অভিজ্ঞ। আমরা তাকে তৈরি করে নেব।'

এমন সময় এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে ভিতরে ঢুকে বলল– 'গোপাল মৃত পড়ে আছে। মেয়েটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গোপালকে খঞ্জরের আঘাতে মারা হয়েছে!'

'ওহ, মাহ্‌দি আল-হাসান কোথায়?' একজন জিজ্ঞেস করল।

'কোথাও পাওয়া যায়নি' – আগন্তুক জবাব দিল – 'তার উট এখানেই আছে। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

দুটা প্রদীপ হাতে নিয়ে সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করল। তারা সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত গিয়ে খোঁজাখুঁজি করল। ওখানে তাদের সঙ্গীর লাশ পড়ে আছে। তারা সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে দেখল, মেয়েটার কাফনটা পড়ে আছে। দলনেতা বলল, দুজন লোক বাইরে চলে যাও। বাইরের দিক থেকে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তা হলে সংবাদ দিয়ো। আর তাকে পাওয়া গেলে ধরে ফেলো। মোকাবেলা করলে মেরে ফেলো। অন্যরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ো। লোকটা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। সকাল পর্যন্ত পাওয়া না গেলে আমাদের এ-জায়গা ত্যাগ করতে হবে।

মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এখন মহা-বিপাকে। সুড়ঙ্গওয়ালা পাহাড় থেকে তিনি অনেক দূরে চলে এসেছেন। সামনের পাহাড়টা

www.pathagar.com

বেশ উঁচুও বটে। যেন একটা প্রাচীর, যার উপর এক সঙ্গে উভয় পা রাখা অসম্ভব। তিনি এই দেয়ালসম পাহাড়টার উপর ঘোড়ার পিঠে বসার মতো করে বসে পড়লেন। বসে-বসে সম্মুখের দিকে এগুতে থাকলেন। মেয়েটাকে কাঁধের উপর সামলে রাখা এবং তার ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

মেয়েটাও তার ভারসাম্য ব্যাহত করার জন্য নড়াচড়া শুরু করেছে। মাহ্‌দি আল-হাসান বোঝে, এখান থেকে পড়ে গেলে হাড়-গোড় ভেঙে গুড়োগুড়ো হয়ে যাবে। তারপরও মেয়েটার এই আত্মঘাতী আচরণ। তা থেকেই তিনি অনুমান করে নিলেন, এই পার্বত্য এলাকায় যে-রহস্য আছে – যার সবকিছু এই মেয়েটার বক্ষে প্রোথিত – এতই মূল্যবান ও স্পর্শকাতর যে, তাকে লুকোবার স্বার্থে মেয়েটা মাহ্‌দি আল-হাসানকেসহ পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে।

মাহ্‌দি আল-হাসান এগিয়ে চলছেন। কিন্তু পথ শেষ হচ্ছে না। মেয়েটা তাকে ব্যাঘাত করেই যাচ্ছে। ওদিকে মেয়েটার দলের লোকেরা অনুসন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতিটা তাদের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন। আস্তানা ধরা পড়া তাদের জন্য পরাজয়। ধরা পড়লে অসহনীয় নির্যাতন আর মৃত্যু অনিবার্য।

মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটার একটা বাহু এমন শক্তভাবে ধরে রেখেছেন যে, তার হাড়-গোড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই মুহূর্তে দৈহিক শক্তি ও সাহসিকতা ছাড়াও তিনি আত্মিক শক্তিও প্রয়োগ করছেন। অবশেষ সব শক্তির বিনিময়ে তিনি প্রাচীর অতিক্রম করে অপর প্রান্তে পৌঁছে যেতে সক্ষম হলেন।

সামনের চূড়াটা বেশ চওড়া। মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটাকে ধপাস্ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– 'তুমি কি আমার পথ আগলেই রাখবে?' ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি মেয়েটাকে চিত হওয়া অবস্থায় কয়েক পা হেঁচড়ে নিলেন এবং বললেন– 'আর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করলে এভাবে টেনে-হেঁচড়েই নিয়ে যাব। মরতেই যদি চাও, তো মরে যাও।'

মাহ্‌দি আল-হাসান দূরে নিচে একটা প্রদীপ দেখতে পেলেন। তিনি অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তবে এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, এখন তিনি আপদমুক্ত। ধরা পড়ার আশঙ্কা আর নেই। কিন্তু এখান থেকে বের হওয়া সহজ হবে না। অথচ, তাকে অতিদ্রুত কায়রো পৌঁছতে হবে। তিনি মেয়েটার পায়ের বাঁধন খুলে দিলেন। হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা আছে। তাকে নিজের সম্মুখে নিয়ে এসে খঞ্জরের আগা তার পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে বললেন– 'চলো, আমার কথা ছাড়া ডানে-বাঁয়ে তাকাবে না।

মাহ্‌দি আল-হাসান ও মেয়েটার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়া লোকগুলো সুড়ঙ্গপথ ও তার আশপাশের এলাকায় ঘুরে ফিরছে। তিনি যে-পথে ভিতরে যাওয়া-আসা করেছেন, দুই ব্যক্তি সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

◆◆◆

মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটাকে নিয়ে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এমন এক টিলায় এসে পৌঁছান, যার সম্মুখে আর কিছু নেই। তার এতটুকু দক্ষতা আছে যে, তিনি ঘোর অন্ধকারেও অপরিচিত এলাকার ভাব-গতি আন্দাজ করতে পারেন। তিনি বুঝে ফেললেন, নিচে নদী এবং এটাই নীলনদ। তিনি মেয়েটার হাতের বন্ধন খুলে দিলেন। মুখের কাপড়ও সরিয়ে নিলেন। টিলার ঢালু খাড়া। তিনি মেয়েটাকে বললেন, বসো এবং নিচে পড়ে যাও।'

উভয়ে নিজেদের টিলার ঢালুতে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে এলেন। নদীর পানির কলকল ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যেতে শুরু করল। মাহ্‌দি আল-হাসান ও মেয়েটা এখন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটাকে বললেন –'ঝাঁপ দাও।'

মেয়েটা বলল– 'আমি সাঁতার জানি না।'

মাহ্‌দি আল-হাসান খঞ্জরটা কোষবদ্ধ করে কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিলেন। তারপর মেয়েটাকে শক্তভাবে বগলদাবা করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নদীর গতি কায়রোরই দিকে। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর হঠাৎ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আস্তে করে মেয়েটাকে ছেড়ে দিলেন। দেখলেন, মেয়েটা নৈপুণ্যের সঙ্গেই সাঁতার কাটছে।

'আমি জানতাম, তুমি সাঁতার জান' – মাহ্‌দি আল-হাসান সাঁতার কাটতে-কাটতে বললেন – 'সব বিদ্যায় পারদর্শী বানিয়েই তোমাদেরকে আমাদের দেশে পাঠানো হয়। বেশি পরিশ্রম করো না। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, স্রোতের গতিও সেদিকেই।'

মেয়েটা সাঁতার কাটা অবস্থায় মাহ্‌দি আল-হাসানকে নিজের রূপবান টাটকা দেহের শিকলে বাঁধবার চেষ্টা করল; কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

বেশ কিছুদূর পথ অতিক্রম করার পর মাহ্‌দি আল-হাসান ভাবলেন, বিপদের আর কোনো শঙ্কা নেই। তিনি মুখে দুটা আঙুল ঢুকিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে শিশ বাজালেন। এখন তিনি সাঁতার কাটছেন আর কিছুক্ষণ পরপর শিশ বাজাচ্ছেন। অল্পক্ষণ পর তিনি দূর থেকে অনুরূপ একটা শিশের আওয়াজ শুনতে পেলেন। পরক্ষণেই দু-দিক থেকে শিশবিনিময় হতে-হতে একটা নৌকা তাদের নিকটে এসে পৌঁছল।

মাহ্‌দি আল-হাসানের জানা ছিল, যেভাবে সীমান্ত এলাকায় দেশের সীমান্ত নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে টহল-সান্ত্রীরা ঘুরে বেড়ায়, তেমনি নদীতেও টহল প্রহরা থাকে। বিপদ দেখা দিলে একজন অন্যজনকে ডাকার জন্য এভাবে শিশ বাজায়। এই নৌকাটাও টহল-সান্ত্রীদের। মাহ্‌দি আল-হাসান তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। সান্ত্রীরা তাকে ও মেয়েটাকে নৌকায় তুলে নিল।

মেয়েটার সতীর্থরা তাকে পাহাড়ে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে।

www.pathagar.com

◆◆◆

আলী বিন সুফিয়ান ঘুমিয়ে আছেন। এক চাকর তাঁকে জাগিয়ে বলল, মাহ্‌দি আল-হাসান নামের একলোক একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

মাহ্‌দি আল-হাসান নামটাই যথেষ্ট ছিল। আলী বিন সুফিয়ান ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

মাহ্‌দি আল-হাসান ও মেয়েটার পরিধানের কাপড় থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে। আলী বিন সুফিয়ান উভয়কে কক্ষে নিয়ে বসালেন। কক্ষে বাতি জ্বলছে। প্রদীপের আলোতে প্রথমবারের মতো মাহ্‌দি আল-হাসান মেয়েটার মুখাবয়ব দেখলেন এবং ভাবলেন, মেয়েটা তো ঠিকই বলেছিল– 'আমাকে আলোতে দেখলে তুমি সবকিছু ভুলে যাবে।'

মাহ্‌দি আল-হাসান হাকীমের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'এক্ষুনি তার ঘরে অভিযান চালান।'

'মাহ্‌দি!' – আলী বিন সুফিয়ান হঠাৎ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন – 'কার কথা বলছ?'

'কেন? ঈমান বিক্রয় নতুন খবর নাকি?' – মাহ্‌দি আল-হাসান নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন এবং মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'কী, হাকীম তোমাদের সঙ্গী না? এখানে মিথ্যা বললে পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে।'

মেয়েটা মাথাটা নত করে ফেলল। আলী বিন সুফিয়ান তার ভেজা মাথায় হাত রেখে বললেন– 'এখানে তোমার সঙ্গে সেই আচরণ করা হবে না, তুমি যার আশঙ্কা করছ। তোমার রূপ-যৌবনের কাছে আমরা পাথরের মতো শক্ত। আর অসহায় নারীর ইজ্জত রক্ষার সময় আমরা রেশমের মতো কোমল। বলো, হাকীম কি তোমাদের লোক?'

মেয়েটা মাথা দুলিয়ে হ্যাঁবাচক উত্তর দিল।

মাহ্‌দি আল-হাসান কী করে এসেছেন এবং কীভাবে হাকীম তাকে প্রেতাত্মার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল, আলী বিন সুফিয়ানের কাছে সংক্ষেপে তার বিবরণ দিলেন।

আলী বিন সুফিয়ান তার চাকর-নওকর ও রক্ষীসেনাদের তলব করলেন এবং তাদের বিভিন্ন কমান্ডারের কাছে বার্তা দিয়ে প্রেরণ করলেন। নগরপ্রধান বিলবিসকেও ডেকে পাঠালেন। তিনি এরূপ বিশেষ পরিস্থিতির জন্য বিপুলসংখ্যক সৈন্যের একটা দল তৈরি করে রেখেছেন, যারা কয়েক মিনিটের মধ্যে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে সক্ষম।

মাহ্‌দি আল-হাসানের রিপোর্ট অনুযায়ী বাহিনী তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান গিয়াস বিলবিসকে দায়িত্ব দিলেন, তিনি হাকীমের ঘরে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করবেন এবং তার বাড়ি ও দাওয়াখানা সীল করে দেবেন।

www.pathagar.com

গিয়াস বিলবিস একটা ঘোড়ায় মাহ্‌দি আল-হাসানকে, আরেক ঘোড়ায় মেয়েটাকে তুলে নিয়ে বাহিনীসহ রওনা হয়ে গেলেন।

মেয়েটার দলের লোকেরা এতক্ষণে তাকে অনুসন্ধান করে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওখান থেকে বেরিয়ে পালাবে। তাদের আশঙ্কা, মেয়েটা যদি কায়রো পৌঁছে যায়, তা হলে তাদের আস্তানার কথা বলে দিতে বাধ্য হবে।

কিন্তু দলের লোকদের মাঝে মতবিরোধ হয়ে গেছে। কেউ বলছে, মাহ্‌দির উট এখনও এখানে। তথাপি যদি সে বেরিয়ে গিয়েই থাকে, তবু অত তাড়াতাড়ি কায়রো পৌঁছতে পারবে না। এই মতানৈক্যের কারণে তারা এলাকা ত্যাগ করতে বিলম্ব করে ফেলেছে। অবশেষে তারা মালামাল গুটিয়ে গুহাসম কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এমন সময় অনেকগুলো ধাবমান ঘোড়ার পদশব্দ তাদের কানে আসতে শুরু করল। তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

আলী বিন সুফিয়ানের সৈন্যরা প্রদীপ জ্বালিয়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটা তাদের সঙ্গে আছে। সে তার সঙ্গীদের আস্তানা চিহ্নিত করে দিল। বাহিনী সেখানে পৌঁছে গেল। গুহার মধ্য থেকে চার-পাঁচজন লোক ধরা পড়ল। উদ্ধার হলো নানা রকম জিনিসপত্র – দাহ্যপদার্থ, তির-ধনুক ও খঞ্জর ইত্যাদি। একটা মজবুত বাক্সে সোনা-রুপার সেই মুদ্রা, যা মিসরে সচল। ধৃতদের মধ্যে একজনমাত্র খ্রিস্টান। অন্যরা কায়রোর মুসলমান।

তাদের নির্দেশনা মোতাবেক অন্য সঙ্গীদের অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল। সারা রাত এবং পরের পুরোটা দিন তল্লাশ চলল। ধরা পড়ল সব সদস্য। তন্মধ্যে দুজন মেয়ে – ঠিক মাহ্‌দি আল-হাসানের ধৃত মেয়েটার মতো, যাদের আলোতে দেখলে সব ভুলে যেতে হয়।

◆◆◆

কায়রোতে হাকীমের বাসভবন ঘেরাও করে দরজায় করাঘাত করলে এক চাকর দরজা খুলে দিল। গিয়াস বিলবিস কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তারা হাকীমের বিভিন্ন কক্ষে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করলেন। তাদের হাতে প্রদীপ। হাকীমের শয়নকক্ষ ভেতর থেকে বন্ধ। আওয়াজ দিলে অর্ধনগ্না একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল। হাকীম পালঙ্কের উপর অর্ধ-উলঙ্গ ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। পালঙ্কের কাছে মদের পিপা ও পেয়ালা। তার একজন রোগী কিংবা ভক্ত বিশ্বাসই করবে না, তিনি এ-পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। মেয়েটা তার স্ত্রী নয়, মুসলমানও নয় – খ্রিস্টানদের প্রেরিত উপহার। তার গৃহ থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদ-ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে হালাল পন্থায় উপার্জিত নয়।

হাকীমের যখন চৈতন্য ফিরে এল, তখন সে আলী বিন সুফিয়ানের কয়েদখানায় শিকলপরা অবস্থায় বন্দি। গিয়াস বিলবিসকে সংবাদ দেওয়া হলো, হাকীম জাগ্রত হয়েছেন। তিনি হাকীমের কাছে চলে গেলেন। বললেন, গোপন

www.pathagar.com

রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত হাকীম অপরাধ স্বীকার করে নিলেন। তিনি দুজন নায়েব সালারের নাম উল্লেখ করে বললেন, তারা সুলতান আইউবিকে ক্ষমতাচ্যুত করার তৎপরতায় লিপ্ত আছে। তারা খ্রিস্টানদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। উপহারস্বরূপ এই মেয়েটাকে এবং আরও বিপুল পরিমাণ সোনা-দানা দিয়ে হাকীমকেও এই দলে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন, নতুন সরকারে আমাকে মন্ত্রী বানাতে হবে। তার এই শর্তও মেনে নেওয়া হয়েছে। দেশের বিখ্যাত ও বড় হাকীম এবং বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি যখন যা বলতেন, নির্দ্বিধায় সব বিশ্বাস করা হতো। এই গ্রহণযোগ্যতার সুযোগে তিনি সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কায়রোতে নাশকতার যত ঘটনা ঘটেছিল, সবগুলোতে হাকীম জড়িত। ব্যক্তিত্বশীল লোক হওয়ার সুবাদে তিনি আলী বিন সুফিয়ানের বেশ কজন গোয়েন্দাকেও কিনে নিয়েছিলেন। মাহ্‌দি আল-হাসান তাদের একজন। হাকীম তার সঙ্গীদের নিয়ে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মাহ্‌দি আল-হাসানকে হত্যা করে ফেলবেন। কিন্তু পরে এই ভেবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন যে, মাহ্‌দি অতিশয় সাহসী ও যোগ্য লোক। হত্যা না করে বরং তাকে জালে আটকিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে হবে। সেই বুদ্ধি তাদের আছে। ইতিমধ্যে আলী বিন সুফিয়ানের কতক গোয়েন্দাকে হাত করে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছেও তারা। অথচ গোয়েন্দা বিভাগে এখনও তারা বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে বিবেচিত। অবশেষে হাকীম মাহ্‌দি আল-হাসানকে জালে আটকানোর পন্থা অবলম্বন করলেন।

হাকীম পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন, মাহ্‌দি আল-হাসান তার সুদর্শন 'প্রেতাত্মার'র ফাঁদে এসে পড়বে। তারপর তাকে হাত করা ও নিজেদের মতো করে প্রস্তুত করার জন্য আছে হাশিশি ও খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা।

মিসরের যে-দুজন কমান্ডার রহস্যময় উপায়ে খুন হয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে হাকীম তথ্য প্রদান করলেন। ঔষধের নামে হাকীম তাদেরকে এমন বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন, যাতে বিন্দুমাত্র তিক্ততা অনুভূত হয়নি। এমন বিষ, যা সেবন করে মানুষ নিজের মধ্যে কোনো প্রকার যন্ত্রণা কিংবা পরিবর্তন অনুভব করে না এবং সেবনের বারো ঘন্টার মাথায় হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তাদেরকে কেন খুন করা হলো? প্রশ্নের জবাবে হাকীম জানালেন, তারা সুলতান আইউবি ও তাঁর সরকারের অনুগত এবং দীনদার মুসলমান ছিলেন। তাদের ঈমান ক্রয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ঈমান বিক্রি করার পরিবর্তে ক্রয়কারীদের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিলেন। হাকীম প্রথমে তাদের একজনের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হলেন, যেন সাক্ষাৎটা হঠাৎ হয়ে গেছে। কথায়-কথায় হাকীম তার মনে কোনো একটা রোগের ভয় ধরিয়ে দিলেন এবং

www.pathagar.com

নিজের দাওয়াখানায় নিয়ে গিয়ে ঔষধের নামে বিষ খাইয়ে দিলেন। এই বিষ হাশিশিদের আবিষ্কার। দিনকয়েক পর হাকীম অপর কমান্ডারের সাথেও অনুরূপ হঠাৎ সাক্ষাৎ করে বসলেন এবং একই কায়দায় তাকেও বিষ প্রয়োগ করলেন।

এসব চাঞ্চল্যকর ও হৃদয়কাঁপানো তথ্য হাকীম আপনা থেকে দেননি। পাতাল কক্ষের নির্যাতন তাকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে। তিনি জানালেন, দেশের সেনাবাহিনীতে একদিকে অস্থিরতা ছড়ানো হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের মাঝে নেশা ও যৌনতার স্বভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেনা-অফিসারদের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি দৃঢ় চেতনাসম্পন্ন শক্ত ঈমানের অধিকারীদের রহস্যময় উপায়ে হত্যা করার ধারা চলছে। সুদানের ফৌজ অতিসত্বর মিসরের সীমান্ত ও সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর হামলা চালাতে যাচ্ছে। এ-সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবে স্বয়ং খ্রিস্টানরা। সীমান্ত এলাকার অধিবাসীদের হাত করে নেবে সুদানিরা।

আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিস তাদের গ্রেফতার-অভিযান, অনুসন্ধান ও তথ্যপ্রাপ্তির এসব খবরাখবর মিসরের অস্থায়ী গভর্নর আল-আদিলকে অবহিত করতে থাকেন। কিন্তু অন্য কাউকে এসব ব্যাপার-স্যাপার কিছুই জানতে দিচ্ছেন না। হাকীম ও তার অপর সঙ্গীরা যেসব নায়েব সালার ও কর্মকর্তাদের নাম বলেছেন, তাদের গ্রেফতার করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু সুলতান আইউবির ভাই আল-আদিল সাহস করছেন না। তিনি এই রহস্যকে রহস্যই রাখার নির্দেশ দিয়ে বললেন, পরিস্থিতিটা এতই স্পর্শকাতর যে, আমি মনে করি, সুলতান আইউবি এসে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবেই ভালো হবে।

অবস্থাটা আসলে স্পর্শকাতরই ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজে সুলতান আইউবির কাছে যাবেন এবং তাঁকে মিসর ফিরে আসতে বলবেন কিংবা তাঁর থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করবেন।

আল-আদিলের সুলতান আইউবির কাছে যাওয়ার বিষয়টি গোপন রাখা হলো। সকল সন্দেহভাজন নায়েব সালার প্রমুখদের সঙ্গে একজন করে গোয়েন্দা ছায়ার মতো জুড়ে রাখা হলো। গোয়েন্দারা তাদের প্রতিটি মুহূর্তের গতিবিধি অনুসরণ করছে।

◆◆◆

'আমি তোমার থেকে কোনো নতুন খবর শুনছি না' – হাল্‌বের সন্নিকটে নিজ হেডকোয়ার্টারে বসে আল-আদিল থেকে বিস্তারিত শুনে সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি জানি না, জাতির মধ্যে ঈমান বিক্রির যে-ব্যাধি জন্ম নিয়েছে, তার চিকিৎসা কী হবে। আমার দৃষ্টি বাইতুল মুকাদ্দাস নয় – ইউরোপের উপর নিবদ্ধ। কিন্তু আমার ঈমান নিলামকারী ভাইয়েরা আমাকে মিসর থেকেই বের হতে দিচ্ছে না! সে যা হোক, এই ময়দান তুমি সামাল দাও। আমি দামেশ্‌ক যাচ্ছি। সেখান থেকে মিসর চলে যাব।'

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি আল-আদিলকে রণাঙ্গনের পূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে বললেন– 'আমার গোয়েন্দারা এতদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে যে, খ্রিস্টানরা যদি আক্রমণ করে বসে, তা হলে অন্তত দু-তিনদিন আগে তুমি সংবাদ পেয়ে যাবে। আমার কমান্ডো সৈন্যরা প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত অবস্থায় থাকে। আমি তাদেরকে আক্রমণের সম্ভাব্য স্থানগুলোতে লুকিয়ে রেখেছি। সর্বশেষ টাটকা সংবাদ হলো, ক্রুসেডাররা হামলা করবে না। যদি আমার অনুপস্থিতি থেকে তারা ফায়দা লুটতে চেষ্টা করে, তা হলে ভয় পেয়ো না। দুর্গে আবদ্ধ থেকে লড়াই করো না। দুশমনকে সামনে আসার এবং আগে হামলা করার সুযোগ দেবে। প্রয়োজনে পেছনে সরে যাবে। এখানকার ভূমি যুদ্ধের জন্য আমাদের উপযোগী। উঁচু স্থানগুলোতে দখল বজায় রাখবে।'

'আর বিশেষভাবে স্মরণ রাখবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও যেসব আমির আমাদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে, তাদের মস্তিষ্ক থেকে রাজত্বের মোহ দূর হয়নি। চুক্তি মোতাবেক তারা কোনো বাহিনী রাখতে পারে না। আমি তাদের মধ্যে গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছি। আর জীবনে এ-ই প্রথম আমি আমার নীতিপরিপন্থী সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখেছি, আমার এই মুসলমান ভাইয়েরা যদি সামান্যতম বিরোধিতামূলক আচরণ করে, তা হলে তাদের হত্যা করে ফেলবে।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, ৫৭২ হিজরির রবিউল আউয়ালে (মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১১৭৬) সুলতান আইউবি রণাঙ্গন আল-আদিলের হাতে ছেড়ে দিয়ে দামেশ্ক চলে গিয়েছিলেন। তাঁর আরেক ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহ ইয়ামান থেকে ফিরে এলেন। ইয়ামানেও ক্রুসেডারদের অপতৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানকার মুসলমানরা সালতানাতে ইসলামিয়ার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সুলতান আইউবি আপন ভাই শামসুদ্দৌলাকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। শামসুদ্দৌলা সাফল্য নিয়ে এসেছেন। সুলতান আইউবি তাঁকে দামেশকের গভর্নর নিযুক্ত করে ১১৭৬ সালের অক্টোবর মাসে মিসর রওনা হওয় গেলেন।

সুলতান আইউবি এখন কায়রোতে। কায়রো পৌঁছেই তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গকে পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। তালিকা প্রস্তুত। তাদের গ্রেফতারির আগের দিন পার্বত্যাঞ্চলের গুহা থেকে উদ্ধারকৃত সোনা ও ধনভাণ্ডার পেরেড ময়দানে এনে স্তূপ করালেন। সে পর্যন্ত যত খ্রিস্টান মেয়েকে পাকড়াও করা হয়েছিল এবং সর্বশেষ যাদেরকে ধরা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ধনভাণ্ডারের স্তূপের কাছে এনে দাঁড় করানো হলো। তাদের মধ্যে হাকীম সাহেবও আছেন। নায়েব সালারও আছেন। আছেন অনেক কমান্ডার। সকলেই শিকলপরিহিত। মিসরের সকল সৈন্যকে তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করিয়ে ময়দানে এনে দাঁড় করানো হলো।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি ঘোড়ার পিঠে চড়ে ময়দানে এসে বাহিনীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'আমি জানতে পেরেছি, তোমাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে উস্‌কানি দেওয়া হচ্ছে' – সুলতান আইউবি উচ্চকণ্ঠে গর্জন করে বললেন – 'তোমাদের কেউ যদি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, সে ইসলামের মর্যাদা ও আল্লাহর'র রাসূলের খাতিরে তোমাদেরকে আমার ও আমার সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে এবং প্রথম কেবলা মুক্ত করার ও স্পেন আক্রমণ করে দেশটা পুনরায় সালতানাতে ইসলামিয়ার অন্তুর্ভক্ত করার প্রতিজ্ঞা রাখে, তা হলে সে আমার সম্মুখে এসে পড়ুক। সে আমার তলোয়ারটা নিয়ে নিক এবং আমার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করুক। দেশের শাসনক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়ে আমি অবসর গ্রহণ করব।'

সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে গেল।

সুলতান আইউবি পিছন দিকে মোড় ঘুরিয়ে আসামীদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমার জায়গা দখল করার মতো লোক তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি? আসো; সামনে এগিয়ে আসো। কা'বার প্রভুর কসম করে বলছি, আমি আমার ক্ষমতা তোমার হাতে তুলে দেব এবং নিজে তোমার আনুগত্য মেনে চলব।'

নীরবতা আরও গভীর হয়ে গেল। এখন নিঃশ্বাসটুকু ফেলার শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

'আল্লাহর সৈনিকগণ!' – সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীর দিকে মোড় ঘুরিয়ে বললেন – 'তোমাদেরকে বিদ্রোহের জন্য না ইসলামের মর্যাদার খাতিরে উত্তেজিত করা হচ্ছে, না রাসূলে খোদা (সা.)-এর আদর্শের স্বার্থে। যে-ধনভাণ্ডার তোমাদের দেখানো হয়েছে, যে-মেয়েগুলো তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সেসব সেই পুরস্কার, যেগুলো এদের প্রদান করা হয়েছে। এগুলো এদের ঈমানের মূল্য। আমি এদের প্রত্যেককে বলছি, তোমরা সম্মুখে এগিয়ে আসো আর বলো, আমি যা বলছি মিথ্যা বলছি।'

'কেউই এগিয়ে এল না। সুলতান আইউবি ঘোড়া থেকে নামলেন এবং আসামীদের মধ্য থেকে হাকীমকে বাহুতে ধরে টেনে ঘোড়ার কাছে এনে বললেন– 'আমার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো আর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দাও, আইউবি মিথ্যা বলছে।'

হাকীম সুলতান আইউবির ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। কিন্তু তিনি মাথাটা নত করে ফেললেন।

'বলো, সুলতান মিথ্যা বলছে।' সুলতান আইউবি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন।

হাকীম মাথা তুলে উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'সুলতান আইউবি যা বলেছেন, সত্য বলেছেন।' বলেই হাকীম ঘোড়া থেকে নেমে এলেন।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সঙ্গীরা এ-ই প্রথম সুলতান আইউবিকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখেছে।

হাকীম ঘোড়া থেকে নেমে মাথাটা নত করে দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতান আইউবি তলোয়ার বের করে এক আঘাতে হাকীমের মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেললেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন– 'আল্লাহ'র সৈনিকগণ, ইসলামের প্রহরীগণ, আমি যদি অবিচার করে থাকি, তা হলে এই নাও, আমারই তারবারি দ্বারা আমার ঘাড়টা উড়িয়ে দাও।'

সুলতান আইউবি তরবারিটা বর্শা ছোড়ার মতো বাহিনীর দিকে ছুড়ে মারলেন। তরবারির আগা মাটিতে গেঁথে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সর্বসম্মুখের সালার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তলোয়ারটা তুলে উভয় হাতে করে আদবের সঙ্গে সুলতান আইউবির হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'মহামান্য সুলতান, এত আগেবপ্রবণ হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

বাহিনীর মধ্যে রব উঠে গেল। তারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সুলতান আইউবি দু-হাত উপরে তুলে সৈন্যদের শান্ত করলেন এবং অপরাধীদের শাস্তি ঘোষণা করলেন।

সুলতান আইউবি সেদিনই লিখিত বার্তাসহ সুদানে দূত প্রেরণ করলেন– 'সুদানের ফৌজ যদি মিসরের সীমান্তে সামান্যতম অস্থিতিশীলতাও সৃষ্টি করে, তো আমি তাকে মিসর-আক্রমণ বলে বিবেচনা করব আর তার উত্তরে আমি সুদান-আক্রমণের অধিকার লাভ করব। তখন আর আমরা সুদানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন না করে ক্ষান্ত হব না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির তরবারি থেকে যে-খুন টপটপ করে ঝরছিল, তা না ধুয়েই তিনি তরবারিটা খাপে ঢুকিয়ে ফেললেন। এই রক্ত সেই বিশ্বাসঘাতক হাকীমের, যিনি ক্রুসেডারদের চর ও সন্ত্রাসীর ভূমিকা পালন করছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানোর অপরাধে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, শিকল পরিয়ে তাদের কারাগারে আটকে রাখা হলো। সুলতান আইউবি তাঁর সালার, নায়েব সালার, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঝে বৈঠকে অস্থির চিত্তে পায়চারি করছেন। চোখে রক্ত নেমে এসেছে তাঁর। বৈঠকে সমবেতদের উদ্দেশে তিনি অনেক কথা বলেছেন এবং বলতে-বলতে একপর্যায়ে থেমে গেছেন। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত আছেন, সুলতানের আবেগ-উচ্ছ্বাস সম্পর্কে তাঁদের ভালোভাবেই জানা আছে। আইউবির চোখে চোখ রাখার সাহস কারও নেই।

'মহামান্য সুলতান!' – এক সালার বললেন – 'আমরা খ্রিস্টানদের কোনো ষড়যন্ত্র সফল হতে দেব না।'

সুলতান আইউবি হঠাৎ দ্রুততার সঙ্গে কোষ থেকে তরবারিটা বের করলেন। তিনি রক্তমাখা অস্ত্রটা সমবেতদের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন– 'এই রক্ত কার? এই রক্ত আপনাদের সকলের। এই রক্ত আমার। এই রক্ত আমাদের সেই ভাইয়ের, যে মসজিদে আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করত। তার ঘরে কুরআনও আছে। এই রক্ত যদি গাদ্দার হতে পারে, তা হলে খ্রিস্টানদের এই ষড়যন্ত্রও সফল হবে। খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েই গেছে। ইসলামের যে-সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনকে ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত করার কথা ছিল, আপসে সংঘাতে জড়িয়ে খ্রিস্টানরা তাদেরকে এমন দুর্বল করে ফেলেছে যে, আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য ফিলিস্তিন-অভিমুখে যাত্রা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল। আজ আমাদের কায়রো নয় – 'জেরুজালেম' থাকবার কথা ছিল। কিন্তু ইসলামের সেই সামরিক শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবি তলোয়ারটা তাঁর দারোয়ানের দিকে ছুড়ে মারলেন এবং পরক্ষণেই খাপটাও খুলে তার হাতে দিয়ে বললেন– 'এই রক্ত যদি কোনো

www.pathagar.com

কাফেরের হতো, তা হলে আমি তলোয়ারটা পরিষ্কার করাতাম না। এ এক গাদ্দারের খুন। খাপে এই রক্তের ঘ্রাণও যেন না থাকে।'

দারোয়ান তলোয়ার ও খাপ পরিষ্কার করার জন্য বাইরে নিয়ে গেল। সুলতান আইউবি সমবেতদের বললেন– 'খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। তারা চাচ্ছিল, যেন আমি হাল্‌ব অতিক্রম করে সম্মুখে যেতে না পারি। দেখছ না, সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আমি কায়রো এসে পড়েছি! আমি আপনাদের প্রবঞ্চনার মাঝে রাখব না। ক্রুসেডাররা এখন সম্মুখে অগ্রসর হবে। আমরা যে-সময়ে আপসে লড়াই করছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে সিদ্ধান্তমূলক পরাজয়দানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল।'

'আমরা মুসলমানদের আপসে যুদ্ধ করিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবির গতি ঘুরিয়ে দিয়েছি।' ত্রিপোলির খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ড বললেন। তারা গোয়েন্দা-মারফত সংবাদ পেয়ে গেছেন, সালাহুদ্দীন আইউবি হাল্‌ব ছেড়ে মিসর চলে গেছেন এবং তাঁর জায়গায় তাঁর ভাই আল-আদিল রণাঙ্গনে এসেছেন। সংবাদটা জেরুজালেম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বড় ক্রুশ ও প্রধান পাদরির আস্তানা আক্রায়ও পৌঁছে গেছে। তাই তৎক্ষণাৎ তারা ত্রিপোলিতে এসে বৈঠকে বসেছেন।

দুদিকেই বৈঠক চলছে।

'আইউবি জেরুজালেম জয় করার প্রত্যয় নিয়ে বের হয়েছিলেন' – রেমন্ড বললেন – 'আমরা একটা তিরও না ছুড়ে তাকে মিসর ফিরিয়ে দিয়েছি। তারই হাতে আমরা সেই মুসলিম শাসকদের বেকার করে দিয়েছি, যারা যেকোনো সময় আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারত। এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী চাই! এখন বিজয় অর্জনে আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'সাফল্যটা অত বিরাট নয়, যতটা বড় করে আপনি দেখালেন' – 'খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইন বললেন – 'আমরা আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি মাত্র। আসল কাজ তো আক্রমণ। আক্রমণ করে বিজয় অর্জন করলেই তবে তাকে সাফল্য বলব। দ্রুত বাহিনী প্রস্তুত করো। সম্মুখপানে রওনা হও এবং আইউবিকে আত্মসংবরণ করার সুযোগ দিয়ো না।'

'আমরা যদি নিজেদের খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিতে সক্ষম না হই, তা হলে পরিণতি কী হবে জানি না' – সুলতান আইউবি তাঁর সালার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বললেন – 'আজ থেকেই নতুন ভর্তি শুরু করে দাও। আরোহী সৈনিকের সংখ্যা বেশি হওয়া চাই। সেই সুদানি যুবকদেরও ভর্তি করে নাও, সাত বছর আগে বিদ্রোহের অপরাধে পদচ্যুৎ করে শাস্তিস্বরূপ যাদের দ্বারা কৃষি জমি আবাদ করানো হয়েছিল। এখন আর তারা ধোঁকা দেবে না। যেসব যুবক ঘোড়সওয়ারি ও তরবারিচালনা জানে, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দাও। আমি তাড়াতাড়ি মিসর থেকে বের হতে চাই। খ্রিস্টানদের মাথা যদি খারাপ হয়ে গিয়ে

www.pathagar.com

থাকে, তা হলেই আরব জগত তাদের দখলদারিত্ব থেকে রক্ষা পাবে। অন্যথায় আমার অনুপস্থিতির সুযোগে এক্ষুনি তাদের হামলা করা উচিত। তারা আনাড়ি নয়। এই যে আমি মিসর ফিরে আসতে বাধ্য হলাম, পরিস্থিতিটা তাদেরই সৃষ্ট। এতে তাদের উদ্দেশ্য আছে। একটিমাত্র পন্থা অবলম্বন করলে তারা আমাদের থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষা করতে পারবে – অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করে তাদেরকে আমাদের এলাকায় এসে লড়াই করতে হবে। এই যুদ্ধে আমার অনেক সৈন্যের প্রয়োজন।'

'আমি এক্ষুনি দুশো পঞ্চাশজন নাইট (বর্মপরিহিত কমান্ডার) ময়দানে নিয়ে আসতে পারি' – ত্রিপোলির কনফারেন্সে বিখ্যাত খ্রিস্টান সম্রাট রেনাল্ট অফ খুনিন বললেন – 'এই আক্রমণের নেতৃত্ব আমার বাহিনী দেবে। আমি তার পরিকল্পনাও প্রস্তুত করে রেখেছি। আমরা সালাহুদ্দীন আইউবির মতো চুপিচুপি যুদ্ধ করব না। আমরা ঝড় ও স্রোতের মতো এগিয়ে যাব। আমরা যখন সবাই একসঙ্গে রওনা হব, তখন আপনি বুঝতে পারবেন, মানুষ ও ঘোড়ার এই ঝড়-স্রোত আরব দুনিয়াকে খড়-কুটোর মতো ভাসিয়ে মিসরকেও পিষে ফেলবে এবং তার গতি সুদান গিয়ে ক্ষান্ত হবে।'

'খ্রিস্টানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসে, তা হলে আরবের মাটি আমাদের থেকে এত রক্ত কামনা করবে, যাতে মরুভূমির বালিকণা সাঁতার কাটবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'এবার আমরা মাথায় কাফন বেঁধে যাব। আমার বন্ধুগণ, আমাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পুরোপুরি সংবরণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে।'

'আইউবিকে মিসরে আটকে রাখার জন্য অরাজক কর্মকাণ্ড আরও তীব্রতর করতে হবে' – রেমন্ড বললেন। তিনি খ্রিস্টান ইন্টেলিজেন্স প্রধান হারমানকে উদ্দেশ করে বললেন – 'হারমান, মিসরের উপর তোমার হামলা আরও জোরদার করো। আইউবি স্থির হয়ে বসে থাকবার কথা নয়। তার বাহিনীর জীবনহানি প্রচুর হয়েছে। বিলম্ব না করে তিনি নতুন ভর্তি শুরু করে দিবেন। তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, যেন তিনি ভর্তি না পান। যদি তাতে সফল না হও, তা হলে মিসরের বাহিনীকে ধ্বংস করতে থাকো। সেখানকার বাহিনীর উপর দৃষ্টি রাখো। ওখানে আমাদের কর্তব্যরত গোয়েন্দাদের বোলো, সালাহুদ্দীন আইউবির যেকোনো গতিবিধির সংবাদ যেন দ্রুত আমাদের কাছে পৌঁছাতে থাকে।'

'আর হারমান!' – এক খ্রিস্টান কমান্ডার বললেন – 'মিসরের সংবাদ পাওয়া যাক আর না যাক এখানকার কোনো সংবাদ যেন বাইরে যেতে না পারে। আমাদের স্বীকার করতে হবে, আইউবি যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে আমাদের জন্য আপদ হিসেবে আবির্ভূত হন, তেমনি গুপ্তচরবৃত্তির ময়দানেও তিনি আমাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। আমাদের মাঝে তার চর থাকা অস্বাভাবিক নয়। এখানকার মুসলিম পরিবারগুলোর উপর নজর রাখতে হবে। কারও প্রতি

www.pathagar.com

সামান্যতম সন্দেহ সৃষ্টি হলেই তাকে বন্দি করে ফেলো। প্রয়োজনে হত্যা করে ফেলো। আমি তোমাকে এ-ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান করলাম।'

'আমি তো কারো অন্তরে প্রবেশ করতে পারি না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'গাদ্দার কারও গায়ে লেখা থাকে না। গাদ্দারদের মাথায় শিংও থাকে না। আমি আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিসকে অনুমতি প্রদান করছি, যাকেই খ্রিস্টানদের চর বলে সন্দেহ হবে, তাকেই হত্যা করে ফেলো। তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে চাইলে কারাগারে ফেলে রাখো। যে-সময়টায় খ্রিস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসছে, সেই সঙ্গিন পরিস্থিতিতে আমি কাউকে ক্ষমা করতে পারি না। আমি তদন্ত ও সুবিচারের ধরণ-পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চাই।... আর আলী বিন সুফিয়ান, আমি নিশ্চিত, তুমি অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে তোমার জাল বিছিয়ে রেখেছ। খ্রিস্টানদের ভিতরে আরও কিছুলোক পাঠিয়ে দাও এবং সেখানকার গোয়েন্দাদের বলে দাও, কোনো তথ্য-সংবাদ যেন বেশি সময় নিজেদের কাছে না রাখে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও যেন তিরগতিতে কায়রোতে সংবাদ পৌঁছায়। আমাকে অন্ধ করে দিয়ো না আলী! আর সতর্ক থাকো, এখান থেকে কোনো সংবাদ যেন বের হতে না পারে।'

'আমাদের বাহিনীর কমান্ড যদি যৌথ হয়, তা হলে আমরা আরও বেশি ভালো ও কার্যকর পন্থায় লড়াই করতে পারব।' রেমন্ড বললেন।

'আমি ঐক্যের উপর জোর দেব – যৌথ কমান্ডের উপর নয়' – রেনাল্ট বললেন – 'যৌথ কমান্ডের কিছু ক্ষতিকর দিকও থাকে। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের একে অপরের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং একে অন্যের পথে চলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অগ্রযাত্রার জন্য আমরা এলাকা ভাগ করে নেব। সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমাদের গতিবিধি ফাঁস না হয়।'

◆◆◆

উভয় দিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সুলতান আইউবিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা খ্রিস্টানদের এবারকার প্রত্যয়। সুলতান বিক্ষত। খ্রিস্টানদের মদদপুষ্ট স্বজাতীয় তিন-তিনটা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। প্রায় তিনটা বছর মুসলিম সৈনিকরা পরস্পরের রক্ত ঝরিয়েছে। সুলতান আইউবি তিন মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে এনেছেন এবং তারা সুলতানের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সুলতানের মতে এই জয় উম্মাহ'র নিকৃষ্টতম বিজয়। কারণ, খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। এই ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে আল্লাহর হাজার-হাজার সেই সৈনিকরা মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করেছে, যাদের খ্রিস্টানদের হাত থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার কথা ছিল।'

ইত্যবসরে খ্রিস্টানরা তাদের সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করে নিয়েছে। বাহিনীকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগও দিয়েছে। তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি এখন সম্পন্ন। তাদের দাবি

www.pathagar.com

ভিত্তিহীন ছিল না যে, তারা ঝড়ের গতিতে আসবে এবং আরব বিশ্বকে খড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বিপরীত দিকে সুলতান আইউবির বাহিনীর অভিজ্ঞ অনেক সৈনিক ও কমান্ডার শাহাদাতবরণ করেছে, যার ফলে সুলতান এখন নতুন ভর্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। অনভিজ্ঞ নতুন সৈনিকদের দ্বারা যুদ্ধ করানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তবু সুলতান আইউবির এছাড়া উপায়ও নেই। এ-মুহূর্তে মিসরেও অনেক সৈন্য রাখা প্রয়োজন। কারণ, সুদানের দিক থেকেও আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। সর্বোপরি দেশজুড়ে নাশকতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সমস্যা তো আছেই।

খ্রিস্টানরা ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। কিন্তু সুলতান আইউবি তাঁর নিজস্ব রণকৌশল থেকে সরে আসতে চাচ্ছেন না। তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনি 'গেরিলা হামলা চালাও আর পালিয়ে যাও' এই রীতি অনুযায়ীই লড়াই করবেন। খ্রিস্টানদের বর্তমানকার পরিকল্পনায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেন সুলতান আইউবির কমান্ডো অপারেশন সফল হতে না পারে। তারা আইউবির বাহিনীকে বেষ্টনির মধ্যে নিয়ে এসে সামনাসামনি লড়াবার কৌশল ভাবছে। উভয়পক্ষের জোর প্রচেষ্টা, আপন-আপন যুদ্ধপ্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও গতিবিধি যেন গোপন থাকে এবং প্রতিপক্ষের গোপন তথ্য বের করে আনা যায়। এ-লক্ষ্যে উভয়পক্ষের মধ্যেই প্রতিপক্ষের গুপ্তচর ঢুকে রয়েছে।

খ্রিস্টান কমান্ডার প্রমুখ মোটের উপর জানে, তাদের মধ্যে সুলতান আইউবির গোয়েন্দা আছে। কিন্তু ত্রিপোলির সম্রাট রেমন্ড ও অপরাপর খ্রিস্টান সম্রাটদের জানা নেই, খোদ তাদের এই কনফারেন্সেই দুজন মুসলমান গোয়েন্দা উপস্থিত রয়েছে। একজন রাশেদ চেঙ্গিস। অপরজন ভিক্টর।

রাশেদ চেঙ্গিস তুর্কি মুসলমান। ভিক্টর ফরাসি। এরা খ্রিস্টানদের উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারী। খ্রিস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের সভা-নিমন্ত্রণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মদ-খাবার ইত্যাদি পরিবেশনের তত্ত্বাবধান এদের দায়িত্ব। রাশেদ চেঙ্গিস ছদ্মনাম। ঠিক খ্রিস্টানদের নামের মতো। তুর্কি হওয়ার কারণে গায়ের রংটা ইউরোপিয়ানদের মতো। তা ছাড়া অত্যন্ত চালাক ও বাক্‌পটু। ভিক্টরের ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই যে, সে খ্রিস্টান। ফ্রান্সের বাসিন্দা। কিন্তু ছদ্মনামটা রেখেছে গ্রীক খ্রিস্টানদের।

খ্রিস্টানদের এই কনফারেন্সেও তারা দুজন তাদের বিশেষ পোশাকে উপস্থিত আছে। কারণ, খ্রিস্টানরা মদ ছাড়া কোনো কাজই করতে পারে না। এরা মদ পরিবেশন করছে আর সতর্কতার সঙ্গে মনোযোগ সহকারে তাদের কথোপকথন শুনছে। অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা, যা কিনা এই মুহূর্তে কায়রো পৌঁছে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয়নি। খ্রিস্টানদের পূর্ণ পরিকল্পনা জ্ঞাত হয়ে যেকোনো মূল্যে সেসব তথ্য কায়রো পৌঁছাতে হবে। এই দুই গোয়েন্দার উপর আলী বিন সুফিয়ানের পরিপূর্ণ আস্থা আছে।

www.pathagar.com

◆◆◆

মিসরে সেনাভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দু-তিনটা ইউনিট গঠনও হয়ে গেছে। সামরিক কুচকাওয়াজ ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। দ্রুতগামী দূতমারফত মসজিদের ইমামদের কাছে সুলতান আইউবির বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনারা জনগণকে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। তাদের বলুন, কাফেররা পূর্ণ শক্তি নিয়ে ইসলামি দুনিয়ার উপর আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কাফেরদের দখল থেকে মুক্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। ইমামদের বলা হলো, আপনারা যুবকদের মিসরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

ইসলাম ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবা-তরুণরা ভর্তি হতে শুরু করেছে। তাদের সম্মুখে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিষ্কার। কিন্তু বহু যুবক ভর্তি হয়েছে গনিমতের লোভে। তারা পল্লী অঞ্চলের মানুষ। তাদের কানে ইমামদের আওয়াজ পৌঁছায়নি। তারা সাক্ষাৎ পেয়েছে সেনা-অফিসারদের, যারা এই লোকগুলোকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, আসো, যুদ্ধ করো। আমরা খ্রিস্টানদের এমনসব এলাকা জয় করব, যেখানে বিপুল সম্পদ আছে। তোমাদেরকে সেই সম্পদের ভাগ দেওয়া হবে। ফলে তারা জিহাদি জযবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে হাসিমুখে গনিমতের লোভে ভর্তি হয়েছে। এই অনভিজ্ঞ ও আনাড়ি অফিসারগণ সুলতান আইউবির আকাঙ্ক্ষার বিপরীত বিপুলসংখ্যক যুবককে ভর্তি করে নিয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে এই সৈনিকরা সুলতান আইউবির জন্য বিরাট এক সমস্যারূপে আবির্ভূত হলো।

ওদিকে ত্রিপোলির সামান্য দূরে খ্রিস্টান বাহিনী সমবেত হতে শুরু করেছে। ফিলিস্তিনের অধিকৃত শহরগুলোতে দূত প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমরা বাহিনী প্রস্তুত করো। ত্রিপোলিতে খ্রিস্টান সম্রাট রেনাল্ট সবচেয়ে বেশি তৎপর। তার সেনাসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, যাদের মধ্যে দুশো পঞ্চাশজন নাইট রয়েছে। নাইট একটি সম্মানসূচক পদবি। অস্বাভাবিক বিচক্ষণ, সাহসী ও অত্যধিক যোগ্য সামরিক অফিসারদের এই পদবি প্রদান করা হয়। তাদের বিশেষ ধরনের বর্ম দেওয়া হয় এবং এরা বিশেষ-বিশেষ ইউনিটের কমান্ডার হয়ে থাকেন। প্রতিশোধের আগুন রেনাল্টকে অস্থির করে রেখেছে।

প্রিয় পাঠক, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১১৭৪ সালের শুরুর দিকে খ্রিস্টানরা সমুদ্রের দিক থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সুলতান আইউবি গুপ্তচরমারফত যথাসময়ে সেই আক্রমণ-প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টান হামলাকারীদের স্বাগত জানাতে এমন বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন যে, খ্রিস্টানদের নৌবহর সমুদ্রেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

সেই অভিযানে একটা আক্রমণ হওয়ার কথা ছিল স্থলপথে, যার নেতৃত্ব ছিল রেনাল্টের হাতে। কিন্তু যেহেতু মুসলমান গোয়েন্দারা খ্রিস্টানদের পূর্ণ পরিকল্পনা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল, তাই নুরুদ্দীন জঙ্গী স্থলপথে ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। তিনি পিছন ও উভয় পার্শ্ব থেকেও আক্রমণের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। রেনাল্ট সেই ফাঁদে এসে পা দিলেন। বাঁচার জন্য তিনি অনেক হাত-পা ছুড়লেন। কিন্তু একরাতে জঙ্গির কমান্ডোসেনারা রেনাল্টের হেডকোয়ার্টারের উপর হামলা চালাল এবং রেনাল্টকে ধরে ফেলল। খ্রিস্টানদের আক্রমণ-অভিযান শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং তাদের শোচনীয় পরাজয়ও ঘটেছে। তাদের জীবন ও সম্পদের বিপুল ক্ষতি সাধিত হওয়া ছাড়াও উল্লেখযোগ্য বড় একটা ক্ষতি এই হয়েছে যে, রেনাল্টের মতো একজন যুদ্ধবাজ সম্রাট বন্দিত্ব বরণ করেছেন।

রেনাল্ট নুরুদ্দীন জঙ্গির অতিশয় মূল্যবান একজন বন্দি ছিলেন। তার মুক্তির বিনিময়ে তিনি খ্রিস্টানদের থেকে বড় শর্ত আদায়ের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু আয়ু তাঁকে সময় দেয়নি। দু-মাস পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর পদস্থ কর্মকর্তা ও সালারগণ তাঁরই এগারো বছর বয়সী পুত্র আল-মালিকুস সালিহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। তারা আল-মালিকুস সালিহকে পুতুলের মতো ব্যবহার করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিল এবং তাঁকে পরাজিত করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। এই বন্ধুত্বের প্রথম বিনিময় তারা এই প্রদান করেছিল যে, রেনাল্টের মতো মূল্যবান কয়েদিকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে দিল।

সেই থেকে ওস্তাদ নুরুদ্দীন জঙ্গির পুত্র আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সুলতান আইউবির যুদ্ধ-সংঘাত শুরু হয়ে গেল। অন্যান্য আমিরগণও খেলাফত থেকে আলাদা হয়ে গেলেন এবং তারা প্রত্যেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যৌথবাহিনী গঠন করে নিলেন। তাদের এই আত্মঘাতী অবস্থানের ফলে অন্যসব ক্ষতির পাশাপাশি বড় একটা ক্ষতি এই হয়েছিল যে, রেনাল্ট একটা সামরিক শক্তির রূপ ধারণ করে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধেই নয় – এখন ইসলামি দুনিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছেন।

আল-মালিকুস সালিহ রেনাল্টের সঙ্গে আরও যে-বন্দিদের মুক্তি দিয়েছিলেন, তারাও ইসলামের জন্য বিরাট সমস্যারূপে আবির্ভূত হয়েছে। রেনাল্ট তার পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ নিতেও বদ্ধপরিকর। খ্রিস্টানদের কনফারেন্সে তিনি সকল খ্রিস্টান বাহিনী যৌথ কমান্ডের অধীনে কাজ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। তার বড় কারণ, তিনি স্বাধীন থেকে নিজের প্রত্যয়-পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন। খ্রিস্টানদের একটা দুর্বলতা ছিল, তারা ঐক্যবদ্ধ হতো না। তারা যার-যার অবস্থান থেকে একে অপরকে সহযোগিতা দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইত। তাদের প্রত্যেকের মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল,

www.pathagar.com

একাকি যুদ্ধ করে নিজেই বিজিত এলাকার রাজা হব। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, খ্রিস্টানদের এই দুর্বলতা আরব বিশ্বে তাদের অনেক ক্ষতি করেছে। এত অধিক ও বিশাল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবির সারিতে যদি গাদ্দার না থাকত, তা হলে খ্রিস্টানদের আরব দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করে ইউরোপের জন্যও তিনি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতেন।

'আপনারা যদি সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করতে চান, তা হলে আমাদের প্রত্যেকে আপন-আপন বাহিনীকে যৌথ কমান্ডের অধীনে ছেড়ে দিতে হবে' – রেমন্ড বললেন – 'অন্যথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আমরা ব্যর্থও হয়ে যেতে পারি। প্রধান সেনাপতি কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবে জোট।'

'আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত করব না' – রেনাল্ট বললেন – 'তবে আমি সেই কমান্ডের অধীনে থেকে যুদ্ধ করব না। আমাকে আমার বিগত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তার জন্য আমার স্বাধীনতা প্রয়োজন। নুরুদ্দীন জঙ্গি মরে গেছে। জঙ্গি আমাকে বন্দি করে যেভাবে দামেশ্ক নিয়েছিল, ঠিক তেমনি আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকে বন্দি করে আপনাদের সম্মুখে এনে হাজির করব। অন্যথায় ইতিহাস আজীবন আমাকে অভিশম্পাত করবে। আমি আপনাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে চাই, নুরুদ্দীন জঙ্গি যখন আমার উপর গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে আমার সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল এবং তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল, তখন আপনাদের কে তার উপর জবাবি হামলা করেছিলেন? কে আমার জন্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন? কেউ নন। এখন আপনারা আমার পায়ে শিকল পরাবেন না। আমি এই দিনটির জন্যই বাহিনী প্রস্তুত করেছি। আমার প্রতিশোধ গ্রহণের সময় এসে পড়েছে। আমার ফৌজ আপনাদের কারও ফৌজের পথে প্রতিবন্ধক হবে না। যাকেই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে, সব রকম ঝুঁকি বরণ করে নিয়ে আমি তাকে সাহায্য করব। কিন্তু আপনাদের সকলের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন, আমাকে শিকলে বাঁধবেন না।'

'আজ এ-পর্যন্তই' – বল্ডউইন বললেন – 'আমাদের আজকের কনফারেন্স প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। আপাতত সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের গোপন তৎপরতা গৃহযুদ্ধের আদলে মুলমানদের কোমর ভেঙে দিয়েছে এবং সালাহুদ্দীন আইউবি এদিকে আসার পরিবর্তে মিসর চলে গেছেন। তাই অতিশীঘ্র আমাদেরকে জোরদার আক্রমণ চালাতে হবে। আজকের এই সভায় আমরা আক্রমণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এখন দু-চারদিন আমরা আলাদা-আলাদাভাবে চিন্তা-ভাবনা করব। যারা এ-বৈঠকে অনুপস্থিত আছেন, তাদেরও তলব করব। তারপর একদিন বসে আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করে নেব। আমাদের বাহিনীগুলো প্রস্তুত আছে। এই ফাঁকে হারমানকে গোয়েন্দা

www.pathagar.com

তৎপরতা আরও জোরদার করতে হবে। আইউবির গুপ্তচরদের পাতাল থেকে হলেও বের করে এনে আটক করতে হবে। এখানকার প্রত্যেক মুসলমানের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। প্রত্যেক মুসলিম পরিবার ও ব্যক্তির প্রতিটি মুহূর্তের গতিবিধির উপর চোখ রাখতে হবে। হারমান, আপনাকে বিশেষভাবে আরও একটি কাজ করতে হবে। পুরুষ হোক কিংবা নারী, এখান থেকে যে-ই বের হবে নিশ্চিত হতে হবে, সে শত্রুর চর কি-না।

'তা-ই হবে' – হারমান বললেন – 'আমাকে না জানিয়ে এখান থেকে পাখিটাও বের হতে পারবে না।'

◆◆◆

রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টর। খ্রিস্টানদের দুই বিশ্বস্ত পরিচারক। নিয়োগ দেওয়া হয়েছে গভীর যাচাই-বাছাইয়ের পর। তারপরও এরা সুলতান আইউবির গুপ্তচর। অতিশয় বিচক্ষণ গোয়েন্দা। হারমানের মতো বিজ্ঞ গোয়েন্দাপ্রধানকে পরাজিত করে ঢুকে গেছে খ্রিস্টানদের একেবারে ভিআইপি কক্ষে। খ্রিস্টানদের এই কনফারেন্সের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগা-গোড়া সব আলোচনা – সকল সিদ্ধান্ত তাদের জানা।

মধ্যরাতের পর সভা মুলতবি হলে তারা নিজকক্ষে চলে গেল।

'ডিউটি থেকে অনুপস্থিত থাকা আমাদের কারও পক্ষেই সম্ভব নয়' – ভিক্টর বলল – 'এসব তথ্য অন্য কারও মাধ্যমে কায়রো পৌঁছাতে হবে। এমন লোক কে আছে?'

'ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক' – রাশেদ চেঙ্গিস বলল – 'তিনি-ই ভালো জানবেন, কাকে পাঠানো যায়। দ্রুতগতিতে কায়রো পৌঁছার জন্য বিশেষ কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন হবে। তবে তাদের পূর্ণ পরিকল্পনা জানার পরই কায়রোকে সংবাদ দেওয়া উচিত। অসম্পূর্ণ সংবাদ জেনে সুলতান ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন।'

'ইমাম সাহেবকে এতটুকু সংবাদ তো জানানো প্রয়োজন যে, খ্রিস্টানরা অনেক বড় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে' – ভিক্টর বলল – 'যাতে তথ্য পেয়ে সুলতান অন্তত তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করতে পারেন এবং অতিদ্রুত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে নিতে সচেষ্ট হন।' আর শোনো, তারা যখন আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করছিল, তখন আমি তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম। তুমি রেমন্ডের সামনে মদের পেয়ালা রাখতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলে। তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল, তুমি মনোযোগসহকারে আলোচনা শুনছ। আমি তোমার চোহারা দেখেছিলাম। তাতে আমি লক্ষ্য করার মতো ঔজ্জ্বল্য দেখেছি। আমি জানি, এতটা মূলবান তথ্য প্রাপ্তিতে উত্তেজনা ও আনন্দের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ভুলে গেলে চলবে না, এ-জাতীয় সভা-সমাবেশে হারমানও উপস্থিত

www.pathagar.com

থাকেন। হারমান আমাদের আলী বিন সুফিয়ানের সমপর্যায়ের গোয়েন্দা। আমি তোমার প্রতি তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ হারমানের প্রতিও তাকিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, তিনি তোমাকে লক্ষ্য করছেন। সাবধান থেকো ভাই! জান তো আমরা দুশমনের পেটের মধ্যে বাস করছি।'

'হারমানের কাছে আমরা অপরিচিত নই' – রাশেদ চেঙ্গিস বলল – 'আমাদের ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

'ভয় নয় – সতর্ক থাকা প্রয়োজন' – ভিক্টর বলল – 'হারমান কী-কী নির্দেশনা পেয়েছেন, শুনেছ নিশ্চয়। এখন তিনি যে-কাউকে সন্দেহের চোখে দেখবেন। আচ্ছা, তুমি একটা কাজ করো – মসজিদে চলে যাও। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খ্রিস্টানরা আজ কী-কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ইমামকে জানাও। কেউ কায়রো যাওয়ার থাকলে সংবাদটা আলী বিন সুফিয়ানকে জানাতে বলো। আর ওদিক থেকে কেউ এলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যেন না যায়।'

নগরীর এক মসজিদের ইমাম সুলতান আইউবির গুপ্তচর। মসজিদটি গুপ্তচরবৃত্তির গোপন ঠিকানা। সুলতান আইউবির গোয়েন্দারা মসজিদে গিয়ে ইমামকে সংবাদ পৌঁছায় এবং তাঁর থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে। ভিক্টর কখনও মসজিদে যায়নি। লোকটা নামায পড়ার নিয়ম-কানুন ও মসজিদের আদব-কায়দা কিছুই জানে না। তাই তার ভয়, মসজিদে গেলে খ্রিস্টানদের কোনো মুসলমান গুপ্তচর তাকে ধরিয়ে দিতে পারে। আশঙ্কাটা অমূলক নয়। খ্রিস্টানদের গুপ্তচরদের মধ্যে এমন অনেক মুসলমান ছিল, যারা মুসল্লী বেশে মসজিদে যাওয়া-আসা করত এবং মুসলমানদের কথাবার্তা শুনে তথ্য সংগ্রহ করত। এভাবে তারা বহু মুসলমানকে খ্রিস্টানদের হাতে গ্রেফতারও করিয়েছে। রাশেদ চেঙ্গিস যেহেতু নিজেকে খ্রিস্টান পরিচয় দিয়ে রেখেছিল, তাই দিনের বেলা সে মসজিদে যেত না। খ্রিস্টান কমান্ডার প্রমুখ রাতের আসর ও ভোজভাজির অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেওয়ার পর প্রয়োজন হলে মধ্য রাতের পর মসজিদসংলগ্ন ইমামের বাসায় যেত।

♦♦♦

রাশেদ চেঙ্গিস পোশাক পরিবর্তন করে জুব্বা ও পাগড়ি পরিধান করল। মুখে কৃত্রিম দাড়ি স্থাপন করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ-সময়ে খ্রিস্টানদের এই কেন্দ্রে রাতেও জাঁকজমক অব্যাহত থাকে। রেমন্ডের বাহিনী তো আছেই, রেনাল্টও তার অনেক অফিসারসহ এখন এখানে অবস্থান করছেন। আছে তার কয়েকটা সেনা-ইউনিটও। এই সেনা-অফিসার এবং অন্যান্য খ্রিস্টান কমান্ডাররা আমোদ-বিনোদনের মধ্য দিয়ে রাত অতিবাহিত করছে। পেশাদার মেয়েদের নাচ-গান ও প্রমোদ চলছে। সারারাত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রী-গণিকারাও সঙ্গে থাকছে। কে কার স্ত্রী, বাছ-বিচার থাকছে না। চলছে নারী বেচা-কেনাও।

www.pathagar.com

কক্ষ থেকে বের হয়ে রাশেদ চেঙ্গিসের লুকিয়ে-লুকিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হলো। প্রতিটি কক্ষে ও তাঁবুতে বেহায়াপনা তো চলছেই, বাইরেও কোথাও-কোথাও একই আচরণ চোখে পড়ল। তাদের এড়িয়ে ভিন্ন পথ ধরতে হলো রাশেদ চেঙ্গিসকে। অবশেষে সে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাটা নিরাপদে অতিক্রম করে ফেলল এবং নগরীর গলিপথে ঢুকে পড়ল। তারপর মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

রাশেদ চেঙ্গিস এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে যখন মসজিদে প্রবেশ করতে শুরু করল, তখন সে অনুভব করল, কে যেন গলির মধ্যে পা টিপে-টিপে হেঁটে এসে এক দিকে মোড় নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে! রাশেদ চেঙ্গিস হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। কিন্তু পরক্ষণেই কুকুর-বিড়াল বা অন্য কোনো প্রাণী হতে পারে মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। সে মসজিদের বারান্দায় ঢুকে পড়ল এবং ইমামের কক্ষের দরজায় বিশেষ নিয়মে করাঘাত করল।

দরজা খুলে গেল। রাশেদ চেঙ্গিস ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং ইমামকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট দিল।

'খ্রিস্টানদের বেশির ভাগ সৈন্য এখানে সমবেত হবে' – চেঙ্গিস বলল – 'এরা হবে রেনাল্টের ফৌজ। এখানকার বাহিনী তো পূর্ব থেকেই এখানে উপস্থিত আছে। এই বাহিনীর অভিযান ও প্রত্যয়ের সংবাদ তো কায়রো পেয়েই যাবে। আমরা চেষ্টা করলে যাত্রার আগেই বাহিনীর কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারব এবং তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে সক্ষম হব।'

'অর্থাৎ– তুমি বলতে চাচ্ছ, আমাদের কমান্ডো-বাহিনীকে বলব, তারা যেন আগুন ধরিয়ে খ্রিস্টান-বাহিনীর রসদ নষ্ট করে দেয়' – ইমাম বললেন – 'এ-কাজটা আমি করাতে পারি; কিন্তু করাব না। তুমি নিশ্চয় এমন বহু ঘটনা শুনেছ যে, যে-অধিকৃত অঞ্চলে আমাদের কমান্ডোসেনারা খ্রিস্টানদের ক্ষতিসাধন করেছে, সেখানকার মুসলমান বাসিন্দাদের জীবন জাহান্নামের চেয়েও কঠিনতর করে তোলা হয়েছে। ঘরে-ঘরে তল্লাশ হয়েছে। আমাদের সম্ভ্রান্ত মা-বোনদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে এবং যুবতী মেয়েদের খ্রিস্টানরা তুলে নিয়ে গেছে। সর্বোপরি বন্দিত্ব ও হত্যা-নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। আমি দূতমারফত সুলতান আইউবিকে সমস্যাটা অবহিত করেছি। সুলতান সম্পূর্ণ আমার আশানুরূপ উত্তর প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এখন থেকে মুসলিম অধিবাসীদের মর্যাদা, জীবন ও সম্পদের খাতিরে কোনো শহরে গোপন ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা বন্ধ থাকবে। দুশমনের রসদ বাহিনীর সঙ্গে আসতে দাও, আমার গেরিলা সৈনিকরা সেগুলো রণাঙ্গনে যেতে দেবে না।'

'পূর্ণাঙ্গ সংবাদ আমি আপনাকে দু-চারদিনের মধ্যেই জানাতে পারব' – চেঙ্গিস বলল – 'আপনি এখন আরও সতর্ক হয়ে যান। এখানকার গুপ্তচররা

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক রকম তৎপর হয়ে উঠেছে। এখন থেকে তারা এখানকার পশু-পাখিগুলোকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।'

একজনকে কায়রো পাঠিয়ে দেওয়া হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চেঙ্গিস মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। এখন আর তার মধ্যে কোনো লুকোচুরি ভাব নেই, যাতে কেউ সন্দেহ না করে। গলির দিকে মোড় নেওয়ামাত্র আবারও যেন কারও পায়ের শব্দ কানে এল। চেঙ্গিস মোড় ঘুরিয়ে তাকাল।

গলিটা অন্ধকার। চেঙ্গিস কিছুই দেখতে পেল না। চেঙ্গিস সামনের দিকে হাঁটা শুরু করল। গন্তব্যের কাছাকাছি গিয়ে কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ খুলে কাপড়ের তলে লুকিয়ে ফেলল। পোশাকে তাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। এমন পোশাক খ্রিস্টানরাও পরে থাকে।

এখন ভিক্টর ও চেঙ্গিসের প্রচেষ্টা, কীভাবে খ্রিস্টানদের আক্রমণ-পরিকল্পনার বিস্তারিত জানা যায়। খ্রিস্টান-বাহিনী কোথায়-কোথায় আক্রমণ চালাবে এবং তাদের রওনা হওয়ার প্রোগ্রাম কী ইত্যাদি। অধিক-থেকে-অধিকতর সৈন্যসমাবেশ ঘটানোর আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। দূতদের দৌড়ঝাপ চলছে।

এখানকার জন্য রেমন্ড হলেন মেজবান। এটি তার রাজধানী। একরাতে তিনি সকল খ্রিস্টান সম্রাট, উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিমন্ত্রণ করলেন। অতিথিগণ ভোজসভায় উপস্থিত। ভিক্টর ও চেঙ্গিস মহাব্যস্ত – নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগটাও তাদের নেই।

যেহেতু মেহমানদের মাঝে সম্রাটগণও আছেন, তাই তাদের মদ ইত্যাদি পরিবেশনের জন্য ভিক্টর-চেঙ্গিসকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। তবে তাদের জানা আছে, এই সতর্কতা ও ব্যস্ততা ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ মেহমানদের চেতনা ঠিক থাকে। পরে যখন মদমাতাল হয়ে তারা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন চাকর-নওকরদের ব্যস্ততা কমে যায়।

আজকের আসরে যতজন পুরুষ, ততজন নারী। রূপসী যুবতীরা আছে। এমন নারীও আছে, যারা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেলেও তরুণী সেজে ধোঁকা দিচ্ছে।

ভিক্টর ও চেঙ্গিস খাবার-মদ ইত্যাদি পরিবেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত চাকরদের কাজ তদারক করছে এবং ছুটোছুটি করছে। এক ইউরোপীয় তরুণী চেঙ্গিসের নিকট দু-তিনবার মদ চাইল। কিন্তু প্রতিবারই চেঙ্গিস কোনো চাকর বা চাকরানীকে ডেকে বলে দিল, একে মদ দাও।

সে-সময় মেহমানগণ রেমন্ডের মহলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল।

মেয়েটা অত্যন্ত রূপসী। চেঙ্গিসকে বারবার চাকরদের ডেকে মদ দিতে বলছে দেখে সে মুচকি হেসে বলল– 'আমি তোমার হাতে পান করতে চাচ্ছি আর তুমি কিনা চাকরদের নির্দেশ দিয়ে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছ।'

www.pathagar.com

'আজ্ঞে, আমিই এনে দিচ্ছি।' চেঙ্গিস ভৃত্যসুলভ ভঙ্গিতে বলল।

'এখানে নয়' – মেয়েটা বলল – 'আমি বাইরে বাগানে যাচ্ছি। ওখানে নিয়ে আসো।'

মেয়েটা প্রাসাদ থেকে বের হয়ে বাগানে একস্থানে গিয়ে বসল।

এটা প্রাসাদের বাগিচা। রাশেদ চেঙ্গিস আকর্ষণীয় একটা সোরাহিতে করে মদ নিয়ে ওখানে চলে গেল। ওখানেও মেহমানগণ ছড়িয়ে রয়েছে। সকলেই যৌনতার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে মদের পেয়ালা আর সঙ্গে একজন করে নারী।

এই মেয়েটা একা। এমন রূপসী এক যুবতী একা কেন ভেবে চেঙ্গিস বিস্মিত হলো। মেহমানদের তো এর দেহের চার পাশে মাছির মতো ভনভন করার কথা ছিল। এখানে চলে তো এসবই।

যাহোক, চেঙ্গিস মেয়েটার পেয়ালায় মদ ঢালতে শুরু করল। মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়ি কোথায়? চেঙ্গিস ইউরোপের একটা গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলল, কৈশোর থেকেই আমি সম্রাট রেমন্ডের রাজকর্মচারী।

'তুমি কি কিছু সময় আমার কাছে থাকতে পার?' – তরুণী জিজ্ঞেস করল এবং পেয়ালাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল – 'নাও, আমার পেয়ালা তুমি পান করো। আমি পরে পান করব।'

মেয়েটার কণ্ঠে অনুনয় ও তৃষ্ণার সুর।

'দেখুন, আমি একজন ভৃত্য' – চেঙ্গিস বলল – 'আপনি রাজকন্যা। এ-মুহূর্তে ডিউটি ছাড়া আমি অন্য কাজে সময় দিতে পারি না। আমি এখনও ডিউটিতে আছি।'

'এ-মুহূর্তে আমাকে তোমার চাকরানী মনে করো' – মেয়েটা রাশেদ চেঙ্গিসের হাত ধরে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল – 'তুমি রাজপুত্র। মানুষের মনই বলে দেয় কে কী।'

'আপনি একা কেন?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করল।

'কারণ, আমার মন সায় দেয় না, যার প্রতি আমার ঘৃণা, তার সঙ্গে হাসব, খেলব' – মেয়েটা জবাব দিল – 'আমার যাকে ভালো লাগে, সে এখন আমার সঙ্গেই আছ। এখন আমি নিঃসঙ্গ নই, একা নই। তুমি কিন্তু আমার হাত থেকে পেয়ালাটা নাওনি!'

'কেউ দেখে ফেললে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।' চেঙ্গিস বলল।

'তুমি যদি আমার পেয়ালা থেকে এক ঢোকও পান না কর, তা হলে আমিই তোমাকে শূলিতে দাঁড় করাব' – মেয়েটা বলল। তার মুখে মুচকি হাসি। এবার আরও একটু এগিয়ে রাশেদ চেঙ্গিসের একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল– 'পাগল! দেখো, তোমাকে আমার এতই ভালো লাগে যে, একান্ত বাধ্য হয়েই আমি তোমাকে ডেকে এনেছি। আমাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করো না প্লিজ!'

www.pathagar.com

'আমি মদপান করব না।' চেঙ্গিস বলল।

'তা না করো' – মেয়েটা বলল – 'কিন্তু আমি যখন এবং যেখানে ডাকি, তোমাকে যেতে হবে – যেতেই হবে।'

রাশেদ চেঙ্গিস বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ মানুষ। উচ্চস্তরের একটা রূপসী মেয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব-ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছে বলে সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলো না। তার এ-ও মনে হলো, মেয়েটা হয়ত কোনো বৃদ্ধ সেনাপতির স্ত্রী কিংবা এমন এক পুরুষের বউ, যে এই মুহূর্তে অন্য কারও স্ত্রীকে নিয়ে আমোদে মেতে আছে। একটা কারণ তো স্পষ্ট যে, রাশেদ চেঙ্গিস সুদর্শন যুবক, যার দেহে আকর্ষণ আছে। কোনো নারীর তাকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা এটাই প্রথম নয়। খ্রিস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের ভোজসভায় মদ পরিবেশেনকারী মেয়েরা অতিশয় রূপসী ও চিত্তহারীই হয়। তাদের দুজন ইতিমধ্যে রাশেদ চেঙ্গিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করে ফেলেছে। কিন্তু চেঙ্গিস তাদের পাত্তা দেয়নি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাকে যে-দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তার দাবি ছিল, নিজের চারিত্রিক পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

প্রশিক্ষণের সময় আলী বিন সুফিয়ান তাকে ধারণা দিয়েছেন, মস্তিষ্ক যদি বিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তা হলে মন থেকে কর্তব্যবোধ হারিয়ে যেতে শুরু করে। তাকে বোঝানো হয়েছে, নারী এমন এক বিষের মতো, যে মানুষের ঈমান খেয়ে ফেলে। রেমন্ড আর ত্রিপোলির মহলে তার অবস্থান ছিল, সে যখন ইচ্ছা যেকোনো চাকর-চাররানীকে চাকরিচ্যুৎ করতে পারত। তা ছাড়া তার ব্যক্তিচরিত্র ছিলো জাদুর মতো ক্রিয়াশীল। তার এ-ও জানা ছিল, খ্রিস্টানদের কোনো চরিত্র নেই। তাদের নারীরা নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতাকে গৌরব মনে করে। এসব কারণে চেঙ্গিস-এর কাছে এই মেয়েটা এবং তার খোলামেলা প্রেমনিবেদন বিস্ময়কর বিষয় ছিল না।

রাশেদ চেঙ্গিস যেহেতু একজন যোগ্য গুপ্তচর, তাই সে তৎক্ষণাৎ ভাবল, নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখেই মেয়েটাকে চরবৃত্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই যে মেয়েটা বলল, আমি তোমাকে যখন এবং যেখানে আসতে বলি, আসতে হবে, তার এই বক্তব্যে কোনো নির্দেশ বা হুমকি নেই। আছে বন্ধুসুলভ সরলতা। তার বাচনভঙ্গির ক্রিয়াও চেঙ্গিসের অজানা নয়। মেয়েটার মুচকি হাসির জবাবে রাশেদ চেঙ্গিসও মুখ টিপে একটা হাসি উপহার দিয়েছিল। এই হাসির মাধ্যমে শিকারকে নিজের পাতা জালে আটকানোর প্রচেষ্টা ছিল।

'এবার যেতে পারি কি?' – রাশেদ চেঙ্গিস বলল – 'আমার ডিউটি এখনও শেষ হয়নি। আপনি মেহমানদের মাঝে চলে যান।' পরক্ষণেই চেঙ্গিস খানিকটা ঝাঁজালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'আপিন কার স্ত্রী?'

'স্ত্রী নই – গণিকা' – মেয়েটা বলল এবং একজন উচ্চপদস্থ কমান্ডারের নাম উল্লেখ করল – 'অভাগার কাছে ঢের সম্পদ আছে। এখানে এসে আরেকজন

www.pathagar.com

পেয়ে গেছে। এখন আর আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে মুক্তও করে দেয় না। আমি নিজের পছন্দের বাইরে কিছু করতে পারি না। লোকটাকে আমার একটুও ভালো লাগে না। নিজের পছন্দ-অপছন্দ এমন একটা বিষয় যে, যার নিজস্ব পছন্দ থাকে, তার যাকে ভালো লেগে যায়, সে রাজা না গোলাম, সেই বিবেচনা করে না। প্রেম প্রেমই। প্রেমের কাছে রাজাও যা, গোলামও তা। তোমার পদমর্যাদায় আমার কোনো কাজ নেই। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না। অন্যথায় আমার প্রতি অবিচার হবে। তুমিই প্রথম মানুষ, আমার মন যাকে পছন্দ করেছে। আমি দৈহিক পরিতৃপ্তির পিয়াসী নই। আমার আত্মা পিপাসু। তোমার চোখের তারা-ই পারবে আমার আত্মার পিপাসা নিবারণ করতে। এখন যাও। কাল রাত আমিই তোমাকে খুঁজে নেব।'

♦♦♦

রাশেদ চেঙ্গিস যে-সময়ে মেয়েটার সঙ্গে বাগানে অবস্থান করছিল, সে সময়ে তার সঙ্গী ভিক্টর অতিথিদের মাঝে ঘোরাফেরা করছিল। এই ফাঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে ফেলেছে সে। খ্রিস্টানরা অগ্রযাত্রা কোনদিকে করবে, আক্রমণ কোথায় করবে ইত্যাদি সকল তথ্য জেনে ফেলেছে ভিক্টর। কিন্তু বিষয়গুলো এখনও প্রস্তাব ও পরামর্শের পর্যায়েই রয়েছে। রাশেদ চেঙ্গিসও অতিথিদের মাঝে ফিরে গেছে এবং রেনাল্টের আশপাশে ঘুরতে শুরু করেছে। রেনাল্ট সঙ্গীদের সামনে তার সেই প্রত্যয়ের কথা-ই পুর্নব্যক্ত করছে, যা তিনি কনফান্সে ব্যক্ত করেছিলেন। তার হাতে এত প্রবল সামরিক শক্তি রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করেই তিনি এত বড় দাবি করছেন।

রাত কেটে গেছে। পরদিন চেঙ্গিসের কাছে তার দলের এক গোয়েন্দা এসে পৌঁছল। চেঙ্গিস তাকে মধ্য রাতের পর ইমামের কাছে যেতে বলল। দিন কেটে রাত এল। চেঙ্গিস ও ভিক্টর রেমন্ডের ভোজসভায় ডিউটিতে চলে গেল। যখন অবসর হলো, তখন গভীর রাত। চেঙ্গিস ভিক্টরকে এখনও বলেনি, একটা মেয়ে তাকে প্রেমনিবেদন করেছে। ডিউটি থেকে অবসর হয়ে সে ভিক্টরকে বলল, আমি পোশাক বদল করে ইমামের কাছে যাচ্ছি।

ইমামকে অবহিত করার জন্য ভিক্টর তাকে বেশ কিছু তথ্য প্রদান করল।

চেঙ্গিস পোশাক বদল করে এবং মুখে কৃত্রিম দাড়ি স্থাপন করে মুখমণ্ডলটা ঢেকে কক্ষ থেকে বের হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ভবনের খানিক দূরে সবুজ ভূমি, যাতে বিপুল গাছ-গাছালির সমারোহ। আশপাশে কোনো বসতি নেই। এই প্রাকৃতিক বাগানের মধ্য দিয়েই চেঙ্গিসকে যেতে হচ্ছে।

চেঙ্গিস সবে বাগানে ঢুকেছে। অমনি একটা গাছের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তি আত্মপ্রকাশ করে তার দিকে এগুতে শুরু করল। চেঙ্গিস ঝটপট মুখ থেকে কৃত্রিম দাড়িগুলো খুলে চোগার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। তার ধারণা,

www.pathagar.com

এখানে এখানকারই তার পরিচিত কোনো চাকর ছাড়া অন্য কেউ আসতে পারে না। সে হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে পায়চারি শুরু করল।

ছায়াটা ডান দিক থেকে আসছিল। নিকটে এসেই বলে উঠল– 'বলেছিলাম না; আমিই তোমাকে খুঁজে নেব।'

চেঙ্গিস একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল। গত রাতের সেই মেয়েটা।

'এত মেহমান, এত কাজ; আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে' – চেঙ্গিস বলল – 'একটু হাওয়া খেতে এদিকে এলাম'।

'আমি তোমার কক্ষের দিকে আসছিলাম' – মেয়েটা বলল – 'তোমাকে এদিকে আসতে দেখলাম। কিন্তু তোমার পেছনে-পেছনে না এসে ওদিক দিয়ে এলাম, যাতে কেউ দেখতে না পায়। বসবে, নাকি পায়চারিই করবে? আমি সোরাহি আর দুটা পেয়ালা সঙ্গে করে এনেছি।' মেয়েটা হেসে উঠল।

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল না, তুমি থাক কোথায় আর এত রাতে কোথা থেকে লাফিয়ে পড়েছ? একথাটাও জানতে চাইল না, তুমি যার গণিকা, এই গভীর রাতে সে তোমাকে খুঁজবে কি-না। তার বিশ্বাস, মেয়েটা আবেগ দ্বারা তাড়িত এবং মাথায় ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছে। তথ্য নিতে চেঙ্গিস তাকে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি তোমার কমান্ডার প্রভু থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছ। এটা তখন সম্ভব হবে, যখন তিনি যুদ্ধে চলে যাবেন। কিন্তু এমন সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। আচ্ছা, তিনি কোন ফৌজে আছেন?'

'তিনি বল্ডউইনের ফৌজের হাইকমান্ডের সেনাপতি' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'সম্ভবত যুদ্ধে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি আমাকে ও অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।'

'যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি?' – চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করল – 'এখানে কেন এসেছ?

'বল্ডউইন তাকে এখানে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, তিনি যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবেন।' মেয়েটা উত্তর দিল।

'সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ কোথায়?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করল।

'তা তো জানি না' – মেয়েটা বলল – 'তবে তোমার প্রয়োজন হলে জিজ্ঞেস করে জানাব।'

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটাকে আরও নানা বিষয়ে প্রশ্ন করল। মেয়েটার যা-যা জানা ছিল বলে দিল এবং যা জানা ছিল না, সে সম্পর্কে বলল, আমি জেনে তোমাকে পরে বলব।

'আচ্ছা, কে লড়াই করল আর কে জয়লাভ করল, তাতে তোমার কী আসে-যায়?' – মেয়েটা আবেগময় ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল – 'তিনি যদি আমাকে যুদ্ধের মাঠে যেতে বলেন, আমি যাব না। আমি তো তার স্ত্রী নই। আমি না আমার বর্তমান প্রভুর দাসি, না সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে।

www.pathagar.com

আমাকে এতই অপদস্থ করা হয়েছে যে, এদের প্রত্যেককে – যারা নিজেদের ক্রুশের মোহাফেজ মনে করে – বিষপ্রয়োগ করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়।'

আবেগে আপ্লুতা হয়ে মেয়েটা রাশেদ চেঙ্গিসকে ধরে বসিয়ে ফেলল। পেয়ালাদুটো মাটিতে রেখে তাতে মদ ঢালল এবং একটা পেয়ালা চেঙ্গিসের হাতে দিয়ে বলল– 'এমন নির্জন আর গভীর অন্ধকার রাতের রোমাঞ্চকে যুদ্ধের আলাপ দিয়ে পানসা করো না। নাও; পান করো।'

চেঙ্গিস সমস্যায় পড়ে গেল। দেড় বছর যাবত এই মদপানের মাঝে জীবন অতিবাহিত করছে চেঙ্গিস। নিজহাতে মদপান করাচ্ছে তাদের। কিন্তু নিজে কখনও একঢোকও পান করেনি। এই পাপপূর্ণ পরিবেশে – যেখানে প্রতিমুহূর্তে চলে লোভনীয় পাপের আহ্বান, সেখানেও চেঙ্গিস নিজের ঈমানে কলঙ্কের দাগ পড়তে দেয়নি। এখন এমন একটা মেয়ে তার হাতে এসে ধরা দিল, যার মাধ্যমে সে নিজের কর্তব্য ভালোভাবে পালন করতে পারত। কিন্তু মেয়েটা তার ঠোঁটের সামনে মদের পেয়ালা এগিয়ে ধরল। আশঙ্কা হচ্ছে, আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে মেয়েটা ফস্‌কে যেতে পারে। চেঙ্গিসের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল – কর্তব্যের খাতিরে পেয়ালাটা হাতে নিয়ে দুঢোক পান করে নেবে, না-কি এমন মূল্যবান মেয়েটাকে হাতছাড়া করে ফেলবে।

'আমি মদ পছন্দ করি না।' চেঙ্গিস বলল।

'খোদা তোমাকে পুরুষালি রূপ আর চিত্তাকর্ষী দেহবল্লরি দান করেছেন' – মেয়েটা বলল – 'কিন্তু মদপান না করে প্রমাণ করছ, তুমি পাথরের নিস্প্রাণ একটা মূর্তি বই নও।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত পীড়াপীড়ি ও প্রত্যাখ্যানের সংঘাত চলতে থাকল। অবশেষে চেঙ্গিস রূপসী মেয়েটাকে জালে আটকানোর নিমিত্তে তার হাত থেকে মদের পেয়ালাটা নিয়ে নিল। তারপর পেয়ালায় মুখ লাগাল। মেয়েটা তার পেয়ালায় আরও মদ ঢেলে দিল। চেঙ্গিস কম্পিত হাতে পেয়ালাটা পুনরায় ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে ধীরে-ধীরে পেয়ালাটা খালি করে ফেলল।

খানিক পর সে অনুভব করতে শুরু করল, যেন তার কল্পনার জগতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। তার আশপাশের প্রাচীরসমূহ ভেঙে পড়ছে এবং সে স্বাধীন হয়ে গেছে মনে করে আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠল। যেন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

রাশেদ চেঙ্গিস নারীর পরশের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। বিয়েও করেনি। অবিবাহিত হওয়া এবং পিছনে লেজুড় না থাকার কারণেই তাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এটি তার প্রাথমিক গুণ।

কিন্তু অতিশয় রূপসী একটা মেয়ে তাকে মদপান করিয়ে যখন তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল, তখন 'অবিবাহিত' পরিচয়টাই তার জন্য দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা তাকে কোনো পাপের আহ্বান জানাচ্ছে না। তার কাছে সে

www.pathagar.com

সেই ভালবাসা প্রত্যাশা করছে, যা তার আত্মাকে শান্তি দেবে। যেহেতু চেঙ্গিসের চরিত্রে পাপপ্রবণতা ছিল না, তাই এ-মুহূর্তেও তার মনে কোনো বাজে ইচ্ছা জাগ্রত হলো না। কিন্তু রূপসী মেয়েটার রেশমি চুলের পরশ, পিপাসু আবেগময় বক্তব্য, সুডৌল বাহু আর সুকোমল গণ্ডদেশ রাশেদ চেঙ্গিসকে সেই চেঙ্গিস থাকতে দিল না, যা সে দুঢোক মদ কণ্ঠনালিতে ঢোকানোর আগে ছিল।

রাত কেটে যাচ্ছে।

রাশেদ চেঙ্গিস যখন আলাদা হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন মেয়েটা তাকে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি আমাকে যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলে। আমার সবকিছু জানা নেই। তুমি যদি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পেতে চাও, তা হলে প্রশ্নগুলোর উত্তর সংগ্রহ করে আগামী রাতে আবার দেখা করব।'

সহসা চেঙ্গিসের মাঝে সেই চেঙ্গিস জেগে উঠল, যে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা ছিল। তার কর্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল। এই অনুভূতিও জেগে উঠল, তার উপর মদ ও নারীর নেশা আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং তাকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। সে মেয়েটাকে বলল– 'তোমার মতো আমারও যুদ্ধের প্রতি কোনো আন্তরিকতা নেই। আমি শান্তির জীবনে বিশ্বাসী। ফৌজ অভিযানে রওনা হলে মদ নিয়ে আমাকেও তো যেতে হবে। তাই জানতে চেয়েছিলাম, আসলেই কোনো যুদ্ধ হচ্ছে কি-না। হলে কোথায় হবে এবং ফৌজ কোন পথে অগ্রসর হবে।

◆◆◆

ফিরে এসে রাশেদ চেঙ্গিস ভিক্টরকে তখনই ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা সমীচীন মনে করল না। তার কষ্টটা হলো, সে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওনা হয়েছিল; কিন্তু পথে মেয়েটা তাকে আটকে দিল এবং তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল।

সময়টা রাতের শেষ প্রহর। খ্রিস্টানদের এই বিলাসপূর্ণ জগতে সকাল-সকাল জাগ্রত হওয়ার কোনো নিয়ম নেই। চেঙ্গিস ইমামের কাছে যেতে পারত। কিন্তু মুখে মদের গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার সাহস হলো না। তার মনে অনুভূতি জাগল, মদপান গুরুতর অপরাধ। কিন্তু পাপটা সে করে ফেলেছে। তথাপি যখন মেয়েটা তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল, তার মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পেল না। প্রেমের মাদকতা তাকে নতুন করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নারীর কল্পনার সঙ্গে কোনো পাপের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। এটি পবিত্র ভালবাসার আনন্দ, যা ত্যাগ করতে চেঙ্গিস প্রস্তুত নয়।

চেঙ্গিস শুয়ে পড়ল। তার দু-চোখের পাতা বুজে এল।

ভিক্টর চেঙ্গিসকে জাগিয়ে তুলল। সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। ভিক্টরই প্রথম কথা বলল– 'ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছ? কী কথা হয়েছে?'

'না' – চেঙ্গিস ভিক্টরকে অবাক্ করে দিল – 'মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারিনি।'

www.pathagar.com

চেঙ্গিস ভিক্টরকে ঘটনার বিবরণ শুনিয়ে বলল– 'যদি মদ না খেতাম, তা হলে ওর থেকে আলাদা হওয়ার পরও ইমামের কাছে যেতে পারতাম। সময়ও ছিল।'

'মদপান করে ভালো করনি' – ভিক্টর বলল – 'আগামীতে আর করো না। মেয়েটাকে হাত করতে দুঢোক পান করেছ বেশ; কিন্তু কর্তব্যপালনে ত্রুটি করা ঠিক হয়নি। ইমামের কাছে যাওয়া তোমার কর্তব্য ছিল। ইমাম সাহেব তোমার অপেক্ষায় পেরেশান হয়ে থাকবেন। দিনের বেলা যাওয়া ঠিক হবে না। আজ রাতে অবশ্যই যেতে হবে।'

ভিক্টর চেঙ্গিসকে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি তো আনাড়ি নও চেঙ্গিস। নিজেই তো বুঝতে পার মেয়েটার উদ্দেশ্য কী এবং সত্যিই সে অন্তর থেকে তোমাকে ভালবাসে কি-না। তোমাকে বুঝতে হবে, সে ধোঁকা দিচ্ছে, না-কি তোমাকে মনোরঞ্জনের উপকরণে পরিণত করতে চাচ্ছে। তার ফেরেশতাও তো জানে না, তুমি গুপ্তচর। আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক মনে করি, নারীর জাদু ফেরাউনদের মতো রাজাদেরও সিংহসান থেকে নামিয়ে খড়-কুটোর মধ্যে গুম করে ফেলেছে। নিজের জাতিটাকেই দেখো না, খ্রিস্টানদের প্রেরিত চিত্তহারী মেয়েরা মিসরে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বালিত করেছে এবং সুলতান আইউবির অতিশয় বিশ্বস্ত সালারদের গাদ্দারে পরিণত করেছে!'

'আমি এত কাঁচা নই ভিক্টর' – চেঙ্গিস বলল – 'মেয়েটাকে নিপীড়িত মনে হচ্ছে। ও যে রক্ষিতা, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই; কিন্তু রাজকন্যা বা বেশ্যা নয় অবশ্যই। চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা-অলংকার এসবের উপর ভিত্তি করে আমি তাকে শাহজাদি মনে করি। কিন্তু মনের দিক থেকে সে নির্যাতিতা। মেয়েটা পবিত্র ভালবাসার প্রত্যাশী। তার সকরুণ নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে চাইনি আমি। তুমি ভেবো না আমি তার হয়ে যাব। তার ভালবাসা প্রয়োজন – আমি তা তাকে দেব। আমার তথ্য প্রয়োজন – তা আমি তার কাছ থেকে নেব।'

'তুমি মন থেকেই তাকে কামনা করছ বুঝি?' ভিক্টর সন্দেহ ব্যক্ত করল।

'হ্যাঁ, ভিক্টর' – চেঙ্গিস জবাব দিল – 'আমি তোমার থেকে কিছুই লুকোব না। মেয়েটা আমার হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে।'

'অন্তরে ঢুকে-পড়া-মেয়েরা পায়ের বেড়িতে পরিণত হয় চেঙ্গিস' – ভিক্টর বলল – 'আমি তোমাকে এর বেশি আর কী বলতে পারি যে, কর্তব্যই সবার বড় ও সবচেয়ে পবিত্র। কর্তব্য ও প্রেমের মাঝে, নেশা ও চেতনার মাঝে, ঈমান ও আবেগের মাঝে এমন কোনো প্রাচীর থাকে না, যা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। থাকে চুলের মতো সরু একটা রেখা, যা সামান্য পদস্খলনে মুছে যায় এবং মানুষ একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। এমনটা যেন না হয় রাশেদ, তার থেকে তথ্য নিতে-নিতে তুমিই বরং নিজেকে তার সম্মুখে উন্মোচিত করে ফেললে।'

www.pathagar.com

রাশেদ চেঙ্গিস একটা অট্টহাসি দিয়ে ভিক্টরের উরুতে চাপড় মেরে বলল– 'এমনটা হবে না দোস্ত, এমনটা হবে না।'

'আর স্মরণ রেখো বন্ধু!' – ভিক্টর বলল – 'মদের সম্পর্ক শয়তানের সঙ্গে। শয়তানের যতগুলো গুণ আছে, সব কটি মদের মধ্যে আছে। এই অভ্যাসটা গড়ে না উঠে যেন। মেয়েটাকে খুশি রাখতে যতটুকু পান করে চৈতন্য ঠিক রাখা যায়, তার বেশি পান করো না।'

'আচ্ছা, ইমামকে জানানো দরকার, রাতে বিশেষ কারণে আমি যেতে পারিনি; আজ রাতে আসব।' চেঙ্গিস বলল।

'বাজারে চলে যাও।' ভিক্টর বলল।

ভিক্টর নিজেই বাজারে চলে গেল। তাদের দু-চারজন সঙ্গী বাজারে ব্যবসার আড়ালে দায়িত্ব পালন করছে। ইমামের কাছে ছোট-খাট সংবাদ তাদেরই মাধ্যমে পৌঁছানো যায়। ভিক্টর তাদের একজনকে সংবাদ বলে ফিরে এল।

♦♦♦

পরবর্তী রাত। চেঙ্গিস কাজ-কর্ম শেষ করে তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে গেল। কক্ষে প্রবেশ করে ডিউটির পোশাক খুলে অন্য পোশাক পরে কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ পোশাকের তলে লুকিয়ে নিল। তার ভয়, মেয়েটা হঠাৎ দেখে ফেললে দাড়ির রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। তার পরিকল্পনা, ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসার পথে মেয়েটার সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হবে। যাবেও সে-পথেই। এ-পথটা নিরাপদ ও সংক্ষিপ্ত।

চেঙ্গিস গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ এলাকাটাতে ঢুকে পড়ল। মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে পৌঁছলে একদিক থেকে একটা পরিচিত ছায়া এগিয়ে আসতে দেখল। চেঙ্গিসের পালানো সম্ভব নয়। ছায়াটা আত্মপ্রকাশ করেছে নিকট থেকে। তার সম্মুখে এসে পৌঁছেই উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল– 'আজ তুমি আগে-ভাগে এসে পড়েছ, এটা আমার ভালবাসার ক্রিয়া।'

'আর তুমি এত তাড়াতাড়ি এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' – চেঙ্গিস জিজ্ঞেস 'মধ্যরাতের ঘণ্টা তো এখনও বাজেনি।'

'আমার মন বলছিল, তুমি ঘণ্টা বাজার আগেই এসে পড়বে।' মেয়েটা বলল।

'আমি কিন্তু ভাবিনি, তুমি এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে' – চেঙ্গিস বলল – 'আমি একটা কাজে যাচ্ছিলাম। এ-পথেই ফেরার ইচ্ছা ছিল।'

'কাজটা যদি বেশি জরুরি হয়, তা হলে যাও' – মেয়েটা বলল – 'প্রয়োজন হলে তোমার অপেক্ষায় আমি সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকব।'

'কিন্তু এখন তো আমি এখান থেকে নড়তেই পারব না' – চেঙ্গিস মেয়েটাকে বাহুবন্ধনে জড়াতে-জড়াতে বলল।

www.pathagar.com

মেয়েটার উন্মুক্ত রেশমি চুলের সৌরভ ও গায়ের পোশাকে মাখানো সুগন্ধি চেঙ্গিসকে মাতোয়ারা করে তুলল। চেঙ্গিস ইমামের কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা মুলতবি করে দিল। ভাবল, যা-ই হোক-না কেন মেয়েটা খ্রিস্টান তো বটে। হৃদয়ে প্রভুর প্রতি অনীহা থাকতে পারে; কিন্তু আপন জাতি ও ক্রুশকে তো ধোঁকা দিতে পারে না। চেঙ্গিস আশঙ্কা করল, সে যদি ইমামের কাছে যায়, তা হলে মেয়েটা সন্দেহবশত তার পিছু নিতে পারে। তাই ভালবাসার তীব্রতা প্রকাশ করে সম্মুখে কাজে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দিল।

মেয়েটা পেয়ালাদুটো মাটিতে রেখে তাতে সোরাহি থেকে মদ ঢেলে একটা চেঙ্গিসের দিকে এগিয়ে দিল। চেঙ্গিস অনিচ্ছা প্রকাশ করল– 'তুমি যদি বিষের পেয়ালাও দাও পান করব; কিন্তু আমি মদপান করব না।'

'খ্রিস্টান হয়ে মদকে ঘৃণা করছ কেন?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'মদের নেশা তোমার রূপ ও ভালবাসার নেশার উপর জয়ী হয়ে যায়' – চেঙ্গিস বলল – 'কৃত্রিম ও দৈহিক হওয়ার কারণে তোমার অন্তর যেমন বিত্ত-বৈভব ও ভোগ-বিলাসিতাকে গ্রহণ করেনি, তেমনি আমার হৃদয়ও মদকে বরণ করছে না। কারণ, এর নেশাও কৃত্রিম। তুমি আমার উপর তোমার নেশা আচ্ছন্ন করে দাও।'

মেয়েটা মাথাটা রাশেদ চেঙ্গিসের কোলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে তার উপর নিজের নেশা আচ্ছন্ন করে দিল। রাশেদ চেঙ্গিস এতক্ষণ তার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছে, তা ছিল কৃত্রিম। কিন্তু এবার সত্যি-সত্যি মেয়েটার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। চেঙ্গিস নারীর স্বাদ অনুভব করতে শুরু করেছে। এখন সে আসক্ত – নারীর আসক্ত। এই আসক্তির মধ্যে নিজেই পেয়ালাটা তুলে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু গিলে ফেলল।

'আরও দাও।' চেঙ্গিস তৃপ্তি ও আনন্দের ঢেকুর তুলে বলল।

মেয়েটা চেঙ্গিসের হাতে-ধরা-পেয়ালাটা আবার ভরে দিল। সে ধীরে-ধীরে পান করতে থাকল। তারপর মেয়েটার মাঝে হারিয়ে গেল।

'আচ্ছা, আমরা এভাবে আর কতদিন লুকিয়ে-লুকিয়ে মিলিত হব?' – মেয়েটা বলল – 'একটু ভেবে দেখো, আমি কত বড় যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত আছি। আমার দেহের মালিক একজন আর হৃদয়ের অধিকারী অন্যজন – তুমি। তোমার ভালবাসা তার ঘৃণাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর লোকটাকে মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চলো, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

'কোথায় যাবে?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করল।

'পৃথিবীটা অনেক প্রশস্ত' – মেয়েটা জবাব দিল – 'তুমি আমাকে এখান থেকে বের করো। বৃদ্ধ আমার যৌবনটা পিষে ফেলছে।'

www.pathagar.com

'ঠিক আছে; যাব' – চেঙ্গিস বলল – 'কটা দিন অপেক্ষা করো। আচ্ছা, আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর এনেছ?'

'এনেছি' – মেয়েটা বলল – 'আমাদের বাহিনীগুলো সমবেত হচ্ছে'।

কার বাহিনী কোথায় সমবেত হবে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী, মেয়েটা চেঙ্গিসকে বিস্তারিত জানাল। তবে শেষ পরিকল্পনাটা এখনও সে জানতে পারেনি। চেঙ্গসি তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকল।

দুজন আলাদা হয়ে দুদিকে চলে গেল।

এখন তারা দুজনে দুজনার।

◆◆◆

'আমি ইমাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি বটে' – চেঙ্গিস ভিক্টরকে বলল – 'তবে মেয়েটার কাছ থেকে নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এনেছি। মেয়েটা আমার জালে ধরা পড়েছে এবং আমার হাতে খেলতে থাকবে।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমিই বরং তার জালে আটকা পড়ে গেছ' – ভিক্টর সন্দেহের আঙুল তুলল – 'তোমার ভাবগতি বলছে, তার হৃদয় তোমার হৃদয়ে ঢুকে গেছে।'

'আমি তো তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি. মেয়েটা আমার হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছে' – চেঙ্গিস বলল – 'আজ বলেছে, সে আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। আমি তাকে কদিন অপেক্ষা করতে বলেছি। তাকে নিয়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা পুরোপুরি জানা হয়ে গেলে এসব তথ্য নিজেই কায়রো নিয়ে যাব। আর মেয়েটাকেও সঙ্গে নেব।'

'তাকে কখন বলবে, তুমি মুসলমান এবং এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসেছিলে?'

'মিসরের সীমান্তে প্রবেশ করে' – চেঙ্গিস জবাব দিল – 'এখানে তাকে সামান্যই বলব।'

চেঙ্গিস প্রেমের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। খ্রিস্টানদের তথ্য সংগ্রহের জন্য তার যতটা-না চিন্তা, তার চেয়ে বেশি ভাবনা কখন প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের সময় আসবে। সে নিজেই অনুভব করছে, তার ভাবনার ধরন ও গতিবিধিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসে গেছে। প্রথমবার মদপান করার পর মনে অনুতাপ জেগেছিল। কিন্তু গত রাতে নিজহাতে পেয়ালা তুলে নিয়ে স্বেচ্ছায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে মদপান করেছে। এখন এ-কাজের জন্য তার কোনো অনুতাপ নেই।

এ এক বিরাট পরিবর্তন।

সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ জানানো হলো, কয়েকজন খ্রিস্টান সম্রাট ও কমান্ডার আসবেন এবং তারা রেমন্ডের অতিথি হবেন। চেঙ্গিস তড়িঘড়ি প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলল। তার জানা আছে, এসব মেহমানের আপ্যায়নের এক নম্বর উপকরণ মদ।

www.pathagar.com

অতিথিগণ রাতে যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলেন। অল্প কজন বিশিষ্ট মেহমান। চেঙ্গিস ও ভিক্টর বুঝে ফেলেছে, আজকের অনুষ্ঠান মূলত ভোজসভা নয় – গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। ভিক্টর ও চেঙ্গিস আসল কর্তব্য পালনের জন্য বিশেষভাবে তৎপর ও প্রস্তুত। বৈঠকে খ্রিস্টানদের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান হারমানও উপস্থিত আছেন।

মদপানের পালা ও আক্রমণ-বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এখনকার কথোপকথন প্রস্তাব নয় – সিদ্ধান্ত। আছে পরিকল্পনার কাঠামোও। তাদের কথাবার্তায় বোঝা গেল, শীঘ্রই অভিযান শুরু হয়ে যাবে।

হারমানকে তার বিভাগের তৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। যেসব এলাকায় তাদের ফৌজ অবস্থান করছে, সেসব অঞ্চলের দায়িত্বশীলদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করে ফেলে। ত্রিপোলির যেখানে তাদের সবচেয়ে বৃহৎ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে আইউবির গোয়েন্দাদের ধরার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হারমান আরও জানালেন, এখানে শত্রুগোয়েন্দাদের একটা চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদেরকে ব্যর্থ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। একজন লোক ধরতে পারলে তার মাধ্যমে পুরো গ্যাংটার সন্ধান বেরিয়ে আসবে। কায়রোর গোয়েন্দাদের কাছে নির্দেশনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখান থেকে গত কালই একজন এসেছিল। সে বলেছে, সালাহুদ্দীন আইউবি জোরেশোরে ভর্তি ও প্রশিক্ষণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি জেরুজালেম-অভিমুখে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।'

রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টর যেটুকু তথ্য পেয়েছে, তা-ই যদি কায়রো পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়, তা সুলতান আইউবির জন্য যথেষ্ট ছিল। 'খ্রিস্টানরা অতিসত্বর যাত্রা শুরু করবে এবং হাররান ও হাল্‌ব তাদের গন্তব্য' এই তথ্যটুকু তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবির কাছে পৌঁছানো দরকার।

বৈঠক ভেঙে গেল। চেঙ্গিস ও ভিক্টর মধ্যরাতের পর ডিউটি শেষ করল। চেঙ্গিসের ইমামের কাছে যাওয়া দরকার। সে প্রতি রাতের মতো পোশাক বদল করল এবং কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ পোশাকের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে রওনা দিল। আজ তার যেতে অনেক রাত হয়ে গেছে। তাই পথে মেয়েটার হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই। চেঙ্গিস নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল।

◆◆◆

রাশেদ চেঙ্গিসের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সবুজেঘেরা এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় মেয়েটা ঠিকই তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেল। চেঙ্গিস কখনও মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেনি, তুমি কোথায় থাক এবং কীভাবে দেখে ফেল। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও চেঙ্গিস কথাটা জিজ্ঞেস করার ফোরসত পায়নি। কারণ, সাক্ষাৎ হওয়ামাত্রই দুজনে প্রেমে মজে যাচ্ছে আর মেয়েটা একথা-

www.pathagar.com

ওকথায় তাকে ব্যস্ত রাখছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সে ওখানেই ধারে-কাছে কোথাও থাকে এবং চেঙ্গিসের পায়ের শব্দ শুনেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু চেঙ্গিস বিষয়টা ভেবে দেখেনি।

আজও বরাবরের মতো একই ঘটনা ঘটল। চেঙ্গিস ইমামের কাছে যেতে পারল না। কিন্তু তার মনে কোনো অনুতাপও জাগল না। মুহূর্তমধ্যে মেয়েটা তাকে প্রেমে মজিয়ে ফেলল। আজ সে এই প্রথম করুণভাবে নিজের অসহায়ত্ব ও দুঃখের কাহিনী শোনাতে শুরু করল যে, চেঙ্গিসের পা উপড়ে গেল।

'আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও' – মেয়েটা গভীর আবেগের সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠে বলল – 'দর্শকরা আমাকে রানি-রাজকন্যা মনে করে। কিন্তু বাস্তবে আমার জীবনটা এমন একটা নরক, যাকে কাছে থেকে দেখলে তোমার মাথার চুলের আগা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সমস্ত শরীর কেঁপে উঠবে। আমি মুসলিম পিতামাতার সন্তান। কিন্তু রূপ আমাকে এমন এক অত্যাচারের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের কোনো লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার বয়স যখন পনেরো বছর ছিল, তখন আমার পিতা আমাকে এক আরব ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আব্বা গরিব ছিলেন না। তবে অর্থের কুমির ছিলেন। আমরা ছয় বোন ছিলাম। তিনি আমাদের একদম দেখতে পারতেন না। আমার বড় দুই বোন পিতার আচরণে বিরক্ত হয়ে দুই ব্যক্তির হাত ধরে চলে গেল আর আমাকে তিনি বিক্রি করে দিলেন। এক বছর পর ব্যবসায়ী আমাকে উপহারস্বরূপ এক খ্রিস্টান অফিসারের হাতে তুলে দিল।

'কিছুদিন পর অফিসার যুদ্ধে নিহত হলে আমি তার সংসার থেকে পালিয়ে এলাম। কিন্তু যাব কোথায়! আরেক খ্রিস্টান আমাকে আশ্রয় দিল। কিন্তু আশ্রয়ের নামে সে আমার শরীরকে উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে ফেলল। আমি বেশ্যা ছিলাম না। কিন্তু সে আমাকে কয়েক দিনের জন্য খ্রিস্টান বাহিনীর উচ্চস্তরের অফিসারদের গণিকা হিসেবে ভাড়া দিতে থাকল। সেই লোকটা এবং সে যাদের কাছে আমাকে পাঠাত, সবাই আমাকে অলংকার দিয়ে লাল করে দিয়েছে এবং রাজকন্যার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। এদিক থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সুখী ছিলাম। কিন্তু আত্মিক প্রশান্তি আমার কপালে জুটল না। এই পেশার সুবাদে বড়-বড় সামরিক অফিসার-কর্মকর্তার সঙ্গে আমার ওঠাবসা বৃদ্ধি পেতে থাকল। ধীরে-ধীরে আমি অভিজ্ঞ হয়ে উঠলাম। আমি সম্রাট ও শীর্ষস্তরের কমান্ডারদের শয্যা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তারা আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করল।

একবার আমাকে বাগদাদ পাঠানো হলো। দায়িত্ব দেওয়া হলো, নুরুদ্দীন জঙ্গির এক সালারকে তার বিরুদ্ধে উস্কে দিতে হবে। আমি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্বটা পালন করেছি।

www.pathagar.com

'আমি যদি তোমাকে আমার গোয়েন্দাগিরির পুরো কাহিনী শোনাতে শুরু করি, তা হলে তুমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবে। বোধহয় বিশ্বাসও করবে না। কাহিনী অনেক দীর্ঘ। যাহোক সেই কমান্ডার আমাকে গণিকা হিসেবে রেখে দিল। লোকটা বৃদ্ধ। তবে আমাকে নিয়ে খুব ফুর্তি করত এবং সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। সম্ভবত অন্যদের বোঝাতে চাইত, সে বৃদ্ধ নয় এবং আমার মতো একটা রূপসী যুবতীকে আনন্দ দিতে সক্ষম। লোকটা আমার সকল আবদার-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করত। চাহিদার কথা মুখ দিয়ে বের করতে দেরি; কিন্তু দিতে বিলম্ব করত না। আমি তার সঙ্গে আক্রায় ছিলাম। সেখানে ঘটনাক্রমে এক মুসলমান গোয়েন্দার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে দামেশ্ক থেকে এসেছিল।'

'তার নাম কী?' চেঙ্গিস সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল।

'নাম শুনে তোমার কী লাভ হবে?' মেয়েটা উত্তর দিল – 'তুমি তো তাকে চেন না। আমার কথা শোনো। তোমার ভালবাসা আমার মুখের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে, আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে। আমি তোমার সম্মুখে এমন তথ্যাদি ফাঁস করে দিচ্ছি, যা আমাকে কারাগারে পাঠাতে পারে, যেখানে মানুষরূপী হায়েনারা আমাকে অসহনীয় নির্যাতনে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি তোমার জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করব না।

'যাহোক, আমি বলছিলাম দামেশ্কের কথা। সেই গোয়েন্দা ধরা পড়েছিল এবং তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

'আমি অনেক বড় একজন অফিসারের রক্ষিতা ছিলাম। সেই গোয়েন্দার তামাশা দেখার জন্য আমি পাতাল কক্ষে চলে গেলাম। তাকে এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছিল যে, আমার গা শিউরে উঠল। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, তোমার সঙ্গীরা কোথায় এবং এ-যাবত তুমি কী-কী তথ্য জ্ঞাত হয়েছ? লোকটার পিঠ থেকে রক্ত ঝরছিল। চেহারাটা নীল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও সে বলছিল– "আমার শিরায় মুসলমান পিতার রক্ত প্রবহমান। আমি আমার কোনো সহকর্মীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।" শুনে আমার শিরাগুলো সব সক্রিয় হয়ে উঠল। ভাবলাম, আমার শিরায়ও তো মুসলিম পিতামাতার রক্ত আছে। আমার মধ্যে ভূমিকম্পের মতো এক ধরনের দোলা খেলে গেল। আমি সংকল্প নিলাম, এই মুসলমানটাকে পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে বের করব। আমি আমার মনিবের পদমর্যাদা, নিজের রূপের জাল আর তিন-চার টুকরো সোনা ব্যয় করলাম। একদিন সকালে আমার মনিব আমাকে খবর শোনালেন, মুসলমান গোয়েন্দাটা পাতাল কক্ষ থেকে পালিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ জানত না, লোকটা পালায়নি; বরং আমি তাকে পাতাল থেকে সরিয়ে উপরের এক কক্ষে রেখেছি। আমার মনিব যখন আমাকে তার পলায়নের খবর শোনাচ্ছিলেন, তখন সেই পলাতক গোয়েন্দা উক্ত শহরেই অবস্থান করছিল। আমি আমার এক মুসলমান চাকরের মাধ্যমে তার আত্মগোপনের ব্যবস্থা করেছিলাম। সে-ও তোমারই মতো সুদর্শন এক যুবক ছিল। পাতাল কক্ষ তাকে

www.pathagar.com

লাশে পরিণত করেছিল। আমি তাকে ভিটামিন ওষুধ ও পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে সুস্থ করে তুলেছিলাম। রাতে লুকিয়ে-লুকিয়ে আমি তার কাছে যেতাম। সে আমার সত্তার মাঝে ঈমান জাগিয়ে দিয়েছে। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, আমি মুসলিম কন্যা। এখন তোমাকে যে-কাহিনী শোনাচ্ছি, তাকেও তা শুনিয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিল, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি বললাম, আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির কৌশল শিখিয়ে দাও; আমি আপন জাতি ও ধর্মের জন্য কিছু করতে চাই। সে আমাকে আক্রার তিনজন লোকের নাম-ঠিকানা বলেছিল। পরে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

'লোকটা সুস্থ হয়ে উঠলে আমি তাকে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। তার চলে যাওয়ার পর আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকি। তারা আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির পাঠ শেখাতে থাকে। কোর্স সমাপ্ত করে একসময় আমি তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কাজ করতে শুরু করলাম। একে তো আমি উচ্চপদস্থ একজন সেনা-অফিসারের রক্ষিতা, তদুপরি আমার রূপ-যৌবনের কারণে অন্য বহু অফিসার আমার বন্ধুত্বের প্রত্যাশী। এগুলোকে আমি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলাম। সম্ভ্রম তো আগেই খুইয়ে ফেলেছি। নির্লজ্জতা ও যার-তার বিছানায় রাত কাটানো আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পাপী লোকদের সঙ্গে জীবন যাপন করে আমি একজন প্রতারক হয়ে উঠেছিলাম। তাদেরকে অনেক সুদর্শন টোপ দিয়েছি এবং মুসলমানদের অনেক দামি-দামি তথ্য দিয়েছি। এই যে গোয়েন্দার কাহিনী শোনালাম, সে আমাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কথা শোনাত।

'আমি আইউবিকে ফেরেশতা মনে করি। আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল, আমি জাতির জন্য কিছু করে যাব এবং একবারের জন্য হলেও সুলতান আইউবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করব আর সেই সাক্ষাতকেই আমি আমার হজ মনে করব। এখন আমি সেই কমান্ডারের সঙ্গে এখানে এসেছি। না এসে পারিনি। খ্রিস্টানরা বিপুল শক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে। আমি তাদের সমস্ত তথ্য জেনে নিয়েছি। এখন আমার এমন একজন লোক প্রয়োজন, যে আইউবির গুপ্তচর।'

'এত বীরত্বের সঙ্গে তুমি এসব তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছ কেন?' – চেঙ্গিস মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল – 'তুমি সত্যিই যদি গোয়েন্দা হয়ে থাক, তা হলে তুমি একেবারেই আনাড়ি। তুমি আমার ভালবাসার উপর নির্ভর করছ। যদি বলি, আমি তোমা অপেক্ষা ক্রুশকে বেশি ভালবাসি এবং আমার আনুগত্য ক্রুশের প্রতি, তা হলে তুমি কী করবে? বুদ্ধিমান গোয়েন্দা কর্তব্যের খাতিরে নিজের সন্তানকেও উৎসর্গ করে।'

'আসল কথাটা যদি বলি, তা হলে মানতে বাধ্য হবে। আমি আনাড়ি নই' – মেয়েটা বলল – 'আমি জানি এবং নিশ্চিত করেই জানি, তুমি খ্রিস্টান নও – তুমি মুসলমান এবং মিসরের চর।'

www.pathagar.com

রাশেদ চেঙ্গিস নিজের অলক্ষ্যেই চমকে উঠল, যেন মেয়েটা হঠাৎ তাকে দংশন করেছে। মদের নেশা আর রোমাঞ্চকর আবেগের মাদকতা সহসা এমনভাবে উবে গেল, যেন ধনুক থেকে তির বেরিয়ে গেছে। চেঙ্গিস কিছু বলতে চাইল। কিন্তু মনে হলো, যেন তার কিছুই বলবার নেই। ও তো ঠিকই বলেছে।

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটার চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেল। মেয়েটা বলল– 'বলো, আমি কি আনাড়ি?'

কোনো উত্তর দেওয়া চেঙ্গিসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। মেয়েটা সত্যিই যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তা হলে নিজের পরিচয়টা কি স্বীকার করে নেওয়া উচিত? নিয়ম তো ছিল, একদলের গোয়েন্দা নিজ দেশেরই অপর দলের কাছেও পরিচয় গোপন রাখবে। চেঙ্গিস তো এ-ও জানে না, মেয়েটা কোন স্তরের গোয়েন্দা। এমনও তো হতে পারে, সে যা বলেছে সবই মিথ্যা এবং আসলেই সে খ্রিস্টানদের গুপ্তচর। তা ছাড়া সুলতান আইউবি তো কোনো নারীকে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করেন না। এই মেয়েটা যদি মুসলমানদের চরবৃত্তি করেও থাকে, তা হলে আপনা থেকেই করছে। এমন একটা মেয়েকে বিশ্বাস করা তার ঠিক হয়নি।

'চুপ হয়ে গেলে কেন?' – মেয়েটা জিজ্ঞেস করল – 'আমি কি ভুল বলেছি?'

'একদম ভুল বলেছ' – রাশেদ চেঙ্গিস উত্তর দিল – 'তুমি আমাকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছ।'

'কীরূপ সমস্যা?' মেয়েটা জানতে চাইল।

'এই যেমন আমি তোমাকে গ্রেফতার করাব, নাকি ভালবাসার খাতিরে চুপ থাকব' – চেঙ্গিস বলল – 'আমি খ্রিস্টান এবং নিবেদিতপ্রাণ ক্রুসেডার।'

দুজনই মাটিতে বসা। মেয়েটা তার উরুর তল থেকে একটা জিনিস বের করে চেঙ্গিসের কোলের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল– 'এই নাও তোমার দাড়ি। কাল যখন তুমি আমার কাছে ছিলে, তখন তোমার চোগার পকেট থেকে এগুলো বের করেছিলাম। আজও বের করে নিয়েছি। তুমি কালও টের পাওনি, আজও না।'

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটার ভালবাসা ও মদের নেশায় এমনই মজে গিয়েছিল যে, তার কোনো চৈতন্য ছিল না।

'একরাতে এই দাড়ি আমি তোমার মুখে দেখেছিলামও' – মেয়েটা বলল – 'এই দাড়ি স্থাপন করে তুমি কক্ষ থেকে বের হয়েছিলে। আমি তোমাকে পথে থামিয়ে দিয়েছি এবং তুমি যখন আমাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরেছিলে, তখন তোমার চোগার উভয় পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম। আমার হাত দাড়ি অনুভব করেছিল।'

'কৃত্রিম দাড়ি দেখেই তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে, আমি গোয়েন্দা?'

'তুমি যে-ধারায় আমার কাছে খ্রিস্টানদের যুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে, সেই ধারাটা গোয়েন্দাদের' – মেয়েটা বলল – 'আমাকে তুমি যেসব

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তর এনে দিতে বলেছিলে, সেসব প্রশ্ন গোয়েন্দা ছাড়া অন্য কারও জানবার বিষয় নয়। আর মদপান করতে অস্বীকার করে শুধু মুসলমানরাই।'

মেয়েটা বলতে-বলতে থেমে গেল। নিজের একটা বাহু চেঙ্গিসের কাঁধের উপর রেখে তার গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে বলল– 'তুমি আমাকে ভয় করছ। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি মুসলমান? আমার হৃদয়টা তোমাকে কীভাবে দেখাব। আমরা দুজন একই পথের পথিক। আমি তোমাকে সুলতান আইউবির গোয়েন্দা মনে করে হৃদয়ে স্থান দেইনি। তবে তোমাকে আমার কেন যে ভালো লাগল, বলতে পারব না। আমার মনে হয়েছিল, তুমি আর আমি আকাশেও একত্রে ছিলাম, পৃথিবীতেও একত্র হয়েছি এবং দুজনে একসঙ্গেই উত্থিত হব।

'তুমি বললে আমি তোমার গোয়েন্দা হওয়ার পক্ষে আরও একাধিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারব। কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করব। আমি এই সংকল্পও করে রেখেছি যে, আমরা দুজন অনেক মূল্যবান তথ্য নিয়ে এখান থেকে একত্রে বেরিয়ে যাব। এসব তথ্য যদি সময়মতো কায়রো না পৌঁছে, তা হলে হাররান, হাল্‌ব, হামাত, দামেশ্‌ক ও বাগদাদ খ্রিস্টানদের বানে ভেসে যাবে। মিসরকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুলতান আইউবি এখানকার আয়োজন-প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। সময় নষ্ট করো না। আমার পক্ষে এখান থেকে একাকি বের হওয়া সম্ভব ছিল না। আমাকে তোমার সঙ্গ প্রয়োজন। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের নামে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব। তুমি আমার রক্ষী সাজবে। তা হলে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না।'

রাশেদ চেঙ্গিসের মুখে কোনো কথা নেই। মেয়েটা পেয়ালায় মদ ঢালল। মদভর্তি পেয়ালাটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবেগমাখা কণ্ঠে বলল– 'তুমি ভয় পেয়ে গেছ। মদটা পান করে নাও। এটা মদের শেষ পেয়ালা। এরপর আমরা তাওবা করে নেব।'

মেয়েটা চেঙ্গিসের গায়ের উপর তার চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে পেয়ালাটা তার ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে ধরল। রেশমি চুলের কোমল ছোঁয়া, মনকাড়া সৌরভ, কমনীয় নারীদেহের নরম পরশ, যৌবনগলানো উত্তাপ আর মদ সবকিছু মিলে চেঙ্গিসের মুখটা খুলে দিল– 'তুমি সত্যিকার অর্থেই গোয়েন্দা। অন্যথায় দেড়টা বছর যাবত সব গোয়েন্দার প্রধান গুরু হারমানের ছায়ায় থাকা সত্ত্বেও তিনি ধরতে পারেননি আমি গোয়েন্দা। আমি তোমার বিচক্ষণতার কাছে হার মানলাম। তুমি ঠিকই বলেছ, আমরা একই পথের পথিক। আমার সঙ্গে তুমি কায়রো চলো।'

'অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে' – মেয়েটা বলল – 'আগামী কাল এখানে এসে আবার দেখা করব। আমি তোমাকে আরও এমন কিছু তথ্য জানাব, যা জানা তোমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।'

www.pathagar.com

◆◆◆

রাতের শেষ প্রহর। রাশেদ চেঙ্গিস নিজকক্ষে ফিরে গেল। ইতিপূর্বে এত রাতে ফিরে কখনও সে ভিক্টরকে জাগায়নি। সকালে ঘুম থেকে জেগে তাকে রাতের কাহিনী শোনাত। কিন্তু আজ চেঙ্গিসের আনন্দের জোয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। অন্যরকম এক উত্তেজনা বিরাজ করছে তার হৃদয়জগতে। নিজেকে একজন সফল সেনানায়ক মনে হচ্ছে তার। যে-মেয়েটা তাকে মন দিয়েছিল, যে-সুন্দরী মেয়েটাকে সে ভালবেসেছিল, সে মুসলমান ও সুলতান আইউবির একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর! তা ছাড়া একটা রূপসী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপোলি ত্যাগ করতে যাচ্ছে, এটিও কম আনন্দের বিষয় নয়।

রাশেদ চেঙ্গিস তখনই ভিক্টরকে জাগিয়ে তুলে জানাল, আরে, মেয়েটা তো আমাদেরই গোয়েন্দাসদস্য!

চেঙ্গিস ভিক্টরকে মেয়েটার রাতের পুরো কাহিনী শোনাল।

'তুমি কি তাকে বলে দিয়েছ, তুমি গোয়েন্দা?' ভিক্টর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ' – চেঙ্গিস উত্তর দিল – 'বলা-ই প্রয়োজন ছিল।'

'আমার কথাও বলেছ?'

'না' – চেঙ্গিস উত্তর দিল – 'তোমার সম্পর্কে কোনো কথা হয়নি।' ভিক্টরকে নিশ্চুপ দেখে চেঙ্গিস বলল – 'তুমি কি মনে করছ, আমি ভুল করেছি? আমি আনাড়ি নই ভিক্টর!'

'আমার কথা না বলে তুমি ভালো করেছ' – ভিক্টর বলল – 'আর এই দাবিটা করো না, তুমি আনাড়ি নও।'

'আমি কি ভুল করেছি?' চেঙ্গিস পুনরায় জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে, তুমি অনেক ভালো কাজ করেছ' – ভিক্টর বলল – 'আর যদি ভুল করে থাক, তা হলে এই ভুল সাধারণ ভুল নয়। তুমি সম্ভবত ভুলে গেছ, একজনমাত্র গুপ্তচর একটি বাহিনীর জয়ের কারণ হতে পারে। আবার হতে পারে পরাজয়ের হেতুও। তুমি জান, সুলতান আইউবি খ্রিস্টানদের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে অনবহিত। আমরা যদি ধরা পড়ে যাই আর এই তথ্য আমাদের সঙ্গে কয়েদখানায় বন্দি হয়ে যায় কিংবা জল্লাদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তা হলে "সকল যুদ্ধে বিজয়ী সেনানায়ক" বলে খ্যাত সুলতান আইউবি ইতিহাসে "পরাজিত সিপাহসালার" আখ্যায়িত হবেন।'

'না' – চেঙ্গিস পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল– 'সে আমাকে ধোঁকা দেবে না। সে মুসলমান। আমি আগামী রাতে আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করব। এখন আর আমাদের ইমামের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই তথ্য আমি নিজেই কায়রো নিয়ে যাব। আমার হৃদয়ের রানি আমার সঙ্গে থাকবে। তবে আমার অনুপস্থিতিতে কারও মনে সন্দেহ জাগবে না, আমি এখান থেকে তথ্য নিয়ে পালিয়ে গেছি। কারণ,

www.pathagar.com

মেয়েটাও যেহেতু আমার সঙ্গে যাবে, তাই প্রচার করে দিয়ো, তুমি আমাকে ও তাকে গোপনে মিলিত হতে দেখেছ এবং আমি মেয়েটাকে নিয়ে জেরুজালেমের দিকে চলে গেছি। ঘটনাটা প্রেমঘটিত বলে প্রচার করতে হবে।'

ভিক্টর গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেল। রাশেদ চেঙ্গিস মদের নেশায় ঝিমোতে শুরু করল।

চেঙ্গিস যখন ভিক্টরের কক্ষে প্রবেশ করল, তখন অদূরে অবস্থিত অফিসারদের শয়নকক্ষগুলোর একটাতে মেয়েটাও প্রবেশ করল। কক্ষের বাসিন্দা ঘুমিয়ে আছে। মেয়েটা কক্ষে ঢুকেই অবলীলায় তার একটা পা ধরে সজোরে ঝটকা টান দিল। অমনি লোকটা বিড়বিড় করে উঠল। মেয়েটা হেসে বলল– 'ওঠো, ওঠো; শিকার মেরে এসেছি।'

লোকটা শয্যা ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে বসে বাতি জ্বালাল। তারপর মেয়েটাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বিছানায় ফেলে দিল। কিছু সময় অশ্লীলতার নগ্ন প্রদর্শনী চলল। তারপর মেয়েটা সোরাহিতে করে চেঙ্গিসের জন্য যে-মদ নিয়ে গিয়েছিল, তার বাকিটুকু দুটা পেয়ালায় ঢেলে দুজনে মিলে পেয়ালাদুটো খালি করে ফেলল।

'এবার বলো, কী সংবাদ নিয়ে এসেছ?'

'লোকটা গোয়েন্দা' – মেয়েটা বলল – 'আর মুসলমান।'

'তা হলে তো হারমানের সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হলো।'

'সম্পূর্ণ ঠিক' – মেয়েটা বলল – 'মদ আর আমার জাদু ক্রিয়া করেছে। অন্যথায় হারমানের মতো অভিজ্ঞ গোয়েন্দাও তাকে ধরতে পারতেন না। যদি তার কৃত্রিম দাড়ি আমার হাতে না পড়ত, তা হলে বোধহয় আমিও ব্যর্থ হতাম। আমার সন্দেহ তো সেদিনই দূর হয়ে গিয়েছিল, যেদিন প্রথম সে মদপান করতে অস্বীকার করেছিল। মুসলমান না হলে মদপান করবে না কেন। তাতেই আমি বুঝে ফেলেছি, লোকটা মুসলমান। আমি তাকে বলেছি, আমি পবিত্র ভালবাসার জন্য ছটফট করছি। তখনই সে সরলমনে আমাকে ভালবেসে ফেলল – পবিত্র ভালবাসা। এটিও প্রমাণ করে, লোকটা মুসলমান। আমাদের লোকেরা তো ভালবাসার কথা বলে প্রথমে গায়ের পোশাক উদোম করে।'

'ভালবাসা পবিত্র হোক কিংবা অপবিত্র, নারীর দেহ পাহাড়কেও চূর্ণ করে দিতে সক্ষম' – লোকটা বলল – 'এই দুর্বলতা প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেও বিরাজমান আছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রূপ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দিতে সক্ষম হবে। সশরীরে কাছে থাকুক কিংবা নিছক কল্পনায়, নারী মানুষকে অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে।'

লোকটা খ্রিস্টানদের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের অফিসার এবং হারমানের সহকারী। হারমানের কোনোভাবে সন্দেহ জন্মে গিয়েছিল, চেঙ্গিস গুপ্তচর। একে তো তিনি একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা; তদুপরি তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

www.pathagar.com

কাউকে গোয়েন্দা বলে সামান্য সন্দেহ হলেও তাকে ধরে ফেলো। রাশেদ চেঙ্গিসকে সম্ভবত রাতে তিনি মসজিদে যেতে দেখেছিলেন। তাই সহকারীকে নির্দেশ দিলেন, কোনো নারীর ফাঁদে ফেলে দেখো লোকটা আসলে কে।

এ-বিভাগে বেশ কজন নারী কাজ করছে, যারা একজন অপেক্ষা অপরজন বেশি রূপসী। হারমানের সহকারী এই মেয়েটাকে নির্বাচন করে চেঙ্গিসের পিছনে লেলিয়ে দিল। মেয়েটা তার বিদ্যায় অভিজ্ঞ। সে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে একটা নাটক মঞ্চস্থ করল। চেঙ্গিস কখনও ভাবেনি, প্রতি রাতে ইমামের কাছে যাওয়ার সময় এই যে মেয়েটা তার পথ আগলে দাঁড়ায়, ও আসে কোথা থেকে এবং কীভাবে জানে, সে যাচ্ছে? মেয়েটা ছায়ার মতো তার পিছনে লাগা ছিল। তার প্রতিটা গতিবিধিই সে প্রত্যক্ষ করছিল।

'আমি তাকে তোমার গড়ে-দেওয়া কাহিনীটা শোনালে সে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল' – মেয়েটা বলল – 'তৎক্ষণাৎ সে বিশ্বাস করে নিল, আমি মুসলমান এবং সত্যি-সত্যিই আমি সালাহুদ্দীন আইউবির জন্য গোয়েন্দাগিরি করছি।'

'মুসলমান আবেগপ্রবণ জাতি' – হারমানের নায়েব বলল – 'বরং এরা এক বিস্ময়কর ও অভিনব সম্প্রদায়। মুসলমান ধর্মের নামে এমনসব ত্যাগ স্বীকার করে বসে, যা অন্য কোনো জাতি পারে না। যুদ্ধের ময়দানে একজন মুসলমান দশ-পনেরোজন খ্রিস্টানের মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং করছেও। তারা একে ঈমানি শক্তি বলে অভিহিত করে। আটজন, দশজন কমান্ডো সৈনিকের আমাদের পেছনে চলে যাওয়া, গেরিলা আক্রমণ করা, আমাদের খাদ্যসামগ্রীতে অগ্নিসংযোগ করে উধাও হয়ে যাওয়া, ঘেরাও-এর মধ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া, বের হতে না পারলে নিজেদেরই লাগানো আগুনে স্বেচ্ছায় ভস্মীভূত হওয়া কোনো সাধারণ বীরত্ব নয়। এ এক অস্বাভাবিক শক্তি। আমি তাদের এই শক্তিকে অলৌকিক বিষয় মনে করি।

'আমাদের কিছু বিশেষজ্ঞ আছেন, যারা মানবচরিত্রের দুর্বল শিরাগুলো চেনেন। তারা মুসলমানদের এই শক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে এমন কিছু পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় উন্মাদনাকে তাদের দুর্বলতায় পরিণত করছেন। এখন তারা যাকে ধর্মীয় চেতনা বলে মনে করে, সেটাই মূলত তাদের দুর্বলতা। এক্ষেত্রে ইহুদিরা অনেক কাজ করেছে। আমরা কতিপয় ইহুদি ও খ্রিস্টানকে মুসলমানদের আলেমের রূপে প্রেরণ করে এই সাফল্য অর্জন করেছি। মুসলিম অঞ্চলের বেশ কটি মসজিদের ইমাম মূলত ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান। তারা সর্বসাধারণের মাঝে কুরআন-হাদীসের এমন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন, যার উপর ভিত্তি করে মুসলমান ভুল বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অনুসারী হয়ে চলছে। তাদের সফল তৎপরতার ফলে মুসলমান এখন এমনসব কর্মকাণ্ডকে ইসলাম বা দীন বলে বিশ্বাস করে, যা মূলত ইসলামের পরিপন্থী। এখন তাদেরকে ধর্মের নামে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ানো যায়, আমরা যার মহড়া করিয়ে দেখিয়েছি।

www.pathagar.com

'মুসলমানদের মাঝে আমরা যৌন-উন্মাদনাও সৃষ্টি করে দিয়েছি। এখন যে-মুসলমানের হাতে বিত্ত আর ক্ষমতা আসে, আগে সে হেরেম তৈরি করে এবং তাকে সুন্দরী যুবতীদের দ্বারা সাজায়। এই নারীপুজা এখন মুসলমানদের উচ্চস্তর থেকে শুরু করে নিম্নস্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা একাধিক পন্থায় মুসলিম মেয়েদের মাঝে কল্পনাপুজা ও মনস্তাত্ত্বিক বিলাসিতা ঢুকিয়ে দিয়েছি।

'তা ছাড়া মুসলমান একটা আবেগপ্রবণ জাতি। তুমি তো দেখেছ, তোমার শিকার মুসলমানটার আবেগে খোঁচা দিয়েছ আর অমনি সে তোমার জালে ফেঁসে গেছে। আবেগ বড় এক দুর্বলতা। হারমান বলে থাকেন, অদূর ভবিষ্যতে এই জাতিটা কল্পনার দাস হয়ে যাবে এবং বাস্তব থেকে দূরে সরে যাবে। তখন আর আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হবে না। চিন্তা-চেতনার দিক থেকে মুসলমান আমাদের দাসানুদাস হয়ে যাবে। নিজেদের নীতি-আদর্শ ত্যাগ করে তারা আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে গৌরব বোধ করবে।'

'আমার ঘুম আসছে' – মেয়েটা বিরক্ত কণ্ঠে বলল – 'আমি তোমাকে একটা শিকার দিয়েছি; তুমি ওটাকে এখনই গ্রেফতার করে নাও।'

'না' – নায়েব বলল – 'তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। গ্রেফতার করতে চাইলে তার সঙ্গে এই নাটক খেলার প্রয়োজন ছিল না। তোমাকেও এত কষ্ট দেওয়া হতো না। আমরা তো সামান্যতম সন্দেহেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারি। আমরা এখনই তাকে গ্রেফতার করব না। তার মাধ্যমে তার সেই সহকর্মীদের সন্ধান বের করতে হবে, যারা ত্রিপোলিতে গোয়েন্দাগিরি করছে। তাদের মধ্যে নাশকতাকারী কমান্ডোও থাকতে পারে। তার মাধ্যমে অন্যান্য শহরের শত্রুগোয়েন্দাদেরও চিহ্নিত করা যেতে পারে। তুমি তার সঙ্গে আবারও দেখা করো। তাকে বলো, আমি সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি। এখন আরও কয়েকজন গোয়েন্দার প্রয়োজন। এ-ও বলবে, একস্থানে খ্রিস্টানরা বিপুল পরিমাণ দাহ্যপদার্থ ও মূল্যবান সামগ্রী মজুদ করে রেখেছে। আক্রমণে যাওয়ার সময় এগুলো তারা সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমাদেরকে এগুলো ধ্বংস করতে হবে। এ-কাজের জন্য তুমি আমাদের এখানকার কমান্ডোদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।'

'আমি বুঝে ফেলেছি' – মেয়েটা বলল – 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সে তার সঙ্গীদের তথ্য ফাঁস করবে না।'

হারমানের নায়েব মেয়েটার এলো চুল, নগ্ন কাঁধ ও উন্মুক্ত বুকে হাত বুলিয়ে বলল– 'কেন, তোমার এসব অস্ত্র অকর্মা হয়ে গেছে নাকি? নিজের মুখোশ খুলে দিয়ে লোকটা দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এবার তোমাকে ভেতরে ঢুকে কোনায়-কোনায় অনুসন্ধান চালাতে হবে। এ-কাজটাও তুমি করতে পারবে। আমি সকালে হারমানকে তোমার কৃতিত্বের কথা অবহিত করব।'

www.pathagar.com

রাতের আহারের পর চেঙ্গিস ও ভিক্টর কর্তব্য পালন করছে। এমন সময় হারমান এসে হাজির হলেন। তিনি চেঙ্গিসের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ হাত মেলালেন এবং বললেন– 'তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, আমাদের বাহিনী ইতিহাসের সর্ববৃহৎ আক্রমণ-অভিযানে রওনা হতে যাচ্ছে। আমরা তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব এবং বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করাব। ভিক্টরও সঙ্গে থাকবে। যেহেতু দু-তিনজন সম্রাট থাকবেন, তাই তোমাদেরকেও থাকা আবশ্যক।'

'আমি প্রস্তুত আছি।' চেঙ্গিস বলল।

হারমান রিপোর্ট পেয়ে গেছেন, রাশেদ চেঙ্গিস গুপ্তচর এবং আজ রাত তার বিভাগের এক রূপসী যুবতী তার গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদেরও নাম-ঠিকানা উদ্ধার করবে। তিনি মেয়েটাকে নতুন কিছু নির্দেশনা দিলেন এবং নায়েবকে বললেন, চেঙ্গিসের দলের সন্ধান বের না-হওয়া পর্যন্ত মেয়েটা একাকি তার সঙ্গে মিলিত হতে থাকবে। পাশাপাশি সতর্ক থাকবে, যেন চেঙ্গিসের মনে কোনো সন্দেহ জাগতে না পারে।

কোনো কাজেই চেঙ্গিসের মন বসছে না। গণনা করে-করে ক্ষণ অতিক্রম করছে। এত বড় সাফল্য তার কখনও অর্জিত হয়নি। একদিকে এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে গেছে, অপর দিকে একটা অতিশয় রূপসী তরুণীও তার মুঠোয় এসে পড়েছে! এ এক বিরাট অর্জন। এ-রাতটাকে সে ত্রিপোলিতে শেষ রাত মনে করছে। আগামী রাত তথ্য ও মেয়েটাকে নিয়ে ত্রিপোলি ত্যাগ করছেই।

মনে আনন্দের ঠাঁই হয় না রাশেদ চেঙ্গিসের।

অবশেষে ডিউটি শেষ করে রাশেদ চেঙ্গিস কক্ষে চলে গেল। ভিক্টরও তার সঙ্গে আছে। চেঙ্গিস পোশাক পরিবর্তন করল। আজ কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ নেয়নি। প্রয়োজন নেই। খঞ্জরটা চোগার পকেটে লুকিয়ে নিল।

'আমি তোমাকে শেষবারের মতো বলছি' – ভিক্টর বলল – 'নারী আর মদের নেশা থেকে মুক্ত থেকে মাথা ঠিক রেখে কথা বলবে। আমার ভয় হচ্ছে, পুরোপুরি যাচাই-বাছাই না করে তুমি আমাদের গোপন তথ্য দিয়ে দেবে।'

'শোনো ভিক্টর' – চেঙ্গিস বিস্ময়কর এক ভঙ্গিতে বলল – 'আমি তার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনব না। তার সঙ্গে আমি একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছি। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। আমি তার পুরো কাহিনী শুনেছি। সে এখন আমার ভালবাসার মানুষ। আমি তাকে শতভাগ বিশ্বাস করি। তার সঙ্গে যেহেতু তোমার কোনো কথা হয়নি, তাই তুমি বুঝবে না। তুমি আমাকে পাগল মনে করো না। এটা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালবাসা।'

ভিক্টর নীরব হয়ে গেল। চেঙ্গিসের বলার ধরণ থেকেই সে বুঝে ফেলেছে, লোকটার হুঁশ–জ্ঞান ঠিক নেই। এখন সে একটা মেয়ের প্রেমে মাতোয়ারা। ভিক্টর বোঝে, রাশেদ চেঙ্গিস একটা সুদর্শন যুবক। এই মেয়েটার চেয়েও অধিক রূপসী ও উচ্চস্তরের নারী তার জন্য পাগল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই

www.pathagar.com

মেয়েটার ব্যাপারে তার ঘোর সন্দেহ, সে চেঙ্গিসকে ধোঁকা দিচ্ছে। আর যদি ধোঁকা নাও দিয়ে থাকে, তবু চেঙ্গিস নিজের আসল পরিচয় বলে দিয়ে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। মেয়েটা মুসলমান গুপ্তচর হয়ও যদি, তবুও তার উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ, তাকে তো সরকারিভাবে পাঠানো হয়নি।

ভিক্টরের অঙ্ক মিলছে না।

রাশেদ চেঙ্গিস চলে গেছে। ভিক্টর গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেল। চেঙ্গিসের চলে যাওয়ার পর ভিক্টরের ঘুমিয়ে পড়ার নিয়ম। কিন্তু আজ তার চোখে ঘুম আসছে না। ভিক্টর কক্ষে গিয়ে না শুয়ে অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে থাকল।

♦♦♦

মেয়েটা একই জায়গায় চেঙ্গিসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সন্নিকটে মাটিতে মদের সোরাহি ও দুটা পেয়ালা পড়ে আছে। অন্ধকারে চেঙ্গিসকে ছায়ার মতো আসতে দেখে দৌড়ে গিয়ে তাকে ঝাঁপটে ধরল, যেরূপ ঝাঁপটে ধরে ছোট্ট শিশু তার মাকে। মেয়েটা এমনভাবে প্রেমনিবেদন ও আত্মসমর্পণের ভাব দেখাল যে, চেঙ্গিসের বিবেকের উপর যৌনতার মাদকতা আচ্ছন্ন করে ফেলল। রূপসী মেয়েটা তার রূপ-যৌবনের সেই অস্ত্রগুলো ব্যবহার করল, যেগুলোর উপর হাত বুলিয়ে হারমানের নায়েব বলেছিল, তোমার এসব অস্ত্র অকর্মা হয়ে যায়নি তো।

'তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ না তো?' – মেয়েটা চাপা কণ্ঠে চেঙ্গিসকে জিজ্ঞেস করল– 'তোমার ভালবাসা আমাকে এমন অসহায় বানিয়ে তুলেছে যে, আমি আমার এমন স্পর্শকাতর তথ্যাবলি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি।'

মেয়েটা এক হাতে চেঙ্গিসের কোমর ধরে গায়ে গা মিশিয়ে তাকে সেই জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে মদের সোরাহি ও পেয়ালা রাখা আছে। চেঙ্গিসকে বসিয়ে পেয়ালায় মদ ঢেলে বলল– 'নাও; জয়ের আনন্দে এক পেয়ালা'।

চেঙ্গিস এতই উৎফুল্ল যে, সঙ্গে-সঙ্গে পেয়ালাটা হাতে তুলে নিল এবং গলগল করে পাত্রটা খালি করে ফেলল। মেয়েটা শূন্য পেয়ালায় আবারও মদ ঢালল। চেঙ্গিস তা-ও পান করে ফেলল।

তাদের থেকে আট-দশ পা দূরে একটা গাছ। পিছন থেকে কে যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে গাছটার আড়ালে বসে পড়ল। রাতের নীরবতা খাঁ-খাঁ করছে। গাছের-আড়ালে-বসা-লোকটা চেঙ্গিস ও মেয়েটার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। তারা খানিকটা শব্দ করেই কথা বলছে।

'এবার বলো, কী খবর নিয়ে এসেছ?' চেঙ্গিস মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল।

'এমন সংবাদ এনেছি, যা সুলতান আইউবি জীবনে স্বপ্নেও শোনেননি' – মেয়েটা বলল – 'আমি ক্রুসেডারদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।' মেয়েটা চেঙ্গিসকে খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা ও অগ্রযাত্রার পথ বলে দিল। আক্রমণ কোথায় হবে, তা-ও অবহিত করল। খ্রিস্টান বাহিনীর রসদ কোন পথে যাবে এবং রওনা কবে হবে, সবই জ্ঞাত করল।

www.pathagar.com

'এখান থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া দরকার' – চেঙ্গিস বলল – 'কাল রাতেই যাবে?'

'না' – মেয়েটা বলল – 'আমাদের যেসব তথ্যের প্রয়োজন ছিল, সেসব পেয়ে আমরা গেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রতিশোধের যে-আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তা না নিভিয়ে আমি যাব না। খ্রিস্টানরা তাদের বাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করেছে। অস্ত্র আর তাঁবুর তো কোনো হিসাবই নেই। তরল দাহ্যপদার্থের মটকাও আছে। আছে তরিতরকারির সম্ভার। এসব দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এগুলো ধ্বংস করা কঠিন কিছু নয়। পাহারার এটুকু ব্যবস্থা আছে যে, মাত্র সাত-আটজন সিপাই রাতে টহল দেয়। এই ভাণ্ডার খ্রিস্টানরা তিন-চার মাসে সংগ্রহ করেছে। আমরা যদি এগুলো ধ্বংস করে দিতে পারি, তা হলে তাদের আক্রমণ তিন-চার মাসের জন্য পিছিয়ে যাবে। এ-সময়ের মধ্যে সুলতান আইউবি তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে নিতে পারবেন। তুমি তো হারমানকে জান। আমি তার হৃদয় থেকেও তথ্য বের করে এনেছি। তিনি বলেছেন, সুলতান আইউবি নতুন ভর্তি নিচ্ছেন। তার আগেকার বাহিনীটি আপন ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, এখন আর তাদের যুদ্ধ করার শক্তি নেই। এই অভাগা খ্রিস্টানরা আইউবির সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে। এ-সময় প্রয়োজন হলো খ্রিস্টানদের অভিযান বিলম্বিত করে দেওয়া। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাদের রসদ পুড়িয়ে দেওয়া। তাদের যে হাজার-হাজার ঘোড়া আছে, সেগুলোও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হতে পারে।'

'রসদে আগুন লাগাবে কে?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করল।

'তুমিই বলতে পার, এখানে তোমাদের কত লোক আছে' – মেয়েটা বলল – 'এদের মাঝে কমান্ডোও আছে নিশ্চয়ই। দায়িত্বটা তাদের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। এখানে তোমাদের কতজন কমান্ডোসেনা আছে?'

'সুলতান আইউবি নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, অধিকৃত অঞ্চলে নাশকতা চালানো যাবে না। কেননা, কমান্ডোরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এদিক-ওদিক সরে যায়। তার শাস্তি ভোগ করে নিরীহ সাধারণ মুসলমান' – চেঙ্গিস বলল – 'খ্রিস্টানরা তাদের ঘরে-ঘরে প্রবেশ করে নারীদের উপর নির্যাতন চালায়। এ-কারণে আমরা আমাদের কমান্ডোদের ফেরত পাঠিয়েছি। যে-কজন আছে, সবাই গুপ্তচর। তবে তারা নাশকতাও চালাতে জানে। তা ছাড়া তারা এখানকার কিছু যুবককেও প্রস্তুত করতে পারে।'

'ওদের কি কোনো একটা জায়গায় একত্রিত করার ব্যবস্থা করা যায় না?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল এবং চেঙ্গিসের পেয়ালায় মদ ঢেলে পাত্রটা তার হাতে ধরিয়ে দিল।

'আমরা একটি মসজিদকে আমাদের আস্তানা বানিয়ে রেখেছি' – মদের পেয়ালাটা খালি করে চেঙ্গিস বলল। মসজিদের অবস্থান জানিয়ে সে বলল –

www.pathagar.com

'উক্ত মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদের নেতা। অত্যন্ত যোগ্য ও সাহসী মানুষ। আজ রাতেই আমি এ-বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলব। কালই তিনি যুবকদের মসজিদে সমবেত করবেন। তারা সকলে নামাযের নাম করে মসজিদে এসে হাজির হবে।'

'শুধু একজন যোগ্য ও সাহসী লোক দ্বারা কাজ হবে না' – মেয়েটা বলল – 'ইমামের সঙ্গে তুমিও থাকবে। তা ছাড়া আরও তিন-চারজন বিচক্ষণ লোকের প্রয়োজন, যাতে এই পরিকল্পনাটি নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা যায়। আর এই সম্ভার তখন ধ্বংস করতে হবে, যখন আমরা দুজন এখান থেকে বেরিয়ে যাব। কারণ, ঘটনার পরপরই শহর সীল হয়ে যাবে। তখন আর আমরা বেরুতে পারব না।'

'শুধু ইমাম নন' – চেঙ্গিস বলল – 'এখানে আমাদের একজন-থেকে-অপরজন অধিক যোগ্য লোক আছে।' চেঙ্গিস কয়েকজন লোকের নাম বলল – 'আমি এদের প্রত্যেককে মসজিদে উপস্থিত করতে পারি।'

চেঙ্গিস থেকে এসব তথ্যই নিতে চাচ্ছে মেয়েটা। সে চেঙ্গিসকে তার দল সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেস করল, যা চেঙ্গিস অকপটে বলে দিল। অবশেষে বলল– 'জান, এই প্রাসাদেও আমি একা নই। ভিক্টর নামে যে-লোকটা আমার সঙ্গে কাজ করে, সে-ও আমার দলের সদস্য।'

'ভিক্টরও?' মেয়েটা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ' – চেঙ্গিস বলল – 'তুমি কি আমাদের ওস্তাদির প্রশংসা করবে না যে, আমরা একজন খ্রিস্টানকেও আমাদের গুপ্তচর বানিয়ে রেখেছি?'

মেয়েটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরব থাকল। তারপর বলল– 'আগামী কাল দিনের বেলা আমি তোমার কক্ষে আসব। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

◆◆◆

মেয়েটা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। গাছের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা-লোকটা নড়ে উঠল। বসে-বসে কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করল এবং আট-দশ কদমের দূরত্বটা দুই লাফে অতিক্রম করে মেয়েটাকে পিছন থেকে একটা বাহু দ্বারা ঝাঁপটে ধরল। তার খঞ্জরধারী হাত উপরে উঠেই তীব্রবেগে নিচে নেমে এল। খঞ্জর মেয়েটার বুকে গেঁথে গেল। মেয়েটা হালকা একটা চিৎকার দিয়ে শুধু বলল– 'আমার বুকে খঞ্জর ঢুকে গেছে।'

চেঙ্গিস ঝটপট নিজের খঞ্জরটা বের করে বীরত্বের সঙ্গে লোকটার উপর আক্রমণ চালাল। লোকটা মোড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে সামনে নিয়ে এল এবং বলল– 'আমি ভিক্টর চেঙ্গিস! এই হতভাগীর বেঁচে না-থাকাই উচিত।'

মেয়েটা কোঁকাচ্ছে। ভিক্টর তাকে পিছন থেকে একটা বাহু দ্বারা ঝাঁপটে ধরে আছে।

'তুমি অপদার্থ খ্রিস্টান' – মদের-নেশায়-বুঁদ-হওয়া চেঙ্গিস বলল – 'সাপের বাচ্চা!' চেঙ্গিস মোড় ঘুরিয়ে ভিক্টরের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

www.pathagar.com

ভিক্টর মেয়েটাকে আবার সামনে নিয়ে এসে তাকে ঢাল বানিয়ে বলল– 'চৈতন্যে আস চেঙ্গিস! মেয়েটাকে সবকিছু বলে দিয়ে তুমি আমাদের খেলাটা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছ। ও যদি বেঁচে থাকে, তা হলে রাত পোহাবার পরই আমরা সকলে গ্রেফতার হয়ে যাব।'

চেঙ্গিস আহত সিংহের মতো ভিক্টরের চারপাশে ঘুরছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে। মেয়েটার এখনও চৈতন্য আছে। সে কোঁকাতে-কোঁকাতে বলল– 'চেঙ্গিস! আমার রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম। খ্রিস্টানরা আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আমি বাঁচব না। এই লোকটা আমাদের নয় – খ্রিস্টানদের চর।'

চেঙ্গিস লাফ দিয়ে ভিক্টরের উপর আক্রমণ করল। ভিক্টর তাকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করল, তুমি প্রতারণার শিকার। চলো, মেয়েটাকে হত্যা করে লাশটা দূরে ফেলে আসি। কিন্তু চেঙ্গিস এখন কারও গোয়েন্দা নয়। এখন সে একজন পুরুষ, যার প্রেয়সীকে অন্য এক পুরুষ ধরে রেখেছে এবং তার বুকে খঞ্জর বিদ্ধ করেছে। সে সম্মুখ থেকে মেয়েটাকে সজোরে টা ধাক্কা মারল যে, ভিক্টর পিছনের দিকে পড়ে গেল আর মেয়েটা তার উপর ছিটকে পড়ল। চেঙ্গিস ভিক্টরের উপর খঞ্জরের আঘাত হানল। ভিক্টর পূর্ব থেকেই সতর্ক ছিল। সে একদিকে সরে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। চেঙ্গিস তার উপর পুনরায় আক্রমণ চালাল। খঞ্জর তার কাঁধে গিয়ে আঘাত হানল।

ভিক্টর নিজেকে সামলে নিয়ে পালটা আক্রমণ চালাল। চেঙ্গিসের বেঁচে থাকাও ঝুঁকিপূর্ণ। ভিক্টরের খঞ্জর চেঙ্গিসের পেটে আঘাত হানল। চেঙ্গিস পালটা আঘাত করল। ভিক্টরের বাহু কেটে গেল। ভিক্টর চেঙ্গিসের বুকে খঞ্জর মারল। মদমত্ত চেঙ্গিস দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভিক্টর তার বুকের উপর আরেকটা আঘাত হানল। চেঙ্গিস লুটিয়ে পড়ে গেল। ভিক্টর মেয়েটার বুকে হাত রাখল। হৃদপিণ্ডটা নীরব। মরে গেছে। চেঙ্গিসও শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। এখন আর চৈতন্য নেই তার।

ভিক্টরের কাঁধ ও বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। মেয়েটার পরিধানের কাপড় ছিঁড়ে বাহুটা বেঁধে নিল। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য কাঁধের জখমে কাপড় ঢুকিয়ে দিল। ভিক্টর হাঁটতে শুরু করল।

ভিক্টর দ্রুত হাঁটছে। জখমের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। তবু তার কোনো পরোয়া নেই। অবলীলায় হাঁটছে সে।

ভিক্টর একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। দুটা মোড় অতিক্রম করে একটা প্রশস্ত গলিতে পৌঁছে গেল। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ত্রিপোলি। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে সর্বত্র। প্রতিটা ঘরের দরজা বন্ধ। খোলা একটিমাত্র ঘরের দ্বার – আল্লাহর ঘর মসজিদের দরজা।

www.pathagar.com

ভিক্টর এই মসজিদে এ-ই প্রথমবার এসেছে। তবে কীভাবে আসতে হবে, এসে কী করতে হবে, তার জানা আছে। বাঁ দেওয়ালে একটা দরজা আছে। এটিই ইমামের বাসার দরজা। ভিক্টর পায়ের জুতো খুলে উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

◆◆◆

রাতের অর্ধেকটা কেটে গেছে। ইমাম গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। দরজার করাঘাত তাকে জাগিয়ে তুলেছে। জাগ্রত হয়ে তিনি খানিক অপেক্ষা করলেন। পুনরায় করাঘাত পড়ল। ঠিক আছে, আমারই গোয়েন্দাদের বিশেষ সাংকেতিক আওয়াজ। তারপরও তিনি লম্বা খঞ্জরটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে দরজা খুললেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন– 'চেঙ্গিস?'

'ভিক্টর' – ভিক্টর জবাব দিল – 'ভিতরে চলুন।'

'রক্তের গন্ধ আসছে কোথা থেকে?' ইমাম অন্ধকারে ভিক্টরের বাহু ধরে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার রক্ত।' ভিক্টর জবাব দিল।

ইমাম ভিক্টরকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বাতি জ্বালালে দেখতে পান ভিক্টরের পরিধেয় রক্তে রঞ্জিত। ইমাম ভিক্টরকে কখনও দেখেননি। পরিচয়টা চেঙ্গিসের মুখে শোনা। তার দায়িত্ব ছিল ভিতরের খবরাখবর পরিবেশন করা। ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ভিক্টরের কোনো প্রয়োজন হতো না।

'তুমি এসেছ?' – ইমাম বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন – 'চেঙ্গিস আসেনি কেন?'

'চেঙ্গিস আর কখনও আসবে না।' ভিক্টর উত্তর দিল।

'কেন?' – ইমাম ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন – 'ধরা পড়েছে?'

'হ্যাঁ; ধরা পড়েছে' – ভিক্টর উত্তর দিল– 'নিজের পাপের হাতে ধরা পড়েছে। আমার খঞ্জর তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আপনি আমার গায়ে ও পোশাকে রক্ত দেখতে পাচ্ছেন। সম্ভব হলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আপনি ভয় পাবেন না। আল্লাহর শোকর আদায় করুন যে, চেঙ্গিস জীবিত নেই। অন্যথায় আমাদের প্রত্যেককে ক্রুসেডারদের কারাগারের নির্যাতনে জীবন হারাতে হতো।

ইমাম দ্রুত ঔষধ বের করলেন। পানির ব্যবস্থা করলেন। ভিক্টরের জখম ধুতে শুরু করলেন। তাকে পোশাক বদলাতে বললেন।

'না' – ভিক্টর বলল – 'আমি আমার করণীয় ঠিক করে রেখেছি। আমি এই কাপড়েই ফিরে যাব। আমি আপনার নুন খেয়েছি। আমার প্রিয় বন্ধু ও অতিশয় বিপজ্জনক সফরের সঙ্গী আমার হাতে খুন হয়েছে। আমি স্থির করেছি, আপনাদের সকলের জন্য নিজেকে কুরবান করে দেব। নিজের ঘাড়টা জল্লাদের সম্মুখে নুইয়ে দিয়ে আপনাদের সকলকে রক্ষা করব।'

www.pathagar.com

ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ইমাম তাতে ঔষধ প্রয়োগ করছেন আর ভিক্টর ইমামকে সমস্ত ঘটনা বলে শোনাচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ভিক্টর বলল– 'আমার সন্দেহ জেগে গিয়েছিল, মেয়েটা প্রতারণা করছে। সে নিজেকে একজন বৃদ্ধ কমান্ডারের রক্ষিতা বলে দাবি করত। কিন্তু আমি এমন কোনো বৃদ্ধ কমান্ডারকে কখনও দেখিনি। প্রতিদিন তার চেঙ্গিসের পথে দাঁড়িয়ে থাকা প্রমাণ করে, সে নিকটেই কোথাও থাকত এবং চেঙ্গিসের উপর দৃষ্টি রাখত। আমি চেঙ্গিসকে যখনই সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছি, সে ক্ষেপে উঠেছে। আমি আপনাকে বলেছি, সে মদও পান করতে শুরু করেছিল। আমার সন্দেহ, তাকে মদের সঙ্গে হাশিশ মিশিয়ে খাওয়ানো হতো। অন্যথায় চেঙ্গিসের মতো কঠিনপ্রাণ ও পাকা ঈমানের মানুষটা এত তাড়াতাড়ি এবং এত সহজে এই ফাঁদে পা দেওয়ার কথা ছিল না। অনেক রূপসী নারী তাকে ভালবাসার জালে আটকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সব অফারই সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটা তাকে নিজের রূপ আর হাশিশমিশ্রিত মদের জাদুতে দৈহিকভাবে নয় – মানসিকভাবে ঘায়েল করে নিয়েছিল।'

চেঙ্গিস যখন বলল, সে মেয়েটাকে বলে দিয়েছে, সে গোয়েন্দা, তখন আমার মনটা কেঁপে উঠেছিল। আমি যেন অদৃশ্য থেকে ইঙ্গিত পেয়ে গেলাম, এটা এত বিরাট পদস্খলন, যার শাস্তি শুধু তার নয় – আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু। তার এই স্খলন মিসর-সিরিয়ার আযাদির অপমৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেয়েটা তার বিবেকের উপর যে-জাদু প্রয়োগ করে দিয়েছিল, তা তাকে আমাদের থেকে এবং নিজের ঈমান ও কর্তব্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। আমি তখনই সংকল্প করে নিয়েছি, রক্ষা পাওয়ার একটিমাত্র পথ আছে – মেয়েটিকে হত্যা করতে হবে এবং চেঙ্গিস যদি এই ভয়ংকর পথ থেকে সরে না আসে, তা হলে তাকেও শেষ করে ফেলতে হবে। দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর লক্ষ্যে একজন মানুষকে হত্যা করা কোনো ব্যাপার নয়। তা ছাড়া গোয়েন্দাবিধান তো আছেই যে, কারও প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ সৃষ্টি হলে কিংবা কারও মাধ্যমে তথ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারপরও আমি সময় নিয়েছি। তাকে বাঁচিয়ে রেখেই জাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু লোকটা আমাকে খুন করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল।'

'এমনও তো হতে পারে, তুমি তাকে ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে হত্যা করেছ' – ইমাম বললেন – 'হতে পারে মেয়েটা আসলেই মুসলমান ছিল এবং সত্যমনেই আমাদের জন্য কাজ করছিল।'

'হতে পারে' – ভিক্টর বলল – 'কিন্তু আমি নিশ্চিত, ঘটনা এমন নয়। আমি প্রমাণ পেয়ে নিশ্চিত হয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমি মেয়েটাকে সেই ভবন থেকে বের হতে এবং ওখানেই ফিরে যেতে দেখেছি, যে-ভবনে হারমানের

www.pathagar.com

বিভাগের মেয়েরা থাকে। আমি এ-ও জেনেছি, মেয়েটা কোনো কমান্ডারের রক্ষিতা নয়। আজ রাত আমি চেঙ্গিসের পিছনে চলে গেলাম এবং যে-স্থানে চেঙ্গিস মেয়েটাকে নিয়ে বসা ছিল, সেখান থেকে কয়েক পা দূরে একটা গাছের আড়ালে বসে থাকলাম। মেয়েটা চেঙ্গিসের কাছে যেসব তথ্য জানতে চেয়েছে এবং যে-ধারায় জিজ্ঞেস করেছে, তা-ই আমাকে নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, মেয়েটা খ্রিস্টানদের চর। মেয়েটা ত্রিপোলিতে আমাদের কমান্ডোসেনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। সে চেঙ্গিসকে তথ্য দিল, খ্রিস্টান বাহিনীর জন্য রসদ ইত্যাদির বিপুল সম্ভার সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে দাহ্যপদার্থের অসংখ্য মটকাও আছে। আমিও গুপ্তচর। আমি ভালো করেই জানি, এখানে কোথাও এত সম্ভার সংগ্রহ করা হয়নি। এই সম্ভার রাখার যে-জায়গাটার কথা বলেছে, সেখানে কিছুই নেই। প্রয়োজন মনে করলে আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন। চেঙ্গিস মেয়েটার কাছে আমাদের সবগুলো স্পট চিহ্নিত করে দিয়েছে। নাম উল্লেখ করে আমাকেও ফাঁসিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা আমার নাম শুনে বিস্ময় লুকোতে পারেনি। এ-তথ্য পাওয়ার পর সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চুপ থেকে তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটা আমাদের অতিশয় বিপজ্জনক তথ্য নিয়ে যাচ্ছিল। এ-তথ্য যাচ্ছিল সোজা হারমানের কাছে। আপনি এর পরিণতি আন্দাজ করতে পারবেন। আমি উঠে প্রথমে মেয়েটাকে ধরে ফেলি এবং খঞ্জরটা তার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে দিই। চেঙ্গিস মেয়েটার পক্ষ নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি তাকে অনেক বোঝালাম, ঘটনার বাস্তবতা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মদ আর নারীর পরশ তাকে পশু বানিয়ে রেখেছিল। তার খঞ্জরের আঘাত খেয়েও আমি তাকে বোঝালাম। কিন্তু কোনো বুঝ গ্রহণ করার মতো অবস্থা তার ছিল না। আমি অনুভব করলাম, চেঙ্গিস জীবিত থাকলে আমি তাকে কাবুতে রাখতে পারব না এবং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যাবে। তাই আমি তাকেও খতম করে দিয়েছি।'

'তুমি ভালো করেছ' – ইমাম বললেন – 'তাই আমি তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত। এখন তুমি ত্রিপোলি থেকে বেরিয়ে যাও। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'না' – ভিক্টর বলল – 'রাত পোহালে সকলে চেঙ্গিস ও মেয়েটার লাশ দেখবে। আমার বিশ্বাস, হারমান জেনে ফেলেছেন চেঙ্গিস গোয়েন্দা ছিল। তিনিই মেয়েটাকে তার পেছনে লাগিয়েছিলেন। তাই তিনি ধরে নেবেন, এদের মুসলমান গোয়েন্দারাই খুন করেছে। তারপর এখানকার মুসলমানদের উপর প্রলয় নেমে আসবে। আগেই নির্দেশ জারি হয়ে গেছে, কারও উপর চরবৃত্তির সন্দেহ হলে তাকে বন্দি কিংবা হত্যা করে ফেলবে। হারমান এখানকার প্রতিটা ঘরের উপর একজন করে গোয়েন্দা নিয়োগ করে রেখেছেন। তারা মুসলমানদের টার্গেট বানানোর বাহানা খুঁজছে। আমি নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি। এই খুনের দায় আমি নিজে বহন করব। কারণ বলব, আমি আর চেঙ্গিস একই নারীর প্রেম-প্রত্যাশী ছিলাম।'

www.pathagar.com

'তোমার থেকে আমরা এত কুরবানি গ্রহণ করব না' – ইমাম বললেন – 'আমি একজন লোক দেব, যে তোমাকে কায়রো রেখে আসবে।'

'আমি আমার জীবনের কুরবানি দিতে চাই' – ভিক্টর বলল – 'আমার শহরে খ্রিস্টান বাহিনীর দুজন অফিসার আমার এক বোনের প্রতি হাত বাড়িয়েছিল। সে-সময়টার কথা আমার মনে আছে। তারা তাদের সৈনিকদের আমার বোনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কোনো খ্রিস্টান আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তিনজন মুসলমান যুবক খ্রিস্টান সৈন্যদের মোকাবেলা করেছিল। তারা আহত হয়েছিল। তবু তারা আমার বোনকে রক্ষা করেছে। খ্রিস্টানদের উচ্চপর্যায়ে ভালো একজন অফিসার ছিলেন। তিনি আমার অভিযোগ শুনেছিলেন। অন্যথায় শেষ পর্যন্ত আমার বোনও রক্ষা পেত না, প্রতিরোধকারী মুসলিম যুবকরাও রেহাই পেত না। এই ঘটনাটাই আমাকে মুসলমানদের গোয়েন্দায় পরিণত করেছে। আমি আপনার জাতিকে এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে চাই। নিজের জীবনটা জল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি ত্রিপোলির মুসলমানদের জীবন ও সম্মান রক্ষা করব।'

ভিক্টর ইমামকে জানাল– 'খ্রিস্টানরা সেনাসমাবেশ শুরু করেছে। তাদের গন্তব্য হাল্‌ব। তারা প্রথমে সিরিয়া জয় করার ইচ্ছা পোষণ করছে। তবে রওনা কবে হবে এখনও জানা যায়নি। এ-ও জানা সম্ভব হয়নি, তাদের সকল সৈন্য একই এলাকার উপর আক্রমণ চালাবে, না-কি সামনে গিয়ে বিভক্ত হয়ে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে হামলা করবে। এসব সংবাদ খুব তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবির কানে পৌঁছে যাওয়া দরকার, যাতে তিনি মিসরে বসে না থাকেন।

ভিক্টর যা-কিছু জানতে পেরেছিল, সব ইমামকে জানিয়ে দিল। সে উঠে দাঁড়াল। ইমাম যেতে নিষেধ করলে বলল– 'আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে কেউ ধরতে পারবে না।'

ভিক্টর বেরিয়ে গেল।

◆◆◆

ভিক্টরের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। ইমাম তার জখমে পট্টি বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে এই ভেবে পট্টিগুলো খুলে ফেলল যে, যাদের কাছে যাচ্ছে, তারা জিজ্ঞেস করবে, ব্যান্ডেজ কে করে দিয়েছে?

পট্টি খুলে ফেলার পর আবার রক্তক্ষরণ শুরু হলো। চেঙ্গিস ও মেয়েটার মরদেহ যেখানে পড়ে আছে, ভিক্টর সেখানে এসে পৌঁছল। রাতের শেষ প্রহরের চাঁদ উপরে উঠে এসেছে। ভিক্টরের মদের সোরাহি ও দুটা পেয়ালার উপর দৃষ্টি পড়ল। মেয়েটার মুখের পানে গভীর চোখে তাকাল। মৃত্যু মেয়েটার রূপ নষ্ট করতে পারেনি। উন্মুক্ত চুলগুলো বুকের উপর ছড়িয়ে আছে। ভিক্টর পুনরায় মদের সোরাহিটার প্রতি তাকিয়ে মনে-মনে বলল– 'হায় রে মানুষ! নিজের ধ্বংসের জন্য কতই-না উপায় বের করে নিয়েছ!'

www.pathagar.com

ভিক্টর চেঙ্গিসের লাশের প্রতি তাকাল। খানিক কী যেন ভেবে একপাশে বসে পড়ল। চেঙ্গিসের নিঃসাড় দহটা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভিক্টর তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল– 'তুমি ভালোভাবেই জানতে বন্ধু, নারী পুরুষের জন্য কত বড় দুর্বলতা আর মদ কত রাজা-বাদশাহর সিংহাসন উলটে দিয়েছে। তারপরও জেনে-শুনে তুমি এই দুর্বলতা নিজের মধ্যে স্থান দিয়েছ। যাক গে ওসব, আমিও আসছি বন্ধু! জল্লাদ খুব তাড়াতাড়ি আমাকে তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। আমরা একই পথের পথিক। আমি আসছি বন্ধু – আমি আসছি।'

ভিক্টর উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। খ্রিস্টান অফিসারদের বাসভবন তার গন্তব্য। জখম থেকে রক্ত ঝরছে। খঞ্জরটা খাপ থেকে বের করে দেখল তার গায়ে রক্ত জমে আছে। নিজের জখমের রক্ত দ্বারা খঞ্জরটা ভিজিয়ে নিল এবং ওটা হাতে নিয়েই হাঁটতে শুরু করল।

অধিক রক্তক্ষরণের ফলে ভিক্টর শরীরে দুর্বলতা অনুভব করছে। অফিসারদের ভবনে এসে পৌঁছে একটা দরজায় করাঘাত করল। তার জানা আছে, এখন তাকে যার কাছে যেতে হবে, তার বাসগৃহ এটিই। কিছুক্ষণ পর এক কর্মচারী দরজা খুলে দিল। ভিক্টর অফিসারের নাম উল্লেখ করে বলল– 'স্যারকে জাগিয়ে তুলে বলো এক খুনী এসেছে।'

চাকর দৌড়ে ভিতরে চলে গেল।

ভিতর থেকে বকবকানির শব্দ ভেসে আসতে শুরু করল। অফিসার গালাগাল করতে-করতে এগিয়ে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'কে তুমি? কাকে খুন করে এসেছ?'

চাকর একটা প্রদীপ হাতে নিয়ে ছুটে এল। অফিসার আলোতে ভিক্টরকে দেখে বলল– 'তুমি? কার সঙ্গে লড়াই করেছ?'

'আমি দুজন মানুষের খুনের দায় স্বীকার করতে এসেছি' – 'ভিক্টর বলল – 'আমাকে গ্রেফতার করুন।'

অফিসার ভিক্টরের মুখে কষে একটা চড় মেরে বললেন– 'খুন করার আর সময় পাওনি? দিনে করলে না কেন? আমি কি তোমার বাপের চাকর যে, এখন তোমাকে গ্রেফতার করব? আমার গভীর সুখনিদ্রাটা তুমি বরবাদ করে দিয়েছ!' পরক্ষণেই চাকরকে বললেন– 'যাও, একে নিয়ে কয়েদখানায় বন্দি করে রাখো।'

চাকর ভিক্টরকে বাহুতে ধরে হাঁটতে শুরু করলে অফিসার গর্জন করে বলে উঠলেন– 'দাঁড়াও, থামো জংলি কোথাকার! ভেবে দেখলে না লোকটা তো পথে তোমাকেও খুন করে ফেলতে পারে। ভেতরে নিয়ে আস; শুনি কী করেছে।'

'আমি একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে হত্যা করেছি স্যার!' ভিক্টর উচ্চকণ্ঠে বলল।

www.pathagar.com

'হত্যা করেছ?' – অফিসার চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন – 'হত্যা করেছ? যদি কোনো মুসলমানকে হত্যা করে থাক, তা হলে যাও, নিজের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করাও। তুমি তাকে খুন না করলে নিশ্চয়ই সে তোমাকে খুন করে ফেলত। আর যদি কোনো খ্রিস্টানকে খুন করে থাক, তা হলে তোমাকেও খুন হতে হবে। ভেতরে এসে খুলে বলো কী ঘটেছে।'

'আপনি আমার সঙ্গে অতিশয় সুদর্শন এক যুবককে দেখে থাকবেন' – ভিক্টর ভিতরে গিয়ে বসে বলল – 'একটা মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল। আমার সেই বন্ধু মেয়েটাকে ফুসলিয়ে আমার সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে নিজে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তার দ্বারা আমাকে অপমান করায়। কিন্তু আমি হাল ছাড়তে চাইনি। দুজনে মিলে আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে। আজ রাতে আমি দুজনকে একসঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় বসে থাকতে দেখে ফেলি। আমি মূলত তাদের দেখতেই গিয়েছিলাম। তাদের এমন অবস্থায় দেখলাম যে, আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি মেয়েটার উপর আক্রমণ করে বসি এবং তাকে খঞ্জরের আঘাতে হত্যা করে ফেলি। তারপর আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আমার সংঘাত হলো। সে আমাকে দুটা আঘাত করল। আমিও তাকে দুটাই আঘাত করেছিলাম। কিন্তু আঘাত ছিল গুরুতর। সেও মারা গেল। আমি কোথাও পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আপনার কাছে এসে পড়েছি।'

'নারীর জন্য খুন করা আর খুন হওয়া কোনোটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' অফিসার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন।

ঘটনাটাকে অফিসার মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। এই মুহূর্তে কথা শুনতেই তার ভালো লাগছে না। চোখে তার রাজ্যের ঘুম। কে খুন হলো আর কে খুন করল, সেদিকে তার কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিক্টরকে তিনি ছেড়েই দিতেন বোধ হয়। কিন্তু ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। লাশদুটো দেখা হলো।

আসল ঘটনা জানতে পেরে হারমান ও তার সহকারী ক্ষোভে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। নিহত মেয়েটা অত্যন্ত মূল্যবান ও সক্রিয় গুপ্তচর ছিল আর চেঙ্গিস ছিল তার শিকার, যার মাধ্যমে তার পুরো দলের সন্ধান বের করার পরিকল্পনা ছিল। তাদের সব পরিকল্পনা ও অর্জন শেষ হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে মূল্যবান গোয়েন্দা মেয়েটাকেও তাদের হারাতে হলো।

ভিক্টরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। কেউ তার ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার কথা ভাবল না। হারমান তাকে পেটাতে শুরু করলেন। মার খেয়ে ভিক্টর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তারপর আর কখনও তার জ্ঞান ফিরে আসেনি। পরদিন অচেতন অবস্থায়ই তাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। জল্লাদ কুড়ালের এক আঘাতে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

যে-সময়ে ভিক্টরের মাথা ও দেহকে একটা গর্তে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, ঠিক তখন ইমামের প্রেরিত এক গোয়েন্দা ত্রিপোলি থেকে বহুদূর চলে গেছে। তাকে

www.pathagar.com

উটের পিঠে চড়িয়ে পাঠানো হয়েছে। কায়রো পর্যন্ত সফর অনেক দীর্ঘ ও দুর্গম, যার ধকল একমাত্র উটই সহ্য করতে পারে।

♦♦♦

৫৩৭ হিজরীর (১১৭৭ খ্রি.) প্রথম দিককার ঘটনা। কায়রোর সামরিক এলাকায় অস্বাভাবিক জাঁকজমক বিরাজ করছে। কোনো মাঠে ঘোড়া ছোটাছুটি করছে, কোথাও পদাতিক সৈনিকদের প্রশিক্ষণ চলছে। কায়রো থেকে দূরে পার্বত্য এলাকার দৃশ্যটা এমন, যেন সেখানে যুদ্ধ চলছে। এসব হলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীর সামরিক মহড়া। এক উপত্যকায় দাহ্যপদার্থ নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে এসে বিশ-পঁচিশ গজ বিস্তৃত এই আগুনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। একটি মহড়া দূরবর্তী বালুকাময় প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো সৈনিকের সঙ্গে পানি রাখার অনুমতি নেই।

কঠিন এক প্রশিক্ষণ। এরা সকলে নবাগত যোদ্ধা। ভর্তি এখনও চলছে। ফৌজের সকল সালার ও অন্যান্য অফিসার এই প্রশিক্ষণদানে মহাব্যস্ত। সুলতান আইউবি সালতানাতের অন্যান্য কাজ ও সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেন রাতে। দিন কাটে তাঁর প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধান ও সালারদের নির্দেশনা প্রদানের মধ্য দিয়ে। তিনি সবাইকে বলে রেখেছেন, খ্রিস্টানরা যদি সিরিয়ার উপর আক্রমণ না করে, তার অর্থ হবে, তারা যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে কিংবা তাদের মস্তিষ্ক সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু তার এই দুই ধারণার একটিও সঠিক নয়। তারা অবশ্যই আসবে।'

'এ সময় পর্যন্ত কোন-না-কোনো অধিকৃত এলাকা থেকে কারও-না-কারও আসবার কথা ছিল' – সুলতান আইউবি পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক সালারকে উদ্দেশ করে বললেন। তখন তিনি একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে সামরিক মহড়া দেখছিলেন। তিনি বললেন– 'খ্রিস্টানরা অবশ্যই আসবে। গোয়েন্দারাই বলতে পারবে, তারা কোন দিক থেকে আসবে, কোথায় আসবে এবং তাদের সেনাসংখ্যা কত হবে।'

সুলতান আইউবি টিলার উপর থেকে নিচে নেমে এক দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, দূরে একস্থানে ধূলি উড়ছে, যা একটা কিংবা দুটা ঘোড়ার ধূলি হবে। সুলতান দাঁড়িয়ে গেলেন। ধূলি ও সুলতানের মাঝে দূরত্ব কমতে থাকল। দুটা ঘোড়া তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল। একটার আরোহী আলী বিন সুফিয়ান। অপরজন ত্রিপোলি-থেকে-আসা ইমামের প্রেরিত গোয়েন্দা। সুলতান তাকে চেনেন না। আলী বিন সুফিয়ান তার থেকে রিপোর্ট নিয়ে তাকে একটা ঘোড়া দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

গোয়েন্দা সুলতান আইউবিকে জানাল– 'খ্রিস্টানরা ইসলামি দুনিয়ার উপর চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের সেনাসমাবেশ শুরু হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

খুনিনের সম্রাট রেনাল্টের সৈন্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তিনি মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন।'

'সেই রেনাল্ট, যাকে মুহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গি গ্রেফতার করে বন্দি করেছিলেন' – সুলতান আইউবি বললেন – 'জঙ্গী তাকে শর্তের ভিত্তিতে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গির অকালমৃত্যু রেনাল্টের শর্তহীন মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষমতা আর সোনা-জহরতের লোভী আমিরগণ নুরুদ্দীন জঙ্গির অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে পুতুলশাসক বানিয়ে রেনাল্টকে মুক্তি দিয়ে দিল! আজ সেই রেনাল্ট ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য আসছে। ...আচ্ছা, তারপর বলো। আক্রমণ তাদের করারই কথা। আর কে থাকবে?'

'ত্রিপোলির সম্রাট রেমন্ড' – গোয়েন্দা বলল – 'অধিকতর সৈন্যসমাবেশ সেখানেই হচ্ছে। আক্রমণের বিস্তারিত সেখানেই স্থির হচ্ছে। তৃতীয়জন বল্ডউইন। তার সৈন্যও কম নয়। তবে তারা কবেনাগাদ রওনা হবে, জানা যায়নি। আক্রমণ হবে সিরিয়ার উপর। হাল্‌ব, হাররান ও হামাতের নামও শোনা যাচ্ছে। অভিযানটা খুব তাড়াতাড়ি হবে।'

'আলী বিন সুফিয়ান!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি ত্রিপোলির সর্বশেষ সংবাদের অপেক্ষায় থাকব।'

'না' – আপনি আর কোনো সংবাদের অপেক্ষায় থাকবেন না' – আলী বিন সুফিয়ানের পরিবর্তে ত্রিপোলি-থেকে-আসা-গোয়েন্দা উত্তর দিল – 'খ্রিস্টানদের সামরিক শাখায় আমাদের দুজন লোক ছিল। দুজনই মারা গেছে।'

গোয়েন্দা সুলতান আইউবিকে রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টরের কাহিনী শোনাল। সুলতান আইউবির চোখদুটো লাল হয়ে গেল। গোয়েন্দা বলল– 'রেনাল্ট দাবি করছেন, তার বাহিনীতে দুশো পঞ্চাশজন নাইট থাকবে। আমাদের উক্ত দুই গোয়েন্দা মৃত্যুর আগে ইমামকে জানিয়েছিল, খ্রিস্টানরা আপনাকে 'হঠাৎ গেরিলা আক্রমণ' পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ দেবে না। তারা এমন কৌশল অবলম্বন করবে যে, আপনি তাদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবেন। আপনার সৈন্য কম এই দুর্বলতা তাদের জানা আছে। আপনি যাতে ঘুরে-ফিরে লড়াই করতে না পারেন, এই লক্ষ্যেই তারা অধিকসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আসছে।'

এই গোয়েন্দা-রিপোর্টের পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে এখন বাইরে তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। তিনি কক্ষবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করেছেন। কাগজে সম্ভাব্য রণাঙ্গনের নকশা এঁকে তার উপর অগ্রযাত্রা ও অন্যান্য কৌশলের দাগ টানছেন। যোগ-বিয়োগ দিয়ে হিসাব মেলাচ্ছেন। কখনও হঠাৎ সালারদের ডেকে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। সেই সালারদের একজন হলেন ঈসা এলাহকারী ফকীহ, যিনি যোগ্য সেনা-অধিনায়ক হওয়ার পাশাপাশি বড় মাপের একজন আলেম এবং ইসলামি আইনবিশারদ। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে সুলতান আইউবির ডানহাত বলে অভিহিত করেছেন।

www.pathagar.com

কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ একদিন সুলতান আইউবি রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বসলেন। বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশকে তিনি সুদানের সীমান্ত ঘেঁষে ছাউনি ফেলতে আদেশ করলেন। কারণ, ওদিকে থেকেও আক্রমণ আসার সম্ভাবনা আছে। সুলতান আইউবির জন্য সবচেয়ে বড় আপদ হলো, তিনি যখন কোনো অভিযানে রওনা হন, তখন পিছনেও শত্রু রয়ে যায়। খ্রিস্টানদের জন্য তিনি মিসরের সকল সৈন্য নিয়ে যেতে পারেন না। এবার যখন তিনি রওনা হলেন, ঐতিহাসিকদের পরিসংখ্যান মোতাবেক তখন তার সঙ্গে সৈন্য ছিল এক হাজার পদাতিক। এরা সকলে আযাদকৃত দাস। তবে দুর্দান্ত যুদ্ধবাজ। আর ছিল আট হাজার অশ্বারোহী, যাদের কেউ মিসরি, কেউ সেই সুদানি, যাদের ১১৬৯ সালে সুলতান আইউবি বিদ্রোহের অপরাধে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে উর্বর জমি দান করে পুনর্বাসিত করেছিলেন। এখন তারা মিসরের অফাদার ও আস্থাভাজন। কিন্তু এই এক হাজার পদাতিক সৈন্য একেবারেই নতুন। তারা এখনও যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ দেখেওনি। তাদের প্রশিক্ষণও শেষ করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে।

সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে স্বীয় ভাই আল-আদিলের কমান্ডে হাল্‌বের উপকণ্ঠে রেখে এসেছিলেন। তার অনুমান ছিল, খ্রিস্টানরা এত তাড়াতাড়ি সিরিয়া এসে পৌঁছবে না। তিনি দ্রুত রওনা হয়ে হাল্‌ব পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে সংবাদ পেলেন, খ্রিস্টানরা হাররান দুর্গকে অবরোধ করে রেখেছে। সুলতান আইউবি অবরোধকারী খ্রিস্টান সৈন্যদের ঘিরে ফেললেন। তাঁর এই কৌশলটা এতই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল যে, খ্রিস্টানরা শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হলো না। সুলতান বহু শত্রুসেনাকে গ্রেফতার করলেন এবং খ্রিস্টানদের অনেক ক্ষতিসাধন করলেন। তিনি অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লিড্ডিয়া ও রামাল্লা দখল করে নিলেন।

এই বিজয়গুলো ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। তাতে মিসর-থেকে-আসা নতুন সৈনিকদের মনোবল বেড়ে গেল। তারা বুঝে নিল, যুদ্ধ এভাবেই হয়ে থাকে, যাতে বিজয় আমাদেরই হয়। নতুন সৈনিকরা অসতর্ক হয়ে উঠল। খ্রিস্টানরা সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে পিছপা হয়ে সুলতান আইউবিকে ধোঁকা দিয়েছিল। তাঁরা অল্প কজন সৈন্যের মহড়া দিয়েছিল মাত্র। এরা ফিরিঙ্গি। রেনাল্ট ও বল্ডউইনের বাহিনী এখনও সম্মুখে আসেনি। তারা উক্ত এলাকাতেই অবস্থান করছে। এখন খ্রিস্টানরা এমন শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যে, সুলতান আইউবির গুপ্তচররা শত্রুর এলাকা থেকে বেরই হতে পারছে না। ত্রিপোলির গোয়েন্দার পর ওদিক থেকে আর কেউ আসতেই পারেনি।

রামাল্লার সন্নিকটে একটা নদী আছে। পানি বেশি না হলেও নদীটা বেশ গভীর ও চওড়া। ঈসা এলাহকারী রামাল্লা জয় করে তাঁর বাহিনীকে রামাল্লার

www.pathagar.com

আশপাশে ছড়িয়ে দিলেন। নদীতিরের আড়াল থেকে খ্রিস্টান বাহিনী এমনভাবে বেরিয়ে এল, যেন পানির স্রোত কূল ছাপিয়ে বাইরে চলে এসেছে। আল্লাহ জানেন, এই বাহিনী কবে থেকে ওখানে লুকিয়ে বসে ছিল। ঈসা এলাহকারীর বাহিনী অসতর্কতাহেতু মারা পড়ল। তারা বিক্ষিপ্ত ছিল। ফলে মোকাবেলা করতে সক্ষম হলো না। ত্রিপোলির গোয়েন্দার রিপোর্ট নির্ভুল প্রমাণিত হলো যে, খ্রিস্টানরা এমন কৌশল অবলম্বন করবে, যার ফলে সুলতান আইউবির বিশেষ রণকৌশল অকার্যকর হয়ে পড়বে।

তৎকালের এক ঐতিহাসিক ইবনে আছীর লিখেছেন– 'ফিরিঙ্গিরা নদীর দিক থেকে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যেন মানুষ আর ঘোড়ার প্লাবন কূল অতিক্রম করে বাইরে এসে জনবসতিগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুলতান আইউবির বাহিনী অসতর্ক অবস্থায় পুরোপুরি ঘেরাওয়ে চলে গেল।'

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জেম্‌স লিখেছেন– 'সম্রাট বল্ডউইন সালাহুদ্দীন আইউবির আগেই তার বাহিনীকে রামাল্লার উপকণ্ঠে নিয়ে এসেছিলেন। আইউবির বাহিনী রামাল্লা জয় করার পর বল্ডউইনের এক সালার শহরে আগুন ধরিয়ে দিল। খ্রিস্টানদের কৌশল সফল হলো। আইউবি ঘেরাওয়ে এসে পড়লেন। তাঁর বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। তিনি কয়েকটা ইউনিটকে একত্রিত করে বিশেষ পদ্ধতিতে জবাবি আক্রমণ চালালেন। কিন্তু ময়দান খ্রিস্টানদের হাতেই থাকল। আইউবির হামলা ব্যর্থ হলো। এমনকি তাঁর পক্ষে পিছনে সরে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সুলতান আইউবির নতুন সৈনিকরা – যারা কয়েকটা জায়গায় সহজে সাফল্য অর্জন করে ভেবে বসেছিল, কেউ তাদের পরাজিত করতে পারবে না – এমনভাবে পলায়ন করল যে, তারা মিসরের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়ে গেল। পলায়নকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা-ই বেশি, যাদের অদূরদর্শী সেনা-অফিসারগণ গনিমতের প্রলোভন দেখিয়ে ভর্তি করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কারণ, এরা অনভিজ্ঞ। পরিশেষে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, তিনি একটা উটের পিঠে চড়ে রণাঙ্গন থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং নিজের জীবন রক্ষা করলেন।

কাজি বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ – যিনি এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন – তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'সুলতান আইউবি আমাকে এই যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– "খ্রিস্টানরা আমারই কৌশল প্রয়োগ করে আমার বাহিনীকে সেই সময়ে রণাঙ্গনে টেনে আনল, তখনও আমি তাদেরকে যুদ্ধের বিন্যাসে সাজাতে পারিনি। আরেক কারণ, আমার বাহিনীর উভয় পার্শ্বে যে-ইউনিটগুলো ছিল, তারা পরিকল্পনাবিহীন স্থান পরিবর্তন করেছিল। তাদের মাঝে কোনো সাবধানতা

www.pathagar.com

ছিল না। এই সুযোগে শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করে বসেছিল। সেই আক্রমণ এতই তীব্র ও আকস্মিক ছিল যে, আমার নতুন যোদ্ধারা ভীত হয়ে পেছনে পালিয়ে গেল এবং মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। তারা পথ হারিয়ে ফেলল এবং এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। আমি তাদের একত্রিত করতে ব্যর্থ হলাম। দুশমন আমার বাহিনীর বহু সৈনিককে বন্দি করে ফেলল। তন্মধ্যে ঈসা এলাহকারীও ছিলেন।"

'সুলতান আইউবি তাঁর সৈনিকদের জীবনহানি ঘটানোর পরিবর্তে নির্দেশ দিলেন, যার-যার মতো ময়দান থেকে সরে যাও এবং কায়রো পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করো।'

খ্রিস্টানদের ষাট হাজার দিনার পণ আদায় করে সুলতান আইউবি সালার ঈসা ইলাহকারীকে ছাড়িয়ে আনলেন। এক মিসরি ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আল-ওয়াহদিদ লিখেছেন– 'সুলতান আইউবি স্বীয় ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহকে এই যুদ্ধ ও নিজের পরাজয়ের চিত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি একটি আরবি পঙ্‌ক্তিও লিখেছেন, যার মর্ম নিম্নরূপ–

'আমি তোমাকে এমন সময়ে স্মরণ করলাম, যখন খ্রিস্টানদের অস্ত্র কাজ করে চলছে। শত্রুর সরল ও গৌর বর্ণের বর্শাগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে রক্ত পান করে ফিরছে।'

যুদ্ধটা হয়েছিল ৫৭৩ হিজরির (১১৭৬ খ্রি.) জুমাদাল আউয়ালে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যখন কায়রোতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথাটা ছিল অবনত। সঙ্গে কোনো সৈন্য ছিল না। ছিল না একজন দেহরক্ষীও।

কায়রো পৌঁছেই সুলতান আইউবি পুনরায় সেনাভর্তির নির্দেশ দিলেন। তিনি সিরিয়ার রণাঙ্গনে তাঁর ভাই আল-আদিলকে আর যোগ্যতর সালারদের হামাত রেখে এসেছেন।

www.pathagar.com

রামাল্লা। আজকের ইসরাইল-কবলিত এই রামাল্লায়-ই খ্রিস্টানদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দশ মাইল দূরে উত্তরে জর্ডানে অবস্থিত এই রামাল্লা। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জর্ডানের এই এলাকাটা দখল করে নিয়েছিল। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ইসরাইলি সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই এলাকা। অঞ্চলটা এখনও ইসরাইলের দখলে। তারা ঘোষণা দিয়েছে, পৃথিবীর কোনো শক্তি এই অঞ্চল তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। রামাল্লা ও অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলকে সেদিনও তারা বধ্যভূমি বানিয়েছিল এবং আজও সেগুলো বধ্যভূমিই রয়ে গেছে। রামাল্লার মুসলমানরা ইসরাইলের এই অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে আর ইসরাইল রাইফেলের গুলি দ্বারা মুসলমানদের দমন করছে।

ইসরাইলের হঠকারিতা আর আরব দুনিয়ার নীরবতা-নির্জীবতা প্রমাণ করছে, ইসরাইল এই অঞ্চলের দখল ছাড়বে না এবং ছাড়তে বাধ্য হবে না। কিন্তু আটশো বছর আগে যখন রামাল্লা খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি একটি দিনের জন্যও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেননি। এরূপ পরাজয় একটি বাহিনীর মনোবল ও উদ্দীপনা ভেঙে দেয়। নিজেদের সামলে নিতে-নিতে চলে যায় বহু সময় – বছরের-পর-বছর। কিন্তু সুলতান আইউবি মিসর পৌঁছে শুধু আত্মসংবরণই করেননি – অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অভাবনীয়রূপে সেই এলাকায় ফিরে গেলেন, যেখানে তিনি পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন।

তিনি ক্রুসেডারদের জন্য যম হয়ে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলেন।

রামাল্লা আজ আবারও সালাহুদ্দীন আইউবির অপেক্ষা করছে।

সুলতান আইউবির সম্মুখে কাজ শুধু এটুকুই নয় যে, পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে এবং ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে হবে। তাঁকে নানা বিপদ, শঙ্কা ও সমস্যা বেষ্টন করে রেখেছে। তাঁর সারিতে বিশ্বাসঘাতকদের অভাব নেই। সুদানের দিক থেকে আক্রমণ-আশঙ্কা বেড়ে গেছে। সুদানিদের জানা আছে, আইউবির কাছে ফৌজ নেই। যে কজন আছে, তারা পরাজিত ও আহত। বিপরীতে ক্রুসেডারদের সৈন্য দশগুণ বেশি। রামাল্লার জয় তাদের মনোবল ও উন্মাদনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আরো একটা শঙ্কা হচ্ছে, সুলতান আইউবির বিরুদ্ধবাদী আমিরগণ তাঁর এই পরাজয়কে কাজে লাগাতে পারে। তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবির সেই বাহিনীটির জন্য আপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যাদের তিনি রণাঙ্গনে রেখে এসেছেন। সেই বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক সুলতানের ভাই আল-আদিল, যাঁর উপর তাঁর পুরোপুরি আস্থা আছে।

একটা শঙ্কা খ্রিস্টান গোয়েন্দাদেরও। পিছপা হওয়ার সময় মিসরি সৈন্যের বেশে খ্রিস্টান গোয়েন্দাদেরও মিসরে ঢুকে যাওয়া সহজ ছিল। এই সুযোগটা অবশ্যই তারা গ্রহণ করেছে। তারা মিসরে গুজব ছড়িয়ে জনগণের মনোবল ভেঙে দিতে পারে।

রামাল্লার পরাজয়ের পর আল-আদিল হামাত পর্যন্ত সরে এসেছিলেন। এই জায়গাটাতেই সুলতান আইউবি তাঁর প্রতিপক্ষ মুসলিম আমিরদের পরাজিত করেছিলেন। হামাতে দুর্গও আছে। খ্রিস্টানরা সুলতান আইউবিকে পরাজিত করে হামাতের দিকে এগিয়ে গেল। আল-আদিল নিজেও একজন সালার এবং এখন তাঁর সঙ্গে যেসব সালার আছে, তাঁরাও দুঃসাহসী মুজাহিদ। তাঁদের দীন ও ঈমান সুলতান আইউবিরই মতো পরিপক্ব। আল-আদিল স্বীয় ভাই আইউবির শিষ্য। তাঁরই নিকট থেকে যুদ্ধকৌশল রপ্ত করেছেন। বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার বলে তিনি বুঝে ফেলেছেন, এমন একটি সহজ ও বিশাল জয়ের পর ক্রুসেডাররা রামাল্লায় বসে থাকবে না। তিনি পিছনে ছদ্মবেশে গোয়েন্দা রেখে দুটি ফৌজ নিয়ে হামাত-অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি জেনে ফেলেছেন, সুলতান আইউবি মিসর চলে গেছেন।

আল-আদিলের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। গোয়েন্দারা তাঁকে তথ্য দিয়েছে, খ্রিস্টান বাহিনী হামাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল-আদিল তাঁর বাহিনীর অবস্থা আঁচ করলেন – ভালো নয়। সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গেছে। উট-ঘোড়ার সংখ্যা কমে গেছে। রসদের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। তবে তিনি ফৌজকে খুবই উপযুক্ত একটা জায়গায় নিয়ে এসেছেন। সবুজ পাহাড়ি এলাকা। পানি আছে। তিনি সৈনিকদের একস্থানে সমবেত করে নিলেন। তিনি দেখলেন, বেশিরভাগ উটই আহত। গুরুতর আহত উটগুলোকে জবাই করিয়ে ফৌজকে বলে দিলেন, পেট পুরে গোশ্ত খাও। এভাবে একটা প্রশস্ত অঞ্চলে রাতটাকে তিনি উৎসবের আমেজে ভরে দিলেন। তিনি সন্ধ্যায়ই হাল্ব ও দামেশ্কে দূতমারফত বার্তা পাঠালেন যে, যত পার রসদ, পশু ও অস্ত্র প্রেরণ করো।

রাতের বেলা। সৈন্যরা উটের গোশ্ত খেয়ে পরিতৃপ্ত। আল-আদিল একটা পাথরের উপর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ডানে ও বাঁয়ে দুই ব্যক্তি প্রদীপহাতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিতে শুরু করলেন–

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুজাহিদগণ, তোমরা এই বাস্তবতাকে মেনে নাও যে, আমরা পরাজিত হয়ে এসেছি। তোমরা কি এই পরাজিত অবস্থায়-ই মা-

www.pathagar.com

বোন, স্ত্রী-কন্যাদের কাছে ফিরে যাবে এবং বলবে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনের হাতে পরাজয় বরণ করে এসেছি? তোমাদের মায়েরা কি দুধের দাবি ক্ষমা করবেন? তারা ঘরে বসে সংবাদের অপেক্ষা করছেন, আমরা প্রথম কেবলাকে কাফেরদের কব্জা থেকে মুক্ত করেছি কি-না! তারা জানে, আমাদের বেদখল অঞ্চলগুলোতে কাফেররা মুসলিম নারীদের লাঞ্ছিত করছে। ভেবে দেখো, তোমরা তোমাদের মা-বোনদের কী জবাব দেবে। তোমাদের যারা এখান থেকেই পেছনে কেটে পড়তে চাও, তারা মজলিস থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়াও। আমি তাদের বাধা দেব না। তাদের জন্য বাড়ি-ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি আছে।'

আল-আদিল থেমে গেলেন। সমবেত সৈনিকরাও নীরব। একজন সৈনিকও জায়গা থেকে নড়ল না। প্রত্যেকে আপন-আপন স্থানে বসে আছে।

'সালারে আলা!' – এক সৈনিক দাঁড়িয়ে গর্জে উঠে বলল – 'আমাদের কী করতে হবে বলুন। আপনাকে কে বলেছে, আমরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে বাড়ি চলে যেতে চাই?'

'আমি যদি পিছপা হতে গিয়ে প্রাণ হারাই' – আরেক সৈনিকের উদ্দীপ্ত কণ্ঠ – 'তা হলে আমার অসিয়ত, আমার লাশ দাফন না করে শকুন-নেকড়ের জন্য ফেলে রাখবেন।'

এবার একসঙ্গে কয়েকটা কণ্ঠ গর্জে উঠল। প্রতিটি কণ্ঠেই চেতনার জোশ। আল-আদিলের বুকটা প্রশস্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন– 'দুশমন তোমাদের পেছনে আসছে। তোমাদের প্রমাণ করতে হবে, রামাল্লার জয়ই তাদের শেষ জয়। আজ রাত এবং আগামী দিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নাও। আগামী রাত পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা পাবে।'

আল-আদিল পাথরের উপর থেকে নেমে এলেন। সালার ও কমান্ডারদের তাঁবুতে ডেকে এনে নির্দেশনা দিলেন।

খ্রিস্টানরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এটি বল্ডউইনের বাহিনী। তার জানা আছে, সম্মুখে হামাতের দুর্গ এবং আল-আদিলের বাহিনী সেখানেই অবস্থান করছে। তিনি গুপ্তচরমারফত এই তথ্যও পেয়েছেন, যে-বাহিনীটি হামাতের দিকে সরে গেছে, তার কমান্ডার আল-আদিল আর আল-আদিল সালাহুদ্দীন আইউবির ভাই। একজন সাধারণ সৈনিকও বুঝতে পারে, পরাজিত বাহিনী তার নিকটবর্তী দুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

বল্ডউইন দ্রুত অগ্রসর হয়ে হামাতের দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, দুর্গের ফটক খুলে দাও। অন্যথায় দুর্গটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। তার ধারণা, আল-আদিলের বাহিনী যুদ্ধ করার অবস্থায় নেই। কিন্তু তার ঘোষণার জবাবে দুর্গের পাঁচিলের উপর থেকে তিরবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

www.pathagar.com

বল্ডউইন পুনরায় ঘোষণা দিলেন, এই খুনাখুনি অনর্থক। তোমরা লড়াই করতে পারবে না। দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দাও। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, একজন বন্দির সঙ্গেও অন্যায় আচরণ করা হবে না।

'দুর্গের উপর থেকে আওয়াজ এল–

'তোমরা এতটুকু দূরে থাকো, যে পর্যন্ত আমাদের তির পৌঁছে না। তোমাদের না দিয়ে বরং দুর্গটা আমরা নিজেরাই গুড়িয়ে ফেলব। আমাদের রক্ত অনর্থক ঝরবে না। তোমরাই বরং উদ্দেশ্যহীন মৃত্যুবরণ করবে।'

ঘোষক ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থাটা দেখতে পেল। যেন সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ চারদিক থেকে দুর্গটাকে গ্রাস করে রেখেছে। তার মোকাবেলায় দুর্গে যে-সৈন্য আছে, তা না-থাকারই সমান। কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের কমান্ডার অস্ত্রসমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়।

সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে। খ্রিস্টানরা পরবর্তী কর্মসূচি ভোর পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছে। তাদের বাহিনী দ্রুতগতিতে পথ চলে এসেছে। সবাই ক্লান্ত। এটা পশ্চাদ্ধাবন। বল্ডউইন এই চেষ্টায় রত যে, তিনি আল-আদিলকে কোথাও বিশ্রাম করার এবং বাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠিত করার সুযোগ দেবেন না। তিনি আল-আদিলকে জীবিত ধরতে চাচ্ছেন। আইউবির ভাই হওয়ার কারণে আল-আদিল অত্যন্ত মূল্যবান কয়েদি। তাঁর বিনিময়ে খ্রিস্টানরা সুলতান আইউবির কাছ থেকে কঠিন শর্ত আদায় করে নিতে পারে। বল্ডউইনের পুরোপুরি আশা আছে, তিনি দুর্গের বাহিনী ও আল-আদিলকেসহ দুর্গটা নিয়ে নিতে পারবেন।

♦♦♦

বল্ডউইন তার বাহিনীকে দুর্গ থেকে এতটুকু পিছনে সরিয়ে নিয়ে গেছেন যে, দুর্গওয়ালাদের তীর সে পর্যন্ত পৌঁছছে না। বাইরে থেকে কোনো বাহিনী তার উপর আক্রমণ চালাতে পারে এমন আশঙ্কা তার নেই। সুলতান আইউবি এখানে নেই। নেই তাঁর কোনো বাহিনীও। হামাত দুর্গটা নিজের পায়ের তলেই দেখতে পাচ্ছেন বল্ডউইন।

সন্ধ্যার পর-পর তিনি তার কমান্ডারদের আগামী দিনের কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে নিজতাঁবুতে ফিরে গেলেন। তাঁবুটা ফৌজ থেকে সামান্য দূরে পিছনে। সে-যুগের রাজা-বাদশাহদের তাঁবু শিশমহল থেকে কম হতো না। বল্ডউইন তো বিজয়ী সম্রাট। তিন-চারটা রূপসী খ্রিস্টান মেয়ে তার সঙ্গে আছে। চারটা মুসলমান মেয়েও আছে। এই মেয়েগুলোকে খ্রিস্টান কমান্ডাররা বিজিত অঞ্চল থেকে ধরে এনে বল্ডউইনকে উপহার দিয়েছিল। মেয়েগুলো আরবের রূপের রানি।

খ্রিস্টান মেয়েরা এই মুসলিম মেয়েগুলোকে বুঝিয়েছে, তোমাদের ক্রন্দন ও মুক্তির জন্য ছটফট করা অর্থহীন। তাদের বলা হয়েছে, তোমাদের সৌভাগ্য যে, তোমরা ক্রুশের একজন সম্রাটের ভাগে পড়েছ।

www.pathagar.com

তারা বোঝাল–

'শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে কোনো মুসলিম আমির কিংবা শাসকের হেরেমে যেতেই হতো, যেখানে তোমাদেরকে কয়েদির মতো থাকতে হতো। দু-চার বছর পর যখন তোমাদের যৌবনের আকর্ষণ কমে যেত, তখন তোমাদেরকে কোনো সওদাগরের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হতো। যদি তোমরা তোমাদেরই সৈনিকদের হাতে পড়তে, তা হলে তারাও তোমাদের সেই দশা-ই ঘটাত, যা আমাদের সৈন্যরা ঘটাচ্ছে। নারীর কোনো ধর্ম থাকে না। যখন যার সঙ্গে বিয়ে হয়, সে-ই তার খোদা, সে-ই তার ধর্ম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তোমাদের সেই মানুষটির কাছে থাকতে আপত্তি কোথায়, যিনি রণাঙ্গনের সম্রাট এবং একটি রাষ্ট্র ও কোটি মানুষের হৃদয়ের রাজা!'

মেয়েগুলো প্রথম দিনটা খুব ছটফট করে কাটাল। তাদের উপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি। কোনো ভয়-ভীতিও দেখানো হয়নি। বল্ডউইন তাদের রূপ-যৌবন দেখে তার হাইকমান্ডের সেনাপতিদের বললেন, মেয়েগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এদেরকে ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ বানিয়ে নষ্ট করা ঠিক হবে না। তিনি মেয়েগুলোকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

'সম্ভ্রমের কুরবানি আমাদের দিতেই হবে' – নির্জনে কথা বলার সুযোগ পেয়ে চার মেয়ের একজন বলল – 'আমাদের পালানো দরকার।'

'আর প্রতিশোধও নেয়া উচিত' – অন্য একজন বলল।

'তার জন্য আমাদের প্রকাশ করতে হবে, আমরা আন্তরিকভাবেই তাদের দাসত্ব মেনে নিয়েছি' – প্রথম মেয়ে বলল – 'তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে।'

'আমার পিতা সুলতান আইউবির সৈনিক' – অন্য একজন বলল – 'বর্তমানে মিসরে আছেন। আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছি, কাফেরদের মেয়েরা তাদের ধর্ম, জাতি ও ক্রুশের জন্য নিজের ইজ্জত বিলিয়ে আমাদের বড়-বড় শাসকদের ক্রুশের অনুগত বানায়। কাউকে হত্যা করতে হলে তাদের দ্বারা করায়। আমাদের ফৌজের গোপন তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সম্রাটদের নিকট পৌঁছায়।'

'আমি জানি' – অন্য এক মেয়ে বলল – 'তাদের মেয়েরা সেই কাজ করে, যা আমাদের পুরুষ গুপ্তচররা শত্রুর দেশে গিয়ে করে থাকে।' মেয়েটা কথা বন্ধ করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোপনীয়তা বজায় রেখে বলল– 'যদি তাদের বলে দিই, আমরা তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করব, তা হলে এমন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে যে, আমরা এই সম্রাটকে হত্যা করে ফেলব।'

'আর কিছু না হোক, অন্তত পালাবার সুযোগ তো সৃষ্টি হতে পারে।' একজন বলল।

বল্ডউইন-বাহিনীর হামাত দুর্গ অবরোধের রাতের দুই রাত আগের ঘটনা। সম্মুখপানে অগ্রসর হতে-হতে মুসলিম মেয়েরা খ্রিস্টান মেয়েদের বলল, আমরা

www.pathagar.com

তোমাদের কথা বুঝে ফেলেছি। যেকোনো সময় আমরা ইসলাম ত্যাগ করে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করে ফেলব।'

বিষয়টা বল্ডউইনকে অবহিত করা হলো। তিনি তাদের মূল্যবান হার উপহার দিয়ে গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি খ্রিস্টান মেয়েদের আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন– 'আমি এদের কারও হাতে কিছু পানাহার করব না। হতে পারে, এটা তাদের কৌশল। মুখের কথায় ধর্ম ত্যাগ-গ্রহণের ঘোষণা দিলেই তো হয়ে যায় না। মনের পরিবর্তন সহজ নয়। তোমরা ওদের মন জয় করার চেষ্টা করো। মুসলমানদের ক্রয় করা কঠিন নয়। তবে তাদের উপর ভরসা রাখাও ঝুঁকিপূর্ণ। যেসব মুসলমানের ঈমান পাকা, তারা এমন-এমন ত্যাগ দিয়ে বসে, আমরা যার কল্পনাও করতে পারি না। এই মেয়েগুলো পালাতে পারবে না। তবে চোখ রাখবে, যেন এরা আমার উপর আক্রমণ না করে বসে।

♦♦♦

অবরোধের প্রথম রাত। চার মেয়ে আলাদা-আলাদা কক্ষে ঘুমিয়ে আছে। বল্ডউইনও তাদের নিয়ে ফূর্তি করার পর ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছোট-বড় সকল কমান্ডার অচেতনের ঘুম ঘুমোচ্ছে। সৈন্যদেরও কোনো চৈতন্য নেই। জেগে আছে শুধু সান্ত্রীরা আর বল্ডউইনের দেহরক্ষীদের চার-পাঁচজন সৈনিক।

হামাতের একটা উপত্যকা চলে গেছে দুর্গের দিকে। সম্মুখে দুর্গ পর্যন্ত খোলা মাঠ। এই উপত্যকায় অন্তত এক হাজার পদাতিক সৈন্য পা টিপে-টিপে হাঁটছে। কমান্ডার তাদেরকে ছোট-ছোট দলে ভাগ করে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে। বল্ডউইনের বাহিনীর তাঁবু এখন সামান্য দূরে।

এই পদাতিক বাহিনী আল-আদিলের সৈনিক। আল-আদিল দুর্গে নেই। তাঁর অনুমান ছিল, খ্রিস্টানরা দুর্গ অবরোধ করবে। তাই তিনি তাঁর সব কটি ইউনিটকে বলে রাখলেন, অবরোধ হলে ভয় পাবে না। আল-আদিল দুর্গপতিকে পরিকল্পনা জানিয়ে রাখলেন। সে-কারণেই দুর্গপতি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তিরবৃষ্টির মাধ্যমে ক্রুসেডারদের হুঙ্কারের যথার্থ জবাব দিয়েছেন। দুর্গপতি হলেন আল-আদিলের মামা শিহাবুদ্দীন আল-হারেমি।

রাতে আল-আদিলের এক হাজার পদাতিক সৈন্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে গেরিলা আক্রমণ চালাল। তারা সর্বপ্রথম তাঁবুগুলোর রশি কেটে ফেলল এবং উপর থেকে বর্শার আঘাতে খ্রিস্টানদের ঝাঁজরা করতে শুরু করল। তাঁবুর তলে আটকে-পড়া সৈনিকরা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলো।

এটা স্থির হয়ে লড়াই করার যুদ্ধ নয়। এটা সুলতান আইউবির 'আঘাত করো আর পালাও' ধরনের বিশেষ রণকৌশল। এত বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে এক হাজার সৈনিকের স্থির হয়ে যুদ্ধ করা সম্ভবও নয়। বিভক্ত ক্ষুদ্র দলগুলোর দায়িত্ব ভিন্ন-ভিন্ন। দু-তিনটি দল ক্রুসেডারদের উট-ঘোড়া ও খচ্চরের বাঁধন খুলে দিল।

www.pathagar.com

এক হাজার সৈনিক চুপি-চুপি এল আর পলকের মধ্যে ডানে-বাঁয়ে বেরিয়ে গেল। খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে শোরগোল ও আর্তচিৎকার শুরু হয়ে গেল যে, আসমান-যমিন একসঙ্গে কেঁপে উঠল।

বল্ডউইনের চোখ খুলে গেল। তার কমান্ডাররাও জেগে উঠল। তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখলেন, কোথাও আগুন জ্বলছে। আল-আদিলের সৈনিকরা তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। আক্রমণের সময় তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়েছিল। এই ধ্বনি মুসলমান মেয়েগুলোও শুনেছিল। তারা বুঝে ফেলল, এই আক্রমণ মুসলিম সৈন্যদের। এক মেয়ে বলে উঠল, চলো পালাই। কিন্তু দুটা মেয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে বল্ডউইনকে খুন করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। বল্ডউইনের দেহরক্ষীরা ঘোড়ায় চড়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল।

হঠাৎ পায়ের তলার মাটি কাঁপতে শুরু করল – প্রচণ্ড কম্পন। সঙ্গে-সঙ্গে হাজার-হাজার ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি কানে আসতে শুরু করল। এরা আল-আদিলের অশ্বারোহী সৈনিক। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে তাদের সংখ্যা ছিল দু-হাজার। ইউরোপিয়নদের মতে চার হাজারের অধিক। ধেয়ে এসে এই অশ্বারোহীরা সবদিক ছড়িয়ে গিয়ে এমন তীব্র আক্রমণ করে বসল যে, মুহূর্তমধ্যে প্রলয় ঘটে গেল। রক্তের বন্যা বইতে শুরু করল। খ্রিস্টান সৈনিকরা মোকাবেলার অবস্থায় ছিল না। এখনও তারা বুঝেই উঠতে পারল না যে, হচ্ছেটা কী এবং আক্রমণগুলো কোথা থেকে আসছে। তাকবীরধ্বনি থেকে প্রমাণ মিলছে, তারা মুসলমান। আল-আদিলের আরোহী সৈন্যরা খ্রিস্টানদের অবরোধ ভেঙে যে-ই মোকাবেলায় এল, তাকেই ঘোড়ার পদতলে দলিত করে কিংবা তরবারি ও বর্শার নিশানা বানিয়ে দুর্গের দিকে বেরিয়ে গেল। কমান্ডারদের আহ্বানে তারা পিছন দিকে মোড় ঘুরিয়ে আবার ঘোড়া হাঁকাল। তারা পুনরায় ছুটে গিয়ে খ্রিস্টানদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেল।

দুর্গের অপর দিকে যে-খ্রিস্টান বাহিনীটা ছিল, তাদের উপর আক্রমণ হয়নি। এদিককার হই-হুল্লোড়, আর্তচিৎকার আর ঘোড়ার আকাশ-কাঁপানো হ্রেষারবে তাদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এদিককার খ্রিস্টান সৈন্যরা ওদিকে পালিয়ে গেল। তাদের হাজার-হাজার উট-ঘোড়া ও খচ্চরের রশি খুলে দেওয়া হয়েছিল। তারা এলোপাতাড়ি ছুটতে গিয়ে সৈনিকদের পিষে মারতে এবং আতঙ্কিত করতে শুরু করল। বল্ডউইন-বাহিনীর এই অংশটা পালাতে উদ্যত হলো।

ওদিকে চার মুসলিম মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাদের একজন মুসলিম সৈনিকদের সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, বল্ডউইন এখানে আছেন। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা সবাই অশ্বারোহী; তারা অবিরাম ছুটে চলছে। তারা খ্রিস্টান-

www.pathagar.com

বাহিনী থেকে দূরে চলে গেছে। মেয়েটি দু-তিনজন অশ্বারোহীর পিছনে-পিছনে চিৎকার করে ছুটছে। কিন্তু হট্টগোল এত বেশি যে, তার চিৎকার কারও কানে পৌঁছল না। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাল না। মেয়েটি পিছনে অনেক দূরে চলে গেছে।

হঠাৎ এক অশ্বারোহী মেয়েটিকে দেখে ঘোড়া থামাল। মেয়েটি তাকে কম্পিত কণ্ঠে বলল, আমি মুসলমান। আমরা তিনটি মেয়ে খ্রিস্টান সম্রাটের কব্জায় আছি।

বল্ডউইনের তাঁবু – যেটি তার সামরিক হেডকোয়ার্টারও – ফৌজ থেকে আলাদা এবং দূরে। মেয়েটির ডাকে যে-সৈনিক ঘোড়া থামাল, তিনি একজন কমান্ডার। তিনি মেয়েটিকে নিজের ঘোড়ার পিঠে পিছনে বসিয়ে নিয়ে গেলেন।

আল-আদিলের এক সালার মেয়েটির পুরো কাহিনী শুনলেন। মেয়েটি বল্ডউইনের হেডকোর্টারের ঠিকানা বলল। সালার সেখানে গেরিলা আক্রমণ এবং বল্ডউইনকে ধরার জন্য দুটি সেনাদল প্রস্তুত করলেন এবং নিজে তাদের নেতৃত্ব দিলেন। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে বল্ডউইনের তাঁবুটা ঘিরে ফেললেন। সালার বল্ডউইনকে হুঙ্কার দিলেন। তাঁবুতে অগ্নিসংযোগের হুমকি দিলেন। কিন্তু বল্ডউইন তাঁবুতে নেই। নেই তার দেহরক্ষীরাও। যারা অস্ত্রসমর্পণ করে সম্মুখে এগিয়ে এল, তারা ভৃত্য, কয়েক খ্রিস্টান ও তিন মুসলিম মেয়ে এবং কয়েকজন সাধারণ সৈনিক। তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। বল্ডউইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। কিন্তু কেউ-ই বলতে পারল না, লোকটা কোথায় আছে।

বেগতিক অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বল্ডউইন সম্মুখে চলে গেছেন। দীর্ঘক্ষণ পর তিনি জেনে ফেলেছেন, এটা মুসলিম বাহিনীর গেরিলা আক্রমণ এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনি নিজতাঁবু-অভিমুখে ফেরত রওনা হলেন। সঙ্গে দেহরক্ষী আছে। তাঁবু এলাকা থেকে বেশ দূরে থাকতেই একদিক থেকে একটা ঘোড়া ছুটে গিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি অন্য কোথাও চলে যান; আপনার তাঁবুতে মুসলিম সৈন্যরা হানা দিয়েছে।

বল্ডউইন সেখান থেকেই ঘোড়ার গতি ফিরিয়ে দিলেন।

আল-আদিল সারারাত 'আঘাত হানো আর পালিয়ে যাও' নীতিতে অভিযান অব্যাহত রাখলেন। রাত পোহাবার পর দেখা গেল, হামাত দুর্গের চারপাশে খ্রিস্টানদের অগণিত লাশ ছড়িয়ে আছে। আহতরা কাতরাচ্ছে। আল-আদিলের শহীদদের লাশও আছে। খচ্চর-ঘোড়া ও উট দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। এখানকার কোথাও না বল্ডউইন আছে, না তার জীবিত সৈনিকরা আছে। খ্রিস্টানরা তাদের রসদও ফেলে গেছে। আল-আদিল তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, দুশমনের ফেলে-যাওয়া-সম্পদগুলো জড়ো করো, তাদের পশুগুলোকেও ধরে আনো।

www.pathagar.com

আল-আদিলের এই আক্রমণ বীরত্ব, জযবা ও যুদ্ধবিদ্যার বিচারে প্রশংসনীয় অভিযান ছিল। কিন্তু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারেননি। প্রয়োজন ছিল দিশেহারা অবস্থায় পলায়নপর খ্রিস্টানদের ধাওয়া করে তাদের সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া। তারপর সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে সেই অঞ্চলে ঢুকে পড়া, যেটা খ্রিস্টানরা জয় করে নিয়েছিল। যত বেশি সম্ভব শত্রুসেনাদের বন্দি করাও আবশ্যক ছিল, যাদেরকে নিজেদের বন্দিদের মুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা যেত।

কিন্তু সফল গেরিলা আক্রমণ থেকে বড় কোনো স্বার্থ অর্জন করা আল-আদিলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তাঁর সৈন্য ছিল কম। ধাওয়া করার শক্তি তাঁর ছিল না। গেরিলা ও কমান্ডো হামলা চালিয়ে দুশমনকে অস্থির ও আধমরা করা যায়। পরাজিত করে ভূখণ্ড দখল করতে হলে পরিপূর্ণ সামরিক শক্তির প্রয়োজন। আল-আদিল প্রথম কাজটি সাফল্যের সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছেন বটে; কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য কোনো সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

আল-আদিল একটি সাফল্য এই অর্জন করেছেন যে, রামাল্লার পরাজয় তাঁর স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের উপর যে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটা দূর হয়ে গেছে এবং সৈনিকদের জযবা ও মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে গেছে, খ্রিস্টানরা তাদের চেয়ে শক্তিশালী নয় এবং যেকোনো ময়দানে তারা খ্রিস্টানদের পরাজিত করতে সক্ষম। প্রয়োজন শুধু সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করা। এই সাফল্যও অর্জিত হয়ে গেছে যে, তারা হামাত দুর্গ রক্ষা করেছে। অন্যথায় খ্রিস্টানরা একটা দুর্গও পেয়ে গিয়েছিল।

আল-আদিল নিজ হেডকোয়ার্টারে বসে আক্ষেপ করছেন। সালারদের আবেগ তাঁর চেয়েও বেশি উত্তেজিত। যদি পর্যাপ্ত সৈন্য থাকত, তা হলে এই কমান্ডো-অভিযানের পর অনেক বড় সাফল্য অর্জন করা যেত এবং বল্ডউইন তার সৈনিকদের জীবিত ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হতো।

আল-আদিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নামে পত্র লিখলেন–

'শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ও মিসর-সিরিয়ার সুলতান! আল্লাহ আপনাকে সালতানাতে ইসলামিয়ার মর্যাদার খাতিরে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমি এই আশায় পত্র লিখছি যে, আপনি সুস্থ শরীরে নিরাপদে কায়রো পৌঁছে গেছেন। একবার সংবাদ পেয়েছিলাম, আপনি শহীদ হয়ে গেছেন। তারপর খবর এল, আহত হয়েছেন। আমি ও আমার সালারগণ উদ্বেগের মধ্যে আছি। আপনি বুদ্ধির কাজ করেছেন যে, রাস্তা থেকেই দূত পাঠিয়ে আমাদের অবহিত করেছেন, আপনি নিরাপদ আছেন এবং কায়রো যাচ্ছেন। আমি আশা করছি, আপনি রামাল্লার পরাজয়ে ভেঙে পড়েননি। আমরা ইনশাআল্লাহ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব, হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধার করব এবং বাইতুল মুকাদ্দাস অতিক্রম করে আরও সম্মুখে এগিয়ে যাব।

www.pathagar.com

'আপনি রামাল্লার পরাজয়ের কারণ নিয়ে চিন্তা করছেন। আমি এর দায় ফৌজের উপর চাপাব না। আমাদের ভাইয়েরাই সেদিন আমাদের পরাজয়ের পথে নিক্ষেপ করেছে, যেদিন তারা আমাদের বিপক্ষে সারিবদ্ধ হয়েছিল। দুই ভাই যখন আপসে যুদ্ধ করে, তখন তাদের শত্রুরা সহমর্মিতার আড়ালে একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকে। রাজত্বের নেশা আমাদের ভাইদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। সালতানাতে ইসলামিয়ার যে-সম্পদ ছিল, গৃহযুদ্ধে সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বাহিনীর অভিজ্ঞ সৈন্যগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের ফৌজ আর আমরা একই খেলাফতের সৈনিক ছিলাম। কিন্তু তাদের সেই ফৌজ শুধু এ-কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কতিপয় লোক সিংহাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। যে-জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে সিংহাসনের লোভ সৃষ্টি হবে, সেই জাতিকে তারা দলে-দলে ও গোত্রে-গোত্রে বিভক্ত করে আপসে যুদ্ধ করাবে। আমাদের এদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন জাতি বিভেদ-বৈষম্যের শিকার না হয়। আমাদের সিংহভাগ সৈন্য গৃহযুদ্ধে বিনষ্ট হয়েছে। নতুন ভর্তি দ্বারা আমরা সেই অভাব পূরণ করেছি এবং পরাজয়বরণ করেছি। রণাঙ্গন থেকে বিশৃঙ্খলভাবে পলায়নকারী সব সৈন্যই নতুন ছিল।

'রামাল্লার পরাজয়ের পরপরই আমি ও আমার সালারগণ প্রমাণ করে দিয়েছি, আমাদের ফৌজ পরাজিত হয়নি। আমার নিকট সেই পদাতিক ও অশ্বারোহী যোদ্ধারাই ছিল, আপনি যাদেরকে আমার কমান্ডে রেখে গিয়েছিলেন। আপনি আমাকে রিজার্ভ রেখেছিলেন। কিন্তু রণাঙ্গনের অবস্থা এত দ্রুত পালটে গেল যে, আপনার কোনো নির্দেশ আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি। আমি জানতে পারিনি সম্মুখে কী হচ্ছে। আর আমি আপনাকে কি-ইবা সাহায্য করতে পারতাম। পেছনে-সরে-আসা এক কমান্ডার – যে ডান পার্শ্বয় ছিল – আমাকে উদ্বেগজনক সংবাদ জানাল এবং পরামর্শ দিল, আমি যেন আমার বাহিনীকে ব্যবহার না করি এবং আক্রমণ করে ভুল না করি। আমি আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি আমার বাহিনীকে হামাত-অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করি।

'আমার বাহিনীর মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। আমি দু'আ করতে থাকি, যেন দুশমন আমার সামনে এসে পড়ে আর আমি আমার সৈনিকদের চেতনায় জীবন ফিরিয়ে আনতে পারি। আমি পেছনে লোক রেখে এসেছিলাম। হামাতের পার্বত্য অঞ্চলের সংবাদদাতারা আমাকে মূল্যবান তথ্য জানাল, বল্ডউইন আমাকে ধাওয়া করতে আসছে। আমি দুর্গে আছি মনে করে তিনি তার পুরো বাহিনীকে হামাতের দুর্গ অবরোধের জন্য নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আমি আপনারই কৌশল অনুসারে পাহাড়ের অভ্যন্তরে সৈন্যদের লুকিয়ে রাখি এবং দুর্গপতিকে আমার পরিকল্পনা ও পরিস্থিতি অবহিত করে রাখি। আল্লাহ আমার বাসনা পূরণ করেছেন। আমার সৈন্যরা বল্ডউইনের বাহিনীর উপর – যাদের সংখ্যা আমার

www.pathagar.com

চেয়ে দশগুণ বেশি ছিল – অত্যন্ত বীরোচিত ও সফল কমান্ডো আক্রমণ চালাল। এটি আপনার সেই বাহিনীর কমান্ডো অভিযান, যাদের সম্পর্কে ইতিহাস বলবে, এরা পরাজিত হয়েছিল। আমি মনে করি, এই কমান্ডো অভিযানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বলতে না পারে, পরাজয়ের পর জাতি মরে যায়।

'পরদিন রাত পোহাবার পর আমরা যে-দৃশ্যটা দেখলাম, যদি আপনি তা দেখতেন, তা হলে রামাল্লার পরাজয়ের সব বেদনা ভুলে যেতেন। আমার আফসোস, বল্ডউইন আমার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি তাকে ধরতে পারিনি। এই মুহূর্তে আমি একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কেরানী দ্বারা পত্র লেখাচ্ছি। ওই যে আমি হামাতের দুর্গটা দেখতে পাচ্ছি। তার উপর পতপত করে মিসর ও সিরিয়ার পতাকা উড়ছে। দুর্গের চারপাশে খ্রিস্টানদের লাশ ছাড়া আর যা দেখা যাচ্ছে, তা হলো হাজার-হাজার শকুন, যারা লাশগুলো খাবলে খাচ্ছে। আকাশ থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে শকুনরা নামছে। কোনো-কোনো জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। এই আগুন গত রাতে আমার গেরিলারা লাগিয়েছিল। বল্ডউইনের জীবিত সৈন্যরা যেরূপ বিক্ষিপ্ত ও জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পলায়ন করেছে, তাতে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সে পালটা আক্রমণ করতে পারবে না। তথাপি আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি।

'বর্তমানে আমার হাতে যে-পরিমাণ সৈন্য আছে, যদি আরও এই পরিমাণ সৈন্য থাকত, তা হলে আমি খ্রিস্টানদের ধাওয়া করতাম এবং পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করে দিতাম। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমার সালার, কমান্ডার ও সকল সৈন্যের যুদ্ধের জয্‌বা চাঙ্গা হয়ে গেছে। আমি জানি, আপনি আরামে বসে নেই। মিসর পৌঁছেই আপনি নতুন ভর্তি ও নববিন্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি শান্ত মনে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমি গেরিলাযুদ্ধ অব্যাহত রাখব। আমি দুশমনকে কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে দেব না।

'এই প্রক্রিয়ায় আমি কোনো অঞ্চলের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারব না বটে; কিন্তু আপনি প্রস্তুতির সময় পেয়ে যাবেন। আমি দামেশ্‌কে ভাই শামসুদ্দৌলাকে বার্তা প্রেরণ করেছি, যেন তিনি আমার জন্য কয়েক ইউনিট সৈন্য ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রেরণ করেন। হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহকে পত্র দিয়েছি, যেন তিনি চুক্তি অনুসারে আমাকে সাহায্য দেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি যে, আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ও আমার সালারগণ আপনার কুশল ও তৎপরতা জানতে উদগ্রীব। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমি তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

–ইতি আল-আদিল।'

www.pathagar.com

লেখা শেষ হওয়ার পর আল-আদিল পত্রখানা পাঠ করিয়ে শুনলেন। তারপর তাতে স্বাক্ষর করে দূতের হাতে দিয়ে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দিলেন।

◆◆◆

কায়রোর আকাশে হতাশার কালো মেঘ ছেয়ে গেছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এখন কায়রো। নগরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সকলের মুখে একটি-ই শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে – পরাজয়, পরাজয়, পরাজয়। সংশয়-সন্দেহও দিন-দিন বেড়ে চলছে। পরাজয়ের মতো দুর্ঘটনা ও অজ্ঞাতকারণ ঘটনাবলি এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছে, যার থেকে গুজব জন্ম নিয়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়ে গেছে কায়রোতে এবং তার আশপাশের অঞ্চলসমূহে, যেখানে শত্রুর নাশকতাকর্মী এবং গুপ্তচরও আছে, যারা ইউরোপের বাসিন্দা নয় – মিসরেরই মুসলমান অধিবাসী। তারা খ্রিস্টানদের বেতনভোগী হয়ে কাজ করছে। তাদের দায়িত্ব, একথা প্রচার করে বেড়ানো যে, খ্রিস্টানদের এত বেশি সামরিক শক্তি আছে, যার সম্মুখে পৃথিবীর কোনো শক্তির দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। সুলতান আইউবির পরাজিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়ে গেছে, এরা অথর্ব ও বিলাসী বাহিনী। যেখানে যায় লুট করে ফিরে এবং হাতে পেলেই মেয়েদের সম্ভ্রমহানি ঘটায়। সুলতান আইউবির সামরিক যোগ্যতার বিরুদ্ধেও প্রচারণা চলছে।

একজন মানুষ যত বেশি সরল হয়, গুজব ও আবেগময় বক্তব্য দ্বারা সে তত বেশি প্রভাবিত হয়। সর্বত্র আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এ-কাজটা বেশি করছে নতুন ভর্তি-হওয়া-সৈন্যরা। আর সাধারণ মানুষ এই অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। আল-আদিল ঠিকই লিখেছেন, রাজত্বের লোভী মুসলিম আমিরগণ নিজেদেরকে এবং সুলতান আইউবির বাহিনীকে যদি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে ধ্বংস না করত, তা হলে নতুন সৈনিকদের দ্বারা যুদ্ধ করাবার ঝুঁকি মাথায় নিতে হতো না। একটা ভুল ভর্তিসংশ্লিষ্ট কতিপয় কর্মকর্তাও করেছিলেন যে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গনিমতের লোভ দেখিয়েছিলেন। অথচ প্রয়োজন ছিল জিহাদের ফযিলত, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মানুষকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং একথা জানানো যে, তাদের শত্রু কারা এবং তাদের প্রকৃতি ও লক্ষ্য কী?

রামাল্লায় পরাজিত হয়ে ফিরে-আসা এই সৈন্যরা একাকি কিংবা দু-দুজন, চার-চারজনের ছোট-ছোট দলে মিসরের সীমানায় প্রবেশ করছিল। কেউ পায়ে হেঁটে কেউবা উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। কোনো সৈনিক যখন লোকালয়ে প্রবেশ করছে, জনতা তাকে ঘরে নিয়ে পানাহার করাচ্ছে এবং যুদ্ধের কাহিনী জিজ্ঞেস করছে। নতুন ও অনভিজ্ঞ বলে তারা পরাজয়ের গ্লানি দূর করার লক্ষ্যে কমান্ডারদের অযোগ্য ও বিলাসী আখ্যায়িত করছে এবং খ্রিস্টান-বাহিনীর শক্তির

www.pathagar.com

বর্ণনা দিচ্ছে। কারও-কারও কথায় প্রমাণিত হচ্ছিল, খ্রিস্টানদের কাছে অলৌকিক এমন কোনো শক্তি আছে, যার ফলে তারা যেখানেই যাচ্ছে বিজয় ছিনিয়ে আনছে।

দু-তিনজন ঐতিহাসিক – যাদের মধ্যে আরনল্ড অন্যতম – লিখেছেন, খ্রিস্টানরা একটা গোপন অস্ত্র নিয়ে এসেছিল এবং সেটিই তাদের বিজয়ের কারণ হয়েছিল। সেই গোপন অস্ত্রটা কী, ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের রোজনামচায় এরূপ কোনো অস্ত্রের উল্লেখ নেই। তৎকালের কাহিনীকারগণও এই 'গোপন অস্ত্র' সম্পর্কে নীরব। সম্ভবত অস্ত্রটা হলো খ্রিস্টানদের প্রোপাগান্ডা, যাকে মিসর ও অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলে খ্রিস্টানদের আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। হতে পারে, এই প্রোপাগান্ডা-কৌশলকেই ঐতিহাসিকরা 'অস্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

এই 'গোপন অস্ত্র' আসলে প্রোপাগান্ডা-ই ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল চারটা। প্রথমত, জনগণের চোখে সেনাবাহিনীকে অপদস্থ করা, যাতে সুলতান আইউবির ফৌজ জনগণের সহযোগিতা ও নতুন ভর্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মনে খ্রিস্টানদের ভীতি সৃষ্টি করা। তৃতীয়ত, সুলতান আইউবির প্রতি দেশবাসীর আস্থা নষ্ট করা। চতুর্থত, আরও কিছু লোক রাজত্বের দাবিদার হয়ে যাবে এবং পুনর্বার গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

সুলতার আইউবি দুশমনের এই অস্ত্র সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। তাই কায়রো পৌঁছেই তিনি গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান, নগরপ্রধান গিয়াস বিলবিস ও তাদের নায়েবদের ডেকে বলে দিলেন, দুশমনের এই গোপন তৎপরতা প্রতিরোধের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এবং আমাদের গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে জোরদারভাবে কাজে লাগিয়ে দিন।

কিন্তু জনগণ জানতে চায়, এই পরাজয়ের কারণগুলো কী এবং এর জন্য দায়ী কে?

◆◆◆

রামাল্লা থেকে কায়রোর দূরত্ব অনেক দীর্ঘ এবং সফর অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক। পথে পাহাড়ি এলাকা, বালির টিলা ও মরুভূমি। রামাল্লায় পরাজিত হয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা-হওয়া সুলতান আইউবির সৈনিকরা এই দীর্ঘ ও বিপজ্জনক পথেই যাত্রা শুরু করেছিল। তাদের প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। যারা মরুভূমির সফরে অভ্যস্ত ছিল না, তারা কোথাও পড়ে গেলে আর উঠতে পারত না। মৃতদের লাশ মাত্র এক দিন নিরাপদ থাকত। এক দিন পরই মরুশেয়াল আর নেকড়েরা তাদের হাড়-মাংস ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। দলবদ্ধভাবে-চলা-সৈনিকরা এই পরিণতি থেকে রক্ষা পেত। যারা উট-ঘোড়া ও খচ্চরে আরোহণ করে চলত, তাদের জীবিত ফিরে আসবার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

www.pathagar.com

এমনই একটি ক্ষুদ্র দল পথ চলছে। তারা উট ও ঘোড়ার আরোহী। পথে-পথে তাদের বিচ্ছিন্ন-হয়ে-পড়া নিঃসঙ্গ সঙ্গীরা তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। একপর্যায়ে দলটি ত্রিশ-চল্লিশজনের বড়সড় একটি কাফেলায় পরিণত হয়ে গেছে। তারা সেই ভয়ানক মরূদ্যান দিয়ে পথ চলছে, যাকে বর্তমানে 'সিনাই মরুভূমি' বলা হয়।

'দলবদ্ধতার কারণে তাদের মনোবল অটুট। কিন্তু দিগন্ত পর্যন্ত পানির চিহ্ন চোখে পড়ছে না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত রণাঙ্গন-ত্যাগ-করে-আসা এক একজন, দু-দুজন এবং তিন-তিনজন সৈনিক পা টেনে-টেনে হাঁটছে। তারা একে অন্যের কোনোই সাহায্য করতে পারছে না। শুধু এতটুকু পারছে যে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার কোনো একজন সঙ্গী তাকে বালিতে পুঁতে রাখছে।

আরোহীদের এই কাফেলাটি এগিয়ে চলছে। এখন সম্মুখে আছে দেওয়াল, খুঁটি ও গৃহের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মাটির উঁচু-নিচু টিলা। এক সৈনিক একটা টিলার উপর একজন মানুষের মাথা ও কাঁধ দেখতে পেল। কিন্তু পরক্ষণেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সৈনিক তার সঙ্গীদের বলল, ও পর্যন্ত গিয়ে নেমে যাব। ওখানে অন্য কিছু আছে। ক্ষুৎ-পিপাসা ও ক্লান্তিতে কাফেলার অধিকাংশ সদস্যেরই অবস্থা শোচনীয়। এতক্ষণ তারা যুদ্ধের আলোচনা করে চলছিল। কিন্তু এখন আর কারও মুখ থেকে কথা সরছে না। তাদের পশুগুলোর মধ্যে এখনও প্রাণ আছে। তারা ভালোভাবেই হাঁটছে।

এক মাইল দূরের টিলা শত ক্রোশের দূরত্বে পরিণত হয়ে গেল। কাফেলা সেখানে পৌঁছে গেল এবং দুটা টিলার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সবাই বাহনের পিঠ থেকে নেমে গেল। পশুগুলোকে ছায়ায় ছেড়ে দিয়ে নিজেরা একটা উঁচু টিলার নিচে বসে পড়ল।

লোকগুলো বসে সবেমাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ একটা টিলার আড়াল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে তাদের সম্মুখে এসে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত শাদা পোশাকে আবৃত। পোশাকটা কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত চোগা। মুখে কালো দাড়ি। নিপুণভাবে ছাটা খাট দাড়ি। হাতে একটা লাঠি, যা কিনা সাধারণত আলেম, বুযুর্গ-দরবেশ ও খতীবদের হাতে থাকে। লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কাফেলার লোকজনও একদম নীরব। খানিক পর একজন ক্ষীণ কণ্ঠে মন্তব্য করল– 'হযরত খিজির মনে হয়'।

'ইনি এই পৃথিবীর মানুষ নন!' আরেকজন ফিসফিস কণ্ঠে বলল।

কাফেলার লোকদের মনে ভয় ধরে গেল। তারা এমনিতেই সন্ত্রস্ত। এই রহস্যময় লোকটা তাদের ভীতি আরও বাড়িয়ে তুলেছে। 'আপনি কে?' জিজ্ঞাসা করার সাহস কারও নেই। এই নিঠুর মরু-অঞ্চলে এ-প্রকৃতির কোনো মানুষের উপস্থিতি বিস্ময়করই বটে। সৈনিক হলে ভয়ের কিছু ছিল না।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা মেয়ে তার একপাশে এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেল, যেন মেয়েটা তার দেহের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরক্ষণেই আরও একটা মেয়ে একইভাবে তার অপর পাশে আত্মপ্রকাশ করল। নিতান্ত বিস্ময়কর ও অলৌকিক ব্যাপারই বটে। কাফেলার ভীতি কয়েকগুণ বেড়ে গেল। মেয়েদুটো আপাদমস্তক পোশাকাবৃতা। চোখের উপর জালের মতো পাতলা কাপড়। হাতগুলোও বোরকাসম চাদরে ঢাকা।

'তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক' – দরবেশ মুখ খুলল – 'আমি কি আরও এগিয়ে এসে তোমাদেরকে আমার পরিচয় বলব?'

সবাই পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর সেই লোকটা ও মেয়েদুটোকে নিরীক্ষা করে দেখল। একজন ভয়জড়িত কণ্ঠে বলল– 'আপনি আমাদের নিকটে এসে বলুন, আপনি কে এবং আমাদের জন্য আপনার কী নির্দেশ। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব।'

লোকটা এমনভাবে হেঁটে তাদের কাছে চলে এল, যে-হাঁটা মানুষ হাঁটে না। লোকটার চলন ও ভাবভঙ্গিতে গাম্ভীর্য ও প্রভাব বিদ্যমান। মেয়েদুটোও তার পিছনে-পিছনে এগিয়ে এল। কাফেলার সকলে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তারা সন্ত্রস্ত। লোকটা টিলাটা পিছনে করে বসে পড়ল। মেয়েরাও দু-পাশে বসে গেল। জালের মধ্য দিয়ে তাদের চোখগুলো দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, খুবই রূপসী মেয়ে। কিন্তু তাদের চোখে চোখ রাখার সাহস কারও হচ্ছে না। লোকটার ও মেয়েদুটোর পোশাক ধুলোমলিন। বোঝা গেলো, তারাও সফরে আছে।

◆◆◆

'আমিও সেখান থেকে এসেছি, যেখান থেকে তোমরা এসেছ' – দরবেশ মিসরের পালিয়ে-আসা-সৈনিকদের বলল – 'পার্থক্য শুধু এটুকু যে, তোমরা যেখানে যাচ্ছ, সেটা তোমাদের আবাস আর আমার আবাস সেটা ছিল, যেখান থেকে আমি এসেছি।'

লোকটার কণ্ঠে হতাশা।

'আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব, আপনি মানুষ?' – এক সৈনিক জিজ্ঞেস করল – 'আমরা তো আপনাকে আকাশের প্রাণী মনে করছি?'

'আমি মানুষ' – লোকটা উত্তর দিল – 'আর এরা দুজন আমার কন্যা। আমিও তোমাদের মতো রামাল্লা থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার মুরশিদ যদি আমার উপর দয়া না করতেন, তা হলে খ্রিস্টানরা আমাকে হত্যা করে ফেলত এবং আমার এই মেয়েদুটোকে ছিনিয়ে নিত। এ আমার মুরশিদের মাজারের বরকত।

'আমি রামাল্লার বাসিন্দা। শৈশব থেকেই আমার ধর্মজ্ঞান অর্জনের আকাঙ্খা ছিল। আমি বহু মসজিদের ইমামের অনেক খেদমত করেছি এবং তাদের থেকে

www.pathagar.com

ইল্‌ম হাসিল করেছি। আল্লাহ তাঁর রাসূলের ধর্মের অনুসারীদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করে থাকেন। একরাতে আমি স্বপ্নে নির্দেশ পেলাম, তুমি বাগদাদ চলে যাও এবং সেখানকার খতীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করো।

'আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে কিছুই ছিল না। পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছি। পিতামাতা নিতান্ত গরিব ছিলেন। সঙ্গে পানির একটা মশকও ছিল না। ইল্‌মের পিপাসা এই সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল। রওনার সময় সবাই মন্তব্য করল, ছেলেটা পথেই মরে যাবে। বাবা-মা খুব কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু আমি তারপরও বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পর এই আশায় কোথাও পড়ে থাকতাম যে, এখানেই মরে বাঁচব। কিন্তু চোখ খুলে দেখতাম, পাশে পানির একটা পাত্র ও কিছু খাবার পড়ে আছে। প্রথমবার খুব ভয় পেয়েছিলাম। প্রথমে বিষয়টি জিন-পরীদের কারসাজি মনে করেছিলাম। কিন্তু রাতে স্বপ্নে ইঙ্গিত পেলাম, এটা কোনো এক মুরশিদের কারামত। আমি জানতে পারলাম না, এই মুরশিদ কে এবং কোথায় আছেন। আমি পানাহার করে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জেগে দেখি, পানির পেয়ালাও নেই, খাবারের পাত্রও নেই।

'বাগদাদ পৌঁছতে-পৌঁছতে দুটি নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে। সফর অনেক দীর্ঘ ছিল। প্রতিরাতেই আমি প্রথম দিনের মতো খাদ্য-পানীয় পেতে থাকি। আমি বাগদাদের জামে মসজিদে গিয়ে উপনীত হলাম। খতীব আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস না করেই বললেন, আমি তোমার পথের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি আমাকে তার হুজরায় নিয়ে গেলেন। আমি বিস্মিত হলাম, যে-দুটি পাত্রয় করে প্রতি রাতে আমার কাছে খাদ্য-পানীয় পৌঁছত, সেগুলো হজরতের হুজরায় পড়ে আছে। তিনি বললেন, আল্লাহ হযরত মূসাকে (আ.) সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি নীলনদকে নির্দেশ দিলেন, পথ দিয়ে দাও। নদীর ডানের পানি ডানে, বাঁয়ের পানি বাঁয়ে সরে গেল। মধ্যখানটা শুকিয়ে রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ.) বেরিয়ে গেলেন। ফেরাউন তাঁকে ধাওয়া করতে গিয়ে যখন নদীর রাস্তায় নেমে পড়ল, অমনি দু-দিকের পানি একত্র হয়ে তাকে ডুবিয়ে মারল। ফেরাউন আল্লাহর গজবে নিপতিত হলো।

'খতীব বললেন, "আমরা সেই সত্তার অনুগত, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর যে-বান্দা তাঁর ইল্‌মের প্রেমে পাগল হয় – যেমনটি তুমি হয়েছ – তাকে তিনি মরুভূমিতে পিপাসায় মরতে দেন না; নদী-সমুদ্রেও ডুবিয়ে মারেন না। সেই মহান সত্তা-ই তোমাকে কয়েক মাসের কঠিন পথ পার করিয়ে নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, তোমার বক্ষে যে-ইল্‌ম আছে, সব ওই বালকের বক্ষে স্থানান্তরিত করো এবং তোমার খেদমতের জন্য যে-দুটি জিন নিয়োজিত রেখেছি, তাদের বলো, পথে-পথে

www.pathagar.com

ছেলেটাকে খাদ্য ও পানীয় পৌঁছিয়ে দিক। আমি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেছি। প্রতিরাতে তোমার জন্য এখান থেকে খাবার যেত। তুমি বিস্মিত হয়ো না বেটা, অস্থিরও হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক কম লোকেরই হৃদয়ে ইল্‌মের বাতি প্রজ্বলিত হয়, যার আকাঙ্ক্ষা তুমি নিয়ে এসেছ। তোমার নিয়ত ভালো। অন্তরে আল্লাহর খোশনুদির তামান্না আছে। এই তামান্না যার থাকে, সমগ্র মানুষ ও জিন তার গোলাম হয়ে যায়।"'

'জিনরা কি আপনার গোলাম?' এক সৈনিক জিজ্ঞেস করল।

'তা নয়' – দরবেশ জবাব দিল – 'কেউ কাউকে গোলাম বানাতে পারে না। আমরা সকলে এক আল্লাহর বান্দা। উচ্চ-নীচু, ধনী-দরিদ্য বিবেচিত হয় না। ঈমানের পরিপক্বতা আর দুর্বলতা দ্বারা মানুষের মর্যাদা পরিমাপ করা হয়।'

লোকটার বক্তব্যে এমন এক জাদু, যা সবাইকে মুগ্ধ করে তুলল। সকলে তন্ময় হয়ে তার বক্তব্য শুনছে। সে বলল–

'বাগদাদের খতীব আমার হৃদয়কে ইল্‌ম দ্বারা আলোকিত করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে বিবাহও করিয়েছেন। সেখানেই আমার এই দুটি কন্যা জন্ম নিয়েছে। বহু সাধনার পর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে দু-তিনটি ভেদ লাভ করেছি। একরাতে খতীব আমাকে বললেন, "এবার যাও। গিয়ে সেই লোকগুলোর সেবা করো, যারা ইল্‌মকে সঙ্গে নিয়ে চিরদিনের জন্য কবরে ঘুমিয়ে আছে।" তিনি আমাকে রামাল্লায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। আমাকে দুটা উট দিলেন, পাথেয় দিলেন এবং বললেন, "অন্তরে কখনও পাপের কল্পনা জাগতে দেবে না। রামাল্লা পৌঁছার পর একরাতে তুমি অনিচ্ছায় শয্যা থেকে উঠে হাঁটা দেবে। সম্ভবত তোমাকে বেশি দূর যেতে হবে না। তোমার পা আপনা-আপনি থেমে যাবে। সেটি একটি পবিত্র স্থান হবে। সেটিকে তুমি আস্তানা বানিয়ে নেবে। তবে আমি একটি সময় – যা এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে – দেখতে পাচ্ছি। সেই সময়টায় পাপ হবে এবং তোমাকে অন্যের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। বোধ করি, তোমাকে হিজরতই করতে হবে।"

'আমি যখন স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে সফরে ছিলাম, তখন সূর্যের প্রখরতা আমার জন্য শীতল হয়ে গিয়েছিল। যে-মরুভূমিতে পানির নাম-চিহ্ন থাকার কথা নয়, আমি সেখানেও অনায়াসে পানি পেয়েছি। রামাল্লা পৌঁছে দেখলাম, আমার পিতামাতা দুজনই মারা গেছেন। আমার স্ত্রী বিরান ঘরটাকে ঝেড়ে-মুছে বাসযোগ্য করে তুলল। আমি বিদ্যার সাগরে ডুবে থাকলাম। ধীরে-ধীরে মেয়েগুলো বেড়ে উঠল। আল্লাহ তাদের মাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা আমার ঘর-গেরস্থলির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল। একরাতে আমি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ এমনভাবে আমার চোখ খুলে গেল, যেন কেউ আমাকে ডেকে জাগিয়ে তুলেছে।

www.pathagar.com

'আমি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। বাগদাদের খতীবের কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল, তুমি আপনা-আপনি জেগে উঠবে এবং কোনো ইচ্ছা-পরিকল্পনা ছাড়াই হাঁটতে শুরু করবে। তা-ই হয়েছে। আমার মনে কোনো ইচ্ছা, কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। লোকালয়ও ত্যাগ করে চলে এলাম। কোথাও-কোথাও মনে হতো, কে যেন আমার সামনে-সামনে হাঁটছে। জানি না, এটা নিছক কল্পনা ছিল, নাকি বাস্তব।

'আমি হাঁটতে থাকলাম। জানি না, তোমরা সেই জায়গাটা দেখেছ কি-না, যেখানে বেশ গভীরতা আছে এবং সেই গভীরতায় নদী প্রবাহিত হচ্ছে। খ্রিস্টানদের ফৌজ সেখানেই লুকিয়ে ছিল। আমি শুনেছি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি নাকি মাটির শেষ স্তরে লুকিয়ে থাকা দুশমনকেও দেখতে পান। কিন্তু ওখানে আল্লাহ তাঁর চোখের উপর এমন আবরণ ফেলে দিয়েছিলেন যে, তিনি এটুকুও জানতে পারলেন না, তিনি নিজে কোথায় আছেন। খ্রিস্টান বাহিনী তোমাদের বাহিনীকে ফাঁদে নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালাল। পরে তোমাদের কী পরিণতি ঘটেছিল, তা তো তোমাদের জানা আছে।

'সেই যুদ্ধের বছরকয়েক আগে একরাতে আমি আপনা-আপনি কিংবা কোনো অদৃশ্য শক্তির জোরে সেই গর্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং একস্থানে আমার পা আটকে গিয়েছিল। জোছনা রাত ছিল। আমি একটা কবর দেখতে পেলাম, যার চারপাশে দুই হাত উঁচু পাথরের দেওয়াল। আমি পরীক্ষার জন্য অন্য একদিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি আপনা-আপনি কবরের দিকে ঘুরে গেলাম এবং পাথরের দেয়ালের অভ্যন্তরে যাওয়ার যে-পথটা ছিল, তাতে ঢুকে পড়লাম। ফাতেহা পাঠের জন্য আমার দুই হাত আপনা-আপনি উপরে উঠে গেল। মনে হলো, জায়গাটার জোছনা বেশি ফকফকা। মনে জাগল, খতীব আমাকে এ-স্থানটার কথা-ই বলেছিলেন। আমি কবরের উপর হাত রেখে বললাম, আমি গোলামটার জন্য নির্দেশ কী? কিন্তু কোনো উত্তর এল না। মনে প্রতীতি জন্মাল, কয়েকটা রাত সেখানেই কাটিয়ে দিই। সকালে নদীতে গিয়ে অজু করে এসে নামায আদায় করলাম। তারপর যখন সেখান থেকে বিদায় নিলাম, তখন আমার মধ্যে এক রকম মাদকতা বিরাজ করছিল, যেন আমি ধনভাণ্ডার পেয়ে গেছি।

'তারপর উক্ত কবর থেকে আমার প্রতি এমনভাবে দিক-নির্দেশনা আসতে শুরু করল যে, আমি কোনো শব্দ শুনতাম না। অন্তরে যা কিছু জাগ্রত হতো, তা-ই আমার দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হতো। আমি কবরটার দেওয়াল আরও উঁচু করে উপরে গম্বুজ নির্মাণ করে দিলাম। আমি অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গিয়েছি। হাল্‌ব-মসুল ছাড়াও বাইতুল মোকাদ্দাসও গিয়েছি। কিছুদিন যাবত উক্ত মাজার থেকে যেসব নির্দেশনা পাচ্ছিলাম, সেগুলো সুখকর ছিল না। এটি যে-বুযর্গের

www.pathagar.com

মাজার, তার আত্মা ছটফট করছে বলে মনে হচ্ছিল। আমি কবরের উপর সবুজ চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলাম। একরাতে হঠাৎ চাদরটা ফড়ফড় শব্দ করে উঠল। আমি ভয় পেলাম। চাদরের উপর হাত বুলিয়ে বললাম– আদেশ করুন মুরশিদ!

'মাজারের ভেতর থেকে আওয়াজ এল– "তুমি কি দেখছ না, মুসলমান মদপান করছে? তুমি মুসলমানদের মদের অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করো।"

আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। কিন্তু মদ পানকারীরা ছিল আমির ও শাসকগোষ্ঠী। আমার আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছল না।

'তারপর আরেক রাত মাজারের চাদর ফড়ফড় করে উঠে আমাকে বলল, মিসর-থেকে-আসা-ফৌজ মুসলিম বসতিগুলোতে মুসলমানদের সঙ্গে সেই আচরণই করছে, যেমনটা খ্রিস্টানরা করে থাকে। সে-সময় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ দামেশ্‌কেও ছিল। তা ছাড়া দামেশ্‌ক থেকে হাল্‌ব পর্যন্ত এবং সেখান থেকে রামাল্লা পর্যন্ত স্থানে-স্থানে তাঁরা অবস্থান করছিল। সেই ফৌজের কমান্ডাররা মুসলমানদের ঘরে মূল্যবান যত সম্পদ পেয়েছে, লুট করে নিয়ে গেছে। তারা পর্দানশীন মুসলিম নারীদের প্রতি হাত প্রসারিত করেছে। কমান্ডারদের দেখাদেখি সৈনিকরাও লুটপাট ও নারীর সম্ভ্রমহানি শুরু করে দিয়েছিল। এই রিপোর্টও আছে যে, তোমাদের সালার ও কমান্ডারগণ মুসলিম মেয়েদের অপহরণ করে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে রেখেছিল। মাজার থেকে আদেশ এল, তুমি সুলতান আইউবির নিকট গিয়ে তাঁকে বলো, এই ফৌজ বাগদাদের খেলাফতের – মিসরের ফেরাউনদের নয়। কিন্তু যদি তারা এসব অপরাধ অব্যাহত রাখে, তা হলে তাদের পরিণতি ফেরাউনদেরই মতো হবে।

'সে-সময়ে সুলতান আইউবি হাল্‌বের সন্নিকটে একস্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তাঁর দেহরক্ষীরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি সুলতানের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছ? বললাম, আমি রামাল্লা থেকে এসেছি এবং একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। তারা জিজ্ঞেস করল, কার বার্তা? আমি বললাম, এই পয়গাম যার, তিনি জীবিত মানুষ নন। রক্ষীরা খিলখিল করে হেসে ওঠল। তাদের কমান্ডার উচ্চকণ্ঠে বলল, পাগল কোথাকার! সুলতান আইউবির জন্য কবরের বার্তা নিয়ে এসেছ, না? একজন বলল, লোকটা শেখ সান্নানের প্রেরিত ঘাতক। সুলতানকে হত্যা করতে এসেছে; একে আটক করো। কেউ বলল, খ্রিস্টানদের চর; মেরে ফেলো। অগত্যা গ্রেফতার এড়াবার জন্য আমি প্রকাশ করলাম, আমি পাগল। আমি সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সুলতান আইউবির রক্ষীদের একটা কক্ষে দুটা মেয়ে বসে আছে।'

'কিন্তু আমরা তো আমাদের ফৌজের সঙ্গে কোনো নারী দেখিনি!' এক সৈনিক বলল।

www.pathagar.com

'তারা যখন দামেশ্‌ক গিয়েছিল, তুমি কি তখন থেকেই ফৌজের সঙ্গে আছ?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'আমরা সবাই এ-ই প্রথমবার এসেছি' – সৈনিক জবাব দিল – 'আমরা নতুন সৈনিক।'

'আমি পুরাতন সৈনিকদের কথা বলছি' – লোকটা বলল – 'সেই ফৌজের কমান্ডার ও সৈনিকরা উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে গেছে। তোমরা নতুন; এখনও পাপ করনি। সে-কারণেই তোমরা জীবিত ও নিরাপদে ফিরে এসেছ। যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের ঘর লুট করেছিল এবং মুসলিম নারীদের প্রতি হাত বাড়িয়েছিল, তারা মারা গেছে। যারা বেশি গুনাহগার ছিল, তাদের কারও পা কাটা গেছে, কারো বাহু। জীবিত পড়ে থাকা অবস্থায় শকুনেরা তাদের চোখ খুলে-খুলে খেয়েছে। যারা তাদের চেয়েও বড় পাপী ছিল, তারা খ্রিস্টানদের হাতে বন্দি হয়ে গেছে। সেই বন্দিত্ব তাদের জন্য জাহান্নামের চেয়ে কম হবে না। তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত নির্যাতন। তারা ক্ষুৎ-পিপাসায় ছটফট করতে থাকবে; কিন্তু মরবে না। মৃত্যুর জন্য দু'আ করবে; কিন্তু কবুল হবে না।'

'এই কি আমাদের পরাজয়ের কারণ?' এক সৈনিক বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'আমি দুই বছর আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, এই বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে' – লোকটা বলল – 'আর এই ফৌজ কাফেরদের ইসলামের অবমাননা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। এখন এই বাহিনী আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হলো।'

'আপনি কোথায় যাবেন?' একজন জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমাদের মতো আল্লাহর গজব থেকে – যা খ্রিস্টান বাহিনীর আকারে নাযিল হয়েছিল – পালিয়ে এসেছি' – লোকটা উত্তর দিল – 'খ্রিস্টান বাহিনী ঝড়ের গতিতে এসেছিল। তোমাদের ফৌজ তাকে প্রতিহত করতে পারেনি। আমি যদি একা হতাম, তা হলে মুরশিদের মাজারে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করে দিতাম। কিন্তু আমার এই যুবতী মেয়েগুলোর ইজ্জত তো আমি কুরবান করতে পারি না। খ্রিস্টানরা দুটি বস্তু নাগালে পেলে ছাড়ে না। অর্থ আর নারী। আমার প্রতি মাজার থেকে নির্দেশ এল, মেয়েদের নিয়ে তুমি মিসর চলে যাও। জিজ্ঞেস করলাম, জীবন নিয়ে নিরাপদে যাব কীভাবে? উত্তর এল, তুমি আমার যে-খেদমত করেছ, তার বিনিময়ে তোমরা নিরাপদেই কায়রো পৌঁছে যাবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে নীরবে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিজন মানুষকে বলতে হবে, পাপ করবে, তো এমন শাস্তি ভোগ করবে, যেমনটা ভোগ করছে তোমাদের ফৌজ। মাজার থেকে আমাকে আরও অনেক কিছু বলা হয়েছে, যা আমি মিসর পৌঁছে বলব। তোমরা পরস্পরকে তাকাও। তোমাদের চেহারা লাশের মতো

www.pathagar.com

শাদা হয়ে গেছে। তোমাদের দেহে যেন প্রাণ নেই। আর আমার দিকে তাকাও। আমি আমার কন্যাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছি। সঙ্গে কোনো খাদ্য-পানীয় ছিল না। তারপরও আমরা কীরূপ তরতাজা! এটা মহান আল্লাহরই অনুগ্রহ।'

'আপনি কি আমাদেরকে মিসর পর্যন্ত আপনার মতো করে নিয়ে যেতে পারেন?' এক সৈনিক জিজ্ঞেস করল।

'পারি; যদি তোমরা ওয়াদা কর, অন্তর থেকে পাপের কল্পনা ঝেড়ে ফেলবে' – লোকটা উত্তর দিল – 'আর প্রতিশ্রুতি দাও, আমি যে-মিশন নিয়ে মিসর যাচ্ছি, তাতে তোমরা আমার সঙ্গ দেবে।'

'আমরা সত্যমনে ওয়াদা করছি'– অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে ভেসে ওঠল– 'আপনি বলুন, আমাদের কী করতে হবে। জীবন থাকা পর্যন্ত আমরা আপনার সঙ্গ দেবো।'

'আমি শুধু নিজের জীবন আর মেয়েদুটোর ইজ্জত রক্ষা করতে রামাল্লা থেকে পালিয়ে আসিনি' – লোকটা বলল – 'মাজার আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, আমি মিসর গিয়ে বলব, তোমরা ফেরাউনদের দেশের মানুষ। এই মাটিতে পাপের ক্রিয়া আছে। হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরে নিলাম হয়েছিলেন। মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বেআদবি মিসরে হয়েছিল। ফেরাউনদের হাতে অনেক নবীর গোত্র এই মিসরে খুন হয়েছিল। হে মিসরবাসী, তোমাদের ধ্বংস ও শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। তোমরা আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে আকড়ে ধরো। এই বার্তা আমি মিসরবাসীর জন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা যদি সারা দেশে এই বার্তার প্রচারের কাজে আমাকে সাহায্য কর, তা হলে তোমাদের দুনিয়া স্বর্গে পরিণত হবে এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যাবে।'

◆◆◆

সূর্য অস্ত যেতে এখনও অনেক বাকি। রামাল্লার দিক থেকে আসা দু-তিনজন সৈনিক নিকট দিয়ে অতিক্রম করছে। দরবেশ বলল, ওদের থামাও। ওরা রাত পর্যন্ত জীবিত থাকবে না।

তাদের থামানো হলো। তারা ইঙ্গিতে পানি চাচ্ছে। তাদের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। দরবেশ বলল, পানি রাতে পাবে। সেই পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করো, যিনি তোমাদের রামাল্লা থেকে জীবিত উদ্ধার করে এনেছেন এবং নতুন জীবন দান করেছেন।

কিছুক্ষণ পর আরো দুই ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে এদিক দিয়ে অতিক্রম করল। তারা সৈনিক নয়। তারা প্রথমে কাফেলার প্রতি তাকাল। তারপর কালো চোগাপরিহিত কালো দাড়িওয়ালা লোকটার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করল। তারা ঘোড়া থামিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াগুলো ওখানেই রেখে ছুটে এল। উভয়ে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারপর তার হাতে চুমো খেয়ে বলল– 'মুরশিদ, আপনি এখানে!'

www.pathagar.com

তারা কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই কাফেলার সৈনিকদের উদ্দেশে বলল, আপনাদের খোশনসিব যে, আপনারা এই বুযুর্গের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। ইনি এক বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মিসরের গোনাহগার ফৌজ যদি মাজার এলাকায় আসে, তা হলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

◆◆◆

'এদিক-ওদিক লক্ষ্য রাখো – 'লোকটা সবাইকে বলল – 'যেখানেই পথভোলা কাউকে মিসরের দিকে যেতে দেখবে, এখানে নিয়ে আসবে। রাতে এখানে কেউ ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকবে না।'

মিসর যাওয়ার এই একটাই পথ। অন্য সব জায়গা টিলায় পরিপূর্ণ। এটাই প্রশস্ত জায়গা। তবে এর মধ্য দিয়ে যাওয়াও অনর্থক। বাইরে থেকেই বোঝা যায়, এখানে পানির নাম-চিহ্ন নেই। সবাই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে। মিসরের সীমান্ত এখনও অনেক দূর। এই লোকগুলোর আশ্রয় প্রয়োজন। কালো দাড়িওয়ালা দরবেশই এখন তাদের ভরসা। তার প্রতিটা কথা তাদের হৃদয়ে বসে গেছে। কিন্তু পিপাসার আতিশয্যে দু-তিনজন সৈনিক চৈতন্য হারাবার উপক্রম হয়েছে। দরবেশ তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সূর্য ডুবে গেছে। আঁধারে ছেয়ে গেছে রজনী। নীরব-নিস্তব্ধ সাহারা। হঠাৎ টিলার মধ্য থেকে একটা পাখির ডাক ভেসে এল। সবাই চমকে উঠল। যে-নরকে পানির কল্পনাও করা যায় না, মৃত্যু যেখানে মাথার উপর ঝুলে থাকছে সারাক্ষণ, সেই অঞ্চলে পাখির ডাক! নাহ, এটা পাখির ডাক নয় – হতে পারে না। সবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এটা কোনো প্রেতাত্মার শব্দ হবে।

'শোকর আল্লাহ!' – দরবেশ বলল – 'আমার দু'আ কবুল হয়ে গেছে।' লোকটা তার সম্মুখে উপবিষ্ট দুজন সৈনিককে বলল – 'তোমরা দুজনে ওদিকে যাও। চল্লিশ পা গণনা করো। সেখান থেকে ডান দিকে মোড় নাও। চল্লিশ কদম গণনা করো। সেখান থেকে বাঁ দিকে মোড় নাও। সম্মুখে একজায়গায় আগুন জ্বলছে দেখবে। সেই আগুনের আলোতে তোমরা পানি দেখতে পাবে। হয়ত কিছু খাবারও পেয়ে যাবে। যা পাবে তুলে নিয়ে এসো। এই যে-ডাকটা শুনেছ, ওটা পাখির ডান নয় – ওটা গায়েবের ইশারা।'

'আমি যাব না' – এক সৈনিক ভয়জড়িত কণ্ঠে বলল – 'তার গা ছমছম করছে – আমি জিন-পরীর জায়গায় যাব না।'

যে-দুজন লোক পরে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, তারা দাঁড়িয়ে গেল। দরবেশকে একটা সেজদা দিয়ে সৈনিকের উদ্দেশে বলল– 'ভয় করো না। জিন-পরীরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের প্রতি নির্দেশ আছে, এই বুযর্গ যেখানে যাবেন, তাকে খাদ্য-পানীয় পৌঁছাতে থাকবে। আমরা হযরতের কারামত সম্পর্কে অবগত। তোমরা দু-তিনজন মানুষ আমাদের সঙ্গে চলো।

www.pathagar.com

এবার সৈনিকরা যেতে সম্মত হলো। তারা রওনা হলো। দরবেশের কথামতো পা গণনা করল। মোড় ঘুরল। তারপর দুটা টিলার মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে একস্থানে আগুন দেখতে পেল। সবাই কালেমা জপতে-জপতে এগিয়ে গেল। আগুনের আলোতে পানিভর্তি চার-পাঁচটা মশক পড়ে আছে দেখতে পেল। আছে একটা কাপড়ের পুটুলিও। থলেটা খেজুরে ভর্তি। তারা মশক ও থলেটা তুলে নিল। ফিরে গিয়ে বস্তুগুলো দরবেশের সম্মুখে রেখে দিল। দরবেশ খেজুরগুলো অল্প-অল্প করে সকলের মাঝে বন্টন করে দিল। পরে দুটা মশক তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, প্রয়োজনের বেশি পান করো না। পানি বাঁচানোর চেষ্টা করো।

এবার কারও সন্দেহ রইল না, লোকটা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং বড়মাপের একজন বুযুর্গ। সে সবাইকে তায়াম্মুম করিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করল।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত পোহাতে এখনও অনেক দেরি। লোকটা সবাইকে জাগিয়ে তুলল এবং কাফেলা মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। দরবেশ একটা উটের পিঠে আর তার মেয়েদুটো আরেকটা উটের পিঠে চড়ে বসল।

পথে তিন-চারজন সৈনিকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। তারাও মিসর যাচ্ছে। দরবেশ তাদেরও খেজুর খাওয়াল ও পানি পান করাল। তারপর দুজন উষ্ট্রারোহীর পিছনে তাদের বসিয়ে নিল।

এই কাফেলার ডান দিক দিয়ে আরও একটা কাফেলা যাচ্ছিল। একজন বলল, ওদেরও নিয়ে নিন। দরবেশ বলল, তারা আমাদের মতো পালিয়ে এসেছে বলে মনে হয় না। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

♦♦♦

অনেকদিন পর সৈনিকদের এই কাফেলা দরবেশরূপী কালো দাড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে মিসরের সীমানায় প্রবেশ করল। যে-দুজন লোক পরে এসে দরবেশকে সেজদা করেছিল, তারা পথে সৈনিকদের দরবেশের কারামতের কাহিনী শোনাতে থাকল। তারা সৈনিকদের ধারণা দিল, যে-ব্যক্তি লোকটাকে নিজগ্রামে নিয়ে আশ্রয় দেবে, তার জীবিকার কোনো অভাব থাকবে না এবং খোদা সব সময় তার উপর দয়াপরবশ থাকবেন। একই গ্রামের তিন সৈনিক তাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তারা দরবেশকে বলল, আপনি আমাদের গ্রামে চলুন। লোকটা তাদের দু-চারটা প্রশ্ন করে তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

কায়রোর অদূরে বড় একটা গ্রাম। কাফেলা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করেছে। সৈনিকদের দেখে গ্রামের অধিবাসীরা তাদের চারপাশে ভিড় জমাল। তাদের পশুগুলোকে খেতে দিল এবং তাদেরও জন্য খাবারের ব্যবস্থা করল।

www.pathagar.com

জনতা যুদ্ধের কাহিনী শুনতে উদগ্রীব হয়ে উঠল। তারা কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তি সম্পর্কে বলল, ইনি আল্লাহর নৈকট্যশীল এক বুযুর্গ। আল্লাহ জিনের মাধ্যমে এর কাছে খাবার পৌঁছান।

সৈনিকরা জনতাকে লোকটার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শোনাল। দরবেশ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। চোখদুটো বন্ধ করে ধ্যানে বসে আছে। তার মেয়েদুটোকে এই গ্রামেরই অধিবাসী এক সৈনিক নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

'রণাঙ্গনের ভেদ আমাকে জিজ্ঞেস করো' – দরবেশ বলল – 'এরা সৈনিক। এরা শুধু লড়াই করতে জানে। সৈনিকদের জানা থাকে না যুদ্ধের কুশীলবদের উদ্দেশ্য কী। এই যে-কজন সৈনিককে আমি সাহারার আগুন থেকে উদ্ধার করে এনেছি, এরা সেই ফৌজের শাস্তি ভোগ করছিল, যারা এদের অনেক আগে সিরিয়া গিয়েছিল। সেই ফৌজ প্রতিটি রণাঙ্গনে বিজয় অর্জন করেছিল। সেখানকার উপত্যকা-মরুভূমি 'সুলতান আইউবি জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। এই বাহিনী সর্বত্র হিরে-জহরত ও নারী দেখতে পেল। ওখানকার নারীরা মিসরি নারীদের চেয়েও বেশি রূপসী। গনিমতের লোভ বাহিনীর মধ্যে ফেরাউনি চরিত্র সৃষ্টি করে দিল। তাদের মনে গনিমত ছাড়া আর কিছুই বাকি রইল না। তারপর ফৌজের সালার, কমান্ডার ও সৈনিকরা জাতির ইজ্জত-মর্যাদাকেও বিদায় জানাল। তারা মুসলমানদের ঘরে-ঘরে লুণ্ঠন আর সুন্দরী মেয়েদের শ্লীলতাহানি ও অপহরণ করতে শুরু করল। এই নারীগুলো সবাই ছিল সম্ভ্রান্ত ও পর্দানশীল মুসলিম মহিলা। কিন্তু তারা নিজতাঁবুতে তাদের আটকে রাখল।'

'কেন, সুলতান আইউবি অন্ধ ছিলেন নাকি?' – এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল – 'তিনি কি দেখেননি, তাঁর সৈন্যরা কী করছে?'

খোদা যখন কোনো জাতিকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন দেশের ইমাম, আলেম ও শাসকদের বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দেন' – দরবেশ বলল – 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি স্বয়ং জয়ের নেশায় উন্মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বোধ হয় আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সাজা-শাস্তির কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। তার স্বার্থবাদী দেহরক্ষী ও বিলাসী সালারগণ তাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল যে, কোনো মজলুমের ফরিয়াদ তাঁর কানে পৌঁছত না। যে-রাজা ফরিয়াদীর জন্য ইনসাফের দ্বার ও নিজের কান বন্ধ করে রাখেন, সেই রাজা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান। আমি দুই বছর আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, এই বাহিনী পাপের শাস্তিস্বরূপ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি রাতে গায়েবি আওয়াজ শুনতাম। কিন্তু যার জন্য আওয়াজ আসত, তার কান বন্ধ ছিল।'

'তারপর খোদা তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দিলেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি – যিনি রণাঙ্গনের রাজা ছিলেন এবং যাকে খ্রিস্টানরা

www.pathagar.com

রণাঙ্গনের দেবতা মনে করত – এমনই জ্ঞানান্ধ হয়ে গেলেন যে, তিনি সকল রণকৌশল ভুলে গেলেন। তাঁর কৌশলে যুদ্ধ করল শত্রুরা। তিনি এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেন যে, একদম একা মিসরে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।'

'আমরা খ্রিস্টানদের থেকে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব' – এক বেদুঈন তেজস্বী কণ্ঠে বলল – 'আমরা আমাদের পুত্রদের কুরবান করে দেব।'

'জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে' – দরবেশ বলল – 'তিনি যদি কারও কপালে পরাজয় লিপিবদ্ধ করেন, তা হলে জয় ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা তার থাকে না। তখন বান্দার সব জোশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমিও এখানে এজন্যই এসেছি যে, মিসরের শিশুটিকেও প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত করব। কিন্তু শাস্তির মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। তোমরা যদি তোমাদের পুত্রদের এখনই পুনরায় ভর্তি করিয়ে ময়দানে পাঠাও, তা হলে তারা প্রাণ হারাবে এবং পরাজিত হবে। প্রতিটি কাজের একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারিত থাকে। খ্রিস্টানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের সেই মোক্ষম সময়টি এখনও আসেনি। এখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো এবং তাঁর কাছে তোমাদের সেই পুত্রদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, যাদের তোমরা সিরিয়া পাঠিয়েছিলে।'

◆◆◆

'পরাজয়ের সব দায় আমার মাথায় রাখো' – সুলতান আইউবি বললেন। তিনি সালার, নায়েব সালার, কমান্ডার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন – 'পরাজয়ের কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। ভুল হয়েছে, আমি নতুন সৈনিকদের ময়দানে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যদি আরও অপেক্ষা করতাম আর মিসরে বসে থাকতাম, তা হলে দুশমন সমগ্র মিসরে ছড়িয়ে যেত। আমি ফৌজের যে-অভাব নতুন সৈনিকদের দ্বারা পূরণ করেছি, তোমরা জান তার দায় কার উপর বর্তায়। কিন্তু সেই আলোচনায় জড়িয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। কাউকে দায়ী যদি করতেই হয়, তা হলে আমাকে করো। বাহিনী দ্বারা যুদ্ধ আমি করিয়েছি। কৌশলে ভুল থাকলে সেই ভুলও আমার। তার কাফফারা আমাকেই আদায় করতে হবে এবং অবশ্যই করব। জয়-পরাজয় যেকোনো যুদ্ধের শেষ ফল। আজ আমরা এমন একটা পরিণতির মুখোমুখি, যার জন্য আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। সে-কারণেই আমি তোমাদের চেহারায় মলিনতা ও চোখে অস্থিরতা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা যদি আমাকে পরাজয়ের শাস্তি দিতে চাও, আমি তার জন্যও প্রস্তুত আছি। আমার কানে এই আওয়াজও আসছে যে, আমার ফৌজ সিরিয়া গিয়ে নারীর শ্লীলতাহানি, লুণ্ঠন ও মদপানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে, বাগদাদের খলীফার উপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরাজয় বরণ করেছি

www.pathagar.com

এবং আমি এই পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করে খলীফাকে আমার অনুগত বানাবার চেষ্টা করব। আমাকে ফেরাউনও আখ্যা দেয়া হচ্ছে। আমি এর একটা অপবাদেরও জবাব দেব না। এসব অপবাদ-অভিযোগের জবাব আমার মুখ দেবে না – দেবে আমার তলোয়ার। আমি শব্দ দ্বারা নয় – কাজে প্রমাণ করব এসব কার পাপ, যার শাস্তি আমি ও আমার মুজাহিদরা ভোগ করেছি।'

ইতিমধ্যে দারোয়ান সংবাদ জানাল, হামাত থেকে দূত এসেছে। সুলতান আইউবি সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ভিতরে তলব করলেন। সর্বাঙ্গ ধুলায় মাখা ও দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত দূত আল-আদিলের একখানা পত্র সুলতানের হাতে তুলে দিল। সুলতান পত্রখানা খুলে পাঠ করলেন। তাঁর চোখে অশ্রু নেমে এল। পত্রখানা এক সালারের হাতে দিয়ে সুলতান বললেন– 'পড়ে সবাইকে শোনাও।'

সালার বার্তাটি পড়তে শুরু করলেন। পড়তে-পড়তে যতই অগ্রসর হচ্ছেন, শ্রোতাদের চোখে আনন্দের দ্যোতি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অজান্তে তাদের মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে জিন্দাবাদ ধ্বনিও উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে।

'এ হলো গুনাহগারদের কীর্তি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তোমরা যারা কায়রোতে ছিলে, জান না, আল-আদিলের কাছে কতজন সৈন্য আছে। জানতে না, বল্ডউইনের কাছে আমাদের দশগুণ বেশি সৈন্য ছিল। তার আরোহীরা বর্মপরিহিত। সব পদাতিকের মাথায় শিরস্ত্রাণ। আল-আদিল কি প্রমাণ করেনি, আমরা পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করতে জানি? তোমরা কি ভাবতে পার, আমি মাথায় হাত রেখে বসে পড়ব? তোমরা পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমাকে নতুন সেনাভর্তি দাও। বায়তুল মুকাদ্দাস তোমাদের ডাকছে। শত্রুর সঙ্গে আমি কোনো প্রকার চুক্তি-সমঝোতা করব না।'

আল-আদিলের বার্তা যেমন সুলতান আইউবিকে উজ্জীবিত করে তুলেছে, তেমনি তাঁর সালার ও কমান্ডার প্রমুখদের বিক্ষত মনোবলকেও চাঙ্গা করে তুলেছে। যাদের অন্তরে সুলতান আইউবি ও তাঁর ফৌজের বিরুদ্ধে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল, তারাও এখন নিঃশংসয়।

ওদিকে আল-আদিলও থেমে নেই। তিনি তাঁর বাহিনীকে ত্রিশ-চল্লিশজনের দলে বিভক্ত করে সেই এলাকায় নিয়ে গেলেন, যেখানে বল্ডউইন ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর কমান্ডারদের গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য, দুশমনকে অস্থির করে রাখতে হবে, যেন তারা অগ্রযাত্রাও করতে না পারে, আবার বসেও থাকতে না পারে।

বল্ডউইন পূর্ব থেকেই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি এত বিশাল বাহিনী নিয়ে এই আশায় এসেছিলেন যে, তিনি দামেশ্‌ক পর্যন্ত পুরো অঞ্চল দখল করে ফেলবেন। কিন্তু এখন তার অবস্থা হচ্ছে, প্রতিরাতে বাহিনীর কোনো-না-কোনো অংশের উপর তিরবৃষ্টি হচ্ছে কিংবা আক্রমণ হচ্ছে আর সৈন্যরা সচেতন হতে-না-হতে আক্রমণকারীরা সটকে পড়ছে।

www.pathagar.com

বল্ডউইন তার বাহিনীকে সমগ্র অঞ্চলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আল-আদিলের কমান্ডো বাহিনীর মতো গ্রুপ তৈরি করে দিয়েছেন, যারা রাতে এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে। কিন্তু প্রতিটা ভোরেই বল্ডউইনকে সংবাদ শুনতে হচ্ছে, আজ অমুক ক্যাম্পের উপর আক্রমণ হয়েছে কিংবা অমুক দলটা মারা পড়েছে।

অঞ্চলটা পাহাড়ি। আল-আদিলের গেরিলাদের জন্য এটি একটি বিশেষ সুবিধা। সুযোগটা তারা ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছে। তবে এই স্বার্থ উদ্ধার করতে আল-আদিলকে অনেক মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে। কমান্ডোরা এত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণ চালাচ্ছে যে, তারা দুশমনের ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে এবং নিজেদের জীবন কুরবান করে শত্রুর সমূহ ক্ষতিসাধন করছে।

এই ধারার যুদ্ধ আর এই কুরবানির মাধ্যমে কোনো অঞ্চল জয় করা সম্ভব ছিল না। আল-আদিল দুশমনকে সেখান থেকে পিছনে হটাতে পারছেন না। কিন্তু উপকারও কম হচ্ছে না যে, খ্রিস্টানদের এই বিশাল বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। বল্ডউইন যদি সম্মুখে অগ্রসর হতেন, তা হলে এই সামান্য সৈন্য নিয়ে আল-আদিল মুখোমুখি যুদ্ধে দু-ঘণ্টাও টিকতেন না।

বল্ডউইনের ক্যাম্পে কর্মরত স্থানীয় লোকদের মধ্যে আল-আদিলের গুপ্তচরও আছে। সুযোগমতো তারাও কাজ করছে। খ্রিস্টানরা ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য পাহাড়ের উঁচুতে শুষ্ক ঘাসের স্তূপ জড়ো করে রেখেছিল। আল-আদিলের এক গুপ্তচর তাতে আগুন ধরিয়ে ভস্ম করে ফেলেছে।

আল-আদিল সংবাদ পেলেন, দামেশ্ক থেকে সামান্য সাহায্য আসছে। হাল্‌ব থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। আল-মালিকুস সালিহ বার্তা পাঠিয়েছেন, খ্রিস্টানরা হাররান দুর্গ অবরোধ করার পরিকল্পনা আঁটছে। তা-ই যদি ঘটে যায়, তা হলে হাল্‌বের ফৌজ দ্বারা তাদের মোকাবেলা করতে হবে।

◆◆◆

কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রামাল্লার পরাজয়ের পর ইসলামি বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। তার ক্ষুদ্র যে-ইউনিটগুলো বেঁচে গিয়েছিল, তারা লুটপাটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা খ্রিস্টানদের সেনা-কাফেলাগুলোতেও হাইজ্যাক শুরু করেছিল।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, লুট করত স্বয়ং খ্রিস্টান সৈন্যরা। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ-তথ্য স্বীকার করেছেন। পূর্বেও ঐতিহাসিকদের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রিস্টান সৈন্যরা অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে মুসলিম কাফেলাসমূহ লুণ্ঠন করত। তারা এই লুটতরাজ এমন ধারায় করত, যেন এটি তাদের সামরিক ডিউটি। কতিপয় ঐতিহাসিক যেসব মুসলিম সেনাদল সম্পর্কে লিখেছেন, তারা লুটতরাজ করতে শুরু করেছিল, তারা ছিল মূলত আল-আদিলের কমান্ডোসেনা,

www.pathagar.com

যারা সম্রাট বল্ডউইনের বিশাল বাহিনীকে গেরিলা অপারেশনের মাধ্যমে একই অঞ্চলে আটকে রেখেছিল।

যাহোক, গেরিলা অপারেশনে আল-আদিলকে অনেক মূল্য গণনা করতে হয়েছে। কিন্তু সৈনিকদের জয্‌বা এতই তীব্র ছিল যে, একজন সৈনিকও পিছনের দিকে তাকাতে সম্মত ছিল না। অধিকাংশ সৈন্য উপত্যকা ইত্যাদি অঞ্চলে টহল দিয়ে অপারেশন পরিচালনা করে ফিরছিল। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ক্ষণিকের জন্য ক্যাম্পে যাওয়ার ফুরসত ছিল না। ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদির প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ভাষ্যমতে, তারা বাঘের মতো শিকারের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকত এবং যখনই শিকার চোখে পড়ত, তখন আর নিজের জীবনের কোনো তোয়াক্কা থাকত না। তারা দুশমনের অধিক-থেকে-অধিকতর ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে অবলীলায় শহীদ ও আহত হয়ে যেত। তাদের রাত কাটত মরু-বিয়াবানে – অঘুম নয়নে।

কিন্তু কায়রোতে এই প্রোপাগাণ্ডা জোরেশোরে বেড়ে চলছে যে, মিসরের ফৌজ চরিত্রহীন ও বিলাসী হয়ে উঠেছে এবং রামাল্লার পরাজয় তার শাস্তি। কায়রোর ইন্টেলিজেন্স খুঁজে বের করতে পারছে না, এই অপপ্রচার কোথা থেকে প্রচারিত হচ্ছে। এটা নতুন সৈনিকদের অসতর্ক কথাবার্তার প্রতিফল, নাকি দুশমনের এজেন্টরা সুকৌশলে এই প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখন এ-ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মানুষ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে ইতস্তত করছে। রামাল্লার পরাজয়ের আগে মিসরিদের চিন্তা-চেতনা এরূপ ছিল না। আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিস গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'জনগণ ফৌজের দুর্নাম করে বেড়াচ্ছে' এই তথ্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

সুলতান আইউবির বিরুদ্ধেও মানুষ মুখ খুলছে বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

কালো দাড়িওয়ালা দরবেশ তার দুই কন্যাকে নিয়ে যে-গ্রামটায় অবস্থান নিয়েছিল, এখন সে ওখানকার বাসিন্দা। গ্রামবাসীরা তাকে একটা ঘর দিয়ে রেখেছে। মিসরিদের গুনাহ্ মাফ করাবার জন্য তিন মাস 'চিল্লাকাশি' করতে হবে বলে সে প্রকাশ্যে ওঠাবসা করা ও মানুষের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। উক্ত গৃহ থেকে বাইরে বের হলেও স্বল্প সময়ের জন্য বের হচ্ছে এবং চুপচাপ থাকছে। উপস্থিত জনতাকে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে সালাম করছে এবং ভিতরে চলে যাচ্ছে। মাঝপথ থেকে তার সঙ্গে আসা সৈনিকরাই তার ঘনিষ্ঠ সহচর। আর যে-দুজন পরে পার্বত্য অঞ্চলে এসে তাকে সেজদা করেছিল, তারা লোকটাকে এত প্রচার করে দিল যে, এখন তাকে একনজর দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসা-যাওয়া করছে।

◆◆◆

আলী বিন সুফিয়ানের এক গোয়েন্দা ডিউটির অংশ হিসেবে ছদ্মবেশে কায়রোর উপকণ্ঠে একস্থানে ঘোরাফেরা করছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাগরিবের

www.pathagar.com

নামায আদায় করতে সে মসজিদে প্রবেশ করেছে। নামাযের পর ইমাম সাহেব দু'আ করলেন। মুনাজাত শেষ হলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের কিছুক্ষণের জন্য বসতে অনুরোধ জানিয়ে ভাষণ দিতে শুরু করল। তার ভাষণের বিষয়বস্তু রামাল্লার পরাজয়। সে সুলতান আইউবির ফৌজের বিরুদ্ধে সেসব কথাবার্তা বলতে শুরু করল, যা কালো দাড়িওয়ালা দরবেশ বলেছিল। এই লোকটা দরবেশের সূত্র এমনভাবে উপস্থাপন করল, যেন লোকটা গায়েব জানে এবং জিনরা তাকে জীবিকা পৌঁছায়। সে সফরের পূর্ণ কাহিনী শোনাল এবং তারা কীভাবে গায়েব থেকে পানি ও খেজুর লাভ করেছিল, তার বিবরণ প্রদান করল।

মুসল্লীরা তন্ময় হয়ে তার বক্তৃতা শুনতে থাকল।

বক্তব্য শেষ হলে মুসল্লীরা তাকে দরবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করল– 'তিনি কি মনের আশা পূরণ করতে পারেন? দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকদের আরোগ্য দান করতে পারেন? ভবিষ্যতের খবর জানেন? সন্তান দিতে পারেন?'

উত্তরে বক্তা বলল, তিনি এখনও সকলকে শুধু এ-কথাই বলছেন যে, সুলতান আইউবি ও তার বাহিনীতে ফেরাউনি চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তাদের পরাজয়ের কারণও এটাই। তিনি আরও বলছেন, তোমরা না নিজেরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবে, না অন্যকে ভর্তি হতে দেবে। অন্যথায় তোমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। কারণ, গুনাহের শাস্তির মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয়নি। তিন মাসের জন্য তিনি মুরাকাবায় বসেছেন। তিন মাস পরে বলবেন, মিসরিদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে কি-না।

লোকটা মসজিদ থেকে বের হয়ে একদিকে হাঁটতে শুরু করল। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা তার পিছু নিল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে-বুযুর্গের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ করতে পারি। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি একজন সৈনিক। আপনার বক্তব্য শুনে আমার মনে ভয় ধরে গেছে, ফৌজের পাপের শাস্তি আমাকেও ভোগ করতে হয় কি-না। আমিও দামেশ্ক-হাল্বের রণাঙ্গনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমিও সেই পাপ করেছি, যার আলোচনা আপনি করেছেন। আপনি আমাকে বুযুর্গের কাছে নিয়ে চলুন। তিনি যদি বলেন, তা হলে আমি ফৌজ থেকে পালিয়ে যাব। তিনি আমার থেকে যে-সেবা চাইবেন, আমি দেব। আমি খোদার অসন্তোষকে ভয় করি।

লোকটা এতই অনুনয়-বিনয় করল যে, তার চোখ থেকে অশ্রু নেমে এল।

'আমার সঙ্গে চলো' – লোকটা বলল – 'কিন্তু কাউকে বলবে না তুমি তাঁর কাছে গিয়েছিলে। বর্তমানে তিনি চিল্লায় আছেন। তিন মাসের জন্য মুরাকাবায় বসেছেন এবং কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। সাক্ষাতের পর তিনি যা-যা জিজ্ঞেস করবেন, কেবল তারই উত্তর দেবে – কোনো ফালতু কথা বলবে না।'

'আপনি কি সেই গ্রামেরই বাসিন্দা?' – গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল – 'বলেছেন আপনি রামাল্লার রণাঙ্গন থেকে আসা সৈনিক?'

www.pathagar.com

'এজন্যই তো কুরআনে হাত রেখে বলতে পারব, এই বুযুর্গ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দাদের একজন' – সৈনিক বলল – 'আমি রণাঙ্গনের রুদ্ররোষ দেখেছি। দেখেছি সফরের গজবও। কিন্তু এই লোকটা মরুপ্রান্তরকে ফুলবাগিচায় পরিণত করে দিয়েছিলেন। এখন আর আমি বাহিনীতে যোগ দেব না।'

গ্রামটা দূরে নয়। উভয়ে কথা বলতে-বলতে পৌঁছে গেছে। রাত গভীর হয়ে গেছে। সৈনিক গোয়েন্দাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে সেই ঘরে চলে গেল, যেখানে তার পীর অবস্থান করছে। খানিক পর ফিরে এসে বলল, আপনি পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে আসুন। বলেই নিজে তার সামনে-সামনে হাঁটতে শুরু করল। দুজনে পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দেউড়ি ও বারান্দা অতিক্রম করে তারা একটা কক্ষে প্রবেশ করল। বারান্দায় আলো ছিল। দরবেশ যে-দুটো মেয়েকে নিজের কন্যা বলে পরিচয় দিয়েছিল, তারা অন্য এক কক্ষে অবস্থান করছে। বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে তারা কক্ষের জানালা খুলে দেখল। বাইরে চোখ ফেলেই একমেয়ে চমকে উঠল এবং অলক্ষ্যে তার মুখ থেকে 'উহ!' বেরিয়ে এল।

'কী হলো?' অপর মেয়ে জিজ্ঞেস করল – 'লোকটা কে?'

'মনে হয় আমরা ধরা পড়ে গেছি' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'এই লোকটাকে আমি আগেও কোথাও দেখেছি। গোয়েন্দা মনে হচ্ছে!' মেয়েটা গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেল।

গোয়েন্দা কক্ষে প্রবেশ করে দরবেশের সম্মুখে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তার পায়ে মাথা ঘষল। দরবেশ মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে বসে আছে। গোয়েন্দা কান্নাজড়িত কণ্ঠে সবিনয় অনুরোধ জানাল, আপনি আমার গুনাহগুলো মাফ করিয়ে দিন। সে সৈনিকদের সঙ্গে পথে যেসব আবেগময় কথা বলেছিল, দরবেশের সম্মুখে সেসব পুনর্ব্যক্ত করল। তার চোখে অশ্রু নেমে এল। দরবেশ নিজের তসবিহটা তার মাথার উপর বুলিয়ে মুচকি হেসে মাথায় হাত রাখল।

'এতে আমার মনে প্রশান্তি আসবে না' – গোয়েন্দা অশ্রু ঝরাতে-ঝরাতে বলল – 'মুখের কথায় আমাকে সান্ত্বনা দিন। আমাকে আদেশ করুন। আমি আপনার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করব। আমার একটিমাত্র সন্তান। আপনি আদেশ করলে আমি তাকেও জবাই করে আপনার পায়ে উৎসর্গ। সুলতান আইউবিকে হত্যা করতে বলুন, আমি আপনার আদেশ পালন করব। কথা বলুন। আদেশ করে দেখুন আমি মান্য করি কি-না।'

অপর এক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করে মনোযোগসহকারে গোয়েন্দার কথাবার্তা শুনতে শুরু করল এবং তাকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করতে লাগল। সে গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন? এখন তো তুমি মুর্শিদের ছায়ায় এসে পড়েছ!'

www.pathagar.com

'আমার পাপ এত বেশি যে, আমি রাতে ঘুমোতে পারি না' – গোয়েন্দা বলল – 'আমি হামাতের সন্নিকটে একটা গ্রামে এক মুসলিম পরিবারের একটা মেয়েকে অপহরণ করতে গিয়ে তার যুবক ভাইকে খুন করেছিলাম। আমি যদি ফৌজের সৈনিক না হতাম, তা হলে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হতো। কিন্তু এই ঘটনার জন্য কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি।'

দরবেশ চোখদুটো বন্ধ করে ফেলল। ঠোঁট নড়ছে। হাতদুটো উপরে তুলে পরে গোয়েন্দার দিকে ইশারা করল। কিছুক্ষণ পর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। তার চোখ খুলে গেল। এবার মুখ খুলে গোয়েন্দাকে বলল– 'অনেক কষ্টে তোমার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পেয়েছি। মন দিয়ে শোনো। আমি তোমার গুনাহ মাফ করিয়ে দেব। তুমি ও তোমার পরিবার এত বেশি হালাল জীবিকা লাভ করবে, যা তুমি স্বপ্নেও দেখনি। এখন চলে যাও, কাল আবার এসো।'

দরবেশ পুনরায় ধ্যানমগ্ন হলো। সৈনিক ও অপর লোকটা গোয়েন্দাকে বারান্দায় নিয়ে গেল। তারা তাকে দরবেশের এমনসব কারামতের কাহিনী শোনাল যে, গোয়েন্দা অভিভূত হয়ে পড়ল। মেয়েদুটো জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছে। যে-মেয়েটা গোয়েন্দাকে প্রথমবার দেখে চমকে উঠেছিল, সে অপর মেয়েকে বলল– 'একে আমি আগে কোথাও দেখেছি। লোকটা ধোঁকা দিচ্ছে না তো! মানুষটা কিন্তু সে-ই।'

◆◆◆

'ঘটনাটা সেরূপই মনে হচ্ছে, যেমনটা আমরা আগেও একবার ধরেছিলাম' – গোয়েন্দা আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট করছে – 'সেই মুরাকাবা, সেই চিল্লা, সেই জিন ও মানুষের আবেগকে আয়ত্ত করে তাদের উপর জাদু প্রয়োগ করা। আমাদের ফৌজের যে-সৈনিক আমাকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল, সে কেবল ফৌজের বিরুদ্ধেই কথা বলছিল। মসজিদে মুসল্লীদের উদ্দেশেও একই কথা বলেছিল। লোকটা আমার সঙ্গে যেসব কথা বলেছে, তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, তার আরও একাধিক সঙ্গী আছে, যারা তারই মতো মসজিদে-মসজিদে গিয়ে আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে মুসল্লীদের উসকানি দিচ্ছে। তারা রণাঙ্গনের অসত্য কাহিনী শোনাচ্ছে এবং বোঝাতে চেষ্টা করছে, সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজে ভর্তি হওয়া পাপের কাজ।'

'এই অভিযান তাদের মসজিদেই পরিচালনা করার কথা' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'মসজিদে-বলা-বক্তব্যকে মানুষ অহীর সমান মর্যাদা দেয়। মানুষ আবেগের গোলাম। তারা সেই লোককে মুরশিদ ও পথের দিশারী হিসেবে বরণ করে নেয়, যে প্রথমে আবেগকে উত্তেজিত করে পরে শব্দ দ্বারা তাকে শান্ত করে। তুমি কাল আবার যাও। আমাকে গ্রাম ও ঘরটা বুঝিয়ে দাও। এদিক-ওদিক দেখে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো। তোমার তথ্যের ভিত্তিতে আমি সেখানে কমান্ডো অভিযান চালাব।'

www.pathagar.com

'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, কমান্ডো অভিযান চালালে সেখানকার অধিবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে' – গোয়েন্দা বলল – 'সৈনিক আমাকে বলেছে, গ্রামের প্রতিটা শিশুও তার অনুরক্ত এবং দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে।'

'আমাদের অত কিছু তোয়াক্কা করা চলবে না' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'যে-শাসক জনগণের উপর শাসন চালাতে চায়, জনগণের আবেগ-উচ্ছ্বাসের তোয়াক্কা তাকে করতে হয়। এই চরিত্রের শাসকরা জনগণের আবেগ নিয়ে খেলা করে, যাতে প্রজারা খুশি থাকে এবং তাদের আনুগত্য করে। আমাদের কাজ সালতানাতে ইসলামিয়া ও দেশের জনগণের মর্যাদার সুরক্ষা। আমরা এলাকাবাসীকে স্বরূপ দেখাব। আমরা তাদের সুলতান আইউবির গোলাম বা ভক্ত বানাতে চাই না। আমরা তাদের বলব, ইসলামের প্রহরী তোমরাও ততটুকু, যতটুকু তোমাদের সুলতান। আমরা তাদেরকে ইসলামের দুশমন দেখাব। আমরা আবেগপূজার নেশা জাগিয়ে জাতিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাই না। জাতিকে বাস্তবতার ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে। তুমি যাও। দেখো ও বোঝো। তারপর রিপোর্ট করো।'

গোয়েন্দার দরবেশের আস্তানায় যাওয়ার সময় রাতে। আলী বিন সুফিয়ান নিজের বেশ পরিবর্তন করে উক্ত গ্রামে চলে গেলেন। তিনি দরবেশের ঘরটা চিনে নিলেন এবং মানুষের কথাবার্তা শুনে তার প্রতি মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস পরিমাপ করলেন। মিসরি ফৌজের বিরুদ্ধে ঝড় তোলা হচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান বাড়ির পিছনটা দূর থেকে দেখে নিলেন। ওখানে ছোট্ট একটা দরজা আছে। দরজাটা বন্ধ। গাছ-গাছালি আছে। ডানে ও বাঁয়ে আরও দুটা ঘরের পশ্চাদ্দেশ। কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না। যত ভিড় বাড়ির সম্মুখটায়। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। পুরাতন চোগাপরিহিত শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন মানুষ বেরিয়ে এল। আলী বিন সুফিয়ান আড়াল হয়ে গেলেন। তিনি খোলা দরজাটায় একটা সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পেলেন। মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দিল।

লোকটা লাঠিহাতে ঝুঁকে-ঝুঁকে ধীর পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান তাকে অনুসরণ করলেন। বেশ দূরে গিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে গেল এবং এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল। একদিক থেকে এক অশ্বারোহী ধেয়ে এল। লোকটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং কায়রোর দিকে রওনা দিল। ঘোড়া-নিয়ে-আসা-লোকটা পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে চলে গেল।

আলী বিন সুফিয়ান নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে শাদা দাড়িওয়ালা অশ্বারোহী লোকটার পিছনে-পিছনে এগুতে থাকলেন। লোকটা কয়েকবারই পিছন দিকে তাকাল। আলী বিন সুফিয়ান এগুতে থাকলেন। লোকটা কায়রোর দিকে এগুতে থাকল। একজন মানুষ পিছনে-পিছনে চলছে বলে সে বেজায় বিরক্ত। সে কায়রোমুখী হয়ে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। আলী বিন সুফিয়ানও

www.pathagar.com

গতির তাল বজায় রাখলেন। তাঁর ঘোড়া আরও দ্রুত চলতে শুরু করল। লোকটা বারবার পিছন দিকে তাকাতে থাকল আর আলী বিন সুফিয়ানও তার পিছনে-পিছনে যেতে থাকলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে লোকটা কায়রোর রাস্তার পরিবর্তে ঘোড়া অন্য পথে ঘুরিয়ে দিল। ঘোড়ার গতি স্বাভাবিক। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর ঘোড়াও সেই পথে ঢুকিয়ে দিলেন।

উভয় ঘোড়া এখন যেখানে, সেখানে এদিক-ওদিক দু-একটা ঝুপড়ি বা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। কোথাও যাযাবরদের অস্থায়ী ছাউনি। লোকটা একের-পর-এক রাস্তা পরিবর্তন করছে আর বারবার পিছনের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ানও তার পিছনে-পিছনে অগ্রসর হচ্ছেন। লোকটার অস্থিরতা বেড়ে চলছে। অবশেষে সে কায়রোর দিকেই মুখ করল এবং ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। আলী বিন সুফিয়ানের ঘোড়ার গতিও বেড়ে গেল। এখন উভয় ঘোড়ার মধ্যখানের ব্যবধান পনেরো-বিশ পা। তারা কায়রো নগরীতে ঢুকে যাবে বলে, এমন সময় হঠাৎ শশ্রুমণ্ডিত লোকটা ঘোড়া থামিয়ে মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ানও তার সামনে গিয়ে থেমে গেলেন।

'তুমি দস্যু মনে হচ্ছে' – শাদা শশ্রুমণ্ডিত অশ্বারোহী বলল। সে খঞ্জর বের করল – 'আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

আলী বিন সুফিয়ান দেখলেন, শাদা দাড়ির কারণে লোকটার বয়স সত্তর বছর মনে হচ্ছে। কিন্তু চেহারা, চোখ ও দাঁত বলছে চল্লিশেরও কম। আলী বিন সুফিয়ানও ছদ্মবেশে আছেন। তিনি কটিবন্ধ থেকে সোয়া গজ লম্বা তলোয়ারটা বের করে হাতে নিলেন।

'দাড়ি খুলে ফেলো' – আলী বিন সুফিয়ান লোকটার এক পাঁজরে তলোয়ারের আগা ঠেকিয়ে বললেন– 'আমার সামনে-সামনে চলো।'

শুনে লোকটার চোখদুটো নিস্পলক হয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান তরবারির আগাটা তার কালো পট্টির উপর রেখে দাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঝটকা একটা টান দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ মুখমণ্ডল থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং তার ক্লিনসেভ চেহারাটা বেরিয়ে এল। পরক্ষণেই তিনি নিজের কৃত্রিম দাড়িও খুলে ফেলে বললেন– 'আমিও তোমাকে চিনি, তুমিও আমাকে চেন; চলো রওনা হই।'

লোকটা ক্ষমতাচ্যুৎ আব্বাসি খেলাফতের একজন আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মী। এই খেলাফতকে – যার সিংহাসন কায়রোতে ছিল – সাত-আট বছর আগে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। তখন খলীফা ছিলেন আল-আজেদ, যিনি হাশিশি, ক্রুসেডার ও সুদানিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছিলেন। সুলতান আইউবি নুরুদ্দীন জঙ্গির সাথে কথা বলে এই খেলাফতকে বিলুপ্ত করে এমারতে মেসেরকে খেলাফতে বাগদাদের অধীন করে দিয়েছেন। কিন্তু খেলাফতে আব্বাসিয়ার পদচ্যুৎ কর্মকর্তারা এখনও গোপন

www.pathagar.com

তৎপরতায় লিপ্ত। সুলতান আইউবির রামাল্লা-পরাজয় তাদের জন্য সোনালি সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আব্বাসিরা গোপন পন্থায় সুলতান আইউবি ও তার বাহিনীকে চরিত্রহীন, বিলাসী, লুটেরা এবং পরাজয়ের জন্য দায়ী প্রচারে তৎপর হয়ে উঠেছে।

ধৃত এই লোকটাও তাদেরই একজন।

আলী বিন সুফিয়ান লোকটাকে হেফাজতে নিয়ে নিলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েদখানায় আটক করে রাখলেন।

♦♦♦

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা রাতে দরবেশের নির্ধারিত সময়ে গ্রামের বাইরে একস্থানে গিয়ে দাঁড়াল। গত রাতের সৈনিক তাকে নিতে চলে এল। সৈনিক তাকে নতুন কিছু উপদেশ দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। তারা পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু গোয়েন্দাকে গত রাতের কক্ষের পরিবর্তে অন্য এক কক্ষে নিয়ে বসাল। এই কক্ষে কালো দাড়িওয়ালা বুযুর্গ নেই – কেউ-ই নেই। তাকে রেখে সৈনিকও বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। গোয়েন্দা দরজায় হাত লাগিয়ে বুঝতে পারল, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কক্ষে কোনো জানালা নেই। গোয়েন্দা বুঝে ফেলল, আমি ধরা পড়ে গেছি এবং এরা জেনে ফেলেছে, আমি গুপ্তচর। পালাবার কোনো পথ নেই। কী করা যায় ভাবতে শুরু করল গোয়েন্দা।

অনেকক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। যে-দুটা মেয়েকে দরবেশ নিজের কন্যা পরিচয় দিয়েছিল, তাদের একজন ভিতরে প্রবেশ করল। এখন সে আগের মতো আপাদমস্তক পর্দাবৃতা নয়। তবে ইউরোপিয়ানদের মতো নগ্নও নয়। তার পোশাক আরব নারীদের পোশাকের অনুরূপ। কারুকাজ কিছু এরাবিয়ান, কিছুটা ইউরোপিয়ান। মেয়েটা ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। দরজা আবারও বন্ধ হয়ে গেল। কক্ষে বাতি জ্বলছে। মেয়েটার প্রতি চোখ পড়ামাত্র গোয়েন্দার চোখ বিস্ময়ে নিষ্পলক হয়ে গেল।

মেয়েটা মুখ টিপে হাসছে।

'চেনার চেষ্টা করছ, না?' – মেয়েটা বলল – 'এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ? তুমি আমার শহর থেকে রক্ষা পেয়ে বেরিয়ে এসেছিলে। কিন্তু এখন নিজ ভূখণ্ডে আমর কয়েদি হয়ে গেছ। এখন আর বেরুতে পারবে না।'

গোয়েন্দা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, যাতে প্রশান্তিও আছে, উদ্বেগও আছে। তার তিন বছর আগের কাহিনী মনে পড়ে গেল। তাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আক্রা পাঠানো হয়েছিল। আক্রা তখন খ্রিস্টানদের দখলে ছিল। সেখানে তাদের বড় পাদরির আস্তানা ছিল, যাকে ক্রুশের মহান মোহাফেজ বলে অভিহিত করা হতো। যেসব খ্রিস্টান সম্রাট আরব এলাকা দখল করতে আসতেন, তারা অবশ্যই সেখানে যেতেন এবং বড় পাদরির আশীর্বাদ গ্রহণ করতেন। সে-কারণে সামরিক দিক

www.pathagar.com

থেকে জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত ছিল। আলী বিন সুফিয়ান সেখানে গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন। তারা সেখানে খ্রিস্টান পরিচয়ে একটা আস্তানাও গড়ে তুলেছিল। তাদের তিন-চারজন গোয়েন্দা শত্রুর হাতে ধরা পড়েছিল এবং দুজন শহীদ হয়েছিল। ফলে সেখানকার কমান্ডার আরও গোয়েন্দা চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছিল। তখন নতুনভাবে যাদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের একজন এই গোয়েন্দা, যে এখন মিসরের একটা কক্ষে শত্রুর হাতে বন্দি।

লোকটার গায়ের রং, দেহের কাঠামো ও মুখের অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। বুদ্ধিমত্তা অতিশয় প্রখর ও সতর্ক। অশ্বচালনায় এতই দক্ষ যে, সামরিক মহড়া ও সমর প্রদর্শনিতে নিজের কৃতিত্ব ও যোগ্যতা দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিত। চরিত্রও ফুলের মতো পবিত্র। খ্রিস্টান নাম ধারণ করে সে আক্রা প্রবেশ করেছিল এবং নিজের দুর্দশা ও নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়ে বলেছিল, আমি হাল্‌বের মুসলিম বাহিনীতে নতুন সৈনিকদের অশ্বচালনার প্রশিক্ষণ দিতাম। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা আমার এক যুবতী বোনকে অপহরণ করে আমাকে অন্যায়ভাবে ফৌজ থেকে বের করে দিয়েছে।

খ্রিস্টানরা তার চাল-চলন ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে অশ্বচালনার প্রশিক্ষণের জন্য রেখে দিল। কিন্তু তার শিষ্যরা সৈনিক নয়। তারা যুবতী মেয়ে ও বড়-বড় অফিসারদের পুত্র। গোয়েন্দা জানতে পারল, এই মেয়েগুলোকে মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরে কতিপয় পুরুষকেও তার হাতে তুলে দেওয়া হলো। এরা সকলেই খ্রিস্টান গোয়েন্দা। মুসলিম গোয়েন্দা তাদের মধ্যে একাকার হয়ে গেল। সে খ্রিস্টানদের থেকে মোটা অংকের ভাতাও পেতে শুরু করল।

এই মেয়েটা – যে এখন তার সঙ্গে কক্ষে কথা বলছে – আক্রায় তার শিষ্য ছিল। মেয়েটার গুপ্তচরবৃত্তির যোগ্যতা ছিল; কিন্তু অশ্বচালনা জানত না। মেয়েটাকে আলী বিন সুফিয়ানের এই গোয়ন্দার ভালো লাগতে শুরু করল। প্রথমে ভালোলাগা, তারপর ভালবাসা। অবশেষে দুজনের মাঝে গভীর প্রণয় জমে গেল। একপর্যায়ে গুরু-শিষ্য নয় – প্রেমিক-প্রেমিকা পরিচয়ই মুখ্য হয়ে উঠল। মেয়েটা এমনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে, এই লোকটির খাতিরে গুপ্তচরবৃত্তির মতো হীন পেশাটা ছেড়ে দেবে এবং তার স্ত্রী হয়ে সম্মানজনক জীবন যাপন করবে। মুসলমান গোয়েন্দা তার ভালবাসার উত্তর ভালবাসা দ্বারাই দিয়েছিল বটে; কিন্তু কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেনি। মেয়েটা কাজ-কর্মে অবহেলা শুরু করল। প্রেমিক গুরুকে ছাড়া তার কিছুই ভালো লাগছিল না।

একদিন আক্রায় দুজন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়ল। তাদের একজন তার জানামতো সকল সহকর্মীর ঠিকানা বলে দিল। এই গোয়েন্দাও তাদের একজন ছিল। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল। মেয়েটা তাকে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি গুপ্তচর নও তো? মুসলমান নও তো? শুনেছি, এখানকার গোয়েন্দা বিভাগ তোমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে এবং তোমার উপর নজর রাখছে?'

www.pathagar.com

জবাবে গোয়েন্দা হেসে অভিযোগ উড়িয়ে দিল। কিন্তু মনটা তার অস্থির হয়ে উঠল। রাতে কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কমান্ডার বলল, আমাদের অনেকগুলো লোক চিহ্নিত হয়ে গেছে। সম্ভব হলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

গোয়েন্দা কমান্ডারের ঘর থেকে বের হয়ে টের পেল, দুজন লোক তাকে অনুসরণ করছে। সে এগিয়ে গিয়ে আস্তাবলে ঢুকে পড়ল এবং একটা ঘোড়ায় জিন কষল। অমনি দুজন লোক এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ? লোকটা অত্যন্ত চৌকস ও সতর্ক। অবস্থা বেগতিক দেখে সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়েই ঘোড়া হাঁকাল। একজন তাঁর ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা গেল। অপরজন কিছু বুঝতে-না-বুঝতেই সে ছুটতে শুরু করল। গোয়েন্দা আক্রা থেকে বেরিয়ে এল।

◆◆◆

'আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি' – গোয়েন্দা মেয়েটাকে বলল। তিন বছর পর তাদের এই সাক্ষাৎ – 'আমি বিস্মিত হয়নি। তুমি যে গোয়েন্দা, আমি তা জানি।'

'তিন বছর আগে তোমার প্রেমের ফাঁদে পড়ে আমি গুপ্তচরবৃত্তি পরিত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম – মেয়েটা বলল – 'তখন তুমি যদি বলতে, তুমি মুসলমান ও গোয়েন্দা, তবু আমি তোমাকে ধোঁকা দিতাম না। আমি তোমার সঙ্গে এসে পড়তাম। তোমার পালিয়ে আসার পর আমি যখন জানতে পারলাম, তুমি মুসলমান গুপ্তচর ছিলে, তখন আমি ব্যথিত হইনি। আমার বেদনাটা ছিল তোমার বিরহের।'

'এখন কি তোমার হৃদয়ে আমার ভালবাসা নেই?' – গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল – 'তুমি এখন আমার দেশে আছ। আমার সঙ্গে আস। এখানে আমি তোমাকে ধোঁকা দেব না।'

'আছে' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এখনও আছে। কিন্তু কর্তব্য তার উপর বিজয়ী হয়ে গেছে। এটা তোমার অপরাধ। তোমার প্রেমের খাতিরে আমি গোয়েন্দাগিরি পরিত্যাগ করার সংকল্প নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সংকল্পকে দলিত করে আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির নোংরামিতে ডুবিয়ে দিয়েছ। তিনটা বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়টায় আমি নিজেকে জঘন্যরূপে নাপাক করে ফেলেছি। ইসলামের প্রতি ঘৃণা আমার আত্মার সঙ্গে মিশে গেছে। এখন আর প্রেম নয়। তুমি এখন আমার বন্দি। আমি আমার জাতিকে ধোঁকা দিতে পারি না। আমি যে-লোকটার সঙ্গে এসেছি, তাকে বলে দিয়েছি, তুমি গুপ্তচর। তাকে আমি আক্রার সব ঘটনা খুলে বলেছি। বারান্দা দিয়ে অতিক্রম করার সময় যদি আমি তোমাকে না দেখতাম, তা হলে আমরা সবাই গ্রেফতার হয়ে যেতাম। তোমাকে আমিই ধরিয়েছি।'

www.pathagar.com

'তোমাদের যে-লোকটা পীর সেজেছে, সে মুসলমান, না খ্রিস্টান?' গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল।

'জেনে কী করবে?' মেয়েটা পালটা প্রশ্ন করল।

'গোয়েন্দাগিরি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে' – গোয়েন্দা বলল – 'মৃত্যুর প্রাক্কালে আরও তথ্য জানতে চাই আর কি। এই ভেদ তো এখন আর বাইরে নিতে পারব না।'

'মুসলমান' – মেয়েটা বলল – 'মুসলমানদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত ওস্তাদদেরও ওস্তাদ।'

কক্ষের দরজা খুলে গেল। কালো দাড়িওয়ালা দরবেশ এক ব্যক্তির সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করেই মেয়েটাকে বলল– 'তোমার কথাবার্তা শেষ হয়ে থাকলে বেরিয়ে যাও।'

মেয়েটা গোয়েন্দার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে-তাকাতে বেরিয়ে গেল।

দরবেশ গোয়েন্দাকে বলল– 'শুধু এটুকু বলো, আমার ভেদ কার-কার জানা আছে। তুমি কি আলী বিন সুফিয়ানকে বলে দিয়েছ, আমি সন্দেহভাজন?'

'না' – গোয়েন্দা জবাব দিল – 'আমি গোয়েন্দা বটে; কিন্তু এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি।'

দরবেশের হাতে হান্টার (চামড়ার চাবুক) ছিল। সে পূর্ণ শক্তিতে গোয়েন্দাকে পেটাতে শুরু করল। বলল– 'আমি সত্য কথা শুনতে চাই।'

কক্ষের দরজাটা সজোরে খুলে গেল। হুট করে মেয়েটা ভিতরে প্রবেশ করেই দরবেশের হাতদুটো ধরে বিনয়ের সুরে বলল– 'একে মেরো না; এমনিতেই সব বলে দেবে।'

'না; আমি কিছুই বলব না।' গোয়েন্দা বজ্রকণ্ঠে বলল।

দরবেশ আবারও প্রহার করতে উদ্যত হলো। মেয়েটা ছুটে গিয়ে গোয়েন্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল এবং চিৎকার করে বলে উঠল– 'মেরো না। এর দেহের আঘাত আমার হৃদয়ের জখমে পরিণত হবে।'

'তুমি কি একে রক্ষা করতে চাচ্ছ?' অপর ব্যক্তি গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করল।

'না' – মেয়েটা কাঁদতে-কাঁদতে বলল – 'লোকটা যদি কোনো তথ্য না দেয়, তা হলে তরবারির এক আঘাতে এর মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলো – নির্যাতন করে কষ্ট দিয়ো না।'

মেয়েটিকে টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। গোয়েন্দার উপর অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। সারাটা রাত তাকে শয্যায় পিঠ লাগাতে দেওয়া হলো না। তাকে বহু কিছু জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। নির্যাতনের পর নির্যাতন চলছে; তবু সে কোনো তথ্য দিচ্ছে না।

রাতের শেষ প্রহর। মেয়েটা তার কক্ষে প্রবেশ করল। গোয়েন্দা অর্ধ-অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। দরবেশের লোকেরা তরবারির আগা

www.pathagar.com

দ্বারা তার শরীর খোঁচাচ্ছে। দেখে মেয়েটা তার গায়ের উপর শুয়ে পড়ে চিৎকার জুড়ে দিল– 'এ আমি সহ্য করতে পারব না। আমি তোমাকে বলে দিয়েছি, এটা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালবাসা। এর কষ্ট আমার কষ্ট। লোকটা তার কর্তব্য পালন করছে আর আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি। আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। একে তোমরা প্রাণে মেরে ফেলো – নির্যাতন করো না।'

গোয়েন্দা অর্ধ-অচেতন অবস্থায় তার গায়ের উপর পড়ে-থাকা-মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে অস্পুট স্বরে বলল– 'তুমি চলে যাও। পাছে আমি আমার কর্তব্য থেকে ছিটকে না পড়ি। এই অত্যাচার আমার কর্তব্যেরই অংশ। তুমি তোমার ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করো আর আমাকে আমার দীনের জন্য জান কুরবান করতে দাও।'

মেয়েটা পাগলের মতো হয়ে গেছে। তাকে পুনরায় টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো।

দরবেশ আদেশ করল– 'এই হতভাগীকে এখান থেকে নিয়ে একটা কক্ষে আটকে রাখো।'

◆◆◆

দিনের অর্ধেকটা কেটে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর গোয়েন্দার ফিরে আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। সেই রাতে গেল; এখনো ফিরল না কেন! গত কাল তিনি শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত যে-লোকটাকে পাকড়াও করেছিলেন, কয়েদখানায় রাতে নির্যাতনের মাধ্যমে তার থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে কালো দাড়িওয়ালা দরবেশটা কে, তার আসল পরিচয় কী এবং তার মিশন কী।

দিবসের শেষবেলা আলী বিন সুফিয়ান একটি কমান্ডো সেনাদল প্রস্তুত করলেন। এখন তাঁর প্রবল ধারণা, গোয়েন্দা তাঁর ধরা পড়ে গেছে। আস্তানাটা যে শত্রুর নাশকতাকারী গোয়েন্দাদের আড্ডাখানা, তা এখন প্রমাণিত।

আলী বিন সুফিয়ানের কমান্ডোরা এত দ্রুততার সঙ্গে এসে পৌঁছল যে, এলাকাবাসী কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বানরের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। পলকের মধ্যে ভিতরের সব কজন লোককে ধরে ফেলল।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা একটা কক্ষে অচেতন পড়ে আছে। তার মৃতপ্রায় অবস্থা। তার প্রেমিকা মেয়েটা একটা কক্ষে মেঝেতে পড়ে আছে। তার বুকে একটা খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে। 'আমি আত্মহত্যা করেছি' বলেই মেয়েটা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এলাকাবাসী ঘটনাটা টের পেয়ে গেছে। তারা দরবেশের আস্তানার বাইরে ভিড় জমাল। তারা পরস্পর কানাঘুষা চলছে।

www.pathagar.com

দরবেশকে বের করে জনতার সম্মুখে দাঁড় করানো হলো। তাকে বলা হলো, আসল পরিচয় নিজমুখে শোনাও। জনতাকে বলো, কী উদ্যেশ্যে মিসরের ফৌজ ও সুলতান আইউবির দুর্নাম রটাচ্ছ।

দরবেশ সত্য-সত্য বলে দিল। মানুষ তার যে-পরিচয় জানে, সবই ভুয়া। আসল পরিচয়, সে খ্রিস্টানদের চর ও নাশকতার হোতা। ইদানিংকার দেশময় অপপ্রচারের মূল নায়ক।

এক মেয়ে মারা গেছে। অপর মেয়েকে জনতার সম্মুখে হাজির করা হলো এবং বলা হলো, এই মেয়েটা মুসলমান নয় – খ্রিস্টান। জনতাকে আরও অবহিত করা হলো, রামাল্লা থেকে আশার পথে পার্বত্য এলাকায় আগুনের কাছে যে-পানি ও খেজুর পড়ে ছিল, সেগুলো এদেরই লোকেরা রেখেছিল।

আলী বিন সুফিয়ান তাঁর পাতাল কক্ষে ধৃত দরবেশ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের থেকে যেসব তথ্য লাভ করেছেন, তাতে জানা গেল, লোকটা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে-আসা নতুন সৈন্যদের ফন্দি করে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল। সঙ্গে তার নিজেরও লোক ছিল। এরা বিভিন্ন মসজিদ ও নানা লোকসমাগমের স্থানে মিসরের ফৌজের বিরুদ্ধে কথা বলত। উদ্দেশ্য দেশের জনগণ ও ফৌজের মাঝে সংশয় ও ঘৃণার প্রাচীর দাঁড় করানো।

এই মিশনে মিসরের প্রশাসনের জনাকয়েক কর্মকর্তা এবং ক্ষমতাচ্যুৎ আব্বাসি খেলাফতের গোপন কর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুশমনের পরিচালিত এই অভিযানে স্বার্থপুজারি ঈমান-বিক্রেতা মুসলমানও অংশীদার ছিল।

'যখন দেশের সেনাবাহিনী ও জনগণের মাঝে ঘৃণা তৈরি হয়ে যাবে, তখন বুঝে নিয়ো সালতানাতে ইসলামিয়ার পতন শুরু হয়ে গেছে' – সুলতান আইউবি বললেন। তিনি নির্দেশ জারি করলেন – 'দেশের সমস্ত মসজিদের ইমামদের রামাল্লার পরাজয়ের প্রকৃত কারণ অবহিত করার ব্যবস্থা করো। ইমামগণ বিষয়টি দেশের মানুষকে অবহিত করবেন। কাউকে দায়ী কিংবা অভিযুক্ত করে যদি কেউ শান্তি লাভ করে থাকে, তা হলে সব দায়-দায়িত্ব আমার উপর চাপাও। ফিলিস্তিনের রণাঙ্গনে জীবন দিয়ে আমি জাতির সেই লোকগুলোর গুনাহের কাফফারা আদায় করব, যারা ক্ষমতার নেশায় আমার ফৌজ ও ফিলিস্তিনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তখন আমার রক্তের প্রতিটি ফোঁটা চিৎকার করে-করে জানান দেবে, রামাল্লার পরাজয়ের জন্য ফৌজ দায়ী ছিল না এবং মিসরের একজন ফৌজও কোনো অনৈতিক কাজে জড়িত ছিল না।

[ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত]

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাইকমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান।

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ISBN. 984-70063-0009-0

www.pathagar.com